উৎসর্গ।

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

যাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া
হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র
প্রথম শিক্ষা করি—
সেই—স্বর্গগত
পিতৃদেব ৺শ্রীকৃষ্ণ দত্তের
প্রীত্যর্থে এই গ্রন্থ
অর্পিত হইল।

পূর্ব্বাভাষ।

জ্বরচিকিৎসা-প্রকাশে যে এত বিলম্ব ঘটিবে ও বহুবিধ বিঘ্ন আসিয়া ব্যতিক্রম ঘটাইবে—তাহা স্বপ্নেও জানি নাই। নিজে সেই পর্য্যন্ত কত বার পীড়িত হইলাম এবং কত দুস্তর বিপদ-জালে জড়িত হইলাম—ত হইল বুঝি আর এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম না। এক্ষণে যে সর্ব্বকাল বিপদ-ভঞ্জন সকল বিঘ্ন বিপদ বিনাশ করিয়া ইহ প্রকাশে আমায় কতক সামর্থ্য দিলেন সেইজন্য তাঁহাকে প্রণাম করি।

জ্বর-চিকিৎসা প্রণয়ন-কার্য্যে মফঃস্বলের শতাধিক চিকিৎসক আমাকে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করান। তাঁহারা "জ্বর-চিকিৎসা" গ্রন্থের অভা দেখাইয়া আমাকে অনুরোধ করেন যে "পার্থক্য-নির্ণয়-প্রণালীতে একখানি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা যথার্থ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার একটি প্রকৃত অভাব মোচন করা হইবে।" এই সময়ে দুই জন চিকিৎসকের হৃদয়স্পর্শী ঔৎসুক্য আমার হৃদয়ে উত্তেজনার বীজ রোপন করে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি তাঁহাদের গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া তাঁহাদের ইচ্ছা প্রতিপালনে আমিও প্রতিশ্রুত হইলাম। এই সূত্রে একটি কথা উল্লেখ-যোগ্য— তাঁহারা পুস্তক-মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া আমায় উৎসাহ-প্রদান করিয়াছিলেন এবং যদিও আমি নানা কারণে তাঁহাদের সেই অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করি নাই কিন্তু তাঁহাদের ঔদার্য্য ও তাঁহারা আমার ধন্যবাদের পাত্র। যাহা হউক তাঁহাদিগের কা এই মহাব্রতে ব্রতী হইয়া তাঁহাদের ইপ্সিত বস্তু তাঁহাদের করে অ সমর্পণ করিয়া আমি এখন কতকটা প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইলাম। ফলভাগের কামনায় নিজে নিরত থাকিয়া সর্ব্বসিদ্ধিদাতার ইচ্ছা

বিশ্বাস করিয়া আমার এই শেষ উদ্যম সাধারণের হস্তে আমি প্রদান করিয়াও কৃতার্থ হইলাম।

পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম দুই তিন শত পৃষ্ঠায় এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইবে—কিন্তু এখন দেখি হাজার পৃষ্ঠার কমে আর পূর্ণ কলেবর হইবার আশা নাই। এদিকে মফঃস্বল হইতে প্রত্যহই পত্র আসিতেছে জ্বর-চিকিৎসা কবে প্রকাশিত হইবে? কেহ লিখিতেছেন সমস্ত গ্রন্থ এককালে প্রকাশ করিতে বিলম্ব থাকিলেও কতকঅংশ প্রথম ভাগে অভিহিত করিয়া প্রকাশ করিতে আপত্তি কি? কেহ বা উপহাস করিয়া এমনও লিখিয়াছেন যে সমস্ত পুস্তক দর্শন আর তাঁহাদের ভাগ্যে নাই তবে যতটা মুদ্রিত হইয়াছে তাহাই তাঁহাদের কেননা দেওয়া হয়? এই সকল অভিযোগ দিন দিন বাড়িতেছে দেখিয়া তাঁহাদের অভিলাষ মত দুই ভাগেই ইহা প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম। এই প্রথম ভাগের কলেবরই প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় ভাগও তাহাপেক্ষা ন্যূন নহে। দ্বিতীয় ভাগও ত্বরায় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইব ইহা আশা আছে কারণ গ্রন্থ-প্রণয়ন সম্পূর্ণই আছে—কেবল মুদ্রাকরের লৌহ-কবল [illegible]তে নিষ্ক্রমন সাপেক্ষ। বাঙ্গালাদেশের মুদ্রাকরের বিড়ম্বনা অতিক্রম [illegible]তে যে সময়ের প্রয়োজন—নিয়তি কৃপা করিলে তাহার মধ্যেই [illegible] ইহা প্রকাশিত হয় তাহার সকল বন্দোবস্ত করিয়াছি। [illegible]র ভরসা আর পাঠকের আশা যাহাতে সফল হয় সেজন্য [illegible] উদ্যোগ ও চেষ্টার ত্রুটী করিব না।

[illegible]প্যাথিক মতে জ্বর-চিকিৎসা সকলেই বলেন—বড়ই কঠিন [illegible] তাহা উপলব্ধি করিতেছি। সেজন্য এরূপ ভাবে ইহা [illegible] যাহাতে আর কোনরূপ অভাব চিকিৎসকের না থাকে। [illegible] সামান্য জ্বর, শর্দ্দি জ্বর, প্রাদাহিক জ্বর, স্বল্পবিরাম-জ্বর,

অবিরাম-জ্বর, সবিরাম-জ্বর, ম্যালেরিয়া-জ্বর, ম্যালেরিয়াল-ক্যাচেক্সিয়া বা ধাতু এবং দূষিত-জ্বর প্রভৃতির বর্ণনা যতদূর সম্ভব বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যত গবেষণাপূর্ণ মত প্রচারিত হইয়াছে তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং তাহা পূর্ণভাবে যাহাতে বোধগম্য হয় সেজন্য দেশীয় ও বিদেশীয় চিকিৎসকগণের মত তাঁহাদেরই লিখিত ভাষায় সন্নিবেশিত করিয়াছি। আর চিকিৎসা-বিষয়ে ঔষধ-সমূহের পার্থক্য-নির্ণয় প্রথাই অবলম্বন করিয়াছি। সবিরাম-জ্বরের পরে একটি রেপারটরি সংযোগ করিয়া দিয়াছি। কি সবিরাম কি অবিরাম কি স্বল্প-বিরাম সকল প্রকার জ্বরেই উহার প্রয়োজনীয়তা পাঠক পড়িতে পড়িতে বুঝিতে পারিবেন। যে জ্বরে শীত নাই তথায় উত্তাপাংশ হইতে লক্ষণ দেখিলেই সাফল্য পাইবেন। সেইরূপ ঘর্ম্ম ও জ্বর-বিচ্ছেদ কালের লক্ষণ সকলও আবশ্যক মত দেখিয়া লইবেন। মনে করিবেন না ঐ রেপারটরি কেবল সবিরাম-জ্বরেই প্রয়োজনীয়—সকল জ্বরের চিকিৎসায়ই উহা উপযোগী। জিহ্বা এবং নাড়ী প্রভৃতির লক্ষণ-সমূহও সর্ব্বপ্রকারে জ্বরেই ঠিক ঔষধ নির্ব্বাচনের বিশেষ সহায়।

এই তো গেল প্রথম ভাগের কথা—আর দ্বিতীয় ভাগে মোহ জ্বর (টাইফস) আন্ত্রিক-জ্বর, (টাইফয়েড) সেরিব্রো-স্পাইনাল মেনিনজাইটীস্, হাম, বসন্ত, স্কার্লেট প্রভৃতি গুটিকা-জ্বর, এবং ডেঙ্গু, যেলোফিভার, প্লেগ প্রভৃতির বর্ণনা ও চিকিৎসা প্রকাশিত হইবে। অন্য প্রথম হইতেই জ্বর হইয়া বা শেষে উহা প্রকাশ পাইয়া অধিকাংশ রোগে দেখা দেয় সেইজন্য ব্রনকাইটীস্, নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, লিভার-প্রদাহ ও এক কথায় যাবতীয় জ্বর-সংযুক্তরোগ যাহাতে সকলে এই পুস্তক সাহায্যে চিকিৎসা করিতে পারেন—সেইরূপ ভাবে উহা লিখিত হ...

ইহা কোন পুস্তক-বিশেষ বা সমূহের অনুবাদ নহে। যে সকল এলোপ্যাথিক চিকিৎসক জ্বরের তত্ত্ব-সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ বিচার প্রকাশ করিয়া জগন্মান্য হইয়াছেন—তাঁহাদের অভিমত অনেকস্থলেই লইয়াছি। আর জ্বর-বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যত হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে তাহাদের সার গ্রহণও করিয়াছি—এবং সেই সঙ্গে নিজের ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা-ফল যোজনা করিয়া,চিকিৎসা-সাহিত্যে যাহার যেটী উপকারী ও আরোগ্যকারী উপদেশ বলিয়া বুঝিয়াছি—তাহাই প্রয়োজনমত লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

মৎ-প্রণীত "মেটিরিয়া-মেডিকা", ও "কলেরা" সাধারণে যেরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন—"জ্বর-চিকিৎসা" তাঁহাদের নিকট সেইরূপ প্রীতিপূর্ণ সমাদর পাইলে আমার সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। অধিকন্তু আমার আত্মীয়বর্গ পুস্তক-প্রণয়নজনিত পরিশ্রমেই আমি স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছি বলিয়া আমার হিতার্থে আমায় সতত যে কটু-কথায়-গালি বর্ষণ করেন এবং যাহা আমি নিজে সময়ে সময়ে বুঝিয়াও ইহা হোমিও-প্যাথির উন্নতি-কল্পে জানিয়াই উপেক্ষা করিয়াছি—এক্ষণে যাঁহাদের অনুরোধে এই গ্রন্থ রচিত হইল তাঁহারা ইহার আদর করিলেই তাহা হাস্যমুখে আহ্লাদের সহিত আমি মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিব এবং জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে জ্ঞানে কৃতার্থ হইব।

এক্ষণে যে সকল চিকিৎসকবর্গের নিকট এই পুস্তক প্রণয়নে সাহায্য পাইয়াছি—তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পাঠকবর্গের নিকট বিদায় লইলাম।

বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা, ১লা বৈশাখ।
১৩১৬ সাল।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দত্ত।

BEN... 7 - MAY 19.. ...UILDIE.Co

হোমিওপ্যাথিক জ্বরচিকিৎসা।

জ্বর।

জ্বর অতি সাধারণ পীড়া এবং সকল সময়েই ইহা হইয়া থাকে। কৃতান্তের প্রধান সেনাপতিরূপে জ্বর জগৎ-সংসারের সর্ব্বস্থানে নির্ভীক-চিত্তে আবহমান কাল বিচরণ পূর্ব্বক সংহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। প্রখর সূর্য্য-রশ্মি দ্বারা উত্তপ্ত উষ্ণ-কটিবন্ধে, সমকটিবন্ধে, এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্ত্তী তুষার-মণ্ডিত শীত-কটিবন্ধে—সকল স্থানেই জ্বরের সমান অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়। সদ্যোজাত শিশু হইতে মুমূর্ষুপ্রায় বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কাহারো ইহার হস্তে নিস্তার নাই। অন্যান্য সকল পীড়া-জনিত মৃত্যু সংখ্যার সমষ্টি করিলে এক জ্বরেরই মৃত্যু সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক হইবে। মনুষ্য-দেহের উপর জ্বরের এইরূপ আধিপত্য দেখিয়াই বোধ হয় আর্য্য-চিকিৎসা-গুরু চরক ইহাকে সর্ব্ব রোগাধিপতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য চরক লিখিয়াছেন—

> জ্বরয়তি ইতি জ্বরঃ। নান্যে ব্যাধয়স্তথা দারুণা
>
> বহূপদ্রবা দুশ্চিকিৎস্যা যথায়মিতি।

অর্থাৎ শরীরে জ্বরা বা বিশেষ ক্লেশ উৎপাদন করে—এই জন্য ইহার নাম জ্বর। জ্বর যেমন দারুণ, দুশ্চিকিৎস্য ও বহুপীড়া-উৎপাদক ও কোন পীড়া তদ্রূপ নহে।

ভগবান পুনর্ব্বসু বলিয়াছেন—

দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপী সর্ব্বরোগাগ্রজো বলী।
জ্বরঃ প্রধানো রোগানামুক্তো ভগবতা পুরা॥

অর্থাৎ জ্বর সমস্ত রোগ অপেক্ষা বলবান, সমস্ত রোগের অগ্রজ, সমস্ত রোগের মধ্যে প্রধান এবং দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনেরই সন্তাপজনক।

নিদানস্থানে চরক লিখিয়াছেন—

মহেশ্বরের প্রকপোদ্ভব জ্বর প্রাণিগণের প্রাণনাশক ; ইন্দ্রিয় ও মনের সন্তাপকর ; প্রজ্ঞা, বল, বর্ণ এবং উৎসাহের অবসাদক ; এতদ্ব্যতীত ইহা শরীরে অবসন্নতা, বেদনা, শ্রান্তি, ক্লান্তি, মোহ জন্মায় এবং আহার বর্জ্জন করায়।

চরকদেব জ্বরকে রোগাধিপতি নির্দ্দেশ করিয়া এমনও বলিয়াছেন, যে "প্রাণীসমূহ জ্বরের সহিত ভূমিষ্ঠ হইয়া জ্বরের সহিতই বিনষ্ট হয়। যে কোন পীড়াই মনুষ্য দেহ আক্রমণ করুক না—জ্বরের সহায়তা ভিন্ন কেহই প্রাণ সংহার করিতে সমর্থ হয় না।" এই শেষ ঋষি-বাক্যের যদিও আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারি না, কিন্তু ইহা যে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জ্বরে—অস্বাভাবিক শারীরিক অবস্থার সহিত (১) উত্তাপাধিক্য, (২) রক্ত সঞ্চালনাধিক্য, (৩) বৈধানিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন, (৪) শারীরিক স্বাভাবিক নিঃস্রাবাদির বিপর্য্যয়, (৫) শ্বাস প্রশ্বাসাধিক্য, (৬) স্নায়বিক লক্ষণের আধিক্য ও অপর কতকগুলি বিশেষ ও সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ

—Fever is a condition in which there are present henomena of (1) rise of temperature, (2) quickened ation, (3) marked tissue change, (4) disordered

secretion, (5) increased respiration, (6) disturbed nervous system & general symptoms.

১। উত্তাপাধিক্য (Rise of temperature)—সর্ব্বপ্রকার জ্বরে উত্তাপাধিক্যই প্রধান লক্ষণ।

২। রক্তসঞ্চালনাধিক্য (Quickened circulation)—জ্বররোগ মাত্রেই রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার আধিক্য হয় এবং উত্তাপাধিক্যের সহিত উহা বৃদ্ধি পায়। জ্বরে রক্তের ক্ষার পদার্থ, এল্‌বুমেন ও লাল রক্তকণার (red corpuscles) হ্রাস হয় ও শ্বেত রক্তকণার বৃদ্ধি হইতে পারে।

৩। নিঃস্রাব-বিপর্য্যয় (Disordered secretion)—জ্বরে শরীর হইতে স্বল্প পরিমাণে যে জল বাহির হয়,তাহা অধিকন্তু তাপ-প্রভাবে শোষিত হয়—একারণ চর্ম্ম প্রায়ই শুষ্ক থাকে। ক্বচিৎ স্থল-বিশেষে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্মও নিঃসৃত হয়। জ্বরকালে পাকাশয়, অন্ত্র, মূত্র ও লাসিক গ্রন্থি হইতে নিঃস্রাবের হ্রাস হয়, জিহ্বা লেপাবৃত ও অপরিষ্কার এবং মুখ-গহ্বর শুষ্ক অথবা চটচটে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা-লোপ, অরুচি, পিপাসা, জিহ্বায় বিস্বাদ, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, বমনেচ্ছা, বমন, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রভৃতি হয় এবং ঘোর বা স্বল্প রক্তবর্ণের অম্লযুক্ত প্রস্রাব হইয়া থাকে।

৪। বিধান-বিকার বা তন্তুর অপচয় (Marked tissue change)—জ্বরের প্রাবল্য ও স্থিতি অনুসারে শারীরিক বিধানাদির উপাদানের ক্ষয় ও অপচয় হইয়া থাকে। Febricula বা সামান্য জ্বরে ঐরূপ অপচয় অতি সামান্য মাত্র হয়—অথবা আদৌ কোনরূপ অপচয় লক্ষিত হয় না। ফলতঃ সান্নিপাতিক বিকারাদি জ্বরে বিধানোপযোগী পদার্থের (tissue) ক্ষয় হইয়া থাকে।

৫। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াধিক্য (Increased respiration)—জ্বর-রোগ মাত্রেই শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার আধিক্য হইয়া থাকে, সুতরাং সুস্থাবস্থাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে কার্ব্বণিক-এসিড গ্যাস নিঃসৃত হয়।

৬। স্নায়বিক লক্ষণ (Nervous Symptoms)—জ্বরের প্রথমাবস্থায় শীত বা কম্প, তৎসঙ্গে সর্ব্বাঙ্গের পেশী সমূহে বেদনা, পৃষ্ঠে ও হস্ত পদে বেদনা ও কামড়ানি এবং শ্রান্তি, ক্লান্তি, দুর্ব্বলতা, অবসাদ, আলস্য, প্রভৃতি স্নায়বিক লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়। জ্বর-বিশেষে শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে বেদনা উপস্থিত হয়। এতদ্ব্যতীত জ্বররোগে শিরোবেদনা ও শিরো-ঘূর্ণন প্রায়ই হইয়া থাকে। আবার জ্বরের প্রকোপ বা ধর্ম্মানুসারে সময়ে সময়ে অস্থিরতা, অনিদ্রা এবং রাত্রিকালে মৃদু বা তরুণ প্রলাপ প্রকাশ পায়। কোন কোন জ্বরে শীত ও তাপ পর্য্যায়-ক্রমেও প্রকাশিত হয়। জ্বররোগ কঠিন হইয়া উঠিলে আবার ভয়ানক দুর্ব্বলতা (exhaustion), বিষম প্রলাপ (violent delerium), বিড় বিড় করিয়া প্রলাপবকা (muttering delerium), নিদ্রালুতার সহিত আচ্ছন্নতা (drowsiness), অথবা সম্পূর্ণ অজ্ঞানভাব (Unconsciousness), বিকার-জনিত অচেতন ভাব (Coma), বিছানা হাতড়ান (picking bed clothes), শূন্যে কোন বস্তু ধরিতে যাওয়া ও তজ্জনিত কম্পন (tremor) এবং আক্ষেপ (spasms) ও এমন কি তড়্কা (convulsion) পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

৭। সাধারণ লক্ষণ (General symptoms)—বিধান-উপাদান গুলির (tissue change) ক্ষয় এবং অত্যল্প আহার নিবন্ধন অথবা ভুক্ত সামগ্রীর পরিপাকে বিলম্ব বা ব্যতিক্রম বশতঃ শারীরিক শীর্ণতা ঘটে; শরীরাভ্যন্তরে ওজোন্ শক্তির (Ozone) হ্রাস হয় ও

দুর্ব্বলতা ও রক্তস্বল্পতা (debility & anaemia) প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—উত্তাপাধিক্যের সহিত রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার আধিক্য হয়—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাপমান-যন্ত্রের সাহায্যে এই তাপের ক্রম নির্ণীত হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ কারণ বা অবস্থানুসারে স্বাভাবিক উত্তাপের কিঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ গাত্রের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮.৪; তাপমান-যন্ত্রে স্বাভাবিক উত্তাপ একটী তীরের অগ্রভাগ দ্বারা চিহ্নিত। গাত্রের উত্তাপ ঐ চিহ্নের উপরে উঠিলে বা নীচে নামিলে রোগ বুঝিতে হইবে এবং কেবল উপরে উঠিলে জ্বর নির্দ্দিষ্ট হয়। আহারের ও কঠিন পরিশ্রমের পর গাত্রের উত্তাপ কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যুবা অপেক্ষা শিশুদিগের গাত্রোত্তাপ স্বভাবতঃই সামান্য অধিক।

তাপমান যন্ত্রে গাত্রের উত্তাপের বৃদ্ধি—স্বাভাবিক গাত্রোত্তাপ ৯৮.৪—থার্ম্মোমিটারে একটি তীর দ্বারা এই স্থান চিহ্নিত। গাত্রের উত্তাপ ৯৯.৫—১০০.৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্থিত হইলে—নাড়ী গরম (Sub febrile temperature) বুঝায়। ১০০.৪—১০১.৮ সামান্য জ্বর (Slight fever) বুঝায়। প্রাতেঃ ১০১.৬—১০২.২ ও সন্ধ্যার সময় ১০৩.৫ পর্য্যন্ত হইলে মধ্যপ্রকারের জ্বর বুঝায়। প্রাতেঃ গাত্রোতাপ ১০৩.১ এবং সন্ধ্যার সময় ১০৪ ডিগ্রী উত্থিত হইলে প্রবল জ্বর (considerable fever) বুঝায়। প্রাতেঃ ১০৩.২ ডিগ্রী ও সন্ধ্যার সময় ১০৪.৮ বা ততোধিক হইলে অতি প্রবল জ্বর (high fever) বুঝায়। পৌনঃপুনিক জ্বর ব্যতীত গাত্রের উত্তাপ ১০৭.৬ ডিগ্রী উত্থিত হইলে সাংঘাতিক জ্বর বুঝায়। (Except in relapsing malarious fever it indicates generally a fatal termination) এতাদৃ-

ক্রমে গাত্রোত্তাপ ১০৪—১০৫ (Such persistent high temperature) থাকিলে রোগের উপশম হইতেছে না বুঝায়—উপরন্তু কোন যান্ত্রিক রোগের আশঙ্কা (Apprehension of some organ being affected) হয়।

সন্ধ্যার সময় হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত গাত্রের উত্তাপ সমভাবে বৃদ্ধি হইলে এবং সেই সঙ্গে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উত্তাপ কম হইতে থাকিলে, রোগের হ্রাসই বুঝিতে হইবে, কিন্তু দিবাভাগে ক্রমান্বয়ে উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে রোগের বৃদ্ধিই বুঝিতে হইবে।

গাত্রোত্তাপের হ্রাস—গাত্রোত্তাপ ৯৫—৯৬.৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিলে মধ্যম প্রকারের পতনাবস্থা বুঝায়—কিন্তু কেবল মাত্র এই রূপ উত্তাপ-হ্রাস ঘটিলেই যে মৃত্যুর আশঙ্কা বুঝায়-তাহা নহে (Moderate collapse in itself without danger)। গাত্রের উত্তাপ ৯২.৩—৯৫ পর্য্যন্ত থাকিলে—পতনাবস্থা বুঝায়; কিন্তু ঐরূপ অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাপ্রদ হইলেও উহা হইতে আরোগ্য হওয়া অসম্ভব নহে। (Algide collapase with great danger, still with possibility of recovery)। গাত্রোত্তাপ ৯২.৮ ডিগ্রীর নিম্নে নামিলে আশঙ্কাজনক পতনাবস্থা বুঝায়—ইহা প্রায়ই মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থা (Fatal algide collapse)।

থার্ম্মোমিটার-নির্দ্দিষ্ট গাত্রোত্তাপের সহিত নাড়ীর সম্বন্ধ।

গাত্রোত্তাপের বৃদ্ধির সহিত নাড়ীর গতির বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়। গাত্রের উত্তাপ ১ ডিগ্রী বৃদ্ধি হইলে নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৮।১০ বার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সামান্য জ্বরে নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৮০।৯০ বার; মধ্যপ্রকার জ্বরে নাড়ীর স্পন্দন ৯০—১০৮ বার; প্রচুর

জ্বরে ১০৮—১২০ বার এবং প্রবলজ্বরে প্রতি মিনিটে ১২০ বা ততোধিক বার নাড়ীর স্পন্দন হয়।

গাত্রোত্তাপের সহিত শ্বাস-ক্রিয়ার সম্বন্ধ—গাত্রের উত্তাপের সহিত নাড়ীর স্পন্দনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, শ্বাস-ক্রিয়ার সহিতও সেরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। পতনবস্থায় এবং শিশুদিগের সামান্য জ্বরে প্রায়ই শ্বাস-ক্রিয়া দ্রুত হইয়া থাকে। মধ্য প্রকার জ্বরে সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে ২০ বার শ্বাস-ক্রিয়া হয়, কিন্তু শিশুদিগের ৪০।৫০ বারও হইতে দেখা যায়। অতিপ্রবল জ্বরে শ্বাসক্রিয়া আরো বর্দ্ধিত হয়, অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ৬০ বার পর্য্যন্তও হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—হোমিওপ্যাথিক মতের চিকিৎসায় যেমন সর্ব্ববিধ লক্ষণের উপর ঔষধ নির্ব্বাচন নির্ভর করে, তেমনি জ্বর আসার সময়, তাহার স্থিতিকাল ও বিরামের অবস্থিতি সময়, প্রভৃতিও ঔষধ নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই জন্য জ্বর-চিকিৎসায় থার্ম্মোমিটারের বিশেষ প্রয়োজন এবং আবশ্যক মত জ্বরের উত্তাপ প্রতিদিন লিখিয়া (একখানি চার্টের মত) রাখা উচিত—তাহাতে চিকিৎসকের বিশেষ সাহায্য হয়। এলোপ্যাথিক মতের চিকিৎসায় একজ্বরি ভাব এবং বিরাম হয় বা না হয়—ইহামাত্র জানিলেই যথেষ্ট; কিন্তু হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসায়—জ্বরাক্রমণের সময়, উহার বিকাশের সময় এবং বিরামের সময় প্রভৃতি এবং দিনের পর দিন জ্বরের সময়ের এবং সেই সঙ্গে উত্তাপের হ্রাসাধিক্যের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা উহা দ্বারা জানা যায় এবং তাহার সাহায্যে ঠিক ঔষধ নির্ণীত হইয়া রোগ স্বরায় আরোগ্য হয়।

উত্তাপ, নাড়ী ও শ্বাস-ক্রিয়া সম্বন্ধে ভূয়োদর্শন।

১। তাপের অল্প বৃদ্ধি অপেক্ষা তাপের আধিক্য বা হঠাৎ হ্রাস চিন্তার বিষয়।

২। মুখ প্রদেশের বিষর্প (Erysepelàs), তরুণ মেনিন্‌জাইটীস (Cerebro Spinal Meningites). নিউমোনিয়া (Pneumonnhœa) স্কার্লাটিনা (Scarlatina), টাইফস্‌ জ্বর (Typhus fever), বসন্ত (Small pox), ম্যালেরিয়া ও পালাজ্বর এবং ম্যালেরিয়া সংযুক্ত পৌনঃপুনিক জ্বরে (In malarious fever or in relapsing fever) ১০৫-১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ উঠিতে পারে। অন্যান্য জ্বরে ১০৪।১০৫ ডিগ্রীই যথেষ্ট, প্রায়ই তাহার উপর উঠে না। ১০৫-১০৬ ডিগ্রী তাপ একবারও হ্রাস না পাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকা ভয়ের কারণ, অথবা দিনের পর দিন ও সপ্তাহের পর সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঐরূপ উত্তাপ স্থায়ী হইলে—মৃত্যু সম্ভাবনা। রোগ বৃদ্ধি পাইয়া যত মৃত্যু সন্নিকট হয়, শারীরিক তাপও ততই বৃদ্ধি পায়। তাপের বিশেষ হ্রাস অথবা তাপের বৃদ্ধির সহিত নাড়ীর মন্দভাব—মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেক সময়ে হইতেও দেখা যায়।

[তাপের হ্রাস দেখ]

তাপের নিম্নতম সংখ্যা ৯০ বা ৯১ ডিগ্রী। ওলাউঠার হিমাঙ্গ অবস্থায় (In Cholera collapse) তাপ ৯০—৯১ডিগ্রী কমিয়া যায়। আবার সূতিকা-জ্বর (Puerperal fever) নিউমোনিয়া (Pneumonnhœa) ও টাইফস জ্বর (Typhus fever) প্রভৃতি রোগে উত্তাপের যেমন ভীষণ আধিক্য দৃষ্ট হয়—আবার সময়ে সময়ে ঐরূপ উত্তাপাধিক্যের পর হঠাৎ পতন হইয়া থাকে। এইরূপ হঠাৎ পতন নিতান্ত আশঙ্কাজনক। কখন কখন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে তাপের বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। ওলাউঠায় এইরূপ বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে।

কখন কখন পাকাশয়ের পীড়া বশতঃ বালকদিগের গাত্র-তাপ শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়—যুবকগণের পীড়ায় যে তাপ আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে

হয়, বালকের পক্ষে উহা তত আশঙ্কাজনক নহে ; আবার বৃদ্ধের পক্ষে ১০৪ ডিগ্রীই উৎকট জ্বরের পরিচায়ক।

টাইফয়েড-জ্বরে প্রতিদিন সায়াহ্নে নিয়মিতরূপে দুই ডিগ্রী করিয়া তাপ বৃদ্ধি পায় ও প্রাতেঃ ১ ডিগ্রী করিয়া কমে। রাত্রিকালে সময়ে সময়ে ১০৫-১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে। টাইফয়েড-জ্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের সায়াহ্নে ১০২-১০৩ হইলে সামান্য জ্বর ও ১০৫ বা তদূর্দ্ধে উঠিলে উৎকট জ্বর বোঝায়। দ্বিতীয় সপ্তাহের সায়াহ্নে গাত্র-তাপ কম হইতে থাকিলে সুলক্ষণ—এমন কি অনেকে তাহাকে টাইফয়েড জ্বর বলিতেই প্রস্তুত নহেন। টাইফয়েড-জ্বরে ধীরে ধীরে তাপাধিক্য হয়—কিন্তু হঠাৎ তাপাধিক্য হইলে রক্তস্রাবাদি উপসর্গের সন্দেহ হয়। ফলতঃ আবার এই জ্বরে তাপের হঠাৎ পতন হইলেও অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়।

কম্পজ্বরে—উত্তাপের সময় তাপ খুব বৃদ্ধি পায় ; শীতের সময় প্রায়ই কম থাকে, আবার কখন কখন বৃদ্ধি পাইতেও দেখা গিয়াছে।

হামজ্বরে—উদ্ভেদ (eruption) নিষ্ক্রমণের পর পুনরায় গাত্রতাপ বৃদ্ধি পাইলে ফুস্‌ফুসের প্রদাহ (Pneumonia) প্রভৃতি উৎকট উপসর্গ আসিয়াছে বা আসিতেছে বুঝিতে হইবে। হাম সম্পূর্ণরূপে বাহির না হইতে পারিলে, অথবা বাহির হইয়া পুনরায় বসিয়া যাইলে, দৈহিক তাপ অত্যন্ত বাড়ে এবং কখন বা নাবে ও বাড়ে।

সূতিকা-জ্বরে (Puerperal fever) ১০৫ ডিগ্রি তাপ, pelvic cellulites উৎপাদনের সন্দেহজনক। সূতিকা-জ্বরে বার বার কম্প ও সেই সঙ্গে তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি—রক্তে বিষ উপস্থিত হইয়াছে বা পূয জন্মিয়াছে এইরূপ সন্দেহ-ব্যঞ্জক (septicemic blood poisoning) পাইইমিয়া রোগে ঐরূপ বার বার কম্প, রক্তের সহিত পূযের বিষাক্ত

অংশের সংমিশ্রণে রক্তদুষ্টির সন্দেহজনক (blood poisoning)। বাত-রোগে (in Rheumatism) ১০৪ ডিগ্রি জ্বর—হৃদ্‌রোগ-জ্ঞাপক (indicative of valvular diseases of the heart)।

বাতজ্বরে (In rheumatic fever) সাধারণতঃ প্রাতঃকালীন জ্বরের তাপের সহিত সন্ধ্যাকালের জ্বরের তাপের অনেকটা প্রভেদ থাকে। নিউমোনিয়া রোগে ১০৪ ডিগ্রী জ্বর মারাত্মক না হইলেও ভয়-ব্যঞ্জক। এই রোগে উপসর্গাদির সহিত তাপ কমিয়া আবার বৃদ্ধি পাইলে, পুনরায় পূর্ব্ব আক্রান্ত স্থানে বা অপর দিকে নিউমোনিয়ার আক্রমণ সন্দেহ করিবে। গাত্রতাপের আধিক্য প্রায়ই কোনরূপ প্রদাহের আনু-ষঙ্গিক; সেইরূপ স্থলে প্রদাহের লাঘব বা শোষণ না হইলে গাত্রতাপের হ্রাস হওয়া অসম্ভব। প্রাতঃকালীন বা দিবাকালীন তাপ-বৃদ্ধি সন্ধ্যা-কালীন বর্দ্ধিত তাপ অপেক্ষা রোগের গুরুত্বজ্ঞাপক আবার সন্ধ্যার তাপ ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইলে সুলক্ষণ মনে করিতে হয়। এইরূপ হ্রাস আরম্ভ হইয়া পুনরায় সন্ধ্যাকালে তাপ বৃদ্ধি পাইলে অন্যান্য সুলক্ষণ সত্বেও কোন উপসর্গ উপস্থিত হইতেছে বা কোন স্থানে পূয জন্মিতেছে বুঝায়।

নাড়ী ও শ্বাস—শরীরের উত্তাপ এক ডিগ্রি বর্দ্ধিত হইলে প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন ১০ বার ও শ্বাসের গতি ২।৩ বার বর্দ্ধিত হয়। যেমন স্বাভাবিক গাত্র-তাপ ৯৮·৪ ডিগ্রি থাকিয়া এবং প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন ৭৫ ও শ্বাসের গতি ১৮।২০ থাকিয়া যদি শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধিত হইয়া ১০০ ডিগ্রি হয়—তাহা হইলে নাড়ীর স্পন্দন ৯০।৯৫ এবং শ্বাসের গতি প্রায় ২৩।২৪ হইবে। সাধারণতঃ সুস্থাবস্থায় প্রতি শ্বাসে ৪, বার নাড়ীর স্পন্দন হয়।

নাড়ী—সাধারণতঃ মণিবন্ধে নাড়ী অনুভূত হয়—গ্রীবা এবং জানুদেশেও নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যায়।

জন্ম হইতে প্রথম বৎসর পর্য্যন্ত		প্রতি মিনিটে	নাড়ীর	স্পন্দন	১৪০ বার
২—৩ বৎসর	বয়ঃক্রম	ঐ	ঐ	ঐ	১২০ বার
৪—৬ ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০০ ঐ
৭—১৭ ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৯০ ঐ
১৮—৫০ ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭৫ ঐ
বৃদ্ধ বয়সে			ঐ	ঐ	৭০ ঐ

কোন কোন ব্যক্তির নাড়ী স্বভাবতঃ মৃদু বা দ্রুত থাকে—তাহা দেখিয়া রোগ মনে করা উচিত নহে।

স্থূল, কোমল ও দ্রুতনাড়ী (Small quick compressed pulse) জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা-জ্ঞাপক। দ্রুত কঠিন ও পূর্ণ নাড়ী (quick hard full pulse) প্রদাহ-জ্ঞাপক। নাড়ীর বিষম-গতি, পর্য্যায়শীলতা ও উৎ-ক্ষেপণ (intermittent jerking pulse) হৃদ্‌রোগের পরিচায়ক। ক্ষীণ, সূত্রবৎনাড়ী (feeble thready pulse) ওলাউঠা ও রক্তস্রাবাদি রোগে প্রায় সর্ব্বাবস্থায় এবং বিবিধ কঠিন পীড়ার পতনাবস্থায় দৃষ্ট হয়। [হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চনের ন্যূনাধিক্য অনুসারে নাড়ীর মন্দ অথবা দ্রুতগতি দুইপ্রকার ভাবই জন্মায়। নাড়ীর দ্রুতগতি দ্বারা স্নায়বীয় রোগ বুঝায় এবং দুর্ব্বলতার সহিত দ্রুতগতি থাকিলে উত্তেজনা বুঝায়। এক আকুঞ্চনের সময় হইতে পর পর আকুঞ্চন পর্য্যন্ত এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রতিনিয়ত নাড়ীর গতি সমান হইলে—তাহাকে নাড়ীর সমগতি এবং মধ্যে মধ্যে দ্রুত ও মধ্যে মধ্যে মন্দ হইলে বিষম-গতি বলে। পীড়ার অনুপাত গতির সহিত নাড়ীর স্পন্দন সময়ে সময়ে বিলুপ্ত হইলে উহাকে ক্ষণবিলুপ্ত বা পর্য্যায়শীল নাড়ী বলে। সুস্থদেহে স্বাভাবিক নাড়ীর সহিত এইরূপ নাড়ীর বিলোপ বা পর্য্যায়শীলতা হৃদ্‌রোগজ্ঞাপক। নাড়ীর সমগতি সুলক্ষণ। রক্তসঞ্চালন, নিঃশ্বাস ও

স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য প্রভৃতিই নাড়ীর বিষমগতি জন্মাইবার কারণ। সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ড বা ফুস্‌ফুসে রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত বশতঃ নাড়ী পর্য্যায়শীল হয়। হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহার পরিমাণানুসারে নাড়ীর স্থূলত্ব বা সূক্ষ্মত্ব জন্মে। ধমনীর স্থিতিস্থাপকতার হ্রাস হইলে নাড়ী কোমল ও দুর্ব্বল হয়।]

শ্বাস—সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে ১৬ বার শ্বাস গৃহীত ও ১৫ বার পরিত্যক্ত হয়। শরীরের রক্তের ভাগ কম হইলে শ্বাস শীতল হয়। শীতল শ্বাস মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। (ওলাউঠায় শীতল শ্বাস সত্ত্বেও অনেক সময় রোগী বাঁচে)। হৃৎপিণ্ডের বিধান-বিকার বা ক্রিয়া-বিকারজনিত রোগে (organic or functional disorders of the heart), নিউমোনিয়া রোগে অথবা শ্বাস কাসাদি রোগে শিশুগণের শ্বাসের সংখ্যা অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হয়। ফুস্‌ফুসের রোগে শ্বাসের বৃদ্ধিই হয় এবং দুর্ব্বলতার আধিক্যে উহার ন্যূনতা জন্মে। যক্ষ্মারোগে শ্বাসের গতির সাধারণতঃ অস্বাভাবিক দ্রুততা জন্মে এবং সন্ধ্যাকালে বা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঐ দ্রুততার আবার আতিশয্য হয়। প্রবল জ্বর, হিষ্টিরিয়া, রক্তস্বল্পতা (anæmia) ও বিবিধ প্রকার হৃদরোগেও শ্বাসের দ্রুততা জন্মে। মূর্চ্ছা ও সংন্যাস (apoplexy) রোগে শ্বাসের অস্বাভাবিক মন্দগতি হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সাধারণতঃ ব্রণকাইটিস, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ও বিবিধ হৃদ্‌রোগে জ্বরই প্রধান লক্ষণ—এমন কি জ্বরাধিক্যই উহাদের পরিচায়ক, সেই জন্য ঐ সকল রোগে নাড়ী, তাপ, শ্বাস ও হৃৎস্পন্দনের গতি জানা আবশ্যক। গাত্রোত্তাপ, নাড়ীর স্পন্দন, শ্বাসের অস্বাভাবিক গতি, হৃৎস্পন্দনের আতিশয্য ও হ্রাস প্রভৃতি যেমন রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসককে সাহায্য করে, তেমনি জিহ্বা, পিপাসা, মল, মূত্র, মুখা-

ক্লান্তি, বমন, ঘর্ম্ম, কম্পন, বেদনা ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞান চিকিৎসক মাত্রেরই প্রয়োজন।

জিহ্বা।

রোগে জিহ্বার বিবিধ অবস্থা এবং তাহার অবস্থিতি ও পরিবর্ত্তন অথবা জিহ্বার লেপ (coating) এবং তাহার রঙের অবস্থিতি ও পরিবর্ত্তন নিরূপণ করিতে পারিলে রোগনির্ণয়ে অনেক সহায়তা হয়। এতভিন্ন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় জিহ্বা সম্বন্ধীয় বিশেষ লক্ষণ সকল ঔষধ নির্ণয়ের পথপ্রদর্শক।

কম্পনশীল জিহ্বা (Tremulous or trembling tongue)—তরুণ রোগে এইরূপ জিহ্বা আশঙ্কাজনক, কিন্তু পুরাতন রোগে, বিশেষতঃ স্নায়বিক লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে উহা তত বিপজ্জনক নহে ও তত ভয়ের কারণ নাই।

স্থির-জিহ্বা (Immobile tongue)—মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইয়া পড়িলে (যেমন টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতির শেষভাগে) জিহ্বা সঞ্চালনের আর শক্তি থাকে না। [উপরিউক্ত দুই প্রকার জিহ্বাই আমরা টাইফয়েড জ্বরের বৃদ্ধি বা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দেখিতে পাই, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধাবলীর মধ্যে কয়েকটীতে ঐরূপ জিহ্বা-লক্ষণ বিশিষ্টরূপে বর্ত্তমান আছে এবং তাহাদের প্রয়োগে উহা নিরাকৃত হয়।]

ধীরে জিহ্বা নিষ্ক্রামণ (Slow protrusion of tongue)—যদি নিতান্ত ধীরে ধীরে (খুব আস্তে আস্তে) রোগী জিহ্বা বাহির করে এবং একবার বাহির করিবার পর মুখগহ্বরে পুনরায় লইতে না পারে

বা বিলম্ব হয়,—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ভয়ানক স্নায়বিক অবসাদ বা মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় হইয়াছে, অথবা জিহ্বার উপর কোনরূপ স্থানিক চাপ (local pressure) পড়িয়াছে।

জিহ্বা এক পার্শ্বে হেলান (Thrusting of the tongue to one side) জিহ্বা বাহির করিলে যদি উহা এক পার্শ্বে হেলিয়া পড়ে—তাহা হইলে অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত (Hemiplegia) সন্দেহ করিবে। (জ্বর হইয়া প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে বা পরে এইরূপ পক্ষাঘাত হয় - সেই জন্য এখানে লিখিত হইল)।

পুরু থল্‌-থলে ও দন্তাহত জিহ্বা (Thick & flabby tongue showing imprint of tongue)—পাকাশয়ের ও স্নায়ু-মণ্ডলীর উত্তেজনা-হেতু জিহ্বা ঐ রূপ আকার ধারণ করে এবং জিহ্বায় দন্ত-স্পর্শনের নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

সরু খরকোণ-বিশিষ্ট জিহ্বা (Sharp and pointed tongue)—মস্তিষ্কের উত্তেজনা, এমন কি প্রদাহ পর্য্যন্ত হইয়াছে ইহাতে বুঝিতে হইবে।

উজ্জ্বল-লাল জিহ্বা (Bright red tongue)—পাকাশয় ও অন্ত্র-সমূহের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর (Inflammation of Stomach and of the mucus membrane of the intestines) প্রদাহ বুঝিতে হয়।

জিহ্বার শুষ্কতা—(Dry tongue)—তরুণ-জ্বরের পরিচায়ক।

জিহ্বার অত্যন্ত আরক্তিমতা—(Red tongue) প্রাদাহিক জ্বর বা স্কার্লেট জ্বরের জ্ঞাপক। [জিহ্বা-বেশ পরিষ্কার অথচ লাল কিন্তু প্যাপিলি গুলি বিশিষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান ও উত্তেজিত—স্কার্লেট-জ্বর-জ্ঞাপক (Clean red tongue with prominent papillæ--Scarlet-fever).].

জিহ্বার প্রান্ত ও অগ্রভাগ রক্তিমবর্ণ—পিত্ত-জ্বর (bilious fever) জ্ঞাপক।

জিহ্বা বিদারিত বা ফাটা ফাটা (Cracked tongue)—সান্নিপাতিক জ্বর (typhoid fever) জ্ঞাপক।

জিহ্বা লেপাবৃত (Coated tongue)—সর্ব্বপ্রকার জ্বরে বিশেষতঃ পিত্ত-প্রধান (particularly when gastric symptoms predominate) জ্বরের পরিচায়ক।

[জিহ্বার মূলদেশ স্বভাবতঃ লেপাবৃত (Coated) থাকে।]

পুরু ও পীত (হরিদ্রা) বর্ণের লেপযুক্ত জিহ্বা—(A thick yellow furred tongue)—পিত্তাধিক্যের পরিচায়ক ও যকৃতের দোষজ্ঞাপক।

ঘোরাল ময়লা ও কটা রঙের জিহ্বা (Dark brown tongue),—রক্ত-দূষিত-জ্বর জ্ঞাপক (indicating malignant or septic fevers).

শুষ্ক, কাল্‌চে ময়লা-যুক্ত ও কম্পন-শীল জিহ্বা (Dry, blackish, furred and tremulous tongue)—টাইফস্ ও টাইফয়েড জ্বর জ্ঞাপক।

দ্রষ্টব্য—জিহ্বার ধারগুলি ও অগ্রভাগ লাল এবং মধ্যস্থল শুষ্ক কটা রঙের ফাটা ফাটা (A tongue red on edges and tip and the middle dry brown and cracked—is typical of typhoid and gastric fevers)—গ্যাসট্রিক ও টাইফয়েড জ্বর জ্ঞাপক।

জিহ্বায় ঘন শাদা লেপ (A thick white coating indicates gastric derangements)—পাকাশয়িক বৈলক্ষণ্য বুঝায়।

জিহ্বায় লঙ্কা মরিচের গুঁড়িকা ছড়ানর মত দেখাইলে—আরক্ত-জ্বর (scarlet fever) বুঝায়।

জিহ্বা উত্তরোত্তর অধিকতর শুষ্ক, কটা ও মলিন হইলে—রোগ গুরুতর হইতেছে (the tongue becoming dry brown and coated) বুঝায়।

জিহ্বা প্রান্তভাগ হইতে ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিলে—আরোগ্যের অথবা রোগের হ্রাস হইতেছে বুঝায়।

জিহ্বার কাল ও বেগুনে রঙ—ফুস্‌ফুসে রক্ত সঞ্চালনেব প্রতিবন্ধকতা বুঝায়। টাইফয়েড্ জ্বরের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ও ম্যালেরিয়া জ্বরের হঠাৎ ভীষণ উত্তাপাধিক্যে এবং ওলাউঠার বিকারাবস্থায় রক্ত জমিয়া হৃৎ-গহ্বর হইতে বহির্গত হইতে না পারিলে (Embolism) এইরূপ জিহ্বা হয়।

সীশ ধাতুর বর্ণের ন্যায় (lead-colored tongue)—কলেরা রোগে এবং ফুস্‌ফুস ও পাকাশয়ে পচন ধরিলে জিহ্বাব এইরূপ বর্ণ হয় (A lead colored tongue is found in cholera and in the mortification of stomach and lungs) ।

দ্রষ্টব্য—জিহ্বা নীলবর্ণ হইলে—রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া রোধ হইতেছে আশঙ্কা করিতে হয়। (a bluish tongue indicates impeded circulation ।)

কাল বর্ণের জিহ্বা—রক্তামাশয়, অতিশয় দৌর্ব্বল্য, পচন প্রভৃতি রোগে ও মৃত্যু সন্নিকট হইলে—জিহ্বার বর্ণ কাল হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—হাবা ও বসন্ত রোগে কাল বর্ণের জিহ্বা অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ।

পিপাসা (Thirst)

জ্বরে ও বিশেষতঃ প্রদাহে মুখ-গহ্বরে রক্তাধিক্য-বশতঃ মুখ-শোষ জন্মে। শরীরের রক্তের স্বল্পতা অথবা রক্তের জলীয়াংশের স্বল্পতা হইলেই পিপাসার উৎপত্তি হয়। [এই জন্যই ওলাউঠা ও জ্বর-বিকারে অত অধিক পিপাসা।] [পিপাসার বিশেষত্ব-মূলক ঔষধ রেপার-টরিতে দেখ]

ক্ষুধা (Appetite)

পুরাতন পীড়ায় ও রোগের পরিণামাবস্থায় ক্ষুধামান্দ্য সুলক্ষণ নহে। [রেপারটরি দেখ]

মুখাকৃতি (Face)

মুখমণ্ডল সমস্ত শরীরের দর্পণ স্বরূপ (Face is the index of the whole body)। রোগকালে প্রশান্ত ও প্রসন্ন বদন শুভ লক্ষণ -- কিন্তু হৃদ্‌রোগে বহু যন্ত্রণার পর রোগীর এরূপ প্রসন্ন প্রশান্ত বদন শুভ লক্ষণ নহে। তরুণ রোগের প্রারম্ভে, শ্বাস-কাস রোগে, যান্ত্রিক প্রাদাহিক রোগে ও জননেন্দ্রিয়ের রোগে—মুখাকৃতি প্রায়ই চিন্তাকুল দৃষ্ট হয়। জ্বর-বিকার ও জলাতঙ্ক রোগে—মুখমণ্ডলের নিস্পন্দভাব, সংজ্ঞাশূণ্যতা ও সন্দিগ্ধতা প্রভৃতি ভাব দৃষ্ট হয়। [রেপারটরি দেখ।]

চক্ষু (Eyes)

চক্ষুর রক্তবর্ণ—স্থানিক প্রদাহ অথবা মস্তিষ্ক কিম্বা তাহার ঝিল্লিতে রক্তসঞ্চয় ও তথাকার প্রদাহ-জ্ঞাপক।

চক্ষু-কনীনিকার কুঞ্চন (contracted pupils)—মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ হইয়া থাকে এবং মস্তিষ্ক-প্রদাহ, অপস্মার, সংন্যাস—

রোগ ও মস্তিষ্কে জল জমিলে বা তাহার উপক্রমে উহা (contracted pupils) বিদ্যমান থাকে।

প্রসারিত কনীনিকা (dilated pupils)—চক্ষে আলোক প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা (প্রায়ই প্রদাহ-নিবন্ধন হয়), মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় (Effusion in brain or hydrocephaloid), সংন্যাস রোগ (apoplexy), প্রভৃতিতে লক্ষিত হয়। সময়ে সময়ে পাকাশয় ও অন্ত্রের উত্তেজনা-হেতু চক্ষু-কনীনিকা প্রসারিত হয় এবং ইহা টাইফয়েড-জ্বরেও দৃষ্ট হয়। মস্তিষ্ক-রোগের প্রথমাবস্থায় কুঞ্চিত-কনীনিকা যদি শীঘ্র প্রসারিত হয়—তাহা হইলে মস্তিকে রসক্ষরণ বা জল-সঞ্চয় (effusion) অথবা অন্যবিধ পরিবর্ত্তন বোঝায়। [সেরিব্রো-স্পাইনাল মেনিনজাইটীস রোগে এই কারণেই ইহা পরিলক্ষিত হয়।]

মস্তিষ্কের প্রদাহ ও উত্তেজনায়—আলোকাতঙ্ক (photophobia) হয়। (চক্ষের বৈধানিক তন্তুর প্রদাহ জনিত ঐরূপ আলোকাতঙ্কও হইয়া থাকে।) প্রবল জ্বর মাত্রেই ইহা হওয়া সম্ভব। সংন্যাস ও মস্তিষ্ক রোগে—তির্য্যগ্-দৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের রোগে এবং চক্ষুরোগে, বিশেষতঃ দর্শন-স্নায়ুর রোগে – ক্ষীণ-দৃষ্টি, যুগলদৃষ্টি, অৰ্দ্ধদৃষ্টি, প্রভৃতি হয়। (রেপারটরি দেখ)।

ঘর্ম্ম (Sweat)

জ্বরে—গাত্র-ত্বক দাহযুক্ত, উত্তপ্ত ও খস্‌খসে শুষ্ক (dry burning hot) প্রায়ই থাকে। ইহার পর ঘর্ম্ম সুলক্ষণ। বিষমজ্বর, ম্যালেরিয়া-জ্বর ও প্রাদাহিক জ্বরে ঘর্ম্ম হইলে উপসর্গের অনেকটা লাঘব হইতে থাকে। অতিশয় ঘর্ম্ম হইয়া ক্রমে নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে আশঙ্কা-জনক। ঘর্ম্মসত্ত্বেও রোগের উপশম না হইলে, অন্য উপসর্গ আছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। অনেক সময়ে ঐ রূপ লক্ষণ আশঙ্কা-জনক না হইলেও পরে অন্য রোগ আনে।

কম্প।

সবিরাম ও ম্যালেরিয়া-জ্বরে কম্প হইয়া প্রায়ই জ্বর আসে। সূতিকা-জ্বর ও রক্তদুষ্টি জ্বরে (in Puerperal & Septic fevers) ঘন ঘন কম্প ও শীত (rigors) হয়। যতবার ঐরূপ শীত হয়—ততবার পুনরায় তাপ বাড়ে।

বমন (Vomiting)

পাকাশয়ের উত্তেজনা এবং মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌ ও জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্যবশতঃ বমন হয়। পাকাশয়ের উত্তেজনাই বমনের কারণ, তবে কখন ঐ উত্তেজনা তথায় স্বতঃই প্রকাশ পায় এবং কখন বা উপরোক্ত যন্ত্রের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য জন্য by reflex action পাকাশয়ে প্রকাশ পাইয়া বমন উত্তেজিত করে।

হিক্কা (Hiccough)

বক্ষোদর-ব্যবচ্ছেদক পেশীর ক্ষণস্থায়ী আকুঞ্চন বশতঃ হিক্কা জন্মে। কৃমি, আমাশয় বা যকৃতের প্রদাহ, অথবা জরায়ুর উপদাহ, প্রভৃতি নানা কারণেও হিক্কা হয়।

বেদনা (Pain)

বেদনা যে কান স্থানে উৎপাদিত হউক না কেন, উহা স্নায়ুর প্রান্ত দেশে অর্থাৎ ত্বকের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী স্থানেই অনুভূত হয়। জ্বরের ন্যায় বেদনাও কখন অবিরাম, কখন সবিরাম। প্রদাহের বেদনা চাপিলে এবং পেশীর বেদনা, সঞ্চালনে (অর্থাৎ নাড়িলে চাড়িলে) বাড়ে। স্নায়বিক-বেদনায় চাপনে বা সঞ্চালনে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। যকৃৎ-প্রদাহে—দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় বাম বাহুতে ও বাম হাতের অনামিকা অঙ্গুলীতে বেদনা অনুভূত হয়। পাথরি বা গ্র্যাভেল-

হেতু মূত্রমার্গে ও কোমরে বেদনা হয়। অজীর্ণ জন্য মস্তকে বেদনা হয়; আবার এলবুমেনুরিয়া অথবা ব্রাইটস-ডিজিজে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বেদনা হয়। শরীরে উপদংশ-বিষ থাকিলে চর্ব্বণবৎ বেদনা সমস্ত অঙ্গে, বিশেষতঃ পায়ে ও কখন কখন হাতে হয়। এই বেদনার আধিক্য রাত্রেই দৃষ্ট হয়।

মল (Stools)

মেটে বা কাদা রঙের বাহ্যে—পিত্তের অভাব বা হ্রাস-জ্ঞাপক। কাল বর্ণের বাহ্যে—পিত্তাধিক্য; সবুজবর্ণের মলে—পাকস্থলীর অম্লত্ব এবং মলে আম ও রক্ত—প্রদাহের পরিচায়ক। মলে ভুক্তদ্রব্য নিষ্ক্রমণে পাকক্রিয়ার অবরোধ বা অভাব বুঝায় এবং জলবৎ মল অন্ত্রের প্রদাহজ্ঞাপক। টাইফয়েড জ্বরে—রক্ত ও রক্তের চাপ নির্গত হয়।

মূত্র (Urine)

সুস্থদেহে একসের হইতে ১॥০ সের বা কিঞ্চিদধিক পর্য্যন্ত প্রস্রাব হয়।

লালরঙের স্বল্প মূত্র—	প্রদাহজ্ঞাপক।
প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার মূত্র —	স্নায়বীয় রোগ-জ্ঞাপক।
দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণের মূত্র—	কৃমির অবস্থান জনিত রোগ বোঝায়।
ধূম বর্ণের মূত্র—	মূত্রে রক্ত আছে বোঝায়।
গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের মূত্র—	মূত্রে পিত্তের অবস্থিতি বোঝায়।
লোহিত বর্ণ মূত্র—	অম্লত্ব বোঝায়।
ঘোলা (Turbid) মূত্র—	শ্লেষ্মা বা পূয আছে বোঝায়।

মলিন কটা বা ঈষৎ কালরঙের মূত্র—বিগলিত অবস্থায় রক্তের অবস্থিতি (Presence of decomposed blood) বোঝায়।

মূত্রে ফেণা হওয়া এবং তাহা শীঘ্র না যাওয়া—	—অণ্ডলালের (albumen) অবস্থিতি বোঝায়।

মূত্রে তলানি (Sediment) পড়িলে— —সাধারণতঃ যকৃতের দোষ বোঝায়।

মূত্রের সহিত রক্ত— কিড্নীর প্রদাহ, গ্র্যাভেলের নিম্নগতি, ষ্ট্রীকচার ও অন্ত্র বিকারাদি রোগে দৃষ্ট হয়।

মূত্রে শর্করা থাকিলে— ডায়াবিটিস রোগ বোঝায়।

মূত্রে শর্করা ও অণ্ডলাল (albumen) থাকিলে—Albumenuria or Bright's disease বোঝায়।

মূত্রে শ্লেষ্মা থাকিলে— মূত্রাশয়ের প্রদাহজনিত রোগ বোঝায়।

মূত্রে প্রস্তর-রেণু থাকিলে— পাথুরী বা গ্র্যাভেল রোগ বোঝায়।

মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব— ১০.১৫—১০.২৫।

জ্বরের গতি ও পরিণাম।

প্রকৃত জ্বরের তিনটী অবস্থা।—(১) আক্রমণাবস্থা (invasion); (২) উন্নত বা বর্দ্ধিতাবস্থা (acme); (৩) পতন বা হ্রাসাবস্থা (decline or defervesence)। ম্যালেরিয়া-জ্বর, ম্যালেরিয়াঘটিত কম্পজ্বর ও অনেক হেক্‌টিক-জ্বরে এই তিনটি অবস্থাই বর্ত্তমান থাকে। দীর্ঘকাল-ব্যাপী জ্বরে ও একজ্বরে উক্ত অবস্থাত্রয় অতি অস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়।

আক্রমণ বা ইন্‌ভেসন্।—ইহার আর একটী নাম শীতলাবস্থা; এই সময়ে খুব কম্প ও শীত বা অল্প স্বল্প কম্প অথবা শীত হইতেও পারে। প্রথম হইতেই এই অবস্থায় সন্তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৈশিক নাড়ীর কুঞ্চন বশতঃ হস্ত, পদ, কর্ণ, নাসিকা, ও ওষ্ঠ প্রভৃতি প্রদেশ—শীতল ও বিবর্ণ হয় এবং এমন কি কুঞ্চিত হইয়া নীলবর্ণ

ধারণ করে। এই অবস্থায় নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিন, ও দীর্ঘ (Small, hard and prolonged) হয়, শিরোবেদনা করিতে থাকে এবং রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে।

২। উত্তাপাবস্থা।—গাত্র উষ্ণ ও সময়ে সময়ে লাল হয়, রোগী অত্যন্ত গরম বোধ করে এবং নাড়ী পূর্ণ ও অদমনীয় (full and bounding) হয়।

৩। ঘর্ম্মাবস্থা।—সন্তাপের হ্রাস হয় এবং নাড়ী কোমল ও অপেক্ষাকৃত কম দ্রুত (Soft and less frequent and rapid) হয়।

আবার জ্বরের মগ্নাবস্থা (defervesence) চারি প্রকারে সম্পন্ন হয়। যথা;—

১। ক্রাইসিস্ (Crisis)—জ্বর শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া, হঠাৎ ও শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যাইলে,উহাকে ক্রাইসিস্ দ্বারা আরোগ্য কহে। এরূপ অবস্থায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উত্তাপের হ্রাস হয় এবং ঐ সময়ে অতিশয় ঘর্ম্ম, অধিকমাত্রায় ও ঘন ঘন প্রস্রাব, অথবা জলবৎ ভেদ হইতে পারে। কখন কখন নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত নিঃসরণও হয়। ক্রাইসিস সময়ে হিমাঙ্গ হইয়া নাড়ী লোপ (Collapse) হইতে পারে।

২। লাইসিস (Lisis)—এরূপ প্রণালীতে কয়েক দিনে অর্থাৎ ধীরে ধীরে সন্তাপের হ্রাস হয় ও ক্রাইসিস্ প্রণালীর মত কোনরূপ অস্বাভাবিক নিঃস্রাবণ হয় না।

৩। ক্রাইসিস ও লাইসিস মিশ্রিত প্রণালী দ্বারা আরোগ্য;—এইরূপ প্রণালীতে প্রথমতঃ সন্তাপের কিয়দংশের শীঘ্র হ্রাস হইয়া, অবশিষ্টাংশের ধীরে ধীরে হ্রাস সাধন হয়, অথবা কোন দিবস ধীরে ধীরে উত্তাপের হ্রাস সংসাধিত হয়।

৪। অনিয়মিত প্রণালীতে আরোগ্য—ইহাতে নিয়মিতরূপে উত্তাপের হ্রাস হয় না এবং রোগের উপশম কালে স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষাও উত্তাপের হ্রাস হইয়া থাকে।

জ্বরের স্বরূপ ও প্রকার ভেদ

জ্বরের প্রাবল্য, স্থিতিকাল ও উপসর্গের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ইহাদের শ্রেণী বিভক্ত হইয়া থাকে। যথা;—

১। সামান্য জ্বর (Simple Fever—Febricula)—এই জ্বরকে ফেবরিকিউলা কহে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ জ্বর—ইহাতে লক্ষণ সকল নিতান্ত মৃদুভাবে প্রকাশিত হয়।

২। একজ্বর (Continued Fever)—এই শ্রেণীর জ্বরের প্রায়ই নির্দ্দিষ্টগতি দৃষ্ট হয় ও উহাতে উত্তাপের বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি থাকে না। যাবতীয় তরুণ ও প্রাদাহিক জ্বর এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীস্থ জ্বরে উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়া কিঞ্চিৎকাল বর্দ্ধিতাবস্থায় থাকিয়া পরে কমিয়া যায়।

৩। স্বল্প-বিরামজ্বর (Remittent Fever)—ইহাতে উত্তাপ ও অন্যান্য উপসর্গের হ্রাস বৃদ্ধি স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হয়। ইহাতে জ্বর একবার হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় না। উষ্ণপ্রধান দেশে এই জ্বর সর্ব্বদা হইতে দেখা যায়। এই জ্বরের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ কালে কখন কখন গাত্রোত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কম হইয়া যায়, অর্থাৎ Subnormal temperature হইয়া যায়।

৪। সবিরাম জ্বর (Intermittent Fever)—বহুবিধ ম্যালেরিয়া জ্বর এই শ্রেণীর জ্বরের অন্তর্গত। এই সকল জ্বর আমাদের দেশেই অধিক প্রবল। ইহাকে কম্পজ্বর, পালাজ্বর, ম্যালেরিয়া-জ্বর,

প্লীহা-জ্বর প্রভৃতি নামে অখ্যাত করা যায়। ইহাতে জ্বর এককালে বিচ্ছেদ হইয়া আবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনঃ প্রকাশিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। ইহাতে জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম থাকে বলিয়াই ইহার নাম "সবিরাম-জ্বর"। এই জ্বরের বিরামকালে গাত্রের তাপ প্রায়ই স্বাভাবিক (normal) থাকে। কখনও Subnormal হয়।

৫। পৌনঃ-পুনিক জ্বর (Relapsing Fevers)—ইহাতে কয়েক দিবস একজ্বরি থাকিয়া, রোগী আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু এই আরোগ্য স্থায়ী না হইয়া পুনরায় জ্বর আইসে; এইরূপ পুনঃ পুনঃ জ্বরের আবির্ভাব হেতু ইহাকে পৌনঃপুনিক নামে অভিহিত করা হয়।

৬। অনিয়মিত জ্বর (Ataxic Fever)—যে জ্বরের কোনরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয় না—তাহাই এই শ্রেণীভুক্ত।

৭। প্রাদাহিক জ্বর (Inflammatory Fever)—এই জ্বরের প্রথমাবস্থায় অন্ততঃ—শরীরে কোন স্থানীয় তীব্র প্রদাহ (acute inflammation) থাকে—তবে সকল প্রদাহের সহিত এরূপ জ্বর নাও থাকিতে পারে। শরীরের কোন তন্তু আক্রান্ত হইলে যুবা, সবলকায় ও রক্তাধিক ধাতুস্থ ব্যক্তির দেহে এই জ্বর সচরাচর ভীষণ ভাব ধারণ করে। এই জ্বরে প্রথমে শীত বা কম্প, পরে গাত্রোত্তাপের বৃদ্ধি, গাত্র-ত্বক্ উত্তপ্ত ও শুষ্ক, হস্ত পদাদিতে বেদনা, শিরঃপীড়া, রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার উত্তেজনা (যথা দ্রুত, প্রবল ও পূর্ণ নাড়ী) প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। জ্বরের আধিক্যের সহিত ইহাতে রোগীর দেহের শোণিতে ফাইব্রিনের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয় এবং পরিপাকযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ঘটে—বলিতে কি, এই শেষ কারণেই রোগীর জিহ্বা লেপাবৃত কিন্তু সরস, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধময় ও অত্যন্ত তৃষ্ণা হয় এবং সম্পূর্ণ অক্ষুধা ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। এই জ্বরে অত্যন্ত অস্থিরতা, রাত্রিকালে অনিদ্রা বা প্রলাপ এবং সময়ে সময়ে

গুরুতর স্নায়বিক লক্ষণাদি, যথা—আক্ষেপ, প্রলাপ প্রভৃতি (বিশেষতঃ শিশুদিগের) দেখিতে পাওয়া যায়।

৮। ভীষণ উত্তাপযুক্ত জ্বর (Hyperpyrexial Fever)—ইহাতে গাত্রোত্তাপ ভয়ানক বাড়ে, এমন কি ১০৫।১০৭ ও এমন কি ১০৮ পর্য্যন্ত বাড়ে। সেই সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, অস্থিরতা বাড়ে, মৃদু অথবা প্রবল প্রলাপ-বকুনি আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ অচৈতন্য ভাব (coma) উপস্থিত হয়। তরুণ-বাতজ্বর (Acute Rheumatic fever), সর্দ্দি-গর্ম্মি (Sunstroke), রক্ত-বিষাক্ত জ্বর (Septicimia) বা পূয রক্তে মিশ্রিত হইয়া বিষাক্ত জ্বর (Pyæmia), ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ-জনিত জ্বর (Pneumonia), সান্নিপাতিক বিকার জ্বর (Typhoid fever), সূতিকাজ্বর (Puerperal fever), এবং বিবিধ আঘাত সম্বন্ধীয় স্নায়বিক রোগে এইরূপ প্রবলজ্বর (Hyper-pyrexia) উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

৯। দুর্ব্বলকর জ্বর (Low Fevers)—এই প্রকার জ্বর আবার তিনটী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা ;—

(ক) দৌর্ব্বল্য-সংযুক্ত জ্বরাবস্থা (Asthenic or adynamic fever)—ইহাতে দৌর্ব্বল্য অত্যধিক, তাপ অত্যল্প এবং নাড়ী দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, অথচ দ্রুত হয়। জ্বরের উপসর্গ ও তৃষ্ণা অধিক না থাকায় জিহ্বা সরস থাকে।

(খ) সান্নিপাতিক বিকারাবস্থা (Typhoid condition)—উপরি লিখিত (ক) শ্রেণীর জ্বর হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন শয্যাশায়ীভাব, জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটা ফাটা (dry & cracked),দন্ত মাড়ী ছেদ্‌লাদ্বারা আবৃত (covered with sordees) এবং গলাধঃকরণ ও বাক্যোচ্চারণ প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রম লক্ষণ

সমুপস্থিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারও ব্যাঘাত জন্মে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও তাহার শব্দের পরিবর্ত্তন হইয়া নাড়ী অতিশয় দ্রুত, অথচ দুর্ব্বল ও কোমল (feeble and soft) ও প্রায়ই অনিয়মিত বা সবিরাম-গতি-বিশিষ্ট (intermittent) হয় এবং পরিশেষে মণিবন্ধে আর অনুভূত হয় না। ক্রমে কৈশিকা-নাড়ীর মধ্যে রক্ত-সঞ্চালন-রোধ-হেতু দেহের নিম্নাংশে স্ফীতি ও প্রদাহ এবং শরীরের যে সকল স্থান রোগী চাপিয়া শোয় তথায় ক্ষত (bed-sore) হইতে আরম্ভ হয়। আবার মৃত্যুর পূর্ব্বে উপরিস্থিত অগভীর কৈশিকা সমূহের প্রসারণ-হেতু প্রচুর ঘর্ম্ম হইতে থাকে ও হস্তপদাদি বিবর্ণ এবং শীতল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয় এবং কখন কখন দুর্গন্ধময় মলযুক্ত উদরাময় উপস্থিত হয়। এই শ্রেণীর জ্বরে স্নায়বিক সকল লক্ষণেরই আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।—যথা, রোগী ধীরে ধীরে প্রলাপ ব'কে, বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্টভাবে প্রলাপ বকে, তাহার মাংস-পেশীর কম্পন ও খেঁচুনী হয় (twitchings and tremor) এবং ক্রমে রোগী সম্পূর্ণ অচৈতন্যাবস্থায় অজ্ঞানভাবে পড়িয়া থাকে (lying unconscious in complete comatose condition)। তখন রোগীর দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এককালে রুদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপ বিকারাবস্থা যে কেবল জ্বরেই দেখা যায় এমত নহে—ইহা ইউরিমিয়া রোগে (uræmia) ও যকৃতের শুষ্কতা নিবন্ধনও ঘটিয়া থাকে।

(গ) দূষিতাবস্থা (malignant condition)—এই অবস্থাকে পচনশীলও (septic) বলা যাইতে পারে। ইহা অত্যন্ত সাংঘাতিক—সেইজন্য (malignant) বলা যায়। স্ফোটক-জ্বরে (in eruptive fevers) এই অবস্থা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে গাত্রে দুর্গন্ধ, রক্তস্রাব, চর্ম্মে রক্ত-রোধ চিহ্ন ও অসীম দুর্ব্বলতা, প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট

হয়। *এই রক্ত-রোধ চিহ্ন সকলই* petechæ নামক ইরপসন বলিয়া অভিহিত হয়।

১০। ক্ষয়কারী জ্বর (Fevers of hectic type)—শরীর হইতে অধিক পরিমাণে কোন রূপ স্রাব, বিশেষতঃ প্রচুর পূয়োৎপত্তি ও তাহার ক্ষরণের সহিত এইরূপ জ্বর হইতে দেখা যায়। ক্ষয় বা যক্ষ্মা-কাশে এই জ্বরের অবিকল রূপ আমরা দেখিতে পাই। এই জ্বর কখন স্বল্প-বিরাম, কখন বা সবিরাম রূপে হয়—ইহাতে কখন শীত বা কম্পের সহিত অল্পে অল্পে জ্বরের আক্রমণ, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তাপাধিক্য এবং তৎপরে প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া কখন সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয়, কখন বা সামান্য জ্বর থাকিয়া যায়। আবার কখন দিনে একবার কখন বা দুইবারও জ্বরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই জ্বরে রোগীর প্রবল অন্তর্দাহ হয় ও হস্ত পদাদির তালুতে ভয়ানক জ্বালা, বদন-মণ্ডলে উজ্জ্বল লাল দাগ (hectic flush) শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততা, নাড়ীর কোমলত্ব ও দুর্ব্বলতা, সার্ব্বাঙ্গিন দৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, প্রভৃতি লক্ষণ সমুপস্থিত হইয়া রোগীকে কঙ্কালসার করে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে এবং রোগী জ্ঞানশূন্য না হইয়া বরং প্রফুল্ল-চিত্তই থাকে। এই প্রকার ক্ষয়কারী জ্বর প্রায়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এক্ষণে দেখা যায়—কতকগুলি জ্বর, একঅবধি থাকিয়া, অবস্থা বিশেষে এক বা ততোধিক দিনে তাহাদের সম্পূর্ণ বিরাম হইয়াও পুনরায় বাড়ে এবং কতকগুলির সম্পূর্ণ বিরাম না হইয়া স্বল্প-বিরাম হয় এবং কতকগুলির রীতিমত বিরাম হইয়া পুনরায় আসে ও ছাড়ে। এতদ্ভিন্ন অবস্থা-বিশেষে কতকগুলির ১—৩ দিনে জ্বর ছাড়িয়া আরোগ্য হয়, কতকগুলির ৭—১৪, ১৭, ২১ বা ৩১ কিম্বা ৪১দিনে জ্বর ছাড়িয়া আরোগ্য হয় এবং কতকগুলির প্রত্যহ বিরাম হয়, আবার জ্বর

আসে এবং অবস্থা ও উপসর্গ বিশেষে কখন স্বল্পদিনে, কখন বা অধিক দিনে আরোগ্য হয়। উপসর্গ সকলের উপর জ্বরের অবস্থিতি-কালের দীর্ঘতা নির্ভর করে এবং তদনুসারেই তাহাদের নাম আখ্যাত হয় ও তাহাদের ভাবীফল নির্দ্ধারিত হয়। চিকিৎসা-বিধানের সৌকর্য্যার্থে আমরা জ্বর সকলকে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত করিয়া, তাহাদের চিকিৎসা লিপিবদ্ধ করিব। যথা ;—

PART I.

১। সামান্য একজ্বর (Simple fever)।

২। স্বল্প-বিরাম জ্বর (Remittent fever—malarious or non-malarious)।

৩। *সান্নিপাতিক-বিকার জ্বর (Typhoid fever)।*

৪। মোহ-জ্বর (Typhus fever)।

৫। সবিরাম ও ম্যালেরিয়া জ্বর (Intermittent and malarious fever), (প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর সকল)।

৬। দূষণীয় ম্যালেরিয়া জ্বর (Pernicious malarious fever)।

৭। টাইফো-ম্যালেরিয়স জ্বর (Typho malarious fever)।

৮। মজ্জাগত ম্যালেরিয়া জ্বর (Malarious cachexia) বা পুরাতন ম্যালেরিয়া-জনিত বিষাক্ত ধাতু।

৯। সেরিব্রোস্পাইনাল মেনিন্‌জাইটীস্ (Cerebro-Spinal Meningitis)—[ব্রন্‌কাইটীস ও তৎসংক্রান্ত জ্বর—নিউমোনিয়া ও তৎসংক্রান্ত জ্বর-চিকিৎসাও এই ভাগে বিবৃত হইবে।]

PART II.

১। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুজ্বর। (Influenza, Dengue.)

২। পীতজ্বর, স্কার্লেট-ফিবর। (Yellow Fever, ScarletFever.)

৩। হাম ও হামজ্বর। (Measles)

৪। পানবসন্ত ও তদানুষঙ্গিক জ্বর। (Chicken Pox)

৫। বসন্ত, টীকা, গোবীজ-টীকা, ও বসন্ত সম্বন্ধীয় জ্বর। (Small Pox &c.)

৬। বিষর্প (Erysepelas)

সহজ-জ্বর (Simple Fever)

যে জ্বরে শরীরস্থ কোন যন্ত্রের বা শোণিতের কোন বিকার ঘটে না—তাহাকে সহজ জ্বর বলে। সহজ জ্বর আবার দুই প্রকার—১। সহজজ্বর, ২। সহজ অবিরাম-জ্বর (Simple continued Fever)।

১। সহজ-জ্বর (Simple Fever)।

নিদান—আকস্মিক শীতোষ্ণের পরিবর্ত্তন, অতিশয় শীত বা উত্তাপ সেবন, অতি ভোজন বা অনাহার, অনিয়মিত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, অতিশয় উদ্বেগ, রাত্রি জাগরণ, মাদক সেবন, প্রভৃতি অনিয়মে এই জ্বর উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ—ইহার প্রচ্ছন্নাবস্থা না থাকায় জ্বর আসিবার অনেক পূর্ব্বে রোগী বিশেষ অসুস্থ বোধ করে না। জ্বর আসিবার অনতিপূর্ব্বে আলস্য-বোধ, ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা, বমন, দুর্ব্বলতা, শরীরের জাড্যতা, কার্য্য-সম্পাদনে অনিচ্ছা বা অনাস্থা, মাথাব্যথা, কটিদেশ ও হস্তপদাদির বেদনা, প্রভৃতি প্রথমে প্রকাশিত হয়। তাহার পর শীত করিয়া বা কম্প হইয়া (কখন না হইয়াও) জ্বর আসে এবং ক্রমে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। জ্বরাবস্থায় নাড়ীর পুষ্টি ও বেগ থাকে, শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়, জিহ্বা শুষ্ক ও শ্বেত লেপাবৃত দেখা যায়, তৃষ্ণা ও বমন হয়, কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, গাত্রত্বক শুষ্ক ও উষ্ণ হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়, অল্প পরিমাণে ঘোরাল হরিদ্রা বা ঈষৎ লাল বর্ণের প্রস্রাব হয় ও গাত্র-দাহে রোগী সময়ে সময়ে ছট্‌ফট্

করে। এই জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি বিশিষ্টরূপে অনুভূত হয়। প্রায়ই রাত্রি-কালের জ্বরের সহিত উপরি উক্ত লক্ষণের অল্প বিস্তর প্রাবল্য থাকে এবং প্রাতঃকালে জ্বর-হ্রাস পাইয়া সমস্ত লক্ষণই উপশমিত হয়; এই সময় রোগী প্রায়ই নিদ্রা যায়। এইরূপে, কারণানুসারে ২।৩ দিবস হইতে ৭।৮ দিবস পর্য্যন্ত জ্বর ভোগের পর ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর মগ্ন হয়। কখন কখন আবার অধিক পরিমাণে তরল মল নির্গত হইয়া বা প্রস্রাবের সহিত প্রচুর পরিমাণে ইউরেটস্ (urates) নির্গত হইয়াও জ্বর মগ্ন হইয়া যায়। এই জ্বর কখন হঠাৎ মগ্ন হয়—কখন বা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া থাকে। এই জ্বরের বিচ্ছেদের পর রোগী অতি শীঘ্রই সুস্থতা লাভ করে।

অবস্থিতি কাল—২।৩ বা ৭।৮ দিবস।

সহজ অবিরাম জ্বর (Simple Continued Fever)।

প্রকৃতি ও নিদান—সহজ জ্বরেরই ন্যায়; তবে ঐ সকল কারণ অধিকতর প্রবল হইলে সহজ অবিরামজ্বর উৎপাদিত হয়। পাকাশয়ের কোন প্রকার উত্তেজনা থাকিলে এবং তাহার উপর ঠাণ্ডা লাগিলে,প্রায়ই এই জ্বর হইয়া থাকে। ডাঃ ফ্লুরি বলেন, যাহাদের পরিপাক-শক্তি অতিশয় দুর্ব্বল, তাহারাই অধিক সংখ্যায় এই জ্বরে আক্রান্ত হয়। এই জ্বর পিত্ত-প্রধান।

লক্ষণ—সহজ জ্বরেরই ন্যায়; তবে অধিকতর প্রচণ্ডভাবে লক্ষণ-সকল বাড়িতে থাকে। এই জ্বরে গাত্রের উত্তাপ এত শীঘ্র বৃদ্ধি হয়, যে ২।৩ ঘণ্টার পরই থার্ম্মামিটারে ১০৩—১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ উঠে। আর জ্বরকালে পাকাশয়িক লক্ষণসকল, যথা—তৃষ্ণা, আস্বাদন-বিকৃতি, জিহ্বার শুষ্কতা ও তাহাতে শ্বেতবর্ণের লেপ, পেটভার, পেটে ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি লক্ষণ প্রবল আকারে প্রকাশ পায়। জ্বরের প্রাবল্য অনুসারে সকল লক্ষণের বৃদ্ধি হয়—জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইলে মস্তিষ্ক

লক্ষণ (Cerebral Symptoms) প্রবল হইয়া, প্রলাপ বকা পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। মস্তিক ও হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকিলে কখন কখন মোহ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কখন বা বিকার-লক্ষণেরও আবির্ভাব হয়। এই অবিরাম জ্বরে জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি প্রায়ই অনুভব করা যায় না, বরং জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। কোন প্রকার উপসর্গ বা বিকার-লক্ষণ উপস্থিত না হইলে, জ্বর ত্যাগের পর অল্প দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে।

ডাঃ মার্চিসন সহজ-জ্বর ও সহজ অবিরাম জ্বর, উভয়কে এক শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া নিম্ন লিখিত মতে পুনরায় বিভক্ত করিয়াছেন। যথা;—

১। এফিমারাল (Ephimeral fever.) - ইহাই সহজ জ্বর।

২। সাইনোকাল (Synochal fever.)—ইহাকেই প্রাদাহিক জ্বর বলে। ইহাতে সময়ে সময়ে প্রলাপও দেখা যায়। ইহা সহজ জ্বর অপেক্ষা অধিক প্রবল হইলেও, ঐ জ্বরের ন্যায় প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর মগ্ন হয়।

৩। আর্ডেণ্ট (Ardent fever)—গ্রীষ্মকালেই অধিক হইতে দেখা যায়। শীত করিয়া বিবমিষা বা বমনের সহিত আরম্ভ হয় এবং ইহাতে গাত্রের উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ও সমধিক অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে। জ্বরের চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে প্রলাপ দেখা দেয়—তাহার ভীষণতা-অনুসারে রোগী মোহাচ্ছন্ন বা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। ৬ বা ৯ দিবসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব ও ঘর্ম্মাদি নিঃসরণ হইয়া জ্বর মগ্ন হয়। কখন বা মোহ-ভাব প্রবল হইয়া জ্বর ত্যাগের সময় হঠাৎ পতনাবস্থা (collapse) আসিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়।

৪। এস্থেনিক (Asthenic fever)—ইহাতে দুই তিন সপ্তাহকাল জ্বরের ভোগ হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত জ্বরের ন্যায় এই জ্বর

প্রবল হয় না এবং গাত্রের উত্তাপও সহসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে নাড়ীর বেগ থাকিলেও, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হয়—জিহ্বা লেপাবৃত হয় ও সর্ব্বদাই কোষ্টবদ্ধ থাকে। জ্বরের ভোগকালে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলেও, এই জাতীয় জ্বরে প্রাণনাশের আশঙ্কা প্রায় থাকে না।

অবস্থিতি কাল (Duration)—২।৩ সপ্তাহ।

প্রজ্ঞান বা ভাবী ফল (Prognosis)—বিশেষ কোন আশ-ঙ্কার কারণ নাই। অত্যন্ত শারীরিক বা মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ হঠাৎ রোগীর জীবনি-শক্তির (Vital forces) হ্রাস হইলে আশঙ্কার বিষয় হইতে পারে।

ইহাদের প্রকার-ভেদ ও পার্থক্য (সহজ-জ্বর সমূহ)

এফিমারাল জ্বরের স্থিতিকাল—	২।৩	দিবস
সাইনোকাল বা প্রাদাহিক জ্বরের স্থিতিকাল—	৩।৫।১০	ঐ
আর্ডেণ্ট ফিবারের স্থিতিকাল—	৭।১০	ঐ
দুর্ব্বলকর বা এস্থেনিক জ্বরের স্থিতিকাল.	১৪।২১	ঐ

[এই সকল জ্বরের কারণ—শৈত্য,শ্রান্তি এবং অতিরিক্ত আহার।]

এফিমারাল ও প্রাদাহিক জ্বরের প্রারম্ভ লক্ষণ—শীত ও কম্প।

আর্ডেণ্ট জ্বরের ঐ —শীত,বমনেচ্ছা ও বমন।

এস্থেনিক জ্বরের ঐ —আলস্য ও ক্ষুধা।

এফিমারাল,প্রাদাহিক ও আর্ডেণ্ট জ্বরে—তাপ হঠাৎ১০৩।১০৫বৃদ্ধি হয়।

এস্থেনিক জ্বরে— ঐ ৯৯।১০২ ডিগ্রি ঐ।

এফিমারাল জ্বরে—নাড়ী—দ্রুত ও পূর্ণ।— মস্তকে—প্রবল শিরঃপীড়া।

সাইনোকাল ঐ — ঐ —পূর্ণ ও লম্ফনশীল— ঐ —ভীষণ ঐ

আর্ডেণ্ট জ্বরে — ঐ —দ্রুত ও পূর্ণ।— ঐ —প্রবল শিরঃপীড়া, প্রলাপ। এমন কি অচৈতন্য ভাব।

এস্থেনিক জ্বরে—নাড়ী—দ্রুত ও দুর্ব্বল।—মস্তকে—অল্প শিরঃপীড়া।

এফিমারাল, সাইনোকাল এবং আর্ডেণ্ট জ্বরে— } জিহ্বা—শ্বেত লেপাবৃত।

এস্থেনিক জ্বরে— ঐ—অল্প ময়লাযুক্ত।

এফিমারাল ও সাইনোকাল জ্বরে—পাকাশয়ের লক্ষণ—পিপাসা ও ক্ষুধা।

আর্ডেণ্ট জ্বরে— ঐ—বমনেচ্ছা, বমন ও পিপাসা।

এস্থেনিক জ্বরে— ঐ— ক্ষুধা।

এফিমারাল, সাইনোকাল, আর্ডেণ্ট ও এস্থিনিক জ্বরে—অন্ত্রের অবস্থা—কোষ্ঠবদ্ধ।

ঐ ঐ — প্রস্রাব——স্বল্প, ঘোর হরিদ্রা বা লালবর্ণের। আরোগ্যকালে প্রচুর ইউরিয়া নিঃসৃত হয়।

ঐ ঐ— হস্তপদাদির লক্ষণ— } কামড়ানি ও মোচড়ান ব্যথা।

ঐ ঐ—ত্বকের লক্ষণ— { অত্যন্ত উত্তপ্ত, ঘর্ম্মকালে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

এফিমারাল ও সাইনোকাল জ্বরে—ভাবীফল—শুভ।

আর্ডেণ্ট জ্বরে——————ঐ— ভাবিয়া বলিতে হয়।

এস্থেনিক জ্বরে——————ঐ— শুভ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সময়ে সময়ে স্বল্প-বিরামের সহিত এই সকল জ্বরের গোলমাল হয়, কিন্তু তাহার কারণ নাই। পাকাশয়িক বা পিত্তজ লক্ষণের আধিক্যে কখন কখন গ্যাষ্ট্রীক (Gastric) বা পিত্তজ (Bilious) জ্বর বলিয়াও অভিহিত হয়। ফলতঃ ঐ সকল লক্ষণ স্বল্প-বিরাম জ্বরেও থাকিতে পারে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সকল রকম সহজ-জ্বর ও

স্বল্প-বিরাম জ্বরের চিকিৎসা একই স্থানে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক ; কারণ, লক্ষণভেদে একই ঔষধ সকল বিভিন্ন জ্বরে সমভাবে উপযোগী। আর প্রতি জ্বর-অধ্যায়ে পৃথক ভাবে ঔষধের লক্ষণ প্রকটন করাও নিতান্ত দুরূহ, কারণ সেই সকল ঔষধ ও তাহাদের লক্ষণ পুনরায় অন্যান্য জ্বর-অধ্যায়েও সন্নিবেশিত হইবে, সুতরাং পুস্তকের কলেবর বৃথা বৃদ্ধি হইবে। এই সকল কারণে অবিরাম-জ্বরসমূহের—এবং বিশেষতঃ স্বল্প-বিরাম জ্বরের চিকিৎসা একই স্থলে প্রকটিত হইবে এবং সবিরাম-জ্বরের চিকিৎসা পৃথক ভাবে বর্ণিত হইবে। এতদ্ভিন্ন টাইফয়েড্ জ্বরাদির চিকিৎসার পৃথক বিবরণও যথাস্থানে থাকিবে।

স্বল্প-বিরাম-জ্বর—(Remittent Fever)

যে জ্বরের বিচ্ছেদ হয় না—কেবলমাত্র কোন সময়ে স্বল্পমাত্র বিরাম হইয়া ঈষৎ হ্রাস হয়—তাহাকে স্বল্প-বিরাম-জ্বর বলে। এই জ্বর উষ্ণপ্রধান ও ম্যালেরিয়াক্রান্ত ভূমেই প্রকাশিত হয়। ইহা প্রায়ই ম্যালেরিয়া বিষোদ্ভূত। সেই জন্য ম্যালেরিয়া জ্বরের ন্যায় দৈনিক (Quotidian), দ্বৈকালীন (Double quotidian) ও দ্বিদাহিক (Double tertian) রূপেও সময়ে সময়ে স্বল্প-বিরাম-জ্বর (Remittent Fever) প্রকাশিত হয়। এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে সবিরাম-জ্বরের ন্যায় স্বল্প-বিরাম-জ্বরও—ম্যালেরিয়া বিষদ্ভূত—সেই জন্য সবিরাম-জ্বর অধ্যায়েই ইহাদের নিদান বিবৃত হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ—অসুখ বোধ, বিবমিষা, শিরঃপীড়া, লেপাবৃত জিহ্বা।

আক্রমণের লক্ষণ—হঠাৎ শীত, সাধারণ শীতলতা—১।১২ ঘণ্টাকাল স্থায়ী। ইহাতে একজ্বর থাকে, জ্বরের বৃদ্ধি হয়, সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় না।

প্রথম সপ্তাহে জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি থাকে। এক সপ্তাহের পর না কমিলে—জ্বরের বৃদ্ধিই হইতে থাকে, বিরামকালে কমিয়া যায় ও নানারূপ উপসর্গ আসিয়া পড়ে। প্রথম সপ্তাহে জ্বরের হ্রাসকালে সমস্ত লক্ষণের কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়, কিন্তু উত্তাপ ও নাড়ীর গতি তখনও স্বাভাবিক হয় না।

প্রথম সপ্তাহে—	দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে
উত্তাপ—১০০—১০৩ কখন কখন ১০২-১০৪	১০৩—১০৬ ডিগ্রী
নাড়ী—পূর্ণ, প্রতি মিনিটে ১১০—১২০ বার।	ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল, প্রতি মিনিটে ১২০—১৪০ বার।
শ্বাস-ক্রিয়া—দ্রুত।	অতি দ্রুত।
স্নায়ু-বিধান—দপ্ দপানি, শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, অনিদ্রা।	প্রবল প্রলাপ, বিছানা-খোঁটা, হাত পায়ের কম্পন।
পাকাশয়—তৃষ্ণা, বিবমিষা, পাকাশয় প্রদেশে অসুখ বোধ, সবুজ আটা আটা শ্লেষ্মা বমন।	বমন তত থাকে না।
মুখমণ্ডল—রক্তপূর্ণ।	আরক্তিম।
চক্ষুর্দ্বয়—লালবর্ণ।	কখন লালবর্ণ পরে নিষ্প্রভ ও তেজোহীন।
মাংসপেশী—পৃষ্ঠদেশ ও হস্তপদাদিতে অসহ্য বেদনা।	মাংসপেশীর সাতিশয় দুর্ব্বলতা।
প্রস্রাব—পরিমাণে স্বল্প।	ইউরিয়া পূর্ণ।
চর্ম্ম—শুষ্ক হরিদ্রাবর্ণ এবং জ্বরের হ্রাস-কালে স্বল্প ঘর্ম্ম হয়।	শুষ্ক, উত্তপ্ত ও পাণ্ডুবর্ণ।
জিহ্বা—শ্বেত ও হরিদ্রাবর্ণের লেপ।	শুষ্ক ও ফাটা ফাটা, দাঁতে ছেদ্লা ও কাল দাগ (Sordees)।
অন্ত্র—কোষ্ঠবদ্ধ, প্রথম সপ্তাহের শেষে উদরাময়।	উদরাময়।

উপসর্গ—পাকাশয়ের প্রদাহ (Gastritis), অন্ত্রের প্রদাহ (Enteritis) ফুস্‌ফুসের প্রদাহ (Pneumonia) ও মস্তিকাবরক ঝিল্লির প্রদাহ (Meningitis), প্রভৃতি।

পরবর্ত্তী উপসর্গ—যকৃৎ ও প্লীহার বিবৃদ্ধি ও প্রদাহ।

অবস্থিতি কাল—১৪—২১ দিবস (কখন ৩১—৪১ দিন)। কখন কখন ৫।৭ দিনেও বিচ্ছেদ হয়।

প্রজ্ঞান বা ভাবীফল (Prognosis) প্রায়ই শুভ। উপসর্গের ভীষণতানুসারে মৃত্যু হয়।

কারণ-তত্ত্ব—আধুনিকমত—ম্যালেরিয়া ব্যাসিলাই নামক জীবাণু।

পুরাতন মত—পিত্ত ও শ্লেষ্মার দুষ্টি, অথবা বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ।

লক্ষণ—সবিরাম-জ্বরের ন্যায়, এই জ্বর প্রবল শীত বা কম্পের সহিত আরম্ভ হয় না। প্রথম দিন মাত্র শীত বা কম্প হইয়া জ্বর প্রকাশ পায়। শীতাবস্থা অৰ্দ্ধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা বর্ত্তমান থাকে। পরে জ্বরের পূর্ণ বিকাশ হয় এবং গাত্রোত্তাপ ১০০—১০৫।১০৬পর্য্যন্ত থার্ম্মোমিটারে উঠে। এই জ্বরের উত্তাপাবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং তাহা ৬—৪৮ ঘণ্টা অবস্থিতি করে—সাধারণতঃ ১০।১২ ঘণ্টাও থাকে। হ্রাসাবস্থায় যে সকল লক্ষণ মন্দীভূত হইয়া সহনীয় থাকে, উত্তাপাবস্থায় তাহারা প্রবল হয় এবং অসহনীয় হইয়া উঠে। উত্তাপাবস্থায়—গাত্রত্বক শুষ্ক, উত্তপ্ত ও খস্‌খসে বোধ হয় এবং প্রবল তৃষ্ণা, বিবমিষা, বমন ও জিহ্বায় লেপ, প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

প্রথমে আহারীয় দ্রব্য বমন হয়—পরে পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন হইতে থাকে। কঠিন রোগে কখন কখন পাটকিলা বা কৃষ্ণবর্ণের এক প্রকার চট্‌চটে পদার্থ বমন হয়, ইংরাজীতে ইহাকে coffee ground vomit বলে। ফুস্‌ফুস্ মধ্যে অস্বাভাবিক রক্ত সঞ্চিত হইয়া শ্বাসকষ্ট,

বক্ষোমধ্যে ভার বোধ ও কাশি হয় এবং মুখমণ্ডল কৃষ্ণাভ নীলবর্ণ ধারণ করে। কাহারো কাহারো আবার মুখমণ্ডল আরক্ত হয় এবং চক্ষুর্দ্বয় জলপূর্ণ থাকে। নাড়ীর পুষ্টি এবং বেগ থাকে ও প্রতি মিনিটে উহা ১১০—১২০ বার স্পন্দিত হয়। প্রথম সপ্তাহে কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং অল্প পরিমাণে লালবর্ণের urates মিশ্রিত প্রস্রাব হয়। অস্থিরতা, অনিদ্রা, উদ্বেগ; কখন বা প্রলাপ, আক্ষেপ, তড়্কা প্রভৃতিও হইয়া থাকে। এই সমস্ত লক্ষণের আংশিক বা পূর্ণ অবস্থিতির সহিত ১০।১২ ঘণ্টা বা ততোধিক কাল জ্বর ভোগ হইয়া যখন আবার জ্বরের হ্রাস হয়, তখন ঐ সকল উপসর্গেরও হ্রাস হয়। জ্বর বিরামকালে প্রথমে কপালে অল্প ঘর্ম্ম হয়; তাহার পর সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হয় এবং নাড়ীর বেগ ১০—২০ বার হ্রাস পায় ও ক্রমে পাকাশয়িক বিশৃঙ্খলতা উপশমিত হইয়া, শিরঃপীড়া কমিয়া জ্বরের বিরাম হয়। এই সময় অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিয়া রোগী নিদ্রা যায়। কখন ৪—২৪ ঘণ্টা এবং সাধারণতঃ ১০।১২ ঘণ্টা জ্বরের হ্রাস অবস্থা থাকিয়া, কখন বা শীত করিয়া, কখন বা শীত না করিয়াই অধিকতর প্রাবল্যের সহিত জ্বরের পুনর্বিকাশ হয়। জ্বরের সহিত পুনরায় সমস্ত লক্ষণই প্রবলভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং রোগী যন্ত্রণায় অধীর হয়। পূর্ব্বদিন অপেক্ষা জ্বর দীর্ঘকাল ভোগ করে এবং সামান্য ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরের অপেক্ষাকৃত অল্প হ্রাস হয়। দ্বিতীয় দিবস হইতে তৃতীয় দিবসে জ্বর ও সমস্ত লক্ষণ আরও অধিকতর প্রবল হয়, দীর্ঘকাল ভোগ হয় এবং হ্রাস অল্পক্ষণ মাত্র থাকে। এইরূপে ষষ্ঠ দিবসে জ্বরের অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট হ্রাস না হইলে, সপ্তম দিবস হইতে হ্রাস-অবস্থা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া অবিরাম-জ্বরে পরিণত হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম হইতেই জ্বরের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হয়। রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইতে থাকে এবং ক্রমে বিকারের লক্ষণ দেখা দেয়। এই সময়

রোগীর গাত্রত্বক সাতিশয় শুষ্ক (dry & parched) হয়, মুখমণ্ডল গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করে, জিহ্বা শুষ্ক হইয়া দন্তে ছেদ্‌লা (sordees) পড়িতে আরম্ভ হয় এবং কোষ্ঠ-বদ্ধতার পরিবর্ত্তে উদরাময় উপস্থিত হইয়া পাটকিলাবর্ণের তরল মল নিঃসরণ হয় ও সেই সঙ্গে উদরাধ্মান প্রভৃতি লক্ষণ সমুপস্থিত হয়। এই সময় রোগীর মাংসপেশী এতই দুর্ব্বল হয়, যে সাহায্য ব্যতীত উঠিতে পর্য্যন্ত পারে না। প্রলাপ, বিছানা-খোঁটা, সরিয়া সরিয়া পায়ের দিকে নামিয়া যাওয়া, অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্র, লক্ষ্যহীন দৃষ্টি, চক্ষুর্দ্বয়ের আরক্তবর্ণ, হস্তাঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ, হস্ত পদাদির উল্লম্ফন, প্রভৃতি বিকার-লক্ষণ অল্পাধিক প্রকাশ পায়। নাড়ীও অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বল হয় এবং প্রতি মিনিটে ১২০—১৪০ বার স্পন্দিত হয়। গলাধঃকরণে অত্যন্ত কষ্ট হয় বলিয়া পানাহারে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয়।

নিতান্ত সহজ-স্বল্পবিরাম জ্বরে—কেবল পঞ্চম দিবসের পরই জ্বরের সুস্পষ্ট হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়া সপ্তম দিবসে জ্বর মগ্ন হয়। কখন বা দশম দিবস পর্য্যন্ত উল্লিখিত লক্ষণাদি ও উপসর্গের সহিত জ্বর ভোগ হইয়া প্রচুর পরিমাণে মল মূত্র ঘর্ম্মাদি নিঃসরণান্তর জ্বরের হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় এবং দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে জ্বর মগ্ন হয়। জ্বর তৃতীয় সপ্তাহে উপনীত হইলে—বিকারের লক্ষণ সকল অধিকতর প্রবল হয় এবং Gastritis, Pneumonia or Meningitis প্রভৃতি কঠিন উপসর্গ সমূহ উপস্থিত হইয়া পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। ফলতঃ তখন মূল পীড়া অপেক্ষা উপসর্গ সকল অধিক আশঙ্কাপ্রদ হইয়া পড়ে।

বিভাগ—এই জ্বরের দৈনিক হ্রাস বৃদ্ধি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই হ্রাস বৃদ্ধি প্রথম সপ্তাহে যেরূপ সুস্পষ্ট থাকে, দ্বিতীয় সপ্তাহে

সেরূপ থাকে না। তৃতীয় সপ্তাহে হ্রাস বৃদ্ধি প্রায়ই অনুভূত হয় না—অবিরাম জ্বরই দেখা যায়। এই জ্বর সাধারণতঃ দিবা দ্বিপ্রহরে বৃদ্ধি ও রাত্রি দ্বিপ্রহরে হ্রাস পায়। রোগীর ধাতু ম্যালেরিয়া-বিষে জর্জ্জরিত থাকিলে, অথবা পীড়া কঠিন হইয়া পড়িলে কখন কখন দ্বৌকালিন জ্বর অর্থাৎ প্রত্যহ দুইবার জ্বর বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়; কখন বা দ্বিদৈহিক (double quartan) গতি অবলম্বন করে। এই জ্বর একদিন প্রাতে এবং পরদিন অপরাহ্ণে বৃদ্ধি হয়। অবিরাম জ্বরের সহিত যকৃৎ ও পাকস্থলীর সর্দ্দিজ বিকৃতি উপস্থিত হইয়া পিত্তবমন, ন্যাবা (Jaundice), প্রভৃতি উপস্থিত হইলে—তাহাকে Bilious Remittent Fever বলে। স্বল্প-বিরাম-জ্বর আরোগ্য হইবার পূর্ব্বে কখন কখন কিছুদিন সবিরাম জ্বরের মত হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—উপসর্গহীন স্বল্প-বিরাম-জ্বরে—লক্ষণাদি সহজ অবিরাম জ্বরের লক্ষণের মত। আবার যখন কঠিন অবস্থায় মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া রোগী প্রলাপ বকে বা অচৈতন্য হয় এবং উদরাময় প্রকাশ পাইয়া সেই সঙ্গে উদরাধ্মানও থাকে, তখন তাহার সহিত টাইফয়েড জ্বরের অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; এই জন্য সময়ে সময়ে তাহাকে Remittent Fever with Typhoid symptoms বলে। এই জ্বরে জ্বর আসার সময় যদি শীত থাকে ও হ্রাসের সময় ঘর্ম্ম হয় ও typhoid লক্ষণ উত্তাপাবস্থায় বিশিষ্টভাবে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে কেহ কেহ তাহাকে Typho-malarious feverও বলে। ইহাদের অবস্থিতি ও প্রজ্ঞান পরে বিবৃত হইবে।

সহজ-জ্বর, সহজ-অবিরাম-জ্বর ও স্বল্প-বিরাম-জ্বরের চিকিৎসা।

(Treatment of Simple Fever, Simple Continued Fever and Remittent Fever)

[টাইফয়েড-লক্ষণ টাইফয়েড-চিকিৎসা অধ্যায়ে দেখ]

নিতান্ত সহজ জ্বরে—একন, ফেরম-ফস, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ইপিকাক, পল্‌সাটিলা নক্স-ভম আর্সেনিক। সহজ অবিরাম-জ্বর ও স্বল্প-বিরাম-জ্বরে এতদধ্যায়ের সকলগুলিরই আবশ্যক হইতে পারে।

একোনাইট (Aconite Nap)—আমাদের ইংলণ্ডীয় গুরু-দেব মৃত ডাঃ হিউজেস বলেন, যে "আমি ডাক্তার রসেল এবং জুসের সহিত একমত হইয়া বলিতেছি, যে সহজ-জ্বর-চিকিৎসায় একোনাইট ভিন্ন আর কোন ঔষধের আবশ্যক হয় না। আমার বিশ্বাস, ইহা সেবনে জ্বরের প্রাবল্য এবং তাহার ভোগকাল উভয়ই হ্রাস হয়; প্রথম হইতে ইহা সেবন করাইলে অনেক সময়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জ্বর ত্যাগ হয়।" তিনি আরো বলেন, "এই জ্বর-চিকিৎসায় একো-নাইট ভিন্ন অন্য কোন ঔষধের আবশ্যক হয় না।" শীতপ্রধান দেশে এইরূপ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু আমাদের উষ্ণ-প্রধান দেশে জ্বর হইলেই প্রায় ন্যূনাধিক প্রবল হয়, সুতরাং একোনাইটই যে একমাত্র ঔষধ, তাহা আমরা অনুমোদন করি না। হিউজেস একো-নাইটের বিষয়ে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছেন, যে "হানিমান যদি কেবল মাত্র একোনাইটের গুণ পরীক্ষা করিয়া, ইহাকে জ্বর-রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলেই চিকিৎসা-জগতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিত।" একোনাইটের ভৈষজ্য-গুণ পরীক্ষা-

নন্তর প্রকাশ করিয়া মহাত্মা হানিমান যে চিকিৎসা-জগতে আরাধ্য হইয়াছেন, সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিতেন এবং ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে অমৃত নামে অভিহিত করিয়াছেন। *বোধ হয় হিউজেসের এই উক্তি ধরিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ লক্ষণের বিশেষত্ব নির্ণয় না করিয়াই জ্বর শুনিলেই একোনাইট দিয়া বসেন।* এমন কি অনেকে জ্বরে—বিশেষতঃ অবিরাম, স্বল্পবিরাম, ও সর্দ্দিজ্বরে একোনাইটকেই এক মাত্র ঔষধ মনে করেন। অনেক *হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে বলিতে শুনিয়াছি, যে একোনাইট হোমিওপ্যাথির ফিবর-মিক্শ্চার অর্থাৎ জ্বর ত্যাগ করাইবার ঔষধ।* আমরা এরূপ ভাবে একোনাইটের ব্যবহার এককালে অনুমোদন করি না। পীড়ার নাম শুনিয়া হোমিওপ্যাথিমতে ঔষধ প্রয়োগ কখনই হইতে পারে না। *পীড়ার লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণের সাদৃশ্য দেখিয়া ঔষধ নির্ণয়, যথার্থ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা*—তাই বলি, যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, যে অত্যন্ত গাত্রদাহ, দুর্দ্দমনীয় পিপাসা, নিরতিশয় উৎকণ্ঠা, অনিবার্য্য অন্তর্দাহ, অনুক্ষণ ছটফটানি, কষ্ট-ব্যঞ্জক কাতরতা, অবিরাম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়া এবং নাড়ী প্রবল পুষ্ট ও দ্রুত, প্রভৃতি একোনাইটের বিশেষ-লক্ষণ বর্ত্তমান আছে—তাহাতে একোনাইট প্রয়োগ করিলে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। একোনাইটের আর একটি বিশেষ লক্ষণ "মৃত্যুভয়"—একোনাইট প্রয়োগকালে এটীও স্মরণ রাখিবে। *জল ভিন্ন সকল দ্রব্যে বিস্বাদ, ইহাও একোনাইটের অন্যতম লক্ষণ এবং* একোনাইট কয়েক মাত্রা প্রয়োগের পর পিপাসা ও অন্তর্দাহ কমিয়া, সকল দ্রব্যে কিয়ৎক্ষণের জন্য অরুচি হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি একোনাইটে ভয়ানক পিপাসা (Unquenchable thirst), কিন্তু তাহাতে কখন

অনেকক্ষণ অন্তর প্রচুরপরিমাণে জল পান করে; কখন বা অত্যন্ত ঘন ঘন, কিন্তু অল্প পরিমাণে জল খায় (at times drinks large quantities of water at long intervals, sometimes very frequently; but in small quantities)। একোনাইটে—অন্তর্দাহ (internal burning) খুব প্রবল, কিন্তু প্রথমাবস্থায় গায়ের কাপড় খুলিলেই রোগী শীত বোধ করে (internal heat but chill on taking off clothes)। [এই লক্ষণ নক্সভমিকায় নির্দ্দিষ্ট; কিন্তু একোনাইট হইতে কতক পৃথক। নক্সে—এই লক্ষণ জ্বরকালের সকল সময়েই (all through) থাকে, আব একোনাইটে—প্রথমটা থাকে, পরে যখন জ্বর প্রবল হয় তখন আর থাকে না; এতদ্ব্যতীত একোনাইটে যেরূপ মৃত্যুভয়, পিপাসা, অন্তর্যাতনা, ছট্‌ফটানি, প্রভৃতি লক্ষণ প্রচণ্ডভাবে বর্ত্তমান থাকে, নক্সে বা অন্য কোন ঔষধে তাহা থাকে না।] একোনাইটে—নাড়ী দ্রুত, প্রবল ও পুষ্ট (hard full, frequent pulse)। হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া অথবা অধিক পরিমাণে শুষ্ক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া পীড়া হইলে একোনাইট তাহাতে উপযোগী (in diseases caused by dry cold winds or by sudden suppression of sweat)। আর একোনাইটে—পীড়ার লক্ষণসকল সন্ধ্যার সময় বা রাত্রিকালে বাড়ে এবং উপসর্গ ও পীড়ার লক্ষণসকল হঠাৎ প্রকাশ পায়। প্রদাহ ও প্রদাহজনিত পীড়ায় অধিকাংশ স্থলে উল্লিখিতরূপ পিপাসা, যন্ত্রণায় অস্থিরতা, কাতরতা ও অন্তর্যাতনা, (anguish) থাকে এবং প্রদাহজনিত পীড়া হঠাৎ উৎপন্ন হয় বলিয়াই একোনাইটে—সুফল ফলে। তবে প্রদাহজনিত পীড়ায় প্রদাহে —exudation বা রসের সঞ্চার হইলে আর একোনাইটে কোন উপকার হইবে না। সেই জন্য ইহাও মনে রাখা উচিত, যে একোনাইট একদিন প্রয়োগে উপকার না দর্শিলে আর তাহাতে কোন উপকারের আশা

নাই, তখন দেওয়া বৃথা সময় নষ্ট মাত্র। একোনাইট প্রয়োগকালে আর একটি লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে,যথা—হঠাৎ পীড়ার আক্রমণ ও দেখিতে দেখিতে তাহার বৃদ্ধি (প্রাদাহিক পীড়া মাত্রেই এইরূপ হঠাৎ দেখা দেয় ও দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি পায়)। মৃত মহাত্মা ডন্‌হাম একোনাইটের প্রয়োগ বিষয়ে একটি সুন্দর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন— বিস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র পার হইবার সময় কোন পথিক প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে যাইতেছেন, এমন সময় হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিতে না দিতেই প্রবল বেগে ঝড়, বৃষ্টি, মেঘ-গর্জ্জন, বজ্রপাত, প্রভৃতি হইয়া তাঁহাকে যেরূপ বিপন্ন করিয়া তোলে, সেইরূপ যে সকল পীড়ায় একোনাইট উপযোগী, সেই সকল রোগ হঠাৎ দ্রুতগতিতে রোগীকে আক্রমণ করিতে না করিতেই অদম্য পিপাসা, অসহনীয় কাতরতা, অবিরাম অস্থিরতা, নিরতিশয় অন্তর্যাতনা, দুর্দ্দমনীয় যন্ত্রণা ও কাতরতা-ব্যঞ্জক মৃত্যুভয়,প্রভৃতি লক্ষণ সমুপস্থিত হইয়া রোগীকে ব্যতিব্যস্ত করে। এক্ষণে বোঝা যায়, যে এই সকল লক্ষণ সহ Synochal fever, Simple fever ও Continued fever মাত্রেই ইহা অমোঘ। প্রদাহ-জনিত রোগ মাত্রেই, অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় চক্ষুপ্রদাহ, কর্ণপ্রদাহ; গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, তালু ও টনসিলের প্রদাহ, বাত, নিউমোনিয়া, ব্রণকাইটস,ঘুংড়াকাশী,প্রভৃতিতে ঐ সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাতে একোনাইট অমৃত স্বরূপ—উহার প্রয়োগে ঐ সকল রোগ মুকুলেই নিষ্পেষিত হয়। ফলতঃ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, একদিন ব্যবহারে উপকার না হইলে আর বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নহে; তবে বিশেষ উপকার হইয়া সামান্য মাত্র থাকিলে, আর একদিন ব্যবহার করা যায়, কারণ exudation উপস্থিত হইলে আর উপকারের সম্ভাবনা নাই। যখন প্রাদাহিক পীড়ায় ও তৎসংক্রান্ত জ্বরে ইহা অমোঘ, তখন একো-

নাইটের বেদনার বিশেষত্বও জানা উচিত। প্রদাহে বেদনাই প্রধান লক্ষণ।

একোনাইটে—বেদনায় ভয়ানক ছট্‌ফটানি, উদ্বেগ, ভয়; যন্ত্রণায় রোগী বিছানায় এপাশ ওপাশ করে, মনে করে আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। আক্রান্ত স্থান স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দেয় না এবং গায়ের কাপড় খুলিতেও চাহে না। বেদনা অসহনীয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে; আবার আক্রান্ত স্থানে কখন বেদনা, কখন অসাড় ভাব (Numbness) এবং সেই সঙ্গে ঝিন্ ঝিনি ধরে (Tingling)ও শড় শড় করে। [এই ঝিন্‌ঝিনি ও অসাড়ভাব রসটক্সেও আছে—তবে একোনাইটে ঝিন্‌ঝিনি অল্প ও বেদনার প্রাবল্য অত্যধিক; রসটক্সে—অসাড়ভাব, ঝিন্‌ঝিনি, ঘিনঘিনে ব্যথা, কামড়ানি (Dull aching pain) ও টাটানি অধিক]। একোনাইটে—বেদনা কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া ফেলার মত (Cutting and tearing) এবং তজ্জন্য রোগী নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক স্বরে মনের উদ্বেগ প্রকাশ করে, আর সেই সঙ্গে মৃত্যুভয় কিম্বা "কখন-কি-হয় বা কি-হইবে" ভাববাঞ্জক ভয় প্রকাশ করে।

রসটক্সে—একোনাইটের ন্যায় উদ্বেগ ও অন্তর্যাতনা-হেতু অনুক্ষণ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে না—তবে রোগী মনে করে ঐরূপ করিলে ব্যথা ও কামড়ানির উপশম হইবে বা হয়, সেই জন্য করে। একোনাইটে ও আর্সেনিকে—রোগী যদিও ভয়ানক ছট্‌ফট্ ও এপাশ ওপাশ করে—তাহাতে, অর্থাৎ ঐরূপ করায় তাহার কোন উপশম বোধ হয় না। (ক্যামোমিলা ও কফিয়ার বেদনা ও স্নায়বিক লক্ষণ দেখ)।

জ্বরকালে—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাসের দ্রুততার আতিশয্যে এবং সেই সঙ্গে যদি বক্ষঃস্থলের যাতনার সহিত পূর্ব্বোক্ত মানসিক লক্ষণ সকল থাকে, তাহা হইলেও একোনাইট অধিকতর উপযোগী।

যুবক যুবতীগণের তরুণ জ্বর,বিশেষতঃ রক্ত প্রধানা যুবতীগণ,যাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমে কাতর বা যাঁহারা ঋতু পরিবর্ত্তনে সহজে অসুস্থ হয়েন—তাঁহাদের পক্ষে একোনাইট বিশেষ উপযোগী।

রক্তদুষ্ট হইয়া যে সকল জ্বর হয়—তাহাতে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সত্ত্বেও একোনাইটে কোন ফল হয় না—অতএব জানা উচিত যে টাইফস্, টাইফয়েড, সেপ্টিক ও এমন কি ম্যালেরিয়া-জনিত স্বল্প-বিরাম-জ্বরে—ইহা এককালে উপযোগী নহে।

একোনাইটে—উত্তাপের সহিত শীত বোধ আছে, সেই জন্য গায় কাপড় দেয়—আবার অন্তর্দাহ-হেতু গাত্র বস্ত্র ফেলিয়া দেয়, কিন্তু অনেকক্ষণ গা খুলিয়া থাকিতে ভয় করে।

একোনাইটে—ঘর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন, বিশেষতঃ আবৃতাংশে—ঘর্ম্ম-স্রাবের সময়, এবং জ্বরের শেষাংশে বড়ই কষ্ট হয়—কিন্তু ঘর্ম্ম হইলে অস্থিরতা; কাতরতা, অন্তর্দাহ প্রভৃতির উপশম হয়।

জ্বরে একোনাইট ও বেলাডোনার প্রভেদ—

একোনাইটে—গাত্রত্বক শুষ্ক ও উষ্ণ, জ্বর অবস্থায় ঘর্ম্মের অভাব।

বেলাডোনায়—গাত্রত্বক এত গরম, যে হাত দিলে মনে হয় হাত পুড়িয়া যাইবে; কিন্তু যে স্থান চাপা বা আবৃত থাকে, তথায় ঘর্ম্ম বা moisture—যাহাকে রসের ঘাম বলে। মধ্যে মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ঘাম হয়, তজ্জন্য মনে হয় গা ঠাণ্ডা হইয়া জ্বর বুঝি কমিল বা কমিতেছে, কিন্তু পুনরায় গা খুব গরম ও তেমনি জ্বর দেখা যায়।

একোনাইটে—যন্ত্রণায় রোগী এপাশ ওপাশ করে (tosses in bed constantly)—সেই সঙ্গে মৃত্যু-ভয় ও অন্তর্যাতনা থাকে।

বেলাডোনায়—অনেক সময়ে অভিভূত-ভাব (Semi-

stupor) এবং নিদ্রাকালে রোগী চম্‌কাইয়া উঠে ও হাত পা নাড়ে (twitchings of hands & feet in sleep)—[এই লক্ষণ ক্যামোমিলা ও ল্যাকেসিসে আছে]।

একোনাইটে—হৃৎ-পিণ্ড ও বক্ষঃপ্রদেশে অধিকতর যন্ত্রণা।

বেলাডোনায়—মস্তিষ্কে অধিকতর যন্ত্রণা।

একোনাইটে—মৃত্যুভয় থাকে কিন্তু প্রলাপ থাকে না।

বেলাডোনায়—প্রলাপ থাকে এবং সেই সঙ্গে কল্পিত ভীতি-জনক মূর্ত্তি দেখিতেছে মনে করিয়া রোগী ভয় পায় (fright from imaginary things)।

সল্‌ফর। (Sulphur) ;—একোনাইটের নিদের্শক-জ্বর—অর্থাৎ জ্বরের সহিত ভয়ানক অস্থিরতা, কাতরতা, অন্তর্যাতনা, অন্তর্দাহ, বিছানায় এগোড় ওগোড় করা, বিষম পিপাসা, প্রভৃতি খুব চলিতেছে—কিন্তু একোনাইট সেবনের পর (বা একোনাইট না সেবিত হইয়াও)—রোগী যদি হঠাৎ নিস্তেজ হইয়া পড়ে—আর সেই ভয়ানক ছটফটানি কাতরতা, প্রভৃতি একোনাইট-নিদে'শক লক্ষণের পরিবর্ত্তে, রোগী স্থির ভাবে চুপ করিয়া অর্থাৎ কতকটা অভিভূত ভাবে থাকে, অনেক ডাকে তবে সাড়া দেয়—তাহাও যেন অনিচ্ছা বা অপারগতার সহিত এবং ক্রমে রোগীর চক্ষু বুজিয়া আসে—মনে হয় এই এত চঞ্চল ছিল, এত শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া যেন বিকার বা typhoid লক্ষণ সকল বুঝি আসিয়া পড়িতেছে—তখন কাল বিলম্ব না করিয়া সলফর দিবে। ১ মাত্রা ২০০ ডাঃ সলফর প্রয়োগে আমরা এইরূপ অবস্থায় শত শত রোগী আরোগ্য করিয়াছি। আবার সল্‌ফর—খুব ছটফটানির সহিত জ্বরেও উপযোগী—সল্‌ফর-অধ্যায়ে অন্যান্য ঔষধের সহিত তাহার প্রভেদ দেখ। (সবিরাম জ্বরে সল্‌ফর দেখ)।

ফেরম-ফস (Ferum Phos),—কি প্রাদাহিক, কি কন্‌টিনিউড, কি রেমিটেণ্ট, সকলপ্রকার জ্বরেই সুস্‌লরের মতে ইহা বিশেষ উপকারী। সবিরাম-জ্বরের সঙ্গে যদি খাদ্য-দ্রব্য বমন হয়—তাহা হইলে ইহা তাহাতেও অধিকতর উপযোগী—ইহাই সুস্‌লার নির্দ্দেশ করেন। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন, যে জ্বরে ফেরম-ফস্‌—একোনাইট ও জেল্‌সিমিয়মের সংমিশ্রণ-লক্ষণে উপকারী (it stands between Aconite and Gelsimium in febrile conditions)। আবার প্রদাহে আমরা যেমন একোনাইটকে অমোঘ মনে করি—সুস্‌লারও তেমনি ফেরম-ফস্‌কে অব্যর্থ মনে করেন। তবে একোনাইটের ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট, বলবান ও রক্ত-বিশিষ্ট-লোকদিগের পীড়ায় ফেরম-ফস্‌ তত উপকারী নহে (It is not adapted to the full-blooded sanguine arterial subjects with an over-plus of red blood that Aconite cures, but rather to pale anæmic subjects, who with all their weaknesses are nevertheless subject to sudden and violent local congestions & inflammations like Pneumonia, on sudden congestions to head, bowels or any other parts or to inflammatory affections of a rheumatic character.)। এক কথায় প্রদাহের যে অবস্থায় ব্লড্‌-ভেস্‌ল সমূহের প্রসারণ হয়—সেই অবস্থায় ফেরম-ফস্‌ উপযোগী (it is an excellent medicine in that stage of inflammation that we describe as dilatation of blood-vessels)। দেহের কোন স্থানে কন্‌জেসন-হেতু জ্বর অথবা স্থানিক কনজেসন-হেতু স্রাবে যদি রক্তের ছিট মিশ্রিত থাকে—তাহা হইলে ফেরম-ফস্‌ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

একোনাইটে—নাড়ী—hard, full and frequent।

ফেরম ফসে—নাড়ী full. round & soft।

একোনাইটে—অত্যন্ত পিপাসা, অস্থিরতা,কাতরতা, অন্তর্যাতনা ও মৃত্যুভয়।

জেলসিমিয়মে—অঘোর ভাব, ঘুম ঘুম ভাব, অথবা ইরিটেবিলিটি হেতু অস্থিরতা।

এপিসে—সংজ্ঞাহীনতার সহিত ছট্‌ফটানি।

ফেরম-ফসে—একোনাইটের ন্যায় অত প্রবল অস্থিরতা, কাতরতা নাই; আবার জেল্‌সিমিয়মের ন্যায় অত ঘোর ঘোর ভাব অথবা উত্তেজনাও নাই।

একোনাইটে—রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণের, কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ানক কাতরতা, অস্থিরতা, অন্তর্দাহ, পিপাসা, প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।

ফেরম-ফসে—রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণের, সেই সঙ্গে ক্লট বা চাপ থাকে না। একোনাইটের ন্যায় অত প্রবল পিপাসা, কাতরতা, অস্থিরতা, প্রভৃতিও থাকে না। ফেরম-ফসে—কোষ্ঠবদ্ধও আছে আবার অজীর্ণ ভেদ প্রভৃতি আছে.তবে জিহ্বা অল্প coated; বমিও আছে, কিন্তু গা-বমি-বমি তত নাই। ছট্‌ফটানি আছে—তবে একোনাইটের মত নহে; আবার জেল্‌সিমিয়মের ন্যায় অত dull dizzy ও drowsy নহে। গৌণ-লক্ষণে জেল্‌সিমিয়মে যত irritability থাকে, ফেরম-ফসে ততটাও আবার নাই, কিন্তু এককালে নাই তাহা বলা যায় না। ইহা একোনাইটের কণিষ্ঠ ভ্রাতা বলিলে ঠিক অভিহিত হয়।

এণ্টিম-ক্রুডম—(Antim Crudum)—শিশু ও পূর্ণবয়স্কদিগের রোগে ইহা সমান উপযোগী। তবে শিশুদিগের রেমিটেণ্ট-ফিবারে (infantile remittent fever) অধিক উপযোগী। কিন্তু এণ্টিম-ক্রুড প্রয়োগ কালে প্রথমেই নিম্নলিখিত মানসিক ও ধাতুজ লক্ষণের উপর

দৃষ্টি রাখিবে। যথা—(১) ছেলেদের সদাই রাগ-রাগ ও খুঁত-খুঁতে ভাব—তাহাদের দিকে কেহ চাহিলে তাহারা তাহা সহ্য করিতে পারে না এবং সেইজন্য যেন আরো ক্রুদ্ধ হয়। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিগণ খুঁত-খুঁতে না হউন—সদাই যেন মনকষ্টে ক্লিষ্ট ও দুঃখিত (sulkey & sad)—আবার সময়ে সময়ে কামোন্মত্ততার ভাবও দেখায়। (২)শিশুদিগের এই খিটখিটে স্বভাবের সহিত প্রায় গা-বমি-বমি থাকে এবং গণ্ডস্থল উষ্ণ ও রক্তবর্ণ হয় এবং তাহাদের নাড়ীর গতি কতকটা অনিয়মিত হয়। শিশু ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে বড়ই কাঁদে,কিন্তু গরম জলে স্নান করাইলে তত কাঁদে না ; ঠাণ্ডা জলে স্নানের পর পীড়ার বৃদ্ধি। (৩) জিহ্বায় শাদা পুরু লেপ (milky white coating on the tongue.)। (৪) অজীর্ণ রোগ (diarrhœa with nausea & vomiting.)। (৫) গা-বমি-বমি ও সেই সঙ্গে পূর্ব্বোক্তরূপ জিহ্বা ও বমন ; গা-বমি-বমি কমিয়াও বমি কম হয় না ; (৬) পর্য্যায়শীল কঠিন ও তরল বাহ্যে ; তরল বাহ্যে সেই সঙ্গে খানিকটা মল। (৭) ঠোঁটের কোণে ও নাসারন্ধ্রের ধারে ফাটা ফাটা অথবা মেড়মেড়ি যুক্ত ঘা (sore-cracked crusty nostrils & corners of mouth)। (৮) রাত্রিকালে দন্তশূলের বৃদ্ধি (tooth-ache aggravated in the night), এমন কি জিহ্বা দ্বারা সেই দন্ত স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারা যায় না। (৯) পৃষ্ঠে বা হাত পার তলায় এক রকম horny eruption ও পায়ের তলায় এত বেদনা, যে পা পাতিতে কষ্ট বোধ।

স্বল্প-বিরাম-জ্বরের সহিত অনেক সময়েই পাকস্থলীর গোলমাল থাকে, আর এণ্টিম-ক্রুডও তাহাতে বিশেষ উপযোগী। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে পুরাতন পীড়া অপেক্ষা তরুণ পীড়ায় এণ্টিম-ক্রুড অধিকতর উপযোগী। রোগী একটু বেশী আহার সহ্য করিতে পারে না ;

যাহা খায়—তাহার ঢেঁকুর উঠে ও যতক্ষণ না তাহা বমি করে ততক্ষণ যেন সুস্থ বোধ করে না। জিহ্বায় পুরু শ্বেত লেপ দেখিলে প্রথমেই এণ্টিম-ক্রুড মনে করিবে—পরে অন্যান্য লক্ষণের সমন্বয় করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করিবে। ব্রাইওনিয়াও এই সকল জ্বরে খুব উপযোগী।

এণ্টিম-ক্রুড ও ব্রাইওনিয়ার প্রভেদ।

এণ্টিমের—শাদা লেপ—(white coating) প্রায় সমস্ত জিহ্বায়।

ব্রাইওনিয়ায়—ঐ শাদালেপ কেবল জিহ্বার মধ্যাংশে এবং তাহাও এণ্টিমে—যত পুরু, ইহাতে তত পুরু নহে।

ব্রাইওনিয়ায়—এণ্টিম অপেক্ষা অধিকতর কোষ্টবদ্ধ; ব্রাইও-নিয়ায়—মল খুব বড় ন্যাড় এবং উহা নিতান্ত শুষ্ক আবার যদি তরল মল হয়—তাহা হইলে উহা জলবৎ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধময়।—এণ্টিমে—মল fluid with solid faeces অর্থাৎ খানিকটা তরল এবং খানিকটা ন্যাড়।

এণ্টিমে—বমি খুব অধিক, তবে গা-বমি-বমি যে একেবারে নাই তাহা নহে—কিন্তু ইপিকাক অপেক্ষা বহু অংশে কম। গা বমি-বমির উপশমেও বমি হয়।

ইপিকাকে—বমি অপেক্ষা গা-বমি-বমি ঢের বেসি; বমি কমি-য়াও গা-বমি-বমি থাকে। ইপিকাকে—জিহ্বা-পরিষ্কার, সিনাতেও—জিহ্বা ইপিকাকের মত পরিষ্কার।

এণ্টিমে—জ্বর বাড়িবার সময় দুপুর বেলা অথবা বৈকাল, অল্প বিস্তর শীত শীত ভাব থাকে—আবার থাকেও না। এই শীত বর্ত্তমান থাকিলে তাহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম থাকে—শীত না থাকিলে—উত্তাপের সহিতও ঘর্ম্ম (heat with sweat) থাকে, খানিকক্ষণ খুব

তাপ—তাহার পর ঘর্ম্ম ; সে জন্য থার্ম্মোমিটারেও উত্তাপ কমে—তাহার পর আবার যেন অধিকতর উত্তাপ। এণ্টিমে—তাপাবস্থায় বা জ্বরকালে নিদ্রার ইচ্ছা বা তন্দ্রা একটি বিশেষ লক্ষণ। রাত্রিকালে বিশেষতঃ দ্বিপ্রহর রাত্রে, উত্তাপের বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে পা ঠাণ্ডা। (তাপাবস্থায় নিদ্রা বা তন্দ্রা—এপিস, এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট ও ওপিয়মে আছে)। খুব ঘাম হইয়া জ্বর কমে এবং জ্বরের মধ্যাবস্থায়ও ঘর্ম্ম হয়। শীত ও ঘাম এক সঙ্গে (simultaneously), কিম্বা শীত ও ঘাম পর্য্যায়ক্রমে—অথবা তাপ ও ঘাম—পর্য্যায়ক্রমে। এণ্টিমের জ্বরে—পিপাসা বড় থাকে না, কিন্তু পলসাটিলা ও ইপিকাকের ন্যায় জ্বর আসিবার বা বাড়িবার কিছুক্ষণ অগ্রে পিপাসা হয়। পলসাটিলায়—জ্বর-কালে পিপসা বা ঘর্ম্ম বড় থাকে না ; জ্বর আসিবার অগ্রে পিপাসা হয়। পলসাটিলার জ্বরে—জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণের লালায় আবৃত এবং জিহ্বায় ব্যথা, যেন পুড়িয়া বা হাজিয়া গিয়া হইয়াছে। (সবিরাম জ্বর-অধ্যায়ে'ও নীচে দেখ।)

এণ্টিম-টার্ট—বহু লক্ষণ এণ্টিম-ক্রুডের সদৃশ। মানসিক-লক্ষণে—অর্থাৎ খেঁৎ-খেঁতে-ভাব,কান্না ও বায়না প্রভৃতি লক্ষণে অনেকটা এণ্টিম-ক্রুডের মত তবে এণ্টিমক্রুডে—যেমন তাহার দিকে কেহ তাকাইলে বা তাহাকে কেহ আদর করিলে বা তাহার নিকট যাইলে পর্য্যন্ত শিশু খিট্-খিট্ করে ও কাঁদে, টার্টার-এমেটিকে ঐ সকল লক্ষণ থাকিলেও, অত প্রবল নহে ; কিন্তু শিশু কিছুতেই গা'য় হাত দিতে দেয় না—এমন কি—চিকিৎসককে নাড়ী দেখিতে বা তাপ বুঝিতে পর্য্যন্ত দেয় না। (এই বিশেষ-লক্ষণই ইহার নির্ণায়ক মানসিক-লক্ষণ)।

এণ্টিম-টার্টে—জ্বর আসা বা বাড়ার সময়—বেলা ৯টা, দ্বিপ্রহর, বৈকাল (অপরাহ্ণ ৩টা) ও সন্ধ্যা ৬টা—ফলতঃ সময়ের কোন ধরা-বাঁধাই নাই।

এণ্টিম টার্টে—এণ্টিম-ক্রুডের ন্যায় জিহ্বা অত পুরু শ্বেত লেপ (coating) দ্বারা আবৃত নহে—তবে coating আছে।

এণ্টিম-টার্টে—জিহ্বার প্রান্তভাগ লালবর্ণের অথবা লাল ও শাদা দাগ পাশাপাশি এবং কাঁটা কাঁটা জিব্। জিহ্বার মধ্যস্থল শুষ্ক এবং শাদা লেপাবৃত, প্রান্তভাগ লাল।

এণ্টিম-ক্রুড ও এণ্টিম-টার্টে—অম্লদ্রব্য আহারে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা, নাড়ী খুব দ্রুত ও বেগবান—তবে মগ্নাবস্থায় দুর্ব্বল (এণ্টিম-ক্রুডেও ঐরূপ)।

এণ্টিম ক্রুডের ন্যায় টার্টার-এমেটিকও সর্ব্ববয়স্কের রোগে উপকারী, কিন্তু বিশেষ করিয়া শিশুদিগের রোগে অধিকতর উপযোগী। তবে এণ্টিম-ক্রুড যেমন কেবল রেমিটেণ্ট, বিলিয়াস ও ইনটারমিটেণ্ট-জ্বরে উপযোগী—এণ্টিম-টার্ট তেমনি ঐ সকল জ্বরে তো উপযোগীই, উপরন্ত টাইফয়েড জ্বর, হাম ও বসন্ত জ্বর, নিউমোনিয়া ও ব্রনকাইটিস্ সংযুক্ত জ্বর, বিলিয়স্ ও গ্যাসট্রিক জ্বর এবং এস্থিনিক-জ্বরেও উপযোগী।

এণ্টিম টার্টেও এণ্টিম-ক্রুডের মত শীত আছে, এবং পর্য্যায়ক্রমে শীত ও ঘর্ম্ম অথবা উত্তাপ ও ঘর্ম্ম বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হয়। খুব উত্তাপের সহিত ঘর্ম্ম—এই ঘর্ম্ম এণ্টিম-ক্রুডের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন কিন্তু উপরন্তু কপালেই অধিকতর ও বিশিষ্টরূপে উহা এণ্টিম-টার্টে বর্ত্তমান থাকে। এণ্টিম-টার্টে—রোগী কতকটা নিঝুম-ভাবে থাকে, ইহাকে—তন্দ্রাভাব বা নিদ্রালুতা (drowsiness) বলিলেও বলা যায়। এণ্টিম-টার্টের জ্বরেও বড় পিপাসা থাকে না কিন্তু সময়ে সময়ে আবার থাকে। এণ্টিম-টার্টে—আক্রান্ত স্থানে ঘর্ম্মাধিক্য দৃষ্ট হয়—যেমন যদি নিউমোনিয়া বা ব্রনকাইটীস সংযুক্ত জ্বর হয়—তাহা হইলে বক্ষদেশে অধিক ঘর্ম্ম হয়। আবার নিউমোনিয়া রোগে অনেক সময়ে ঘর্ম্ম থাকে

না—যদি বা থাকে কপালে থাকে। জ্বরের সহিত কাশী এবং গলায় শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি কিন্তু উঠাইতে অক্ষমতা—ইহা টার্টার-এমেটিকের বিশেষ-লক্ষণ—গা-বমি-বমি, বমন, সতত অক্ষুধা, ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ ও এণ্টিম-টার্টে নির্দ্দিষ্ট। (সবিরাম-জ্বর-অধ্যায় দেখ।)

এপিস মেলিফিকা—একোনাইট, জেলসিমিয়ম, ও, এপিস এই তিনটী ঔষধের প্রভেদ জানা থাকিলে উহাদের নির্ব্বাচনে কোন ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। একোনাইট—সর্দ্দি ও প্রাদাহিক জ্বরে (Synochal fever); জেলসিমিয়ম—সবিরাম অবিরাম ও স্বল্প-বিরাম জ্বরে; এপিস—সবিরাম, অবিরাম ও বিকার-জ্বরে (typhoid) উপকারী।

একোনাইটে—প্রথমে শীত, পরে গাত্র-ত্বক শুষ্ক ও উত্তপ্ত (dry hot skin) সেই সঙ্গে নাড়ী পুষ্ট, দ্রুত ও কঠিন (full hard & bounding) (জ্বর-কালের লক্ষণাদি পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।) এবং পরিশেষে উত্তপ্ত ঘর্ম্ম হইয়া গাত্র-দাহ, পিপাসা, ছট্‌ফটানি, অন্তর্যাতনা ও মৃত্যু-ভয় প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট বিশেষ-লক্ষণ গুলির লাঘব বা উপশম হইলে একোনাইট উপযোগী।

জেলসিমিয়ম—অল্প-স্বল্প শীত তাহা রোগী কেবল হাতে বা মেরু-দণ্ডে অনুভব করে; পরে উত্তাপ যথেষ্ট বাড়ে ও ঐ উত্তাপ মস্তক ও মুখ-মণ্ডলেই অধিক অনুভূত হয়—সেই সময় রোগী প্রায় চক্ষু বুজাইয়া অভিভূতভাবে পড়িয়া থাকিতে চাহে এমন কি কথা পর্য্যন্ত কহিতে বিরক্তি প্রকাশ করে। জেলসিমিয়মে—ঘাম না হইয়া অথবা অল্প স্বল্প ঘর্ম্ম হইয়া ক্রমে ক্রমে সকল কষ্টের উপশম হয়। সকলেই জানেন জেল-সিমিয়মে—dullness, dizziness, drowsiness, বিশিষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট। ফলতঃ শিশুদিগের রেমিটেণ্ট-জ্বরে যেমন এই সকল লক্ষণ জেলসে

নির্দ্দিষ্ট সেইরূপ উহার বিপরীত লক্ষণ যথা—ইরিটেবিলিটি, ক্রন্দন, ছট্‌ফটানি প্রভৃতি লক্ষণও অনেক সময়ে জেলসিমিয়মে পরিদৃষ্ট হয়। (জেলসিমিয়ম দেখ)

এপিসে—প্রথমে শীত (শীত নাও হইতে পারে) পরে উত্তাপ এবং শেষে উত্তাপ হেতু গাত্রে ভয়ানক জ্বালা; দেহের কোন স্থান উত্তপ্ত, কোন স্থান ঠাণ্ডা—পেটেই অধিকতর উত্তাপ রোগী অনুভব করে। গাত্রত্বক ভয়ানক শুষ্ক ও উত্তপ্ত (dry & hot) অথচ সেজন্য যে সলফরের মত অনুক্ষণ আর্দ্রভূমে শুইতে চায়—তাহাও নহে। আবার ক্বচিৎ কখন গাত্রত্বক পর্য্যায়ক্রমে শুষ্ক ও আর্দ্র (dry & moist) থাকে। [এই লক্ষণ বেল, ব্রাই, এণ্টিমক্রুড ও এণ্টিম-টার্টে অধিকমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ heat and sweat alternately থাকে—এপিসের ন্যায় সামান্য moisture নহে।] এপিসে– পিপাসা ও ঘর্ম্ম প্রায়ই থাকে না, ঘামের অভাব (absence of Sweat) ইহার বিশেষ লক্ষণ এবং ঘাম না হওয়াই প্রায়ই লক্ষিত হয়—তবে কখন কখন থাকিয়া থাকিয়া স্বল্পমাত্র ঘর্ম্ম (moisture than sweat) হয় এবং তাহাও অতি শীঘ্র শুকাইয়া যায় এবং গাত্রদাহ আরম্ভ হয়। এপিসে (১) জ্বরকালে কোন এক দিকের পাঁজরার নিচে একপ্রকার বেদনা হয় (২) পায় শোথ বা ফুলা এবং চক্ষের নিচের পাতা ফুলা জলভরার মত (baggy) —উপরের পাতায় ফুলাও হয়। (৩) গায়ের চামড়া sallow or waxen (৪) অল্প পরিমাণে প্রস্রাব-নিঃসরণ (৫) গায় আমবাত বাহির হওয়া (৬) জ্বরকালে ঘুমাইবার ইচ্ছা অথবা অত্যন্ত গাঢ় নিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সতত বর্ত্তমান থাকে। (৭) এতদ্ব্যতীত জ্বরকালে গা-জ্বালার সহিত বুকে ভারবোধ অথবা শ্বাসরোধের ভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এক কথায় জ্বর খুব বেশী, তাহাতে ঢলু ঢলু ভাব এবং ঘাম ও পিপাসার অভাব।

সবিরাম-জ্বরে এপিসে—জ্বর আসার সময় অপরাহ্ণ ৩টা; স্বল্পবিরাম-জ্বরেও ঐ সময় হইতে জ্বর বাড়িতে থাকে।

একোনাইটে নাড়ী—full hard quick boundng

জেলসিমিয়মে নাড়ী—full flowing but not hard.

এপিসে নাড়ী--quick strong আবার কখন feeble thready but quick। আবার মেনিন্‌জাইটিস বা বিকার-জ্বরে অথবা হামের সহিত বিকারে কিম্বা ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি রোগে fluttering wiry and frequent.

একোনাইটে—জ্বরের সময় দেহের রক্তের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না।

জেলসিমিয়মে—রক্তের ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন হইয়া অবসাদ উপস্থিত হয়।

এপিসে--রক্ত ক্রমে বিষাক্ত হইয়া জ্বর-বিকার উৎপাদিত হয়।

একোনাইটে—শুষ্ক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া (dry cold winds) অথবা দেহ গরম হইবার পর জলে ভিজিলে কিম্বা খুব গরমের পর বা খুব ঘাম হইবার পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা (from exposure, after over-heating,from cooling suddenly when warm sweating &c) প্রভৃতি কারণে জ্বর হইলে একোনাইট অমোঘ ঔষধ। অনেকে বলেন রীতিমত সবিরাম-জ্বরে (intermittent fever) একোনাইটের কোন ক্রিয়া নাই। (ফলতঃ আয়ুর্ব্বেদ-মতে অতিমাত্রায় ইহা সবিরামজ্বরে ব্যবহৃত হয়। কলিকাতার কোন সুপণ্ডিত কবিরাজ অমৃত বা মিঠাবিষকেই কবিরাজী কুইনাইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের প্রুভিং কিন্তু একোনাইট-ন্যাপেলসের; একোনাইট-ফেরক্সই কবিরাজদিগের মিঠা-বিষ কিন্তু উহার বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য প্রুভিং না থাকায় উহার সহিত একোনাইট-ন্যাপের লক্ষণের পার্থক্য কি তাহা আমরা জানি না।

শিক্ষা-বিভাগের পেনসন-প্রাপ্ত ইন্‌সপেক্‌টার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়ের সহিত কথোপকথনে জানিতে পারি যে তাঁহার চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থান কালে তথায় তিনি একপ্রকার জ্বর হইতে দেখিয়া ছিলেন যাহাতে একোনাইট-নির্দ্দিষ্ট অস্থিরতা, দুর্দ্দমনীয় পিপাসা, মানসিক উদ্বেগ, মৃত্যুভয় প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল অথচ ১২ ঘণ্টার পর ঐ জ্বর ছাড়িয়া যাইত এবং দুই দিন পরে পুনরায় আসিত। এই সকল জ্বরে কুইনাইন বা অন্য ঔষধে কোন উপকার হইত না। এই সকল লক্ষণের কথা শুনিয়া আমার একোনাইট মনে হইয়া তাঁহাকে বলায় তিনি বলিয়াছিলেন যে একোনাইটেই কেবল এই সকল জ্বর আরোগ্য হইয়াছিল—অন্য কোন ঔষধে এমন কি কুইনাইনেও কিছুমাত্রও উপকার হয় নাই। যাঁহারা মনে করেন একোনাইট সবিরাম-জ্বরে উপকারী নহে তাঁহাদের জন্য ইহা লিপিবদ্ধ করিলাম)।

একোনাইটে—মানসিক উত্তেজনা (anguish), নৈরাশ্যভাব (dispair), জ্বরকালে ছটফটানির সহিত এপাশ ওপাশ করা (restless tossing during fever), রোগীর মনে সদা ভয় হয়—তাহার মৃত্যুই হইবে (fears he will die) গাত্রবস্ত্র সকল গাত্রদাহ-হেতু ফেলিয়া দেওয়া (throws off clothes), গা গরম ও শুষ্ক প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া এবং পরিশেষে প্রচুর পরিমাণে ঘাম হইয়া সকল লক্ষণের উপশম হয়।

জেলসিমিয়মে—রোগী যেমন dull dizzy drowsy সেইরূপ আবার রোগী সদাই irritable and sensitive—শিশুরা ঘুমায় না—জাগিয়া থাকে, তড়কা হইবার উপক্রম বা আশঙ্কা (nervous even threatened with convulsions) প্রভৃতি লক্ষণও আছে। (এই

লক্ষণ শিশুদিগের দন্ত-নির্গমন কালে অথবা পূর্ব্বে রোগী প্রথমে dull *dizzy drowsy* থাকিয়া পরে প্রায়ই প্রকাশিত হয়)।

এপিসে—জ্বর-কালে ঘুমাইবার ইচ্ছা প্রবল—আবার গাত্র-দাহ হেতু অনিবার্য্য ছট্‌ফটানি (fidgetty restlessness)—রোগী উপশম আশায় ঘুমাইতে চায় কিন্তু ঘুমাইতে পারে না এবং অল্প স্বল্প বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে কিন্তু পিপাসা ও ঘর্ম্মের অভাব বিশিষ্ট ভাবে থাকে। [সময়ে সময়ে জ্বরের সহিত তন্দ্রার ভাব ও নিদ্রার একান্ত ইচ্ছা এবং নিদ্রাকালে অল্প স্বল্প ঘর্ম্মও থাকে। অসাড়ে মূত্রও হয়। [টাইফয়েড-জ্বর, হাম-জ্বর, বিষর্প দেখ]

সলফরে—প্রথমে বলিয়াছি যে একোনাইটের লক্ষণগুলি হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়া যখন রোগী হঠাৎ নিস্তেজ ও চুপ হইয়া পড়ে, কথা ও নাই শাড়াও নাই—এবং বিশেষ করিয়া গা নাড়া দিয়া ডাকিলে তবে সাড়া দেয় তাহাও বিরক্তির সহিত—তখন ১ মাত্রা সলফরে যে রোগ মনে হইতেছিল টাইফয়েড-জ্বরে পরিণত হইবে—তাহা নিবারিত হইয়া মুকুলেই রোগ-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া আরোগ্য হয়। কিন্তু সলফরেও একো-নাইট এবং এপিসের ন্যায় ভয়ানক ছট্‌ফটানি আছে—সেই সঙ্গে জ্বালা বা গাত্রদাহ খুব থাকে এবং গাত্রদাহ-হেতু সর্ব্বদা আর্দ্রভূমে শুইতে ইচ্ছা, হাত ও পা'র (বিশেষতঃ পা'র) এত জ্বালা যে সর্ব্বদাই ঠাণ্ডাস্থানে হাত পা বাহির করিয়া রাখিতে চাহে। এই গাত্রদাহ সময়ে সময়ে অত্যধিক হয় কিন্তু ঠাণ্ডা পাইলে উপশম বোধ করে। (একোনাইট বা এপিসে তাহা হয় না)। আর রোগী গাত্রবস্ত্র ফেলিয়া দেয় ও পিপাসা খুব থাকে—তবে একোনাইটের তুল্য অত অদম্য নহে এবং অত অধিক পরিমাণে জলপান করে না; আবার এপিসের ন্যায় পিপাসার অভাব লক্ষিতও হয় না। তবে এপিসের ন্যায় গাত্র শুষ্ক থাকে। এতদ্ব্যতীত

মুখশোষ এত অধিক হয় —যে সর্ব্বদাই রোগী জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠ লেহন করে,মাথায় অনবরত জ্বালা বোধ করে এবং নাসিকা কর্ণ ওষ্ঠ প্রভৃতিতে আরক্তিম ভাবও লক্ষিত হয়। সলফরে—এণ্টিম্‌-ক্রুড বা টার্টার এমেটিক ও ইপিকাকের মত অত গা-বমি-বমি বা বমন নাই কিন্তু মধ্যে মধ্যে মুখশোষ হেতু অকতোলা আছে। একোনাইটে—কোষ্টবদ্ধ থাকে—আবার আমাশয় যুক্ত বা তরল সবুজ ও রক্তমিশ্রিত বাহ্যেও আছে; এপিসে—কোষ্টবদ্ধ আবার প্রাতঃকালিন উদরাময় অথবা বিকারের সহিত রীতিমত পেটভাঙা আছে—বাহ্যে অনবরতই যেন ঝরিতেছে। জেলসিমিয়মে—কোষ্টবদ্ধ থাকে তত প্রবল নহে। আবার বাহ্যেও হয় তবে তাহা কখন সহজ কখন পাত্‌লা অথচ খুব জলবৎ নহে। তবে হঠাৎ ভয় বা নৈরাশ্যে জলবৎ বাহ্যে হইলে—জেলসিমিয়ম নির্দ্দিষ্ট।

সলফরে—কোষ্টবদ্ধ সময়ে সময়ে বিশিষ্টরূপে বর্ত্তমান থাকে আবার উদরাময় এবং জলবৎ ভেদও থাকে; বাহ্যে পাইলে আর বিলম্ব সহ্য হয় না। এবং শেষরাত্রি বা অতিপ্রত্যূষ হইতে তাহার বৃদ্ধি হয়।

এণ্টিম-ক্রুডে—পাতলা জলবৎ বাহ্যে সেই সঙ্গে মল মিশ্রিত—আবার কোষ্টবদ্ধও অনেক সময়ে থাকে।

এণ্টিম-টার্ট—কোষ্টবদ্ধ অথবা জলবৎ বা শ্লেষ্মাময় বাহ্যে।

এপিস্—স্থিনিক জ্বরে যখন গাত্র-ত্বক—উত্তপ্ত ও নাড়ী দ্রুত তখন ইহা অনেকটা একোনাইটের সমতুল্য। বিষর্প ও সাইনোভাইটীস্‌ নামক বাত রোগের প্রদাহের প্রথম অবস্থায় যখন এইরূপ জ্বর লক্ষিত হয়—তখন একোনাইট অপেক্ষা এপিস উপকারী (and this is especially so in the beginning of Erysepelatous inflammation or still more in inflammation of serous or synovial·

membranes)। আর যেখানে বিকার-ভাব আইসে ও সিরস এফিউসন-হেতু জল জন্মে তথায় এপিসের উপযোগিতা অধিক দৃষ্ট হয়—একোনাইট ফলদায়ক নহে। তবে সাধারণ বাতের সহিত জ্বরে (তাহাও প্রথম অবস্থায়) যদি একোনাইটের—বিশেষ লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকে—তাহা হইলে একোনাইট উপযোগী, কিন্তু পরে নহে।

একোনাইট—মেনিনজাইটীস্ প্লুরাইটীস্ সাইনোভাইটীস্ প্রভৃতি রোগের প্রথম অবস্থায় যখন exudation হয় নাই তখন উপযোগী। (ফেরম-ফস ও উপযোগী তবে একোনাইটের ন্যায় উহার লক্ষণ সকল অত হটাৎ আসে না বা অত তীব্রভাবে প্রকাশ পায় না।) কিন্তু যখন effusion আরম্ভ হইয়াছে তখন এককালে একন ও ফেরি-ফস্ উপযোগী নহে। মেনিনজাইটীসে যখন Cephalic cry আরম্ভ হইয়াছে তখন একোনাইটে অনিষ্ট হইবে; প্লুরিসি বা প্লুরাইটীস্ রোগে যখন হাঁপ ও টান হইতে থাকে তখন অথবা যখন বক্ষ পরীক্ষায় dullness and harshness অনুভূত হয়—তখন একোনাইট প্রয়োগে উপকার তো হইবে না—বিপদ সম্ভব; সাইনোভাইটীস্ রোগে যখন সন্ধি-স্থান ফোলা ও তথায় জল-সঞ্চয় আরম্ভ হয় তখন আর একোনাইটে কোন উপকার হইবে না—এপিসই উপযোগী।

ভিরেট্রম-ভাইরাইড—জ্বরে অনেক সময়ে একোনাইটের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়—নিউমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় (একোনাইটের অধিকাংশ লক্ষণই এই অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে) ধামনিক উত্তেজনা (arterial excitement) থাকিলে এবং সেই সঙ্গে শ্বাস-কষ্ট ও শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা (labored & difficult breathing) বর্ত্তমান থাকিলে একোনাই-টের পরিবর্ত্তে ভেরেট্রম-ভাইরাইড কেহ কেহ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ভেরেট্রমে—জিহ্বার মধ্যভাগে লাল সূতোর মত সরু দাগ

থাকা—ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ। ভেরেট্রম-ভাইরাইডে—একটু আবল্য-ভাব অথচ ছট্‌ফটানি থাকে আর বমি বা কাটবমিও থাকে।

বেলাডোনা (Belladonna)—অল্পবয়স্ক ও পূর্ণবয়স্কদিগের রোগে সমান উপযোগী। বেলাডোনায়—পীড়া-লক্ষণ হঠাৎ প্রকাশিত হয়—তাহা নিতান্ত প্রচণ্ড-ভাবে ক্ষণকাল বর্ত্তমান থাকিয়া—রোগীকে বিষম কষ্ট দেয় (বিশেষতঃ বেদনা) আবার ঐ লক্ষণ হঠাৎ নিবৃত্তি পায় (the pains & sufferings come on suddenly and with great violence and subside suddenly)। বেলাডোনায়—শর্দ্দিও হঠাৎ দেখা দিয়া খুব প্রচণ্ড ভাবে বাড়িয়া পড়ে—পরে হঠাৎ কমিয়া যায়। বেলাডোনায়—হৃৎপিণ্ড, শ্বাস-নলী, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলীও আক্রান্ত হয়।

বেলাডোনায়—গাত্র-তাপ ভয়ানক প্রবল ; প্রাদাহিক পীড়ায়ও এই ভীষণ গাত্রোত্তাপ পরীক্ষনীয়। বেলাডোনায়—সকল যন্ত্রেরই প্রদাহ হইতে পারে—এমন কি মস্তিষ্ক, শ্বাসনলী, অন্ত্র-সমূহে ও লিভারে পর্য্যন্ত প্রদাহ হইয়া থাকে (inflammation of the brain, lungs, liver & intestines)। বেলাডোনা-নির্দ্দিষ্ট এই সকল যান্ত্রিক প্রদাহের সহিত রোগীর জ্বর হয় এবং তাহাতে গাত্রোত্তাপের ভয়ানক বৃদ্ধি হয়—বলিতে কি প্রদাহ অপেক্ষা গাত্রোত্তাপই যেন অধিক বলিয়া মনে হয়। এই সময় রোগীর গাত্র-ত্বকে হস্ত সন্নিবেশ করিলে—হাত তুলিয়া লইতে হয়—মনে হয় যেন হাত পুড়িয়া গেল। এইরূপ গাত্রতাপ বেলাডোনায় প্রথম দর্শনীয়-লক্ষণ। প্রদাহ যেখানে বা যে রকমের হউক—বেলাডোনা তাহাতে উপযোগী।

আবার কেবল গাত্র-তাপের আধিক্য শুনিয়াই বেলাডোনা দিবে না। অন্যান্য Subjective ও objective লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখাও খুব

উচিত। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে প্রবল উত্তাপ থাকিলেও "কন্‌টীনিউড-ফিবারে" (continued fever) বেলাডোনা উপযোগী নহে। বেলাডোনায় জ্বর—স্বল্প-বিরাম (remittent type) ভাবের। বেলাডোনায়—জ্বর রেমিটেণ্ট টাইপের কিন্তু ঐ জ্বর হঠাৎ আসে এবং প্রচণ্ডভাবে অনেকক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া পরে হঠাৎ কমে। কেণ্ট বলেন কন্‌টিনিউড টাইপের জ্বরে—বেলাডোনায় জ্বর জয় না হইয়া রোগী জয় হয়। বেলাডোনায়—heat, intense heat, violent heat এবং জ্বর রেমিটেণ্ট টাইপের—not of continued type. একোনাইটের পর জ্বরে বেলাডোনাই উপযোগী (একোনাইট-অধ্যায়ে পার্থক্য দেখ)।

বেলাডোনায়—গাত্র-ত্বক লাল, মুখ চোক্ টস্‌টসে ও লাল; গাত্র-ত্বক এত উষ্ণ অথচ মধ্যে মধ্যে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হয়—এই ঘাম রোগী যে দিকে চাপিয়া শোয় সেইদিকে হয়—এবং গাত্রের অনাবৃত-অংশ অপেক্ষা আবৃত অংশে অধিক ঘাম হয়। এতদ্ব্যতীত নিদ্রাবস্থায় হাত পা নাড়া (twitchings of hands & feet) এবং নিদ্রায় চম্‌কাইয়া উঠা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। তবে এই চম্‌কানর সহিত গেঙান ও কোঁথান (moaning & groaning থাকে। (ক্যামোমিলায়—নিদ্রা-মাত্র চম্‌কান—তবে সেই সঙ্গে moaning & groaning নাই।) নিদ্রায় চক্ষু বুজাইলেই ভীতি-জনক দৃশ্য দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠা অথচ তাহাতে রোগী ভয় করে না বরং মৃত্যু-কামনাই করে; এতদ্ব্যতীত রোগী যেন অনুক্ষণ গ্লানি-পূর্ণ তাহার গাঁটে গাঁটে বেদনা এবং উহা একস্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত হয়।

[টাইফয়েড-জ্বরে—বেলাডোনা উপযোগী—টাইফয়েড্-জ্বর-অধ্যায় দেখ।]

বেলাডোনায়—মুখ টস্‌টসে, মাথায় (ভিতরে ও বাহিরে) জ্বালা ও

ব্যথা থাকে এবং ক্ষণকাল অচৈতন্য অবস্থায় থাকিয়া আবার নিদ্রায় চম্‌কাইয়া উঠিয়া খানিকক্ষণ বড়ই অস্থির হইয়া পড়ে। বেলাডোনায়—মাথাব্যথা বা সকল বেদনা শুইলেই বৃদ্ধি পায়। বেলাডোনার বেদনায়—আক্রান্ত স্থানে হাত পার্য্যন্ত লাগা সহ্য হয় না- সুতরাং সে দিক চাপিয়া শুইতেও পারে না। প্রদাহে দপ্‌দপানি (throbbing), উত্তাপ (heat), আরক্তিমতা, (redness), জ্বালা (burning) অত্যন্ত টাটানি, স্পর্শনমাত্রে বেদনা (soreness to touch) এবং সামান্য নড়িলে বেদনাতিশয্য (sensitiveness to a little jar)—প্রভৃতি লক্ষণে বেলাডোনা—অব্যর্থ। বেলাডোনায়--আক্রান্ত স্থান চাপিয়া শুইতে কিছুতেই পারে না, বাইওনিয়ায়—আক্রান্তস্থান চাপিয়া শুইলে বরং আরাম বোধ করে।

প্রদাহের প্রথম অবস্থায় বেলাডোনা অমোঘ। তবে প্রদাহিত স্থানও গাত্রচর্ম্ম লালবর্ণের হওয়া চাই—প্রদাহ যত বাড়ে ঐ লালবর্ণ ততই অনুজ্জ্বল হয় (As the inflammation advances the redness of the skin grows dusky) এবং প্রদাহ হেতু জ্বর যত বাড়ে রোগীর মুখ তত আরক্তিম না থাকিয়া mottled ভাবের হয়। গ্রন্থির স্ফীতির প্রদাহে যদি উহা লালবর্ণের হইয়া চকচকে হয় তাহা হইলে বেলাডোনাই উপযোগী। সেই সঙ্গে জ্বর খুব থাকে পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই চক্‌চকে ভাব প্রথমটাই থাকে রোগ বৃদ্ধি সহকারে থাকে না—তখন অন্য ঔষধের প্রয়োজনও হয়। বেলাডোনায়—প্রথমে প্রদাহিত স্থান bright red, পরে dusky red, শেষে mottled। প্রদাহিত স্থানের লালবর্ণের সহিত তথায় জ্বালা ও থাকে। গলাভ্যন্তরে অত্যন্ত লালবর্ণ হইয়া congestion হইলে তাহাতেও বেলাডোনা উপযোগী। গলাভ্যন্তরেও ঐ রূপ প্রথমে bright red এবং পরে dusky

red হইলে এবং সেই সঙ্গে যদি জ্বলন থাকে (ডাঃ কেণ্ট এই জ্বালাকে like coal of fire বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন)—তাহাতেও ইহা উপযোগী। টনসিলের প্রদাহে জ্বালা এমন কি অগ্নিদগ্ধের ন্যায় (inflammation of tonsils burning like fire) হইলেও বেলা-ডোনা উপযোগী। বেলাডোনায়—রেমিটেণ্ট জ্বরে বা প্রাদাহিক জ্বরে ভয়ানক গাত্রদাহ থাকে। এক্ষণে দেখ বেলাডোনায় উত্তাপ আরক্তিমতা ও জ্বালা নির্দ্দিষ্ট। বেলাডোনায় প্রদাহে যেমন স্ফীতি তেমনি স্পার্শানুভাবকতা। বেলাডোনায় নড়িলে চড়িলে, আলোক সন্নিধ্যে ও সামান্য নাড়ার বা ঝাঁকুরাণী বা নাড়ার আশঙ্কায় (jar) বেদনা বাড়ে।

বেলাডোনায়—জ্বরে ভয়ানক পিপাসা ; কেহ কেহ বলেন আর্সে-নিকের ন্যায় অল্প অল্প জল খায়। আর্সেনিকে—ভয়ানক পিপাসা কিন্তু জলপানে উপসর্গ সকলের বৃদ্ধি হয়—এই জন্য ভয়ে ভয়ে অল্প পরিমাণে জল খায় আর বেলাডোনায়—মুখ, ঠোঁট, গলা সব শুষ্ক হয়—সেই জন্য তাহা ভিজাইবার জন্য জল খায়। (সবিরাম-জ্বর-অধ্যায়ে অন্য ঔষধের সহিত পার্থক্য দেখ এবং বিকার টাইফয়েড্ অধ্যায় দেখ)।

আর্ণিকা (Arnica Montana)—জ্বরে আর্ণিকা প্রয়োগ কালে প্রথমতঃ নিম্ন লক্ষণগুলি স্মরণ রাখিবে। (১) অতিশয় পরিশ্রান্তি-জনিত লক্ষণ (results of over-exertion)। (২) আঘাত ও পতন জনিত লক্ষণ (results of injury)। (৩) উত্তেজনা (irrita-bility)। (৪) মস্তিষ্কের গোলমাল (confusion of head)। ৫। দর্শন শ্রবণ ও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের কখন বা প্রাখর্য্য কখন বা অবসাদ (hyper-acuteness of the senses or dullness)। ৬। সমস্ত অঙ্গে থেঁৎলানি ও কামড়ানি-ব্যথা এবং ভার-বোধ ও জ্বালা (bruised

soreness, achig, pressing—সেই সঙ্গে ফোঁটান বা ফেঁড়েফেলার মত বেদনা (burning tearing stitching pains)। আর্ণিকায়—পীড়া লক্ষণদ্বারা বাম দিকই অধিক আক্রান্ত হয়। পূয়োৎপন্নজ জ্বর বা পীড়ায় ইহা উপকারী (Septicemia, Zymosis)। এতদ্ব্যতীত জ্বর আসিবার পূর্ব্ব হইতে ভয়ানক পিপাসা এবং যত জ্বর বাড়ে ততই পিপাসা কমিয়া আসে; নড়িলে চড়িলে এমন কি গাত্রবস্ত্র সরিয়া গেলে শীত বোধ; অন্তরে ভয়ানক দাহ অথচ বাহিরে শীত ও হাত পা ঠাণ্ডা; ভয়ানক উত্তাপ—উত্তাপ-হেতু গাত্রবস্ত্র ফেলিয়া দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাহাতে শীত-বোধ (নক্স ভমিকায় শীত বোধ এবং ভয়ানক উত্তাপসত্ত্বেও গাত্র সর্ব্বদা আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়, গাত্রবস্ত্র ফেলে না); দেহের কোন স্থানে অধিক উত্তাপ কোন স্থানে হাত দিলে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বোধ; সকল বিষয়ে অনিচ্ছা ও আচ্ছন্ন-ভাব (indifference & stupor)।

আর্ণিকা ও ইউপ্যাটোরিয়মের প্রভেদ। আর্ণিকায়—জ্বর আসার কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতে পিপাসা; শীতাবস্থায় বা শীতাবস্থা যদি না থাকে তাহা হইলে জ্বরের প্রথমাবস্থায় অধিক পিপাসা; জ্বরের বৃদ্ধি অবস্থায় পিপাসা থাকে কিন্তু তত প্রবল নয়। আর্ণিকায়—এই সঙ্গে সমস্ত অঙ্গে থেত্‌লান ব্যথা অথবা বিছানা যেন শক্তবোধ করে সেই জন্য কেবল রোগী এপাস ওপাস করে।

ইউপ্যাটোরিয়ম—আর্ণিকার ন্যায় জ্বরের প্রথমাবস্থায় খুব পিপাসা কিন্তু জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় আর্ণিকায় অধিক পিপাসা। ইউপ্যাটোরিয়মে—সমস্ত শরীরে কামড়ানি-ব্যথা কিন্তু কোমর ও পায়েই ভয়ানক—হাড়-ভেঙ্গে ফেলার মত বেদনা।

আর্ণিকায়—জ্বরের বৃদ্ধি অবস্থায় পিপাসা কম।

ইউপ্যাটোরিয়মে—জ্বরের বৃদ্ধি অবস্থায় পিপাসা কম।

আর্ণিকায়—জ্বরের বৃদ্ধি অবস্থায় সমস্ত মাংশপেশী যেন টাটিয়ে থাকে, রোগী চুপ করিয়া শুইতে চায় অথচ অনুক্ষণ বলে বিছানা বড় শক্ত সেই জন্য নরম স্থান খোঁজে—কিন্তু সবই শক্তবোধ হয়—সুতরাং কেবল এপাস ওপাস করে।

ইউপ্যাটোরিয়মে—মাথা-ব্যথা ও হাড়ের ব্যথা বেশী এবং রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা ও কাতরতা প্রকাশ করে। জ্বর-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পিত্ত-বমন; যদিও পিপাসা কমিয়া আসে তথাপি মধ্যে মধ্যে জলপান করে ও ঘন ঘন তিক্ত পিত্তময় বমন করে অথবা জল-পানেই বমন হয়—(টক বমন লাইকোপোডিয়মে)।

আর্ণিকায়—তত ঘাম থাকে না (পুরাতন বা সবিরাম-জ্বরে অল্পস্বল্প ঘাম থাকে)।

ইউপ্যাটোরিয়মে—ঘাম অল্প স্বল্প তাহাতে সকল গ্লানির উপশম হয় কেবল মাথাব্যথা সম্পূর্ণ কমে না।

আর্ণিকায়—জ্বরের মগ্নাবস্থায়ও টাটানি-ব্যথা গায় থাকে।

ইউপ্যাটোরিয়মে—মগ্নাবস্থায় কোমর ও পায়ের ব্যথা অনেক কমে।

আর্ণিকা ইগ্নেশিয়া ক্যাপ্সিকম্ প্রভৃতির প্রভেদ—

ইগ্নেশিয়া—জ্বরের শীতাবস্থায় বা জ্বর আসার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পিপাসা থাকে এবং জ্বরের বৃদ্ধি বা উত্তাপ অবস্থায় এককালে পিপাসা থাকে না। আর্ণিকায় ও ইউপ্যাটোরিয়মে—জ্বর আসার পূর্ব্ব হইতে পিপাসা এবং উহা জ্বরের শীতাবস্থায় বা প্রথমাবস্থায় খুব প্রবল। ইগ্নেশিয়ায়—কেবল শীতাবস্থায় বা প্রথমাবস্থায় পিপাসা—জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় নাই। এই অবস্থায় রোগী বাহ্য-উত্তাপ চায় কিন্তু বৰ্দ্ধিতাবস্থায় উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না এমনকি তাহাতে রোগ-যন্ত্রণা বৰ্দ্ধিত হয়।

ক্যাপ্‌সিকমে—শীতাবস্থায় ইগ্নেশিয়ার ন্যায় পিপাসা এবং শীতাবস্থায়

ও উত্তাপাবস্থায় বাহ্য উত্তাপ ভাল লাগে—ইগ্নেশিয়ায় কেবল শীতাবস্থায় বাহ্য উত্তাপ ভাল লাগে।

ল্যাকেসিসে—শীতাবস্থায় উত্তপ্ত দ্রব্য চায় কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র উপশম হয় না।

[আর্ণিকা—সবিরাম-জ্বর ও টাইফয়েড-জ্বরে আমাদের প্রধান ঔষধ সেই সেই অধ্যায় দেখ।]

আর্সেনিক-আয়ড (Arsenic-Iod)—ইনফ্লুয়েঞ্জায় এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। (ইনফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎসা-অধ্যায় দেখ)—শর্দ্দি-জ্বরের সহিত শীতও উত্তাপ পর্য্যায়ক্রমে থাকিলে—ইহা বিশেষ উপকারী। আর্সেনিক-আয়ডের সকল স্রাবনই জ্বালাকর ও তাহা লাগিয়া হাজিয়া যায় (irritating & corrosive) সুতরাং শর্দ্দিস্রাব তরল ও তাহাতে নাক ঠোঁট হাজিয়া যায়। হে-ফিভার অর্থাৎ শর্দ্দির সহিত হাঁপজ্বরে-ইহা উপকারী। যে সকল scrofulous শিশু দিগের গলার বীচি মধ্যে মধ্যে আওরায় তাহাদের শর্দ্দি ও জ্বর এবং গলার বা কর্ণমূলের বীচি আওরান দেখিলে—প্রথমেই আর্স-আয়ড।

আর্সেনিক (Arsenic)—বহু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সবিরাম-জ্বর ব্যতীত অন্যজ্বরে আর্সেনিক ব্যবহার করেন না। তাঁহা-দের মতে যেমন জ্বর-সত্বে কুইনাইন প্রয়োগ নিষিদ্ধ—তেমনি আর্সেনিক প্রয়োগ করাও অধর্ম্ম। এ সব কথার জবাব দেওয়া সহজ নহে—তবে আমরা লক্ষণের সাদৃশ্য দেখিয়া অবিরাম-জ্বরে আর্সেনিক প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বদাই ফল পাইয়া থাকি। আর্সেনিক প্রয়োগকালে প্রথমতঃ নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যথা (১) রোগের পর্য্যায়শীলতা (periodicity)। (২) অবসাদ ও দুর্ব্বলতা (weakness and prostration) ৩। রোগ-লক্ষণের জটিলত্ব (malignity of

Symptoms)। (৪) অন্তর্দাহ ও ছট্‌ফটানি (restlessness & anguish)। (৫) সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা (burning everywhere) ৬। বেদনায় জল বা কোন ঠাণ্ডা দ্রব্য লাগিলে বেদনার বৃদ্ধি কিন্তু উত্তাপে উপশম-বোধ এবং চুপ করিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি। ৭। অত্যধিক পিপাসা তজ্জন্য নিরন্তর স্বল্প পরিমাণে জল পানের ইচ্ছা (Unquenchable thirst for small quantities of water and often)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—(১) নিরন্তর পিপাসা (২) গাত্রদাহ (৩) ছট্‌ফটানি এই তিনটী আর্সেনিকের নির্ণায়ক-লক্ষণ। জ্বরে বা অন্য কোন পীড়ায় আর্সেনিকের অন্যান্য যতই লক্ষণ থাকুক—এই তিন লক্ষণ না থাকিলে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে সেই পীড়ায় আর্সেনিকের প্রয়োজন নাই। এতদ্ব্যতীত রাত্রি দ্বিপ্রহরে বা দিবা দ্বিপ্রহর হইতে পীড়া লক্ষণের বৃদ্ধি; পাকাশয়ে অত্যন্ত জ্বালা; নাকদিয়া জলবৎ শর্দ্দি নিঃসরণ অথচ নাকবন্ধ —এই শর্দ্দি লাগিয়া নাক ঠোঁট হাজিয়া যায়। ঠাণ্ডা ঘাম সেই সঙ্গে অবসাদ; ভয়ানক দুর্ব্বলতা ও অবসাদ; শুইতে অক্ষমতা মনে হয় পাছে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে; শুইলেই টান ও শ্বাস কৃচ্ছ্রতা (Dyspnœa) বা তাহার বৃদ্ধি; গাত্রত্বক শুষ্ক, কুঞ্চিত (কোঁচকান wrinkled) এবং সর্ব্বদাই গাত্রে শীতল অথবা ঠাণ্ডা ঘাম অথচ ভয়ানক গাত্র-দাহ। (পুরাতন পীড়ায়—দাহ অথচ ঠাণ্ডায় পীড়া লক্ষণের বৃদ্ধি সেই জন্য গাত্রবস্ত্র ফেলিতে চায়না এমন কি ঠাণ্ডা জলে পর্য্যন্ত হাত দিলে শীতানুভব প্রভৃতি ইহার অন্যতম লক্ষণ।)

স্থানিক কোন রূপ পীড়ার সহিত জ্বর হইলে—একোনাইটের ন্যায় আর্সেনিকও উপকারী। যেমন কোন ক্ষত বাড়িয়া তাহা হইতে দুষ্যস্রাব নির্গত হওয়ায় যদি জ্বর হয়, আর সেই জ্বরের সহিত যদি দাহ (burning), অন্তর্দাহ (anguish), ছট্‌ফটানি (restlessness),

প্রভৃতি লক্ষণ থাকে—তাহা হইলে আর্সেনিক উপযোগী। একোনাইট ও আর্সেনিকের—ছট্‌ফটানি, পিপাসা, ও অন্তর্দাহ প্রভৃতির প্রভেদ জানা থাকিলে আর ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই।

আর্সেনিকে—ছট্‌ফটানি খুব বেশি, অন্য কোন ঔষধে অত ছট্‌ফটানি আছে কি না সন্দেহ।

একোনাইটে—প্রায়ই প্রদাহ-জনিত পীড়ার প্রথমাবস্থার জ্বরের সহিত ছট্‌ফটানি বর্ত্তমান থাকে আর—

আর্সেনিকে—ছটফটানি প্রায় রোগের কঠিন ও বর্দ্ধিতাবস্থায় বিশেষতঃ যখন রোগী ভুগিয়া ভুগিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন থাকে। (টাইফয়েড-জ্বরের ছট্‌ফটানিতে আর্সেনিক রসটক্স প্রভৃতি বিশেষ উপকারী।)

একোনাইটে—রোগী বিছানায় যে এপাশ ওপাশ করে তাহা বেদনাজনিত যন্ত্রণা এবং ভয় ও অন্তর্দাহ-হেতু।

আর্সেনিকে—রোগীর দুর্ব্বলতার তুলনায় ছট্‌ফট্‌ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব তত্রাচ দাহ ও অন্তর্দাহ-হেতু ছট্‌ফট্‌ করে।

আর্সেনিকে—দুর্ব্বলতা-হেতু রোগী ইচ্ছামত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারে না তত্রাচ অনবরত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে চায়—অথচ সামান্য পরিশ্রমেই শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

আর্সেনিকে—রোগীর মৃত্যুভয় আছে, কিন্তু একোনাইটের ন্যায় অত প্রবল নহে।

আর্সেনিকে—রোগী মনে করে রোগ যখন আরোগ্য হইবে না—ও মৃত্যু হইবে তখন আর চিকিৎসা কেন? আর্সেনিকে—মানসিক চাঞ্চল্য অপেক্ষা দৈহিক চাঞ্চল্য ও কাতরতা বড় ন্যূন নহে—মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ রাত্রে (অধিক রাত্রে) রোগীর এত অধিক উদ্বেগ (anxiety)

উপস্থিত হয়—যে রাত্রে সে জন্য উঠিয়া বেড়াইতে চায়—এমনকি সে সময়ে লেশমাত্র বেদনা বর্ত্তমান না থাকিলেও রোগী অনুক্ষণ ছটফটানির সহিত বিছানায় এপাস ওপাস করিতে থাকে এবং শরীরে বলও সামর্থ্য থাকিলে বেড়াইতে পর্য্যন্ত চাহে ; অন্তর্দাহ-হেতু কিছুতেই চুপ করিয়া-থাকিতে পারে না।

জ্বলন ও দাহের আর্সেনিকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। তবে একটা কথা স্মরণ রাখিবে। যথা—

তরুণ রোগে আর্সেনিক কিন্তু সে সঙ্গে প্রায় গাত্রবস্ত্র ফেলিতে চায়। পুরাতন জটিলরোগে দাহ-সত্ত্বেও গাত্রবস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত রাখিতে চাহে এবং জল বা ঠাণ্ডা জিনিস গায় লাগিলে গা সিড় সিড় করে। (সলফরেও দাহ ও জ্বলন এইরূপ প্রবল)।

সর্দ্দিজ্বরে—যেখানে সর্দ্দি লাগিয়া নাক বা ঠোঁট হাজিয়া যায় তবে যদি গরম দুগ্ধপানে (অর্থাৎ গরমে উপসম) আরাম বোধ করে তাহা হইলে আর্সেনিক উপযোগী—নচেৎ উত্তাপে আরাম না বোধ করা লক্ষণে মার্ক-সল বা এলিয়ম-সিপা উপযোগী। পর্য্যায়শীলতা ও রাত্রি ১০টা বা দ্বিপ্রহর হইতে রোগ বৃদ্ধি এই লক্ষণও আর্সেনিকের জ্বরে বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান থাকে।

আর্সেনিকে—ভয়ানক পিপাসা কিন্তু জলপানের অব্যবহিত পরেই বমন হয় অথবা জলপানের পর জলটুকু যেন পাথরের মত পেটে আঁটিয়া থাকে এবং তাহার পর সকল লক্ষণের বৃদ্ধি হয়—যতক্ষণ না ঐ জলটুকু উঠে ততক্ষণ বড়ই কষ্ট হয়।

আর্সেনিকে—এক রকম শুষ্ককাশি থাকে, ঐ কাশি সন্ধ্যার সময় কিম্বা বৈকাল বা রাত্রে ভয়ানক বাড়ে তাহাতে আদপে গয়ার উঠে না, রোগীর শ্বাস-নলী শুষ্ক হইয়া থাকে।

সলফরে—হাত পা চক্ষু নাক বিশেষতঃ হাতের ও পায়ের তেলোর জ্বালার জন্য রোগী সদাই হাত পা বিছানা হইতে নামাইয়া মাটীতে রাখে ও জ্বালার জন্য নিতান্ত ছট্‌ফট করে; কখন পিপাসায় ঘন ঘন জলপান করে কখন আদপে করে না যেন পিপাসা আদপেই নাই। আর্সেনিকে—উত্তাপে উপশম; সলফরে—উত্তাপে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডায় ও জলে উপশম। (পল্‌সাটিলা।

আর্সেনিক—সবিরাম-জ্বর ও টাইফয়েড-জ্বরে অধিকতর উপযোগী—(তৎতৎ অধ্যায় দেখ।)

ব্যাপ্‌টিসিয়া—এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার স্বল্প-বিরাম ও অবিরাম জ্বরে উপকারী। ডাঃ হেল বলেন যে জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা বা দুর্ব্বলতা-বিশিষ্ট সকল প্রকার জ্বরের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ উপযোগী। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—প্রাদাহিক জ্বরে ইহা এককালে উপযোগী নহে—তবে উত্তেজনা (irritability) জনিত-জ্বরে ইহা উপযোগী—সেই জন্যই যেখানে স্নায়বিক লক্ষণের প্রাবল্য থাকে তথায় ব্যাপ্‌টিসিয়া উপযোগী।

[এই ঔষধ টাইফয়েড-জ্বরে বা স্বল্প-বিরাম-জ্বরের সহিত টাইফয়েড লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে—অধিকতর উপযোগী—টাইফয়েড জ্বর চিকিৎসা অধ্যায় দেখ]

ইহার প্রধান লক্ষণ—(১) অত্যন্ত অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য—যে দিক ফিরিয়া শোয়—সেই দিকেই থেঁতলান-ব্যথা অধিক অনুভব করে (আর্ণিকা, রসটক্স ও ফাইটোলক্কার সহিত প্রভেদ দেখ)।

(২) রোগীর মুখ থম্‌থমে (flushed), ঘোর (dusky), খুব ঘোর লাল (dark red), মুখের ভাব যেন হ্যাবা-চাকার মত (besotted stupid) আবার সময়ে সময়ে মাতালের মত।

(৩) জিহ্বা প্রথমে শাদা লেপ-যুক্ত—ক্রমশঃ পাটকিলে (brown)।

কিন্তু জিহ্বার ধারগুলি লাল। (জিহ্বার মধ্যভাগে brown এবং ধারগুলি লাল—জিহ্বার এই লক্ষণ ব্যাপটীসিয়ার নির্ণায়ক লক্ষণ)। এতদ্ব্যতীত জিহ্বা কখন কখন অত্যন্ত থল্‌থলে ও ঢিলা হয় ও আকারেও বড় দেখায় (flabby & large); আর জিহ্বার অগ্রভাগে একটী সামান্য ক্ষুদ্রস্থান লাল ও শুষ্ক হয় (with a red dry tip)। [রসটক্সে—জিহ্বার অগ্রভাগ লাল ত্রিকোনাকার (red triangular)]

(৪) মল, মূত্র, ঘর্ম্ম (সকল প্রকার নিঃস্রাবণে) এমন কি নিঃশ্বাসে পর্য্যন্ত দুর্গন্ধ (টাইফয়েড অবস্থায় এই লক্ষণ বিশিষ্টরূপে নির্ণায়ক)।

(৫) নিতান্ত অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য; সম্পূর্ণ ঔদাসিন্য—অত্যন্ত অবসাদ-হেতু নিদ্রা আসে না। রোগী মনে করে তাহার মস্তক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পৃথকভাবে পড়িয়া রহিয়াছে এবং সেই ছিন্ন শরীর একত্র করিবার আশায় রোগী এ পাস ওপাস করে (সুতরাং স্বল্প বিস্তর ছট্‌ফটানি আছে—একেবারে জেলসিমিয়মের ন্যায় অবসাদ-হেতু চুপ করিয়া থাকার ভাব নহে)। এতদ্ভিন্ন রোগী মনে করে সে একক তিন জন হইয়াছে এবং সেই জন্য গাত্র আচ্ছাদনাবৃত করিতে গেলে মনে হয় সকল গুলির তো গাত্র আবৃত হইল না।

(৬) জ্বর প্রায় ১০—১১টা হইতে বাড়িতে থাকে, জ্বরে উত্তাপাধিক্যের সহিত ত্বকের শুষ্কভাব, উত্তাপাধিক্য-হেতু—সর্ব্বশরীরে বিশেষতঃ মুখ মণ্ডলে অস্বচ্ছন্দতা-জনক জ্বালা করে, বোধহয় যেন ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইবে—তজ্জন্য শয্যায় শীতল স্থান খোঁজে। অপরাহ্নে ও রাত্রে দাহের আধিক্য—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উত্তপ্ত কিন্তু স্পর্শে শীতল অনুভূত হয়।

(৭) ঘর্ম্মের অভাব অথবা পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প দুর্গন্ধ-যুক্ত ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর মগ্ন হয়।

ব্যাপ্‌টীসিয়ার জ্বরাধিক্যে সর্ব্বশরীরে অনির্ব্বচনীয় গ্লানিবোধ, অস্থিরতা ও অস্বচ্ছন্দতা—কোন বিষয়ে মন ঠিক রাখিতে পারে না—অবিরত একস্থান হইতে অন্য স্থানে নড়িবার চড়িবার ইচ্ছা—জ্বরের মগ্নাবস্থায় ও এই সকল লক্ষণ খুব প্রবল থাকে। আবার সময়ে সময়ে এরূপ ছটফটানির পর দৌর্ব্বল্য-হেতু নিতান্ত নিস্তেজতা ও অবসন্নতা থাকে। স্বল্প-বিরাম জ্বর, অবিরাম জ্বর অথবা স্বল্প-বিরামের সহিত টাইফয়েড লক্ষণ-যুক্ত-জ্বরে—(টাইফয়েড জ্বরের প্রথম সপ্তাহেও) (১) ব্যাপ্‌টীসিয়া, (২)জেলসিমিয়ম ও (৩) ব্রাইওনিয়া বিশেষ উপযোগী।

(১) গাত্র-বেদনা এমন কি পেসী-সমূহের অভ্যন্তরে পর্য্যন্ত যেন বেদনা করে এবং (২) "রোগীর অবসাদক দৌর্ব্বল্য যেন ক্রমে বাড়ে'—এই দুইটী লক্ষণ এই তিনটী ঔষধেই বর্ত্তমান থাকে। তবে গাত্র-বেদনার আধিক্যে- ব্যাপ টীসিয়া আর অবসাদক দৌর্ব্বল্যের আধিক্যে—জেলসিমিয়ম্ উপকারী।

ব্যাপটিসিয়া ও জেলসিমিয়মের প্রভেদ।

আচ্ছন্নতা (drowsiness) ও রোগীর মুখ আরক্তিম—এই দুই ঔষধেই থাকে ; তবে ব্যাপটীসিয়ায়—বিকারের আচ্ছন্নতা (অর্থাৎ সেই সঙ্গে কতকটা ঘোর ঘোর ও অচৈতন্য ভাব থাকে) অধিক। জেলসিমিয়মে—dullness, dizziness, drowsiness—এই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট—সেই জন্য রোগী নড়িতে চড়িতে চাহে না—চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে চাহে—এমনকি কথা কহিতে বিরক্তি বোধ করে এবং দৌর্ব্বল্য ও অবসাদ বসতঃ যেন নড়িতে চড়িতে কষ্টানুভব করে। ব্যাপটীসিয়ায়—অস্বচ্ছন্দতা-হেতু-অস্থিরতা এবং ক্ষণকাল অস্থিরতার পর আচ্ছন্ন ও অঘোরভাব (উপরে দেখ) থাকে।

ব্রাইওনিয়া জেলসিমিয়স ও ব্যাপটিসিয়ার প্রভেদ।

ব্রাইওনিয়ায়—রোগী চুপ করিয়া থাকিতে চাহে।

জেলসিমিয়মে—নড়িতে চড়িতে বিরক্তি—বিশেষতঃ অবসাদ জন্য উহা অধিক হয়—

ব্রাইওযানিয়ায়—নড়িলে চড়িলে বেদনানুভব সেই জন্য নড়িতে চড়িতে ভীতি—

ব্যাপ্‌টিসিয়ায়—থেঁতলানি ব্যথা সর্ব্বাঙ্গে—কিন্তু অস্বচ্ছন্দতা-হেতু অস্থিরতা—আবার মধ্যে মধ্যে নিস্তেজতা-হেতু চুপ করিয়া থাকে।

ব্রাইওনিয়ায়—রোগীর প্রায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

ব্যাপ্‌টিসিয়ায়—প্রায় উদরাময় থাকে। প্রথমটা কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

জেল্‌সিমিয়মে—না কোষ্ঠবদ্ধ—না উদরাময়।

এই তিন ঔষধেই রোগীর মুখ ঘোর লাল থাকে—তবে ব্যাপ্‌টি-সিয়ায়—রোগীর মুখ ঘোর লাল; মুখের ভাব ফেল্‌ফেলে ও ভ্যাবাচাকার মত (besotted & stupid) আবার কখন মাতালের মত (drunken expression) দেখায়।

মুখের এই ঘোর লাল রঙ—ব্যাপ্‌টিসিয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহার নিচে জেলসিমিয়মে এবং তাহার নিচে ব্রাইওনিয়ায়। তবে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে রোগী উঠিয়া বসিলে বা উঠিয়া দাঁড়াইলে মুখ ফেঁকাসে হওয়া আবার ব্রাইওনিয়ায় নির্দ্দিষ্ট।

পচণ-প্রবণতা (tendency to decomposition)—অর্থাৎ শরীরাভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ পচিয়া দুর্গন্ধময় মল, মূত্র, ঘর্ম্ম নিঃসরণ—ব্যাপ্‌টিসিয়াই—নির্দ্দিষ্ট, জেলসিমিয়ম বা ব্রাইওনিয়ায়—এই লক্ষণ নাই।

বিকার, বিহ্বল-ভাব ও প্রলাপ-বকা (Stupor & delerium)—ব্যাপ্‌টিসিয়া ও ব্রাইওনিয়ায় আছে। তবে ব্যাপ্‌টিসিয়ায়—বিড়্‌বিড়্

করিয়া বকে (muttering delerium) অথবা রোগী বলে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন তাহা সে একত্রিত করিতে পারিতেছে না এবং সেই সঙ্গে ছট্‌ফট্‌ করে।

ব্রাইওনিয়ায়—জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত, ঠোঁট শুষ্ক, সেই সঙ্গে অতিশয় প্রবল পিপাসা; দৈনিক কার্য্যাবলী বা নিজ ব্যবসায় সম্বন্ধে প্রলাপ বকে।

জেলসিমিয়মে—জিহ্বার লেপ (coating) সামান্য বা আদপে নাই; পিপাসা নাই বলিলেও চলে; জিহ্বা বাহির করিবার উপক্রমে উহা কাঁপে—(জেলসিমিয়মে সময়ে সময়ে গাত্র-দাহ থাকে); জেলসিমিয়মে—বিকার-জনিত প্রলাপ-বকা নাই।

ব্যাপ্‌টিসিয়ায়—জিহ্বায় প্রথমে শ্বেত coating ক্রমে উহা brown হয়—ইহা জিহ্বার মধ্যভাগে থাকে এবং ধারগুলি লালবর্ণের (ভেরেট্রম-ভাইরাইডে—সূতার ন্যায় লাল দাগ জিহ্বার মধ্যভাগে থাকে)।

ব্রাইওনিয়ায়—প্রস্রাব নিতান্ত স্বল্প পরিমাণে হয় কিন্তু উহা রক্ত-বর্ণের (high colored)।

জেলসিমিয়মে—প্রস্রাব প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হয়।

ব্যাপ্‌টিসিয়ায়—প্রস্রাব পরিমাণ অত্যল্প কিন্তু উহা ঘোর এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—যদ্যপি দেখ যে রোগীর গাত্র বেদনা অত্যন্ত অধিক এমন কি রোগী সর্ব্বদা বলে যে বিছানা বড়ই শক্ত—তাহাতে শয়নে কষ্ট হয় আর সেই সঙ্গে যদি অবসন্নতা ও দৌর্ব্বল্য অত্যন্ত থাকে, জিহ্বার মধ্যভাগ শাদা শাদা—কিন্তু সেই সঙ্গে যদি বোঝা যায় যে আঘাত লাগিয়া অথবা গুরুতর পরিশ্রম বা পথ চলার জন্য পীড়া হইয়াছে—তাহা হইলে আর্ণিকাই উপযোগী। যদিও আর্ণিকা বিকার-

জ্বরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে উপযোগী—তত্রাচ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে প্রথম সপ্তাহে এমন কি প্রথমাবস্থায়ই উপযোগী।

আর্ণিকায় -সর্ব্বাঙ্গে টাটান-ব্যথা—যাহাতে শয়ন করে অর্থাৎ বিছানা নিরন্তর শক্ত বোধ করে সেই জন্য অনুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে।

ব্যাপ্‌টিসিয়ায়—রোগী মনে করে যেন কাষ্ঠ-শয্যায় শুইয়া আছে··· বিছানা শক্ত বোধ করিয়া এপাস ওপাস করে ও সদাই টাটান ব্যথা গাত্রে অনুভব করে।

ফাইটোলক্কায়—মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে টাটানি ব্যথা—পেসী সকলে এত ব্যথা যে না উঠিয়া পাস ফিরিতে পারে না।

রসটক্স—প্রত্যেক পেসীতে বেদনা; নড়িলে চড়িলে বেদনার হ্রাস বা উপশম। কিন্তু প্রথম নড়িবার সময় বা উঠিয়া বসিবার সময় অত্যন্ত বেদনা।

রুটা—যে দিক চাপিয়া শয়ান থাকে সেই দিকে সাতিশয় বেদনা।

ব্রাইওনিয়ায়—নড়িলে চড়িলে বেদনার বৃদ্ধি সেই জন্য নড়িতে চড়িতে চায় না।

আর্ণিকা ও ব্যাপ্‌টিসিয়ায়—টাটান ব্যথা ও বিছানা শক্ত মনে হওয়া এই দুই লক্ষণই আছে। এই দুই ঔষধেই অভিভূতভাব (Stupor) থাকিলেও রোগীকে জাগান যায় কিন্তু আবার শীঘ্র অভিভূত হইয়া পড়ে। দুই ঔষধেই মুখ ঘোর লাল হয় ও জিহ্বার brown রঙ্‌ দৃষ্ট হয়—এই লক্ষণের সহিত রোগী ছট্‌ফট করিতেছে—একবার এদিকে ফিরিতেছে পরবার অন্যদিকে ফিরিতেছে আর বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকার সহিত বলিতেছে আমার ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একত্রিত করিতে পারিতেছি না—অথবা সেই সঙ্গে যদি রোগীর মল মূত্র ঘর্ম্ম সবই অত্যন্ত

দুর্গন্ধ-ময় হয়—তাহা হইলে ব্যাপ্‌টিসিয়া। কিন্তু যদি রোগীর গাত্র-চর্ম্ম শুষ্ক খস্‌খসে ও আরক্তিম হইতে দেখা যায় এবং তাহার মলমূত্র অসাড়ে নিঃসৃত হয় তাহা হইলে আর্ণিকা উপযোগী। (টাইফয়েড জ্বরের ২-৩ সপ্তাহে আর্ণিকা অধিকতর উপযোগী—(টাইফয়েড জ্বর-চিকিৎসা অধ্যায়ে দেখ)।

আর ডিপ্‌থিরিয়া-গ্রস্থ রোগীর গাত্রে ভয়ানক বেদনা ও টাটানি-ব্যথা থাকিলে—ফাইটোলক্কা উপযোগী—আর্ণিকাও নহে—কারণ আর্ণিকায় গলনলীর ক্ষত বা diptheria নাই।

আবার যদি জলে ভেজার পর তাহার গাত্র-বেদনা জ্বর ও ক্রমশঃ diptheria লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহা হইলে ফাইটোলক্কা নহে—রসটক্স উপযোগী। (রসটক্সের লক্ষণ টাইফয়েড-অধ্যায়ে দেখ।)

ব্রাইওনিয়া (Bryonia)—সর্ব্বপ্রকার জ্বরে বিশেষতঃ অবিরাম ও স্বল্প-বিরাম জ্বরে—ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়।

জ্বরে—ব্রাইওনিয়ার লক্ষণ জানিবার পূর্ব্বে ব্রাইওনিয়ার বিশেষত্ব জানা আবশ্যক।

ব্রাইওনিয়া-রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও উত্তেজিত (irritated & ill-humored); প্রলাপে নিজ-ব্যবসায় ও যাহা রোগীর অবলম্বন সেই সম্বন্ধেই প্রলাপ বকে; রোগী মনে করে বাটী ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে রহিয়াছে—সেই জন্য বাটী যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

ব্রাইওনিয়ায় মাথাধরা ও মাথাব্যথা অত্যন্ত প্রবল—যেন সর্ব্বদাই আছে; দপ্‌দপানি-ব্যথা, চক্ষের ভিতরে ও বহির্ভাগে পর্য্যন্ত ব্যথা-ঐ ব্যথা নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি হয়; মাথাব্যথায় যেন কপাল ফেটে যায় এবং ঐ ব্যথা পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত হইয়া ঘাড়ে এবং ক্রমে কাধে ও পিঠে নাবে। (an intense dull headache, pain in and over the eyes;

greatly increased by motion, splitting frontal headache extending backward and down neck and shoulders)।

ব্রাইওনিয়ায়—ভয়ানক পিপাসা ; পিপাসায় অধিক পরিমাণে জল পান করে।

ব্রাইওনিয়ায়—নড়িলে চড়িলে পীড়া-লক্ষণের বৃদ্ধি (aggravation from motion—তবে এই বিশেষ-লক্ষণের আবার একটী বিশেষত্ব আছে—সকল পীড়ার প্রথমাবস্থায় যখন নড়িলে চড়িলে ঐ পীড়ার বৃদ্ধি হয়—তখনই ব্রাইওনিয়া উপযোগী (it is only the beginning of ailments that are aggravated on motion)।

ব্রাইওনিয়ায়—গা টীপিলে আরাম বোধ (amelioration from pressure) এই জন্যই যে দিকে বা যে স্থানে ব্যথা সেই দিক চাপিয়া রোগী শয়ন করে।

ব্রাইওনিয়ায়—মিউকস-ঝিল্লির রস শুষ্ক করিয়া ফেলে সেই জন্যই অত্যন্ত শুষ্কতা জন্মে। ব্রাইওনিয়ার জ্বরে রোগীর প্রথমেই ঠোঁট শুষ্ক, খস্‌খসে ও ফাটা ফাটা এবং ক্রমশঃ ঐ শুষ্কতা মলদ্বার ও এমনকি মলেও প্রকাশিত হয়—সেই জন্যই ব্রাইওনিয়া রোগীর প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হয় এবং মল কঠিন ও শুষ্ক হয় যেন পোড়ার (as if burnt) মত দেখায়। পাকস্থলীর শুষ্কতা-প্রযুক্ত অতিশয় পিপাসা হয় এবং ঐ পিপাসায় প্রচুর পরিমাণে জল ব্যতীত পরিতৃপ্তি হয় না। এতদ্ব্যতীত এই শুষ্কভাব লংসে ও দৃষ্ট হয় সেই জন্য কাশি কঠিন ও শুষ্ক (hard dry cough) এবং প্রায়ই গয়ার উঠে না।

ব্রাইওনিয়ার ক্রিয়া serous membraneএও আছে কিন্তু তথাকার প্রদাহের প্রথমাবস্থায় যেমন একোনাইট, বেল, ফেরম-ফস উপকারী আবার দ্বিতীয় অবস্থায় তেমনি ব্রাইওনিয়া উপযোগী এই জন্যই stitch

pains জন্য ব্রাইওনিয়াই উপকারী। মেনিনজাইটীস্, পেরিটোনাইটীস্ ও পেরিকার্ডাইটীস প্রভৃতি রোগে stitch pains থাকিলে ব্রাইওনিয়া অমূল্য।

ব্রাইওনিয়ায়—একটু নড়িলে চড়িলে stitch pains হয় বা তাহার বৃদ্ধি হয়।

কেলি-কার্ব্বে—না নড়িলে চড়িলেও হয়। (এপিসে—stitch-pains নহে rather stinging pains.)।

ব্রাইওনিয়ায়—রোগী সদা চুপ করিয়া থাকে,নড়িলে চড়িলে কষ্ট হয়, বুকের ভিতর কেমন করে ; জরের সহিত অত্যন্ত মাথাধরা ও মাথাব্যথা থাকে। মাথা বালিস হইতে তুলিলে গা-বমি-বমি করে অথবা মাথা ঘুরিয়া অজ্ঞান ভাব হয়। মুখ ও জিব শুষ্ক, জিব্ সামান্য লেপযুক্ত (slightly coated) ; জ্বর যত বাড়ে ততই বিকার লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং পিত্তাধিক্যের লক্ষণ সকল সমুপস্থিত হয়—মুখ তেতো হয়, জিহ্বার শাদালেপ ক্রমে হরিদ্রাভ হয়, পেটে লিভারের উপর টাটান ব্যথা হয় এবং ডানদিকে stitch pains দেখা দেয়।

বেলাডোনার ন্যায় ব্রাইওনিয়ায়ও নড়িলে চড়িলে কখন কখন ঘাম হয়।

ব্রাইওনিয়ার জ্বরে—অতিশয় উত্তাপ, কাশী—কাশির সহিত বক্ষে বেদনা, কাশিতে বুক চাপিয়া ধরিতে চাহে ; বিবমিষা বমন, শুষ্ক জ্বালাকর আভ্যন্তরিক উত্তাপ, অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা এবং তৎসহ উত্তাপাধিক্য—উত্তাপ কালে সকল লক্ষণের বৃদ্ধি, বদন আরক্তিম তৎসহ মুখমণ্ডলে উত্তাপ, মুখে তিক্তাস্বাদসহ উত্তাপ ; জ্বরের কোন অবস্থায় নড়িতে চড়িতে না চাওয়া—যে পার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করা যায় সেই পার্শ্বে ঘর্ম্ম হয় ও ঘর্ম্ম হইয়া অনেকটা অসুস্থতার উপশম হয়। প্রদাহে

যেদিকে ব্যথা বা প্রদাহ দ্বারা আক্রান্ত সেইদিক চাপিয়া রোগী শুইতে চায় এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোক দিগের স্তন-প্রদাহে ব্রাইওনিয়াই প্রথমে উপযোগী।

ব্রাইওনিয়া ও ইউপ্যাটোরিয়ম—ব্রাইওনিয়ার ন্যায় ইউ-প্যাটোরিয়মে—গাত্রবেদনার সহিত শিরঃপীড়া ও কোষ্ঠবদ্ধতা এবং যকৃতে বেদনা থাকে কিন্তু ব্রাইওনিয়ায়—প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়; নড়িলে চড়িলেই সহজেই ঘর্ম্ম হয় এবং বেদনাক্রান্ত স্থান চাপিয়া শুইতে চায়।

ইউপ্যাটোরিয়মে—ঘর্ম্মের স্বল্পতা বা অভাব; বেদনায় অস্থিরতা। (ব্রাইওনিয়ায় নড়িলে চড়িলে বেদনা বাড়ে সেই জন্য চুপ করিয়া থাকিতে চাহে)। ইউপ্যাটোয় নড়িলে চড়িলে বেদনার কম হয় না তত্রাচ অস্থির হইয়া এপাস ওপাস করে এবং বাম পার্শ্ব চাপিয়া এককালে শুইতে চায় না। [লিভার সংক্রান্ত জ্বরে, ব্রনকাইটীস্, নিউমোনিয়া ও প্লুরিসি-সংযুক্ত জ্বরে, শর্দ্দি জ্বরে এবং সাধারণতঃ সকল প্রকার স্বল্প-বিরাম বা অবিরাম জ্বরে ব্রাইওনিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অনেকের বিশ্বাস ব্রাইওনিয়া সবিরামজ্বরে তত উপকারী নহে—ফলতঃ ব্রাইওনিয়া ইউপ্যাটোরিয়মের ন্যায় সবিরাম-জ্বরে ও বিশেষ উপযোগী—সবিরাম-জ্বর-অধ্যায় দেখ।] (পূর্ব্বে আর্ণিকা ও ইউপ্যাটোরিয়ম এবং ইগ্নেশিয়া ও ক্যাপ্‌সিকম প্রভৃতির সঙ্গে ইহার প্রভেদ দেখ।)

ইথুজা-সিনাপিয়ম (Æthusa-Cynapium)—স্তন্যপায়ী শিশুদিগের দন্তোদ্গম-কালে প্রাতঃকালিন জ্বর—তৎসহ ভয়ানক আলস্য, দৌর্ব্বল্য অবসন্নতা ও এমন কি প্রলাপ-বকা। ইথুজায়—পিপাসার সম্পূর্ণ অভাব অর্থাৎ এককালে পিপাসা থাকে না আর সর্ব্বাঙ্গীন উত্তাপের সহিত মুখমণ্ডলের আরক্তিমতা থাকে। কখন ঘর্ম্ম হয়—কখন হয় না—কিন্তু ঘর্ম্মকালে শিশু (নক্স-ভমিকা বা একোনাইটের ন্যায়) গাত্র আবৃত রাখিতে চাহে। ফলতঃ এই সকল লক্ষণের সহিত

দুগ্ধ-অসহনীয়তা না থাকিলে ইথুজায কোন উপকারই হইবে না। ইথুজায়—দুগ্ধ অসহনীযতাই নির্ণায়ক-লক্ষণ। সামান্য মাত্র দুগ্ধ পান মাত্র বা স্বল্পক্ষণ পরেই বমি হইয়া যায় এবং ঐ বমি—দধি বা ছানাব মত জমা জমা—সময়ে সময়ে ঐ জমা দুধ (curdled milk) এত বড় আকারে বমি হইয়া উঠে যে লোকে আশ্চর্য্য হয় এত বড় চাপ কি কবিযা ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষুদ্র কণ্ঠ-দ্বার হইতে নিঃসৃত হইল। ইথুজায—বমনের পর নিদ্রালুতা ও স্তন্য-পানে অনিচ্ছা (এণ্টিম-ক্রুড দেখ)। শিশুদিগের জ্বরাতিসার, gastric catarrh gastro-enteric-catarrh প্রভৃতি বোগে ইহা আমোঘ।

ক্যাকটস্ গ্রাণ্ডিফেলরা (Cactus Grandiflora) – হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সহিত জ্বরে এবং সবিরাম-জ্বরে এই ঔষধেব অধিকতর উপযোগীতা দৃষ্ট হয়। ফলতঃ লক্ষণানুসারে সকল প্রকাব জ্বরেই ইহা সমান উপকাবী।

জ্বর যদি বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত অথবা রাত্রি ১১টা হইতে পরদিন বেলা ১১টা পর্য্যন্ত থাকিযা কম হয়—(প্রত্যহ ঐরূপ বেলা বা রাত্রি ১১টায এক সময়ে জ্বর আসে—ক্যাকটস্; ঘড়ি ধরিয়া এক সময়ে প্রত্যহ জ্বর আসে—সিড্রন্) ও সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে ইহা উপযোগী। যথা (১) যেন লৌহদণ্ড বুকে চাপান রহিয়াছে—এত চাপ বোধ হয় যেন তজ্জন্য হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। (feeling as though an iron hand were around the heart preventing its normal action.) (২) বুক ধড়ফড়ানি, হৃৎপিণ্ডে বাত, হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি (palpitation, rheumatism & hypertrophy of the heart)। দিবারাত্রি বুক ধড়ফড়ানি বিশেষতঃ বামদিকে চাপিয়া শুইলে উহা অধিক হয় (palpitation of heart

হোমিওপ্যাথিক-মতে

জ্বর-চিকিৎসা

প্রথম ভাগ

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দত্ত এম, ডি, প্রণীত।

কলিকাতা।

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

কলিকাতা,
১৭নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,
"কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

day & night especially when lying on the left side)। (৩) মনে হয় কে যেন বজ্র-মুষ্টিতে হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন চাপিয়া ধরিতেছে আবার ছাড়িয়া দিতেছে (heart seems to be clasped and unclasped)। স্বল্প-বিরাম বা অবিরাম-জ্বরের সহিত ১।২।৩নং লক্ষণ সকল থাকিলে ক্যাক্‌টস্ বিশেষ উপযোগী। রক্তউঠার সহিত অল্প স্বল্প জ্বরে ক্যাক্‌টস উপযোগী। ক্যাক্‌টসে—ঐ রক্ত খুব উজ্জ্বল লাল বটে কিন্তু একোনাইটের ন্যায় অত্যধিক জ্বর, ছট্‌ফটানি প্রভৃতি লক্ষণ থাকে না। মিলিফোলিয়মে—রক্ত উজ্জ্বল লাল—কিন্তু সেই সঙ্গে আদপে জ্বর থাকে না।

কোন কারণে প্রাত্যাহিক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আহার না হইবার দরুণ কোনরূপ নিউর‍্যালজিক বেদনা ধরিয়া যদি জ্বর হয়—তাহা হইলে ক্যাকটস্ উপযোগী।

ক্যামোমিলা (Chammomilla) ঃ—অজীর্ণ অথবা শিশুদিগের দন্তোদ্গম-হেতু (dentition) জ্বরে ইহা উপযোগী। ক্যামোমিলায়—স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা-জ্ঞাপক লক্ষণ সকলই প্রবল। সেই জন্যই সকলে বলেন যে শিশু উত্তেজিত ও বদ্-মেজাজ না হইলে অথবা কাতরতার সহিত ক্রন্দন বা বায়না না লইলে ইহা উপযোগী নহে।

বিশেষ লক্ষণ—(১) শিশু অতিশয় রাগী, খিট্‌খিটে, সর্ব্বদা যেন রেগেই আছে; কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ কচ্চে, কিছুতেই স্থির নাই; কোলে কোরে নিয়ে বেড়ালে যদি কান্না কিছু কমে (the patient is cross ugly, spiteful and snappish, excessively fretful, must be carried up and down the room continually; is only then quiet.)।

(২) কিছুতেই বেদনা সহ্য করিতে পারে না। বেদনার সময়

বা পীড়ার প্রকোপ কালে এত খিট্‌খিটে হয় যে কাহারো সহিত নম্রভাবে বা ভদ্রতার সহিত কথা কহিতে পারে না। (peevish and irritable,can't bear pain ; can hardly answer one civilly.)।

(৩) মানসিক উত্তেজনা-হেতু একঘেয়ে রকম কাঁদে ও ঘ্যান্‌-ঘ্যান্ করে—সময়ে সময়ে বিনা কারণেও ঐরূপ করে--বিশেষতঃ দাঁত উঠিবার সময় ঐরূপ কান্না ও রাগী-মেজাজ এবং তৎসহ জ্বর ও উদরাময় ; শিশু যাহা চাহে তাহা দিলেও ফেলিয়া দেয় অথচ আবদার, কান্না, কোঁথান ইত্যাদি থাকে।

(৪) মুক্ত-বায়ু-সেবন কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না (over-sensitiveness to open air)। জোরে হাওয়া ভাল বাসে না বিশেষতঃ কানে হাওয়া লাগিলে কষ্টানুভব করে।

(৫) শুষ্ক ঘেগ্‌-ঘেগে কাশি (dry hacking cough)।

(৬) এক গণ্ড লাল অপর গণ্ড রক্তশূন্য (one cheek red & the other pale)।

(৭) মাথায় গরম ঘাম—সেই ঘামে মাথার চুল ভিজিয়া যায়। [জ্বরের সহিত ঘাম বেল্‌ এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, মার্ক-সল, ওপিয়ম ও হেপার প্রভৃতিতে আছে কিন্তু তাহা গাত্রেই হয় ; ক্যাল্‌কেরিয়া, সিলিসিয়া সলফর প্রভৃতিতে মাথায় ঠাণ্ডা ঘাম আছে—ক্যামোমিলায়—জ্বরকালে মাথায় ঐরূপ ঘর্ম্ম হয়—আর ক্যাল্‌কেরিয়া, সাইলিসিয়া ও সলফরে জ্বরের মগ্নাবস্থায় এবং বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায় মস্তকে ঘর্ম্ম হয়।]

(৮) পানাহারের পর মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম।

(৯) দাঁত উঠিবার কালে উদরাময়—বাহের রঙ সবুজ উহা তরল (খানিকটা জল খানিকটা ছেক্‌ড়া-ছেক্‌ড়া সেওলার মত পদার্থ) এবং নিতান্ত দুর্গন্ধ ও উহা যেখানে লাগে হেজে যায়।

(১০) গাত্রোত্তাপের সহিত পিপাসা।

(১১) গলা গুড়্-গুড়্ করিয়া শুষ্ক কাশি—রাত্রে বিশেষতঃ নিদ্রা-কালে কাশির বৃদ্ধি।

(১২) জ্বরে গাত্র-ত্বক আর্দ্র অথচ গা এত গরম যেন পুড়ে যাচ্চে। (বেলাডোনার সহিত প্রভেদ দেখ।)

(১৩) বেদনা উত্তাপ-প্রয়োগে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাই বলিযা পলসাটিলার ন্যায় ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে উপশমিতও হয় না।

দ্রষ্টব্য—ক্যামোমিলায়—প্রায় জ্বর বেলা ১১—৪টার মধ্যে বাড়ে; প্রথমটা অল্প পিপাসা ও উত্তাপ কিন্তু যতই উত্তাপের বৃদ্ধি হয় ততই পিপাসা বাড়ে। উত্তাপের সময় নিদ্রা যাইলেই শিশু চমকিয়া উঠে—জ্বরকালে উপরিউক্ত স্নায়বীয় লক্ষণ সকল বিশিষ্ট রূপে থাকে।

শিশুদিগের জ্বরেই ইহা অধিক উপযোগী—তবে স্নায়বীয় লক্ষণ সকলই ক্যামোমিলার নির্ণায়ক। (এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট ক্যাল্-কেরিয়া বেলাডোনা ও জেলসিমিয়মের সহিত প্রভেদ দেখ।)

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব—ক্যামোমিলার ন্যায় ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্বও শিশুদিগের পীড়ায় সমধিক উপযোগী। ক্যাল্কেরিয়ার রোগ-লক্ষণ অপেক্ষা নিম্নলিখিত ধাতুজ-লক্ষণ সকলই ইহার নির্দ্ধারক।

(১) শরীরের পোষণাভাব জনিত (mal-nutrition) পীড়া।

(২) অস্থিময় টিস্যুর বিলম্বে পরিপোষণ (tardy developement of the bony tissues এবং সেই সঙ্গে লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ড সমূহের স্ফীতি (with enlargement of lymphatic glands)।

(৩) হাড়ের কোমলতা—মাথা খুব বড় কিন্তু ব্রহ্মতালু (fontanellis) অনেক দিন পর্য্যন্ত পুরন্ত হয় না।

(৪) পরিপোষণ-ক্রিয়ার অভাব-হেতু গ্ল্যাণ্ড সমূহের স্ফীতি।

(৫) বালকদিগের চর্ম্ম শুষ্ক ও নরম এবং মস্তকে ঘর্ম্ম। (সিলি-সিয়া ও সলফর দেখ)।

(৬) পা—বিশেষতঃ পায়ের তলা অত্যন্ত ঠাণ্ডা।

(৭) টকগন্ধবিশিষ্ট প্রচুর জলবৎ বাহ্যে; কাদার মত বাহ্যে অথবা শাদা রঙের বাহ্যে। হরিদ্রা রঙের জলবৎ বাহ্যে—কেবল কাপড়ে হলুদে ছোপ লাগে। আবার কোষ্ঠবদ্ধ (ধাতু-লক্ষণে সলফর ক্যাল্-কেরিয়ার বিপরীত)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সলফরে যেমন দাহ অধিক পরিমাণে বর্ত্ত-মান থাকে, ক্যাল্‌কেরিয়ায়—ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ কিছুমাত্র দাহ নাই বরং শৈত্যানুভব প্রবল। ক্যাল্‌কেরিয়ায়—পা ঠাণ্ডা; সলফরে—গরম। ক্যাল্‌কেরিয়ায়—এই সঙ্গে রাত্রে ঘর্ম্ম হয়।

ক্যাল্‌কেরিয়ায়—রোগী মনে করে তাহার মাথার অভ্যন্তর ও বহির্দেশ ঠাণ্ডা বরফের মত এতদ্ব্যতীত শরীরাভ্যন্তরে সদাই যেন এক ঠাণ্ডা ভাব। ক্যাল্‌কেরিয়ায়ও—খোলা বাতাস লাগাইতে রোগী এককালে চাহে না (ক্যামো, হেপার)। ক্যাল্‌কেরিয়ায়—মাথায় ঘাম হয়—এতদ্ব্যতীত ঘাড়ে, বুকে, বগলে, হাত, হাঁটু ও পায় ঘর্ম্ম হয়।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বের রোগী—গোলগাল মোটা ও মেদপূর্ণ।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফসের রোগী—তত মোটা নহে—বরং রোগা।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বে—রোগীর মাথা খুব ঘামে।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফসে—রোগীর মাথা তত ঘামে না।

সিলিসিয়ায়—সমস্ত মাথা এমনকি মুখমণ্ডল এবং হাত পাও ঘামে।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বে—মাথার পশ্চাৎভাগ ঘামে—সেই জন্য বালিস ভিজিয়া থাকে।

সলফরে—মাথার সম্মুখাংশ অধিক ঘামে।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বে—রোগীর পেট বড় যাহাকে পেট-ডেগ্‌রা বলে।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফসে—পেট পড়ে থাকে ও থল্‌থলে (retracted & flabby)।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বে—বাহ্যে হরিদ্রা জলবৎ অথবা শাদা কিম্বা ফেকাসে কাদাকাদা—আবার কোষ্টবদ্ধ।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফসে—বাহ্যে সবুজ, হড়হড়ে, গরম ও অতিশয় বায়ু-নিঃসরণের সহিত নিঃসৃত হয়।

ক্যাল্‌কেরিয়ায়—টক্ বমন, টক বাহ্যে, এমনকি গাত্রেও টকগন্ধ।

ক্যাল্‌কেরিয়ায়—রোগী কোষ্ট-বদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকে অর্থাৎ বাহ্যে না হওয়ার জন্য কোন কষ্ট বা রোগ-উপসর্গের বৃদ্ধি হয়না।—অথচ এই সকল ধাতুজ-লক্ষণের সহিত স্বল্পবিরাম বা অবিরাম জ্বরে ও শিশু-লিভার রোগে ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব—আমাদের প্রধান ধাতুপোষক।

ক্যাল্‌কেরিয়ায়—প্রত্যহ বেলা ১১—২টার সময় জ্বর আসে বা বাড়ে। সময়ে সময়ে—একদিন বেলা ১১টায় পরদিন ২—৪টায় জ্বর বাড়ে। জ্বরকালে বড় পিপাসা থাকে না তবে ক্ষুধা-হেতু ঘেন্-ঘেন্ করে—মধ্যে মধ্যে মাথায় গরম বোধ করে সেই জন্য গাত্রাবরণ খুলিতে চাহে। ঘর্ম্ম-লক্ষণ—বিশেষ-লক্ষণ তালিকায় দেখ। (ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স দেখ।)

ডল্‌কেমারা (Dulcamara)—ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া, বা জলে ভিজিয়া অথবা হিম বা ঠাণ্ডা লাগার দরুন শর্দ্দি-জ্বর হইলে এবং সেই সঙ্গে উদরাময় বা আমাশয় থাকিলে—ইহা উপযোগী।

চেলিডোনিয়ম (Chelidonium)—লিভার-সংক্রান্ত-জ্বর, শিশুদিগের নিউমোনিয়ার সহিত জ্বর, হামের পর নিউমোনিয়া এবং স্বল্পবিরাম জ্বরে ইহা উপকারী। (সবিরাম-জ্বর-অধ্যায়ে দেখ।)

চেলিডোনিয়মে—ডান পা ঠাণ্ডা এবং বাম পা গরম ও ডানদিগের

কাঁদের নীচে প্রায়ই বেদনা থাকে। জ্বরকালে সর্ব্বাঙ্গে উত্তাপ তবে মুখমণ্ডলেই অধিক; নিদ্রার সময় ও নিদ্রাভঙ্গে ঘর্ম্ম হয়। জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণের লেপ অথচ জিহ্বার ধারগুলি লাল; মুখে তিক্তাস্বাদ হয় ও প্রচুর পরিমাণে লালা জন্মে। খালি পেটে পেটের বেদনা বাড়ে—আহারান্তে কমে (এনাকার্ডিয়ম) (সবিরাম-জ্বর দেখ)।

সিনা (Cina)—কৃমির ঔষধ বলিয়া অন্য রোগে অনেকে ইহা তত ব্যবহার করেন না—কিন্তু শিশুদিগের স্বল্প-বিরাম জ্বরেও ইহা সমধিক উপযোগী। (টাইফয়েড ও সবিরাম-জ্বরে ও ইহা উপযোগী)।

বিশেষ-লক্ষণ—(১) শিশু রাত্রে বড় ছট্‌ফট্ করে; নিদ্রাবস্থায় খুব জোরে চিৎকার করিয়া উঠে (এপিসের Cerebral cry নহে)।

২। শিশু অত্যন্ত আবদেরে, রাগী ও বায়নাদার (ক্যামোমিলা ও এণ্টিম-ক্রুডের সহিত প্রভেদ দেখ)।

৩। প্রস্রাব অত্যন্ত ঘোলা এবং প্রস্রাব শুকাইয়া গেলে চুনগোলার মত শাদা দাগ পড়ে (ফস্‌ফোরিক-এসিড দেখ।)

৪। অনুক্ষণ ঠোঁটও নাক-খোঁটা, মুখের রক্ত শূন্যতা, চোখে কালিমাড়া।

৫। অনবরত ক্ষুধা।

৬। মাথা অনবরত নাড়া (moving head from side to side।

[সিনায়—দিনে জ্বর কম থাকে, জেলসিমিয়মের ন্যায় সন্ধ্যা হইতে জ্বর বাড়িয়া সারারাত্রি থাকে। কখন কখন বেলা ১১টা হইতেও জ্বর বাড়ে।]

জ্বরে—মুখ থম্-থমে, রোগী কেবল নাক খোঁটে, আঙ্গুল খোঁটে চোক্ বগড়ায়; অনিদ্রা, নিদ্রায় চমকিয়া উঠে—(ক্যামোমিলায় কেবল চম্‌কানি—সিনায় চমকাইয়া উঠিয়া কাঁদে বা চেঁচায়)। মুখ-মণ্ডল উত্তপ্ত (সিনায়—দুই গণ্ড লাল; ক্যামোমিলায়—এক গণ্ড লাল)। ভয়ানক

পিপাসা—কেবল ঠাণ্ডা জল পান করে; কখন কখন অচৈতন্যভাবের সহিত ছটফটানি—সাধারণ ছটফটানির সহিত ঘন ঘন মাথা নাড়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—জ্বরের সময় ও মগ্নাবস্থায় বমন অথচ জিহ্বা পরিষ্কার। ইপিকাকে—জিহ্বা পরিষ্কার বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ানক গা-বমি-বমি। [ক্যামোমিলা, ক্যালকেরিয়া, এণ্টিম-ক্রুড জেলস্, প্রভৃতি দেখ। উপসর্গ সকলের আধিক্যে intercurrently মধ্যে মধ্যে সিনা ব্যবস্থা করিয়া দেখিবে। অনেক সময়ে উপসর্গ সকলের সহিত জ্বর ও তাহাতেই আরোগ্য হয়—আবার কখন কখন কতক উসসর্গ যায় অথবা জ্বরের টাইপ বদ্‌লাইয়া দেয়, অন্য ঔষধের প্রয়োজন হয়।]

চায়না (China)—সবিরাম-জ্বরে, ম্যালেরিয়া-জ্বরে হেকটিক-জ্বরে ইহা অধিকতর উপযোগী। (সবিরাম-জ্বর অধ্যায়ে দেখ) রক্তস্রাব বা উদরাময় জনিত জ্বরেও ইহা উপযোগী। [সবিরাম ও টাইফয়েড জ্বর দেখ।]

জেলসিমিয়ম (Gelsimium)—স্বল্প-বিরাম বিশেষতঃ শিশু-দিগের স্বল্প-বিরাম-জ্বরে—জেলসিমিয়স্ অমোঘ। ইহার বিশেষ-লক্ষণ যথা—

(১) জ্বর—জ্বরে তাদৃশ পিপাসা নাই; কেবল চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে চাহে; এইরূপ জ্বরের সহিত ডানদিকের টনসিল প্রদাহিত।

(২) সর্ব্বশরীরে মধ্যে মধ্যে কাঁটা দেওয়া।

(৩) আদ-কপালে মাথা-ব্যথা—বিশেষতঃ ডানদিকে ডানদিকের চক্ষু-কোটরে বেদনা—সেই সঙ্গে মুখ আরক্তিম।

(৪) সামান্য মাত্র উত্তেজনায়—এমনকি মন্দ সংবাদ উদরাময়ের উৎপত্তি বা বৃদ্ধি।

(৫) জড়তা, অবসন্নতা ও অভিভূততা (Dullness dizziness & drowsiness.)

দ্রষ্টব্য—প্রথমে সদাই ক্লান্তিভাব, নিস্তেজতা ও পরিশ্রমে অনিচ্ছা; ক্রমশঃ নড়ন চড়নে আংশিক বা সম্পূর্ণ অসামর্থ্য—উহা ক্রমে এত বাড়ে যে রোগী মনে করে যেন তাহার পেশী সকল তাহার ইচ্ছা পালন করে না—উপরন্ত এই সঙ্গে সদাই আচ্ছন্ন-ভাব থাকে।

জেলসিমিয়মে—নাড়ী দুর্ব্বল ও ধীর (weak & slow) কিন্তু সামান্য মাত্র নড়িলে চড়িলে অমনি উত্তেজিত (accelerated) হয়।

জেলসিমিয়মে—রোগী যদি বেড়াইতে চাহে—তাহা হইলে তাহার পা কাঁপে (legs & hands tremble) অথবা হাত তুলিতে গেলে হাত কাঁপে, জিহ্বা বাহির করিতে গেলে জিহ্বা কাঁপে—এক কথায় ইংরাজীতে যাহাকে subjective & objective weakness বলে তাহাই জেলসিমিয়মের লক্ষণ। ডাঃ ন্যাস জেলসিমিয়মকে great trembling remedy বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সময়ে সময়ে এই স্নায়বিক দুর্ব্বলতা স্নায়বিক পক্ষাঘাতে পরিণত হয়, সেই জন্য রোগী চক্ষেরপাতা খুলিতে পারে না যেন তাহার চক্ষের পাতা আপনিই পড়িয়া যায় (eye-lids droop)। হাতের আঙুল আড়ষ্ট হইয়া থাকে—ইচ্ছামত আঙুলগুলি খেলাইতে পারে না—হাত পা ও ইচ্ছামত ফেলিতে পারে না—কিন্তু এই সঙ্গে হাত পায় বেস সাড় থাকে—তবে অবিরাম আচ্ছন্ন-ভাব সেই সঙ্গে থাকে। এতদ্ভিন্ন শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্নায়বিক বেদনা, হাত পা কামড়ানি, হটাৎ ফোটান ব্যথার মত ব্যথা প্রভৃতিও লক্ষিত হয়। আর সঙ্কোচন ও তড়কা (spasms & convulsions) দুইই হইতে পারে।

এই সকল লক্ষণের সহিত ইহার মানসিক লক্ষণ জানা থাকিলে কদাপি জেলসিমিয়ম প্রয়োগে ভ্রম হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জেলসিমিয়ম-রোগী সদাই নিস্তেজ, যেন ঘুম-ঘুম ভাব এবং নড়িতে চড়িতে যেন ভয় করে (torpid, sleepy and dreads movement.)। সদাই চুপ করিয়া থাকিতে চাহে—আপনি তো কথা কহিতে চাহে না অপরকে নিকটে থাকিতে দিতেও চাহে না—এমন কি সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া থাকে তত্রাপি তাহার সঙ্গ ইচ্ছা করে না। তবে সময়ে সময়ে এই রূপ মানসিক-নিস্তেজতার পরিবর্ত্তে মানসিক-উত্তেজনাও উপস্থিত হয়। [তবে এইটি স্মরণ রাখিবে যে প্রাথমিক নিস্তেজতার পর যদি উত্তেজনা ও সেই হেতু ছটফটানি হয়—তবে জেলসিমিয়ম।]

জেল্‌সিমিয়মে—শিশু মধ্যে মধ্যে চম্‌কাইয়া উঠিয়া তাহার মাতাকে বা যাহার ক্রোড়ে শুইয়া থাকে—তাহাকে জড়াইয়া ধরে ও চিক্‌কিড় দিয়া কাঁদে—মনে হয় যেন পড়িয়া যাইবার ভয়ে শিশু এমত করিতেছে।

একোনাইট ও বেলাডোনায়—লক্ষণ সকল প্রচণ্ড ভাবের কিন্তু অনেক সময়ে জেলসিমিয়মে ঐসকল ঔষধের ন্যায়ই অধিক জ্বর (temperature high.) হয়। [একোনাইট অধ্যায়ে একোনাইটের সহিত ইহার প্রভেদ দেখ।]

জেলসিমিয়মে—পিপাসা থাকে না—ক্বচিৎ অল্প স্বল্পও থাকে এবং চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলেও দাহ আছে।

জেলসিমিয়মে—আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবার পর যখন জাগ্রত হয় তখন কখন কখন উত্তেজিত হইয়া ঘেন্‌-ঘেন্‌ করে, সামান্য কথায় ক্রুদ্ধ হয় (এই লক্ষণ দেখিয়া জেলসিমিয়মের "আচ্ছন্নতা" ও "চুপ করিয়া থাকার "বিরোধী লক্ষণ মনে করিয়া একোনাইট বা বেলেডোনা

দিয়া বসিও না)। একোনাইটের "ছট্‌ফটানির সহিত বিছানায় এ পাস ও পাস করা" এই লক্ষণ জেলসিমিয়মে থাকে না—কতকটা বেলাডোনার মত উত্তেজিত হয় ও ক্যামোমিলার মত আব্‌দেরে হয়। কখন কখন আচ্ছন্ন-ভাবের সহিত তড়্‌কা হইবার মত হইলেও জেলসিমিয়ম উপযোগী।

জেলসিমিয়মে—তড়্‌কা হইবার উপক্রম হইলে মুখ-মণ্ডলের পেশী কুঞ্চিত হয় ও শিশু শক্ত ও আড়ষ্ট হইয়া থাকে—মনে হয় তড়্‌কা এখুনি হইবে। পিপাসা বেসি থাকে না, দুর্ব্বলতায় নড়িতে চড়িতে কষ্ট বোধ করে।

জেলসিমিয়মে—বৈকালে ও রাত্রে জ্বরের আধিক্য হয় এবং সেই সময়েই উপরিউক্ত লক্ষণ সকল প্রবল থাকে।

জেলসিমিয়মে—পরদিন প্রাতেঃ ঘর্ম্ম না হইয়া বা স্বল্প পরিমাণে ঘর্ম্ম হইয়া সকল লক্ষণের উপশম হয় কিন্তু আবার বৈকাল হইতে জ্বর বাড়িতে সুরু হইয়া রাত্রে ঐ সকল লক্ষণের বৃদ্ধি হয়।

জেলসিমিয়মে—উত্তাপ মুখে ও মাথায় অত্যন্ত অধিক। সমস্ত শরীরে উত্তাপ, মনে হয় যেন এইবার ঘাম হইবে তাহা না হইয়া পায়ে একটু ঠাণ্ডা ভাব। উত্তাপের সহিত গাত্র-দাহও থাকে।

জেলসিমিয়মে—জিহ্বা প্রায় পরিষ্কার; কখন কখন শাদা ও হলদে রঙের লেপ থাকে; জিহ্বার মধ্যভাগ শাদা, ধারগুলি লাল লাল; জিহ্বায় পুরু লেপ থাকিলে মুখে দুর্গন্ধ; মুখাস্বাদ তিক্ত ও দুর্গন্ধময় (bitter and foul)।

গ্লোনইন (Glonoine):—সর্দ্দি-গর্ম্মি বা সূর্য্য-তাপে উত্যক্ত রোগীর হটাৎ জ্বর এবং সেই সঙ্গে প্রবল congestion ও মাথার ভয়ানক যন্ত্রণা এবং ক্রমশঃ অজ্ঞান ভাব থাকিলে এই ঔষধ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ—(১) মাথা-ব্যথা, ঘাড় নোয়াইলে মাথা-ব্যথার বৃদ্ধি ; সর্দ্দিগর্ম্মি কিম্বা রৌদ্র লাগিয়া অজ্ঞান হইবার ভাব। (২) মাথা-ব্যথা এত ভয়ানক—যেন মাথা বুঝি চূর্ণ হইয়া গেল। (৩) নাড়ী দুর্ব্বল ও অনিয়মিত ; হৃৎপিণ্ডের ঘন ঘন স্পন্দন—সেই সঙ্গে হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে ফড়্‌ফড়্‌ শব্দ হওয়া।

গ্লোনইনে—এপিসের ন্যায় "মস্তিষ্কের প্রদাহ-জনিত চীৎকার ও ক্রন্দন (Cephalic cry) আছে—এতদ্ব্যতীত রোগীর মনে হয় যেন তাহার মাথাটা কতই বড় হইতেছে—কিন্তু এই দুই লক্ষণ গ্লোনইনে থাকিলেও ইহা *এপিসেই অধিক নির্দ্দিষ্ট।* *মস্তিষ্কের প্রদাহ-জনিত বমন* এবং মাথার দপ্‌দপানি এপিসে থাকিলেও গ্লোনইনেই এই দুই লক্ষণ অধিক নির্দ্দিষ্ট।

গ্লোনইনে—সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ ভয়ানক মাথা ব্যথা ও মাথার দপ্‌-দপানি। এই ব্যথা সমস্ত মাথায় কিম্বা কেবল কপালে অথবা অক্ষিপুট অস্থির উপরিদেশেও হইতে পারে। মনে করিও না রোগী কল্পনায় মাথা-ব্যথার অনুযোগ করে—সেই স্থানে হাত বুলাইলেই বোঝা যায় যে তাহার মাথা দপ্‌দপ্‌ করিতেছে ও সেখানকার ব্লড-ভেসেল সমূহ বুঝি ফাটিয়া যাইবে। আর মাথার উপরে ও ঘাড়ে হাত বুলাইলেই বোঝা যায় তথাকার ব্লড-ভেসেল গুলি যেন ফুলিয়াছে। প্রথমে মুখ ঘোর ও রক্তবর্ণ পরে ফেকাসে।

গ্লোনইনে—নাড়ী প্রথমে পুষ্ট (full) কিছুক্ষণ পরে কোমল ও দুর্ব্বল (soft and feeble) হয়, নিশ্বাস আয়াসের সহিত পড়ে এবং চক্ষু-পল্লব পড়ে না ; অনেক সময়ে এই সকল লক্ষণের সহিত রোগী অজ্ঞান ও অচৈতন্য হইয়া থাকে। উত্তাপ-জনিত পীড়া—তাহা সূর্য্যালোক লাগিবার জন্যই হউক অথবা গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধনই হউক কিম্বা কলকারখানায় বা

হাপরের নিকট অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার দরুনই হউক এই ঔষধ তাহাতে উপকারী। সূর্য্যোত্তাপ বা অগ্নির তাপ (exposure to sun or heat) লাগা হেতু যে কেবল মস্তক আক্রান্ত হয় তাহা নহে—সমস্ত শরীরই আক্রান্ত হইতে পারে—কারণ ঐ সঙ্গে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় সেই সঙ্গে বুক-ধড়ফড়ানি, গা-বমি-বমি ও বমন হয় এবং জিহ্বায় শাদা লেপও পড়ে। মনে থাকে গ্লোনইনে এই গা-বমি বমি ও বমন—এপিস, রসটক্স ও বেলাডোনার মত মস্তিষ্কজাত (cerebral)—পাকাশয়িক (gastric) নহে। এতদ্ভিন্ন গ্লোনইনে—ক্ষুধার ও রুচির লেশ মাত্র থাকে না, পেটে একরকম যন্ত্রণা ও মধ্যে মধ্যে উদরাময় হয়।

গ্লোনইনে—(১) congestion হেতু হঠাৎ মূর্চ্ছা বা অজ্ঞান হওয়া (২) মুখ যেন রক্তশূন্য ফেকাসে (৩) হঠাৎ অজ্ঞানের ভাব—কোথায় রোগী আছে তাহা চিনিতে বা বুঝিতে পারে না।

গ্লোনইনে—কখন কখন congestion আবার এত অধিক হয় যে রোগী পাগলের মত হইয়া পলাইতে চেষ্টা করে অথবা লাফাইয়া পড়িতে চাহে।

বেলাডোনার সহিত গ্লোনইনের প্রভেদ—

মাথায় ভারবোধ (fullness), বেদনা (pain), এবং দপ্‌দপানি (*throbbing*)—গ্লোনইন ও বেলাডোনায় আছে।

গ্লোনইনে—এই সকল লক্ষণ যত যন্ত্রণাদায়ক—বেলাডোনায় তত যন্ত্রণাদায়ক নহে। গ্লোনইনে—এই সকল লক্ষণ যত হটাৎ হইয়া ভয়ানক হয় আবার যত শীঘ্র উপশমিতও হয়,—বেলাডোনায় তাহা হয় না।

প্রাদাহিক পীড়া সমূহের কন্‌জেসটিভ ষ্টেজের প্রথম অবস্থায় গ্লোনইন উপযোগী; আর প্রাদাহিক ষ্টেজের সম্বৃদ্ধি অবস্থায় বেলাডোনা উপযোগী।

বেলাডোনায়—মস্তক পশ্চাৎ দিকে নোয়াইলে মাথাব্যথার যন্ত্রণার যেন কতকটা উপশম হয়; গ্লোনইনে—তাহা হয় না বরং যন্ত্রণার বৃদ্ধিই হয়।

বেলাডোনায়—মস্তক আবৃত না থাকিলে রোগীর কষ্ট হয়।

গ্লোনইনে—কিছুতেই মস্তক আবৃত রাখিতে পারে না।

বেলাডোনায়—শুইলে বা চুপ করিয়া থাকিলেও মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়—গ্লোনইনে যন্ত্রণার লাঘবই হয় (কখন কখন বৃদ্ধিও হয়)।

গ্লোনইনে—রোগী মাথা খুব সাবধানে নাড়িতে বাধ্য হয় কারণ সামান্য মাত্র ঝাঁকরানি বা কাঁপুনিতে (least jar or shaking) মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

গ্লোনইনে—মাথার দপ্‌দপানির সহিত মস্তকের ভিতর তালে তালে কি যেন নাচিতেছে।

গ্লোনইনে—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বেলাডোনা অপেক্ষা অধিক বটে।

মেলিলোটস্ (Mellilotus) ঃ—মস্তিষ্কে ভারবোধ, বেদনা ও congestion গ্লোনইন ও বেলাডোনার ন্যায় ইহাতেও বর্ত্তমান থাকে। মেলিলোটসে—মুখের উজ্জ্বল লালবর্ণ কিন্তু বেলাডোনা ও গ্লোনইন অপেক্ষাও অধিক—মুখের এই উজ্জ্বল লালবর্ণ কোন ঔষধে এত নাই। বেলাডোনা ও বিশেষতঃ গ্লোনইনে—আরক্তিমতা যেমন থাকে আবার ফেকাসে ভাবও থাকে—মেলিলোটসে তাহা কখন থাকে না। মেলিলোটসে—নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় এবং তাহাতে মস্তকের যন্ত্রণার লাঘব হয়। (টাইফয়েড জ্বরে—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া কোনরূপ উপশম না হইলে ফস্‌ফোরিক-এসিড উপযোগী এবং আংশিক রূপে উপশম হইলে রসটক্স উপকারী।)

কফিয়া (Coffea) ঃ—স্নায়বিক উত্তেজনার সহিত জ্বরে কফিয়া মহোপকারী। কফিয়ার লক্ষণের সহিত ক্যামোমিলার লক্ষণের গোল হইবার সম্ভাবনা। কফিয়ায়—বাহ্যেন্দ্রিয় সকলের অতি-তৎপরতা-জনিত উত্তেজনা (*irritation for over-sensitiveness of senses*) থাকিলেও—ক্যামোমিলার মত উত্তেজনা বা খিট্‌খিটে ভাব, অশান্ত-ভাব, রাগে ক্রোধান্ধ হইয়া কুকথা বলা প্রভৃতি লক্ষণ নাই—আবার একোনাইটের মৃত্যু-ভয়ও নাই। প্রদাহ-জনিত একজ্বরে হেরিং একোনাইট ও কফিয়া পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন কারণ একোনাইটের জ্বর ও সহকারি লক্ষণ এবং কফিয়ার মানসিক উত্তেজনা প্রায়ই প্রদাহ-জনিত পীড়ায় থাকে।

কফিয়ায়—এত বেদনা যে যন্ত্রণার ধমকে রোগী নিরাশ হইয়া পড়ে, কাঁদে, ছট্‌ফট্ করে কখনও বা বিরক্ত হইয়া রেগে উঠে কিন্তু ক্যামোমিলার মত অত অধিক মাত্রায় নহে। মাথার বেদনায় কাফি অধিকতর উপযোগী। কফিয়ার নিম্ন-লিখিত লক্ষণ স্মরণ রাখিবে। যথা ;—(১) সম্পূর্ণ জাগরিত ভাব (wide awake condition). (২) শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির তৎপরতা (unusual activity of mind and body) (৩) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তৎপরতা (activity of senses) ; শ্রবণ ও দৃষ্টি-শক্তির প্রখরতা (*will hear and see more readily*) ; নানারূপ কল্পনা ও ভবিষ্যতের জন্য বহুবিধ মতলব রোগীর মনে হয় (lively fancies full of plans of future)—সেই জন্য প্রায় নিদ্রা আসে না। (৪) মাথা-ব্যথায় মনে হয় যেন কেহ পেরেক ঠুকে দিচ্চে এবং তাহা মস্তকের ভিতর ঠেক্‌চে এবং মস্তিষ্ক যেন ছিঁড়ে ছিন্ন ভিন্ন হোয়ে যাচ্চে (headache as if a nail were driven into the brain or as if the brain were torn or dashed to pieces.)

(৫) মানসিক বৃত্তির প্রাখর্য্য-হেতু মাথা ব্যথা (headache from unusual activity of mental faculties)।

হেপার-সলফর (Hepar-Sulphur) :—ইহা একটি হানিমানের ধাতু-পরিবর্ত্তক ঔষধ। শ্বাস-যন্ত্রের পীড়ার সহিত জ্বর বা প্রাদাহিক জ্বরে ইহা বিশেষ উপযোগী। স্বল্প-বিরাম-জ্বরে, লিভার-সংযুক্ত জ্বরে ও শিশু-লিভার রোগে এবং বিশেষতঃ পুরাতন বিষমজ্বরে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

বিশেষত্ব (১) স্নায়ু-মণ্ডলীর অসহিষ্ণুতা (over-sensitiveness of the nervous system) তজ্জন্য ক্ষত বা প্রদাহের বেদনায় বা যন্ত্রণায় রোগী অত্যন্ত অস্থির হয়—সেই স্থানে সামান্য স্পর্শন মাত্র সহ্য করিতে পারে না।

(২) হেপারে—রোগী সামান্য কারণে বিপদ-যুক্ত মনে করে ও মনকষ্টে ক্লিষ্ট হয়।—এই ভাব সন্ধ্যার সময় অধিক হয়।

(৩) হেপারে—মুক্ত-বায়ু সেবন সহ্য করিতে পারে না—মুক্তবায়ু-সেবনে গাত্রে বেদনা অনুভব করে ও মনে ক্ষুব্ধ হয়—অসহিষ্ণুতা-হেতু সকল কার্য্যে তাড়াতাড়ি করে।

(৪) হেপারে—দিবারাত্রি ঘর্ম্ম হয়—অথচ তাহাতে কোনই উপশম হয় না (মার্ক-সল)।

(৫) হেপারে—ঠাণ্ডা হাওয়া সহ্য হয় না; গাত্রাবরণ ত্যাগ সহ্য হয় না (নক্স-ভম); গাত্রের কোন অংশ অনাবৃত থাকিলে কাশি হয়।

(৬) হেপারে—রোগী মনে করে গলায় যেন মাছের কাঁটা ফোটাইতেছে। (এসিড-নাইট্রিক, আর্জ্জেণ্টম্-নাইট্রাস)

হেপার—প্রদাহ-জনিত জ্বরে বিশেষ উপযোগী। (কোন ফোড়া বা এব্‌সেস্ অথবা প্রদাহ উৎপাদিত হইলে প্রথম অবস্থায় যদি সেই

প্রদাহিত স্থান লাল হয়, বেদনায় দপ্ দপ্ করে এবং সেই বেদনা যদি হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়—তাহা হইলে বেলাডোনা প্রয়োগে প্রায় উহা আর থাকিতে পারে না)।

হেপার—প্রদাহিত স্থানে খোঁচা, ব্যথা, ভয়ানক বেদনা-অসহিষ্ণুতা, বেদনা স্থানে কাপড় বা স্পর্শন পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। একদিকে প্রদাহিত স্থান অনাবৃত থাকায় তথায় হাওয়া লাগিলেও কষ্ট অনুভব করে আবার কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকিলেও তাহার চাপ বা স্পর্শন সহ্য করিতে পারে না।

হেপারে—কেবল যে ফোড়া পাকায় বা তাহা হইতে পুঁজ নির্গত করায়—তাহা নহে। যখন পুঁজ হইয়াছে বা হইবার আশঙ্কা করা যাই-তেছে অথবা যদি হইয়াই থাকে তাহা কেবল আরম্ভ মাত্র—এরূপ অবস্থায় হেপার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী—তবে ইহার সঙ্গে বেদনায় অসহিষ্ণুতা ও সামান্য কারণে ঘর্ম্ম হওয়া চাই। এরূপ অবস্থায় কখন প্রদাহ dispersed হইয়া আরোগ্য হয় কখন বা পুঁজ নির্গত হইয়া প্রদাহ আরোগ্য হয় এবং সেই সঙ্গে জ্বরও আরোগ্য হয়। (অন্যান্য লক্ষণ সবিরাম-জ্বর অধ্যায়ে দেখ)।

ইপিকাকুয়ানা (Ipecacuanha)—শিশু ও পূর্ণবয়স্ক দিগের অবিরাম ও সবিরাম জ্বরের সহিত নিম্নলিখিত লক্ষণে ইহা উপযোগী। যথা (১) অবিরাম গা-বমি-বমি—এমন কি বমনেও তাহার নিবৃত্তি হয় না (persistent nausea even vomiting does not relieve)। (২) বাহ্যে ঘাস ছেঁচার মত সবুজ ও ফেনা ফেনা—সেই সঙ্গে গা-বমি-বমি, পেটে কামড়ানি ও নাভীর চতুর্দ্দিকে খাম্চানি (Stools grassy green with nausea & griping, pinching about the umbilicus) (৩) রক্তস্রাব—ঐ রক্ত উজ্জ্বল সেই সঙ্গে

গা-বমি-বমি। (৪) বুকে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে; ছোট শিশুগণ সর্দ্দিতে কাশিতে-কাশিতে বমি করে। (৫) ঘাড় নোয়াইলে বমি হয়। (৬) জ্বরের সঙ্গে কোমরে ব্যথা—জ্বর কালে পিপাসা মাথাব্যথা, গা-বমি-বমি ও কাশি—জ্বর মগ্ন হইবার সময় ঘর্ম্ম।

জ্বরে—উত্তাপাবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং জ্বরের সহিত পাকস্থলীর কোনরূপ গোলমাল বিশেষতঃ গা-বমি-বমি থাকিলে ইপিকাক উপযোগী। আর ব্রন্‌কাইটীস অথবা শর্দ্দি কাশি-যুক্ত বহুক্ষণ স্থায়ী উত্তাপসহ জ্বরেও উপকারী।

ইপিকাকে—জ্বরকালে প্রায়ই রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে—তবে এণ্টিমটার্টের ন্যায় তন্দ্রাভিভূত হয় না। ইপিকাকে—বমি সত্ত্বেও জিহ্বা পরিষ্কার (সিমা)।

ইপিকাকে—জ্বর বেলা ৭-৯ টার ভিতর আসে বা বাড়ে; এক দিন আগে আসে এক দিন বিলম্বে আসে; এক দিন অধিক হয় একদিন কম হয়। (সবিরাম-জ্বর অধ্যায় দেখ)।

কেলি-মিউর (Kali-Mur)—ডাঃ হ্যাস বলেন যে ইহার রীতিমত প্রুভিং না হওয়ায় ইহার অর্দ্ধেক ভৈষজ্যগুণ আমরা বিদীত নহি—তবে ইহা যে একটি ফলপ্রদ ঔষধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ exudation আরম্ভ হইলে ইহা উপযোগী। তরুণ বাতের পর গ্রন্থি স্ফীতি—ইহা ব্যবহারে অত্যল্প কাল মধ্যে হ্রাস পাইয়া ক্রমশঃ আরোগ্য হয়। টনসিলাই-টীস রোগে প্রাথমিক তরুণ লক্ষণ সকল—একন, বেল, ফেরম্-ফস্ প্রভৃতি ঔষধে উপশমিত হইলে—কেলি-মরে ঐ রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

কেলি-মিউর ব্যবহার কালে—জ্বরে বা অন্য রোগে, উহার জিহ্বার

লক্ষণের উপর নির্ভর করি। যথা—জিহ্বার গোড়ার দিকে শাদা বা ফেকাসে রঙের কোটিং—জিহ্বা শুষ্ক অথচ চট্‌চটে।

কেলি-মিউর—লিভারের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম-ঘটিত জ্বরেও উপকারী—সেই সঙ্গে লিভার-স্থানে ও ডান দিগের পেটে বেদনা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য বা কোষ্ঠ-বদ্ধতা থাকে।

অবিরাম-জ্বর, স্বল্প-বিরাম জ্বর, নিউমোনিয়া সংযুক্ত জ্বর, প্লুরিসি-সংযুক্ত-জ্বর, ব্রনকাইটীস-সংযুক্ত-জ্বর টাইফয়েড জ্বর ও পিউরপ্যারাল জ্বরে ইহা উপযোগী—সুসলার নির্দ্দেশ করেন। গ্যাসট্রিক ও টাইফয়েড জ্বরে—ফেরম-ফসের সহিত পর্য্যায়-ক্রমে ইহা ব্যবহার্য্য। সুতিকা-জ্বরে exudation আরম্ভ হইলে ইহাই প্রধান ঔষধ।

অনেকে প্লেগে ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন।

কেলি-ফস (Kali-Phos)—জ্বর বিকার বা সাধারণ জ্বরের সহিত ঘন ঘন ভেদ হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী; অবিরাম, স্বল্প-বিরাম ও সবিরাম-জ্বরে অতিশয় ঘর্ম্ম হেতু দৌর্ব্বল্য এমন কি নাড়ী ছাড়িয়া গেলেও ইহা উপকারী। (টাইফয়েড জ্বর দেখ)

কেলি-সলফ (Kali-Sulph)—যে অবিরাম বা স্বল্প-বিরাম জ্বরে উত্তাপ সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত বাড়িয়া পরে কমিতে থাকে—সেখানে ইহা উপযোগী। কেলি-সল্‌ফে—জিহ্বায় হল্‌দে রঙ্গের কোটিং, ও মুক্তবায়ু-সেবনে রোগ লক্ষণের উপশম। শ্বাসনলীর পীড়ার সহিত জ্বরে (ব্রনকাইটীস নিউমোনিয়া প্রভৃতি) ইহা বিশেষ উপযোগী—বিশেষতঃ যদি গলায় শর্দ্দি ঘড় ঘড় করে। (নিউমোনিয়া ব্রনকাইটীস প্রভৃতি রোগ দেখ।)

লাইকোপোডিয়ম—স্বল্প-বিরাম-জ্বরে ইহার লক্ষণ অনেকটা চেলিডোনিয়মের ন্যায়। (সবিরাম-জ্বর অধ্যায়ে লক্ষণ দেখ) একটি

শিশুর রেমিটেণ্ট জ্বরে কিছুতেই জ্বর কমে না; শিশুর পিতামহী বলিলেন প্রস্রাবের পূর্ব্বে খোকা কাঁদে ও নুনু (লিঙ্গ) ধরিয়া টানে। এই বিশেষ লক্ষণ লাকোপোডিয়মে নির্দ্দিষ্ট—১ মাত্রা লাইকোপ ২০০ প্রয়োগে শিশু আরোগ্য হয়। (চেলিডোনিয়ম দেখ।)

মার্ক-সল (Merc-Sol)—ক্যাটারল ও পিত্তজ্বরে বিশেষ উপযোগী। মুখ থস্‌ থসে, গলার ভিতরে ও বাহিরে স্ফীতি, তথাকার গ্ল্যাণ্ড ও সেলিউলার টিস্যুসকল আক্রান্ত, সন্ধি স্থানে কামড়ানি-ব্যথা—ঐ ব্যথা বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি পায় এবং ঘর্ম্ম হইয়াও উহার বা অন্যান্য উপসর্গের উপশম হয় না। আর বাহ্যে প্রায় আমযুক্ত কিম্বা তাহা রক্ত বাহ্যে কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ানক কুন্থন-সহবেগ (tenesmus) থাকে এবং ঐ টেনিসমস যদি বাহ্যের পরও উপশমিত না হয় এরূপ অবস্থায়ও একোনাইট এবং বেলাডোনার পর মার্ক-সল অধিকতর উপযোগী।

বেলাডোনায়—জ্বর-সত্ত্বেও রসের ঘাম হয় এবং গাত্রের যে অংশ আবৃত তথায় অধিক ঘাম হয়। এই জ্বরে—বেলাডোনা প্রয়োগেও যদি জ্বর কতকটা কমিয়া ঘাম ঐরূপই হইতে থাকে বা বরং বৃদ্ধি পায় অথচ তাহাতে রোগের বা রোগ-হেতু উপসর্গ সমূহের কোন উপশম না হইয়া বরং অধিকন্তু কষ্টের যেন বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে সেই জ্বরে মার্ক-সল উপযোগী। জ্বরে—এইরূপ ঘর্ম্ম নিঃসরণ অর্থাৎ ঘর্ম্ম সত্ত্বেও কোন উপসর্গের উপশম না হওয়া মার্ক-সলের বিশেষ লক্ষণ; এতদ্ব্যতীত নাক দিয়া তরল শর্দ্দি নিঃসরণ ইহার আর একটি নির্ব্বাচক লক্ষণ। ইহাতে জ্বরের সহিত অল্প বিস্তর শীতও থাকে তবে এই শীত কম্পের মত নহে কেবল গা-শিড়-শিড় মাত্র করে। সর্দ্দির প্রথম আবির্ভাবে কোন রূপ চিকিৎসা না করাইলে রীতিমত coryza ও গলক্ষত (sore throat).

এবং ব্রনকাইটিস এমনকি নিউমোনিয়া পর্য্যন্ত হইতে পারে কিন্তু প্রথমেই লক্ষণমত মার্ক-সল সেবন করাইলে এই সকল পীড়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

মার্ক-সলে—শীত বা গা শিড়-শিড় করার ভাব প্রায়ই সন্ধ্যার সময়ে হয় এবং রাত্রে উহা বাড়িয়া রীতিমত জ্বর হয়। ঐ গা-শিড়-শিড় করার সহিত কখন কখন পর্য্যায়ক্রমে শীতও উত্তাপ হয়। আবার কখন কখন শরীরের বিভিন্ন স্থানে ঐরূপ শীত প্রকাশিত হয়। আবার প্রদাহ-যুক্ত জ্বরে (এবসেস বা পুঁজ উৎপাদিত ফোড়া) সর্ব্বাঙ্গে ঐ রূপ পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ বিশেষতঃ এব্‌সেস-স্থানে অনেক সময়ে অনুভূত হয়। ঐ রূপ অব্‌সেস-যুক্ত জ্বরে ঐ রূপ পর্য্যায়ক্রমে শীতও উত্তাপ যখন নিতান্ত বৃদ্ধি পায় তখন বুঝিতে হইবে এবসেসে পুঁজ হইয়াছে ও মার্ক-সলই তাহার প্রকৃত ঔষধ।

এবসেস্ যুক্ত জ্বরে—মার্ক-সলে—প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ছাড়ে এবং এবসেস ক্রমশঃ কমিয়া যায় কিন্তু অন্য জ্বরে ঘর্ম্ম সত্বেও কোন উপকার হয় না।

মার্ক-সলে—উত্তাপাবস্থায় খুব পিপাসা থাকে, পর্য্যায় ক্রমে শীত ও উত্তাপ বোধ, বিছানায় শুইলে উত্তাপ বোধ; উঠিলে শীত বোধ।

নড়িলে চড়িলেই প্রচুর ঘর্ম্ম তাহাতে কোন উপসর্গের উপশম হয় না।

মার্কসলে—জিহ্বা রসাল অথচ অতিশয় তৃষ্ণা; জিহ্বা স্ফীত ও পুরু সাদা রঙের লেপে আবৃত, গলার ভিতর বা জিহ্বায় ঘা; মুখ হইতে অত্যন্ত লালা পড়ে; নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত; মুখ তিক্ত স্বাদযুক্ত বা লবণাক্ত।

মার্ক-সলে—কোষ্টবদ্ধ আবার পিত্তজ উদরাময়; হলদে জলবৎ বাহ্যে সেই সঙ্গে পেটের ব্যথা অথবা আমাশয় ও রক্তামাশয়।

মার্কসলে—মুখ হইতে অত্যন্ত লালা পড়ে।

মার্কসল—aggravated by heat of bed but relieved by rest in bed.

আর্সেনিকে—ameliorated by heat of bed but aggravated by rest in bed.

হেপার ও ল্যাকেসিকের পর এই ঔষধে অধিক ফল দর্শে কিন্তু সাইলিসিয়ার পূর্ব্বে ও পরে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

লিভার ও জনডিস সংযুক্ত জ্বরে ইহা বিশেষ উপযোগী (সবিরাম জ্বর অধ্যায় দেখ।)

নক্স-ভম (Nux-Vom)—যেমন সবিরাম ও ম্যালেরিয়া-জ্বরে ইহা উপযোগী—তেমনি স্বল্পবিরাম-জ্বরেও ইহা সমধিক উপযোগী। ইহার বিশেষ-লক্ষণ যথা—

(১) যে সকল লোক সহজেই রাগিয়া উঠে, যাহারা হিংসা ও ঘৃণাপরায়ণ এবং যাহারা অধিক মানসিক পরিশ্রম করে—তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। (স্নায়বীয় ধাতুর লক্ষণের (nervous temperament) ইহা অবিকল ছবি কিন্তু নক্স-ভমিকায়—আবার ইহার বিপরীত ভাব ও আছে অর্থাৎ অনবরত বাটীতে বসিয়া থাকা বা অত্যন্ত অধ্যয়ন-হেতু চিত্তোন্মত্ততা এবং সেই সঙ্গে পেটের অসুখ উদরাময় অজীর্ণ বা কোষ্ঠবদ্ধ অথবা সামান্য মাত্র উত্তেজনায় ক্রোধ প্রভৃতি লক্ষণে ইহা উপযোগী।)

(২) প্রাতঃকালে জ্বর এবং অন্যান্য সকল লক্ষণেরই বৃদ্ধি; নড়িলে চড়িলে অথবা পরিশ্রম করিলে কিম্বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে উপসর্গ সকলের বৃদ্ধি, (পলসাটিলায়—বিপরীত)—বিশ্রামে ও উত্তাপে উপসর্গের হ্রাস।

(৩) সন্ধ্যাকালে শরীরের জড়তা ও নিদ্রাবল্য অথচ নিদ্রার যথা-যত সময়ে কিছুতেই নিদ্রা আসে না ; শেষ রাত্রির দিকে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া নানা ভাবনার উদয় হয়—অথচ প্রভাতে নিদ্রা বা তন্দ্রা আসে এবং নিদ্রা-ভঙ্গে (সন্ধ্যাকাল অপেক্ষাও) শরীর ও মনের অবসন্নতা।

(৪) মাদক-সেবন, রাত্রি-জাগরণ বা অন্যান্য অত্যাচার অথবা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম-নিবন্ধন শিরঃপীড়া ও অজীর্ণ বা উদরাময়। শিরঃপীড়া প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া দিবাভাগে বৃদ্ধি হয় এবং সন্ধ্যাকালে কমে—তৎসহ দৃষ্টি-ক্ষীণতা, টক-বমি ও কোষ্ঠবদ্ধ বা কোষ্ঠ-কাঠিন্য।

(৫) গরম-মসলা-যুক্ত আহার-হেতু পীড়া ; গরম মসলার ন্যায় আদা মরিচ প্রভৃতি দ্রব্য সেবন (ঔষধ বা অনুপান রূপে) জনিত পীড়া ; এলোপ্যাথিক ঔষধ বা জোলাপ সেবনের পর এই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করণ অনেকের মত।

(৬) রোগী অত্যন্ত ক্রোধি, সদা একক থাকিতে চাহে ; মস্তক অত্যন্ত বড় হইয়াছে বোধ করে।

(৭) মুখে তিক্ত বা টক জল উঠা ; (৮) কোষ্ঠ কাঠিন্য—বার বার বাহ্যের চেষ্টা কিন্তু আদৌ বাহ্যে হয় না অথবা অতি কষ্টে স্বল্প-মাত্র কঠিন মল বাহির হয়।

(৯) Frequent & ineffectual desire to defecate or passing stool but small quantities of fæces at each attempt,") এই লক্ষণ যে পীড়ায়ই থাকুক না—তাহাতে নক্স উপযোগী।

নক্স-ভমিকায়—অন্ত্রের অনিয়মিত পেরিষ্টলটিক ক্রিয়া-নিবন্ধন কোষ্ঠ-বদ্ধ হয়—সেই জন্যই ঘন ঘন মলত্যাগের চেষ্টা হয়—অথচ মল-নিঃসরণ হয় না।

ব্রাইওনিয়ায়—এককালে মল-ত্যাগের ইচ্ছা থাকে না এবং মল অতিশয় শুষ্ক ও শক্ত যেন পোড়ান।

এনাকার্ডিয়াম—নক্সের মত বাহ্যের ইচ্ছা বা বেগ ঘন ঘন আসে কিন্তু বাহ্যে বসিলে আর বাহ্যের ইচ্ছামাত্র থাকে না—মল-নিষ্ক্রমনে মলদ্বারের কোন ক্ষমতাই আর থাকে না এবং মনে হয় মলদ্বারে কি যেন গোঁজা রহিয়াছে।

সিপিয়ায়—এনাকার্ডিয়ামের মত মলদ্বারে যেন কিছু রহিয়াছে—রোগী মনে করে; এমন কি বাহ্যের পরেও মলদ্বারে ভার বোধ করে; *মল-ত্যাগের শক্তিহীনতা—এমন কি সেই জন্য তরল মল-ত্যাগেও* কষ্ট হয়—তবে সিপিয়ার—এই সকল লক্ষণ প্রায় ইউট্রাসের পীড়ার সহিত হয়।

লাইকোপোডিয়ম—ineffectual urging for stool—নক্স ও লাইকো—এই দুই ঔষধেই ইহা আছে—তবে In Nux-vom—ineffectual urging from fitful action of the intestines and rectum and In Lycop—it arises from contraction of the Sphincter-Ani.। এই দুই ঔষধেই—পেটে বায়ু জমিয়া থাকে তবে নক্সে—ঐ বায়ু নিচের দিকে ঠেলে এবং সেই জন্য ঘন ঘন বাহ্যের বেগ হয় ও ব্লাডারে পর্য্যন্ত ভার বোধ হয়। আহারের পর ও প্রাতেঃ পেট-ফোলাব বৃদ্ধি—লাইকোপোডিয়ম্ ও নক্স-ভমে আছে—তবে আহারের পর পেটে যন্ত্রণা ও বেদনা লাইকোপোডিয়মেই অধিক।

সলফরে—কোষ্ঠবদ্ধ-হেতু পেট-ফোলা আছে—মুখে টক ও তিক্ত আস্বাদন হয় তবে সিগময়েড্ ফ্লেক্সারে বায়ু জমে—সেই জন্য রোগী বলে বামদিকের কুঁচ্‌কীর দিকে অধিক ফোলে।

কার্ব্বো-ভেজে—নক্সের ন্যায় ineffectual urging to stool আছে

কিন্তু বায়ু-নিঃসরণে ঐ লক্ষণের উপশম হয়—ইহাতে বোঝা যায় বায়ু-সঞ্চার-হেতু ঐরূপ বাহ্যের চেষ্টা হইয়াছিল।

ওপিয়ম, ব্রাইওনিয়া ও এলুমিনায়—Urging to stool—এই লক্ষণ নাই—অর্থাৎ বাহ্যের চেষ্টা মাত্রেই নাই।

ওপিয়মে—কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ inactivity of the bowels; মল—কাল কাল গোল ঢিলের মত গুট্‌লে (round black ball.)।

ব্রাইওনিয়ায়—কোষ্ঠবদ্ধতা alimentary ট্র্যাকেট Dryness হেতু; মল—Dry large & hard অর্থাৎ শুষ্ক কঠিন বড় ঢ্যাড়।

এলুমিনায়—ওপিয়মের ন্যায় marked inactivity of the bowels—সেই জন্য পাত্‌লা মলত্যাগেও কোঁথ দিতে হয়।

সিলিসিয়া—কঠিন গুঁট্‌লে মল—নিঃসরণকালে মলদ্বারে আসিয়া পুনরায় ঢুকিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন নেট্রম-মর, নেট্রম-সলফ, ক্যালকেরিয়া, ভেরেট্রম প্রভৃতিও বিশেষ উপযোগী। কোষ্ঠবদ্ধতায় যাঁহারা নক্স-ভমকে এক মাত্র ঔষধ জানিয়া বসিয়া আছেন তাঁহারা ইহা পাঠে অনেকটা আশ্বস্ত হইবেন—আশা করা যায়।

(১০) পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা কিন্তু স্বল্প-পরিমাণে প্রস্রাব নিঃসরণ ও তৎসহ জ্বালা।

(১১) কোমরে ও পৃষ্ঠে অতিশয় বেদনা; শয়ান অবস্থায় পার্শ্ব ফিরিলে তাহার বৃদ্ধি।

(১২) দিবাভাগে নাক হইতে সর্দ্দি ঝরে ও রাত্রে নাক বন্ধ হইয়া থাকে।

(১৩) শুষ্ক কষ্টদায়ক কাশি—তৎসহ তলপেট টাটাইয়া থাকে।

(১৪) গাত্র অতিশয় উত্তপ্ত; উত্তাপে যেন গা জ্বলিয়া যায়, বিশেষতঃ মুখ গরম ও রক্তিমবর্ণ—তত্রাচ গাত্র বস্ত্র রোগী খুলিতে চায় না; গাত্র-বস্ত্র খুলিলেই যেন শীত শীত বোধ করে।

সর্দ্দি-জ্বরে—যদি ঠাণ্ডা স্থানে বসা হেতু বা শুষ্ক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগা হেতু পীড়া হয়—তাহা হইলে নক্স উপযোগী। যে স্থানে সর্দ্দির সহিত হাঁচি থাকে অথচ নাসিকা বদ্ধ হইয়া যায় এমন কি নাসিকা হইতে কোনরূপ সর্দ্দিস্রাব নির্গত হয় না কিন্তু চক্ষু দিয়া জল পড়ে এবং গলার ভিতর শুষ্ক ও চাঁচা ভাব (Scraping rawness) থাকে সেখানেও নক্সভম উপযোগী।

মার্ক-সলে—যেমন শুষ্ক ও টাটানি ভাব থাকে নক্সে—তাহা নাই।

মার্ক-সলে—নাসিকা ও গলাভ্যন্তরে এত শুষ্ক টাটানি ভাব যেন তথাকার মাংস খানিক উড়িয়া গিয়াছে বোধ হয়।

পলসাটিলা—পাকাসর্দ্দিতে উপযোগী। নাসিকা-স্রাব "না-ঘন-না-পাত্‌লা" (সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় পলসাটিলায় অনিষ্ট হয়)। নক্স ব্যবহার-সত্বেও যদি সর্দ্দি নিম্ন-গামী হইয়া লংস আক্রমণ করে—তাহা হইলে ফস্‌ফরাস্।

ক্যামোমিলা—শিশুদিগের সর্দ্দি—তাহাতে নাসিকাবদ্ধ অথচ নাসিকা হইতে গরম জলের মত সর্দ্দি টপ্ টপ্ করিয়া পড়ে, হাঁচি খুব থাকে, ইহার সহিত শুষ্ক কাশি—সেই জন্য শিশু ঘুমাইতে পারে না—এবং ঘুমাইলেও ঐরূপ কাশি হয়।

স্যাম্বুকস—শর্দ্দি হঠাৎ জমিয়া যেন শিশুর শ্বাস রোধ হয় সেই জন্য নিদ্রায় কাঁদিয়া উঠিয়া হাঁপাইতে থাকে ; এই রূপ শ্বাসকষ্ট প্রায়ই রাত্রে এবং হঠাৎ হয়—এই সকল লক্ষণের সহিত প্রবল জ্বর। (ল্যারিনজিস্‌মস্ রোগে উপযোগী।

ষ্টিক্টা—শুষ্ক খক্‌খকে কষ্টদায়ক কাশি, নাসিকাবদ্ধ ও শুষ্ক; নাসিকা-স্রাব এত শুকাইয়া যায় যে আর নিঃসৃত হইতে পারে না।

নক্সে—ঠাণ্ডা ঋতুতে শর্দ্দি ; নাসিকা বদ্ধ ও শুষ্ক; গলা 'খসখসে' ও

শুষ্ক (raw as if scraped)। বেলাডোনায়—মাথা অত্যন্ত গরম, গলার ভিতর লাল এবং টনসিল ফোলা।

এমন-মিউর—নাক দিয়া জলের মত তরল শর্দ্দি নিঃসরণ, তাহাতে ঠোঁট হাজিযা যায়।

এলিয়ম্-সিপায়—এমন-মরের উপরি-উক্ত লক্ষণটী আছে—তবে সেই সঙ্গে চক্ষু দিয়া জল পড়ে,—(ইউফ্রেসিয়ায় নাসিকা ও চক্ষু দিয়া জল পড়ে, তবে চক্ষু-স্রাবে হাজিয়া যায় নাসিকা-স্রাবে এলিয়ম-সিপার ন্যায় হাজে না)।

এমন-মিউরে—দিন অপেক্ষা রাত্রে অধিক নাক বন্ধ হয—তবে কখন কখন দিনে একটি নাক বন্ধ হয এবং রাত্রে দুইটি নাকই বন্ধ থাকে।

এমন-কার্ব্বে যেমন নাক-বন্ধের নিমিত্ত শিশু ঘুম হইতে চমকাইয়া উঠা লক্ষণ আছে—এমন-মিউরে তাহা নাই। এমন কার্ব্বে—দিবসে নাক চোক দিয়া জল পড়ে রাত্রে নাসিকাবন্ধ ও গা সিঁদুরের মত লাল যেন কোন eruption বেপিয়া গিয়াছে।

স্বল্প-বিরাম জ্বরে—নক্সভমিকার প্রধান বিশেষ লক্ষণ।

(১) রোগ-বৃদ্ধিকাল প্রায়ই প্রাতঃকাল—অর্থাৎ ৭টার ভিতর,—প্রভাতে বা প্রত্যূষে জ্বর আসে বা বাড়ে। (২) রাত্রে জ্বর আসিলে প্রায় সারা রাত্রি জ্বর থাকে; জ্বর প্রত্যহ আগিয়ে আগিয়ে আসে anticipating; জ্বরের সময়ের ও ঠিক নাই কখন বা আগে উত্তাপ পরে কম্প ও শীত এবং তৎপরে ঘর্ম্ম—আবার কখন যথারীতি প্রথমে শীত পরে উত্তাপ, তৎপরে ঘর্ম্ম; আবার কখন শীত কম্পের অভাব তবে উত্তাপ-কালে বিলক্ষণ তাপ ও দাহন সত্বেও শীত-বোধ তজ্জন্য গায়ের কাপড় কিছুতেই খুলিতে চাহে না—একটু খুলিয়া গেলে শীত বোধ করে সেই জন্য

রোগী সদাই গাত্রাবৃত রাখে। জ্বর-বৃদ্ধির সময় পাছা, উরোত ও পায় অসহ্য কামড়ানি সেই জন্য অনবরত পা ছুড়িতেও ছড়াইতে চাহে। (৩) অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও অনেকক্ষণ-স্থায়ী উত্তাপের সহিত আবার পিপাসা; মুখ চোক লাল, এত অধিক গাত্রের উত্তাপ তত্রাচ হাওয়া লাগিলে বা গায়ের কাপড় খুলিলে শীতভাব ও সেইজন্য কষ্ট-বোধ; দিবারাত্রি (যতক্ষণ বিছানায় শুইয়া থাকে গায়ের কাপড় খুলিতে চায় না—(আর্ণিকায় এই লক্ষণ আছে—একোনাইট ও বেলাডোনায় ইহার বিপরীত); পেটে বুকে পিটে পাঁজরায় বেদনা, পা ঠাণ্ডা ও পা'র কাঁপুনি; পাকস্থলীর নিম্নদেশে জ্বালা। ঘর্ম্ম আরম্ভ হইলে প্রায় আর পিপাসা থাকে না, অল্প অল্প ঘর্ম্ম অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হয়—এই সময়েও ঐ রূপ শীত বোধ। জিহ্বা—লেপাবৃত; মুখ এত বিস্বাদ যে রোগী কেবল মুখ ধুইতে চায—অতিশয় ক্ষুধা—কিন্তু রুটী জল তামাক খাইতে অনিচ্ছা। (সবিরাম-জ্বর অধ্যায় দেখ।)

ওপিয়ম (Opium)—অনেক চিকিৎসকের বিশ্বাস—জ্বর-বিকার (typhoid fever) ভিন্ন অন্য জ্বরে ওপিয়ম উপযোগী নহে। ইহা স্বল্পবিরাম ও সবিরাম-জ্বরে সমান উপকারী। (সবিরাম জ্বর অধ্যায় দেখ।)

বৃদ্ধ ও শিশুদিগের পীড়ায় (স্বল্পবিরাম-জ্বরে) ইহা অধিকতর উপযোগী।

বিশেষ-লক্ষণ (১) নিদ্রালুতা (ঘুম-ঘুম-ভাব), অচৈতন্য ভাব, ক্রমশঃ রীতিমত coma (এই লক্ষণ এণ্টিম-টার্টেও আছে)। ওপিয়মে—মুখ খুব লাল এমন কি বেগুনে—সেই সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস ও টেনে টেনে নিঃশ্বাস ফেলা। ঘুম-ঘুম ভাবের জন্য তিনটী ঔষধ উপযোগী যথা—ওপিয়ম, এণ্টিম-টার্ট, নক্স-মস্কেটা।

এণ্টিম-টার্ট—মুখ প্রায়ই ফেকাশে বরং যেন নীলাভ (cyanotic), মুখে লাল বর্ণের চিহ্ন নাই এবং ওপিয়মের মত steiteious breathing নাই।

নক্স-মস্কেটা—ঘুম-ঘুম ভাব তবে ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় (ওপিয়মে—পাওয়া যায় না) আর মুখ-গহ্বর ও তালু শুষ্ক তত্রাচ জল পানে ইচ্ছা থাকে না।

(২) বিছানা শক্তবোধ তাহার উপর শয়ন করিতে পারে না (আর্ণিকা)।

(৩) কোষ্ঠ-কাঠিন্য (নক্স-দেখ); ওপিয়মে—(ব্রাই ও এলুমিনার ন্যায়) মলত্যাগের ইচ্ছা বা বেগ থাকে না—পেটে মল ভরা এবং বায়ু উপর পেটে জমিয়া বক্ষে পর্য্যন্ত চাপ পড়ে। বহুদিন পর্য্যন্ত দুর্ব্বলকারী পীড়ায় ভুগিলে প্রায় এই রূপ কোষ্ঠ-বদ্ধতা আসে যদি এই অবস্থায় ওপিয়ম সেবনের পর পেটে বেদনা আসে—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঔষধে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু স্থানিক দুর্ব্বলতা-হেতু মল নিক্রমনে ক্ষমতা নাই—সেই জন্য peristoltic action যাহা আরম্ভ হইয়াছে—তাহাকে বাড়াইবার জন্য মলদ্বারে গরম জলের পিচকারি দেওয়া বিধেয়।

ওপিয়মে—জ্বরে ভয়ানক উত্তাপ এবং সেই সঙ্গে ঘর্ম্ম—তাহাতে সর্ব্বশরীর সিক্ত হয় এবং তত্রাচ উত্তাপে যেন গা জ্বলিয়া যায়; যত ঘর্ম্ম হয় তত উত্তাপ ও দাহের বৃদ্ধি; উত্তাপের সময় অসাড়ে নিদ্রা, নাক-ডাকা, হা করিয়া থাকা, পিপাসা কখন থাকে কখন থাকে না। (সবিরাম ও টাইফয়েড-জ্বর এবং নিউমোনিয়া দেখ)। পিউরপারাল-জ্বরেও ওপিয়ম উপযোগী।

ফস্‌ফোরস—লক্ষণ সমূহ সবিরাম-জ্বর অধ্যায়ে ও ব্রনকাইটীস

নিউমোনিয়া অধ্যায়ে দেখ। শিশুদিগের শ্লেষ্মা সংযুক্ত-জ্বরে ও সবিরাম-জ্বরে ইহা উপযোগী। (লক্ষণ সকল টাইফয়েড ও সবিরাম-জ্বর অধ্যায়ে দেখ)। শিশুদিগের স্বল্প-বিরামজ্বরে—বেল, ব্রাই, জেলস, প্রভৃতি ঔষধের লক্ষণ সকল পূর্ণ বা আংশিক রূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহাদের প্রয়োগে যদি কোন উপকার না হয়—তাহা হইলে বিশেষতঃ যদি জ্বর না কমিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও শিশু ক্রমশঃ চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকে—অথচ সময় সময় আবার খুব ছট্‌ফট্‌ করে এবং মধ্যে মধ্যে ঘাম প্রভৃতি হয়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—শিশুর লংস আক্রান্ত হইয়াছে বা তাহার উপক্রম হইয়াছে। ফলতঃ যদিও অনেক সময়ে লংসে বিশেষ নিউমোনিয়া বা গুরুতর ব্রন্‌কাইটীসের লক্ষণ পাওয়া যায় না—কিন্তু অতি শীঘ্র আসিয়া পড়ে; এই চক্ষু বুজানর ভাব দৃষ্টে এণ্টিম-টার্ট ফসফোরস্‌ প্রভৃতিতে অনেক রোগী আমরা আরোগ্য করিয়াছি।

প্লম্বমে—কোষ্ঠবদ্ধতা অনেকটা ওপিয়মের ন্যায়; মলদ্বারে আক্ষেপিক সঙ্কোচন spasmodic constriction ও পেটে ভয়ানক বেদনা। মল—ওপিয়মের ন্যায় hard black balls.। সিলিনিয়মেও—ঐরূপ কোষ্ঠবদ্ধতা।

(৪) জ্বরের সময় মধ্যাহ্ণ ১১টা।

পডোফাইলম (Podophyllm)—দন্ত-নির্গমন-কালে শিশু-দিগের উদরাময়ের সহিত জ্বর—তাহার সহিত convulsion অথবা মাথা এপাস ওপাস করিয়া নাড়া—সেই সঙ্গে নিদ্রাবল্য এবং তাহার সহিত গোঙান ও ঘেন-ঘেন-করা ইহার প্রধান লক্ষণ (সিনা দেখ)।

বেলাডোনায়—crying with a sharp sudden noise.

পডোফাইলমে—sick cry.

রেমিটেণ্ট বিশেষতঃ বিলিয়স-রেমিটেণ্ট-ফিবারে ; ইহা অধিক উপযোগী। জ্বরের সময় ঘুম ঘুম ভাব ও প্রলাপ বকা ইহাতে নির্দ্দিষ্ট। জ্বর প্রাতঃকাল হইতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

পডোফাইলম—পিত্ত-প্রধান ধাতুর ও উদরাময়-গ্রস্ত লোকের পীড়ায় (বিশেষতঃ পারদ—অপব্যবহারের পর উদরাময় হইলে) অধিক উপকারী।

পডোফাইলমে—শারীরিক ও মানসিক অবসাদ অত্যন্ত অধিক।

পডোফাইলমে—পর্য্যায়ক্রমে মাথাব্যথা ও উদরাময় অর্থাৎ একের হ্রাসে অন্যের বৃদ্ধি (এলোস দেখ)।

পডোফাইলমে—জ্বরের সঙ্গে পেটে কোন রূপ ব্যথা না থাকিয়া ভেদ অথবা ওলাউঠার লক্ষণ।

পডোফাইলমে—কষ্টকর দন্ত-নির্গমের সহিত শিশুদিগের স্বল্প-বিরাম জ্বর সেই সঙ্গে রাত্রে দাঁত কড়্ মড়্ করা ও শিশু গ্যাঙায় ; তাহার মাথা গরম এবং নিদ্রা বা তন্দ্রায় শিশু মাথা এপাস ওপাস করিয়া নাড়ে।

পডোফাইলমে—জ্বরের সহিত উদরাময় ; প্রাতেঃ তাহার বৃদ্ধি এবং দুপুরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাহ্যে হয়—তাহার পর কমে কখন আবার অপরাহ্নে পুনরায় বাড়ে।

জ্বরে বিশেষ লক্ষণ—

(১) উত্তাপাবস্থায় খুব পিপাসা থাকে, মাথায় ভয়ানক বেদনা ও ব্যথা সেই সঙ্গে ভয়ানক পিপাসা ; অনর্গল অবিশ্রান্ত বকুনি—এই বকুনির সহিত মধ্যে মধ্যে জ্ঞানের কথাও কয় আবার কখন কখন প্রলাপও ব'কে এবং যতক্ষণ না জ্বর যতদূর উঠিবার ততদূর না উঠে (before the fever reaches it climax)—ততক্ষণ এই রূপ বকুনি থাকে—তার পর অর্থাৎ জ্বর যতদূর উঠিবার তাহা উঠিলে

রোগী ঘুমাইয়া পড়ে এবং সেই ঘুমের সহিত রোগীর অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় এবং নিদ্রাভঙ্গের পর বকুনির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়। সন্ধ্যাকালের জ্বরে—জ্বর আসিলেই নিদ্রা এবং জ্বর ছাড়িলেই নিদ্রাভঙ্গ।

পডোফাইলমে—প্রাতেঃ ৭টায় জ্বর আসে বা বাড়ে ক্বচিৎ সন্ধ্যায় এবং তাহা সামান্য। জ্বর আসার পূর্ব্বে কোমরে ভয়ানক ব্যথা ও কাটবমি ও বমি। প্রচুর ঘর্ম্ম—Sleep during perspiration.

জিহ্বা—অপরিষ্কার অথচ শুষ্ক নহে; শ্বেতবর্ণের লেপযুক্ত, মুখে ও নিঃশ্বাসে ভয়ানক দুর্গন্ধ অথবা রোগী তাহা নিজে তত টের পায় না।

জ্বরের সঙ্গে প্রায় উদরাময় ও বমি থাকে। (এপিস দেখ)

ট্যারানটিউলা (Tarentula):—প্রদাহ বা কার্ব্বাংকেল জনিত জ্বর—তাহাতে ভয়ানক জ্বালা, কিছুতেই যেন রোগী সহ্য করিতে পারে না। জ্বরে—temperature হঠাৎ ১০৪—১০৫ উঠে, অত্যন্ত গাত্রদাহ; ছট্‌ফটানি, ভয়ানক পিপাসা, গাত্র-ত্বক্ খস্‌খসে ও দেহাভ্যন্তরে উত্তেজনা এবং অত্যন্ত অন্তর্যাতনা হয়—হঠাৎ দেখিলে একোনাইটের পীড়া লক্ষণ বলিয়া ভ্রম হইবে। কিন্তু এই সকল লক্ষণের সহিত প্রদাহে বা কার্ব্বংকেলে সাতিশয় জ্বালা থাকিলে একোনাইটে কোন উপকারই হইবে না—ট্যারেনটিউলা প্রয়োগে দুইই আরোগ্য হয়।

আর্সেনিকে—ভয়ানক গাত্রদাহ সত্ত্বেও রোগী গাত্রবস্ত্র ফেলিতে চায় না, ফেলিলেই গা-সিড়্-সিড় করে; জলে হাত দিলে বা গায় জল লাগিলে গা সিড় সিড় করে অথচ ভয়ানক গাত্রদাহ ও পিপাসা—এই সকল লক্ষণের সহিত ভয়ানক ছট্‌ফটানি অন্তর্যাতনা, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর রোগ-বৃদ্ধি। (কার্ব্বংকেল বা প্রদাহ স্থানে জ্বালা)।

এন্‌থ্রাসিন্—কার্ব্বংকেলে ছোট ছোট অনেক ছিদ্র হয়—পূঁজ ঘন না হইয়া জলের মত তরল—জ্বরের বৃদ্ধি রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হয় ও

সেই সঙ্গে গাত্র-দাহ বিশেষতঃ কার্ব্বংকেলে ভয়ানক জ্বালা—জ্বালা এত অধিক হয় যে রোগী উঠিয়া ছট্‌ফট্‌ করে ও জল ঢালিতে চায়।

পাইরোজিন (Pyrogin) ঃ—জ্বর-বিকার-অধ্যায় ও সেপ্‌টিক জ্বর দেখ।

রসটক্স (Rhus Tox) ঃ—সকলপ্রকার প্রদাহ-জ্বরে, বাত-জ্বরে, সবিরাম, অবিরাম ও স্বল্প-বিরাম জ্বরে এবং টাইফয়েফড-জ্বরে এই ঔষধ উপকারী। সেপ্‌টিক এবং পিউরপ্যারাল জ্বরে ও লক্ষণ ভেদে ইহা সমভাবে উপযোগী। জলে ভেজা, হিম লাগা, অত্যধিক পরিশ্রম বা অন্য কোন রকমে শরীর গরম হইবার পর জলে ভিজিলে যদি সর্দ্দি-জ্বর বা স্বল্পবিরাম অথবা অবিরাম জ্বর হয়—তাহা হইলে রসটক্স তাহার মহৌষধি।

বিশেষ লক্ষণ। (১) ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর, বেদনা, গা হাত পা কামড়ানি এবং নানাবিধ পীড়া। (২) দিনে অপেক্ষাকৃত অস্থিরতা কম, রাত্রে অস্থিরতার বৃদ্ধি; একভাবে শয়ান থাকিলে কষ্টানুভব করে—সেই জন্য রোগী ক্রমাগত পার্শ্বপরিবর্ত্তন করে। (৩) বিশ্রামের পর কিম্বা শয়ান বা বসিয়া থাকার পর অথবা চুপ করিয়া থাকার পর—প্রথম উঠিতে গেলে বা কোন অঙ্গ নাড়িতে গেলে সাতিশয় বেদনা অনুভব করে; পরে প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর বেদনা ও আড়ষ্টভাব কিন্তু ক্ষণকাল চলা ফেরার পর বেদনার উপশম। (৪) নড়িলে চড়িলে বেদনার উপশম এবং চুপ করিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি হয় (ব্রাইওনিয়ায়—ইহার বিপরীত—গা হাত পা কামড়ানি এবং টেপাইবার ইচ্ছা এই দুই ঔষধেই প্রবল—সময়ে সময়ে ব্রাইওনিয়ার পর রসটক্সের লক্ষণ সকল সমাগত হয়। (৫) মোচড়াইয়া যাইবার মত ব্যথা; কোমরে ও তলপেটে থেঁতলিয়া যাইবার মত বেদনা; বেদনায় যে পাশ ফিরিয়া

শয়ন করে সেই ধারে অধিক বেদনা এবং তজ্জন্য সেই পাশে শুইতে অক্ষমতা (ব্রাইওনিয়ায়—বেদনাক্রান্ত স্থান চাপিয়া শুইতে ইচ্ছা)। (৬) মুখে পচাটে আস্বাদ, একগ্রাস মাত্র আহারেই ক্ষুধার নিবৃত্তি। (৭) টাইফয়েড-জ্বরে তরল বাহ্যে, রক্ত বাহ্যে, জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ; স্বল্পবিরাম বা অবিরাম-জ্বরে ঐ প্রকার বাহ্যে বা কোষ্ঠবদ্ধতা—জ্বরাদি রোগে জিহ্বাগ্র লাল ত্রিকোণাকার (red triangular tongue.) (৮) স্তন ফুলা ও শক্ত এবং তাহাতে লাল দাগ ও সমস্ত শরীরে বাতের মত বেদনা। (৯) সকল রকম উদ্ভেদ—ফোস্কার মত (vesicular); গাত্রের বিবিধ স্থানে চাকা চাকা eruption—চুলকাইলে তাহার বৃদ্ধি। (১০) স্বল্পবিরাম বা সবিরাম-জ্বরে জ্বর আসা বা বাড়ার সঙ্গে কাশি; সন্ধ্যাকালে শুষ্ককাশি—শরীর আবৃত করিয়া শুইয়া হাতটী বাহির করিলেই কাশি আসে। (১১) জ্বর—সেই সঙ্গে বাতের লক্ষণ।

এক্ষণে এই সকল লক্ষণের বিশেষত্ব দেখ।

(১) ডাঃ ডনহাম বলেন সন্ধ্যাকালে বিশেষতঃ শীতাবস্থায় (জ্বর আসার সময়) কাশি—এই লক্ষণে বহু রোগী তিনি আরোগ্য করিয়াছেন।

সন্ধ্যাকালে কাশির বৃদ্ধি রসটক্স ব্যতীত আমাদের ৩৭টী অন্য ঔষধে আছে—তবে তাহার মধ্যে কেবল ৮টী ঔষধে প্রাতেঃ ও সন্ধ্যা এই উভয় সময়েই কাশির বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং তাহাতেও কতকগুলি বিশেষত্ব আছে।

রসটক্সে—সন্ধ্যার সময় যে কাশির বৃদ্ধি হয় তাহা অতিশয় শুষ্ক (tight dry cough)। এতদ্ভিন্ন প্রাতেঃ কাশির বৃদ্ধিতেও রসটক্স উপযোগী—কিন্তু সেই প্রাতেঃর কাশি সন্ধ্যার কাশির ন্যায় শুষ্ক নহে—তাহা সরল কাশি (loose cough)। স্মরণ রাখিবে সন্ধ্যাকালে যে

শুষ্ক কাশি হয় তাহা সাধারণ কাশি রূপে অথবা জ্বরের একটি উপসর্গ রূপে প্রকাশ পায়।

(২) নড়িলে চড়িলে বেদনা অথবা রোগ-লক্ষণের উপশম (ব্রাইও-নিয়ায়—বৃদ্ধি)।

রসটক্সে—বসিয়া বা শুইয়া থাকার পর প্রথমে উঠিলে বা নড়িলে চড়িলে একবার বেদনার প্রখরতা অনুভব করে—পরে কেবল নড়িতে চড়িতে চায়—কারণ তাহাতে রোগী আরাম পায়। সকল রোগেই এই লক্ষণ রসটক্সের নির্ব্বাচনে বিশেষ সহায় (পল্‌সাটিলায়ও কখন কখন নড়িলে চড়িলে রোগ-উপসর্গের উপশম হয়)।

(৩) অস্থিরতা বা ছট্‌ফটানি—একোনাইট ও আর্সেনিকের ন্যায় রসটক্সে বিশিষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট (Aconite Arsenic and Rhus-Tox—we call trio of restless remedies.) [এই তিনটী ঔষধেই ছট্‌ফটানি খুব অধিক—তবে তাহাদের প্রভেদ না জানিলে ঠিক ঔষধ নির্দ্ধারণ করা দুরূহ।]

একোনাইটে—লক্ষণ সকল হঠাৎ দেখা দেয় এবং দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া যায়—সেই সঙ্গে জ্বর, সর্ব্বশরীরে উত্তাপ, ভয়ানক পিপাসা, নাড়ী hard full & frequent, ভয়ানক উদ্বেগ, অন্তর্যাতনার কিছুতেই শান্তি হয় না; ভয় ও মৃত্যুভয় থাকে এবং যাতনায় রোগী ছট্‌ফট্ করিতে থাকে।

একোনাইটে ছটফটানির সময়ের কোন ঠিক নাই—হঠাৎ হয়।

রসটক্সে—সন্ধ্যারাত্রি হইতে ছট্‌ফটানি আরম্ভ হয়।

আর্সেনিকে—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ছট্‌ফটানি ও সকল উপসর্গের বৃদ্ধি হয় এবং সেই সঙ্গে দুর্ব্বলতা ও অবসাদ বিশিষ্টরূপে বর্ত্তমান থাকে with extreme prostration (of reduced vitality.)। রোগী

একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে চাহে কিন্তু তাহাতে ছট্‌ফটানির কোন উপশম হয় না wants to move from place to place but not relieved.

রসটক্সে—ব্যথা ও কামড়ানির জন্য নড়িতে চড়িতে বাধ্য হইয়া ছট্‌ফট করে কারণ ঐরূপ নড়ন চড়নে পূর্ণভাবে বা আংশিকরূপে যেন উপশম পায়—কিন্তু একোনাইট ও আর্সেনিকে কোনরূপ উপশম পায় না। এতদ্ভিন্ন আন্তরিক কষ্টের জন্য (বেদনা না থাকিলেও) রোগী সর্ব্বদা নড়িলে চড়িলে যেন সুস্থবোধ করে।

(৪) জলে ভিজিয়া বা ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে—ডল্‌কেমারা, রসটক্স, একন, নক্স-মস্কেটা, নেট্রম-সল্‌ফ উপযোগী।

(৫) স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় "কোমরে ব্যথা উহা বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি পায় এবং নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে উপশমিত হয়"—এই লক্ষণটি জিন্‌কেও নির্দ্দিষ্ট—তবে রসটক্সেই অধিকতর নির্দ্দিষ্ট (in Zinc general aching is not relieved by continued motion as is the case with Rhustox)। [পলসাটিলা—ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়ার সহিত ঐরূপ বেদনা থাকিলে উপযোগী।]

(৬) ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায়—ইউপ্যাটোরিয়ম কষ্টিকম ও রসটক্স—গাত্র-বেদনা, গা-হাত-পা কামড়ানি প্রভৃতি লক্ষণে সমান উপকারী। সমস্ত অঙ্গে আড়ষ্টভাব, টাটানি ও থেত্‌লানি ব্যথা এবং কাশির সময় বুক ব্যথা এই তিন ঔষধেই আছে কিন্তু কাশির ধমকে যদি রোগীর অসাড়ে প্রস্রাব হইয়া যায়, তাহা হইলে কষ্টিকম।

(৭) বেদনার বিশেষত্ব।

একোনাইটে—বেদনার সহিত ভয়ানক ছট্‌ফটানি অন্তর্যাতনা ও ভয় ভয় ভাব থাকে এবং রোগী বেদনার যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দেয় অথচ

তাহাতে কোনরূপ উপশম হয় না। ইহাতে বেদনা প্রায় অসহনীয় এবং সন্ধ্যাকালে বা রাত্রে বাড়ে।

রসটক্সে—অসাড়ভাব, ঝিন্‌ঝিনি ধরা ও সড়্‌সড়্‌ করা যেন কোন পোকা বেড়াইতেছে এইরূপ বোধ। একোনাইটে—এই সকল লক্ষণ থাকিলেও বেদনাই (একোনাইটে) অধিক ও রসটক্সে—অসাড়ভাবই অধিক।

ক্যামোমিলা—রোগী বেদনায় অস্থির হয়—সর্ব্বদাই আর্ত্তনাদ করে এবং কটুকথায় কথা কয়।

(৮) অস্থিরতা ও চঞ্চলতা সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি।

Fidgetty hand—কেলি ব্রোমেটমে নির্দ্দিষ্ট।

Fidgetty feet—জিঙ্কমে নির্দ্দিষ্ট।

সাধারণ বা সর্ব্বশরীরে fidgetty restlessness—ফস্‌ফোরস, রসটক্স ও আর্সেনিক।

ফস্‌ফোরসে—fidgetiness হেতু চুপ করিয়া থাকিতে পারে না—অনবরত এপাশ ওপাশ করে changes position continually তবে তাহাতে কোন আরাম উপশম পায় না কেবল nervousness হেতু ঐরূপ করিয়া থাকে আর রসটক্সে—যেন কতকটা আরাম বা উপশম পায় বলিয়া ঐরূপ করিয়া থাকে।

প্রাদাহিক জ্বর—যেমন কার্ব্বংকেলের বা অন্য কোন স্ফোটকের সহিত জ্বর—তাহাতেও ইহা উপযোগী।

আক্রান্ত স্থানে ভয়ানক বেদনা ও যন্ত্রণা, ঐ স্থান ঘোর লালবর্ণ যেমন সেলুলাইটীস্‌। চক্ষের চর্ম্মকোষে Cellulitis তথায় পূঁজ হইলেও ইহা উপযোগী।

জ্বর আসার বা বাড়ার সময়—বৈকালে ৫।৬।৭ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত (দুপুর বেলা নহে) প্রাতে—বেলা ১০টা। সন্ধ্যায় প্রায়ই জ্বর হয়—প্রায় সারারাত্রি জ্বরের বাড় থাকে।

জ্বরে—ভয়ানক উত্তাপ, প্রায় সে সময় পিপাসা থাকে না, ভয়ানক ছটফটানি, অনবরত রোগী এপাশ ওপাশ করে, ভয়ানক গাত্র-চুলকানি, জ্বর কমিবার সময় ঘর্ম্ম হয়—ঘর্ম্মকালে নিদ্রা (পডোফাইলম); ঘর্ম্মে গাত্রবেদনার বড় উপশম হয় না। ঘর্ম্ম মাথায় বা মুখে হয় না—(ক্যালকেরিয়া, সিলিসিয়া, পলস, মাথায় ঘর্ম্ম)। উপরের ঠোঁটে জ্বর-ঠুঁটো দেখিয়া ডাঃ এলেন অনেক রোগী রসটক্সে আরোগ্য করিয়াছেন। (টাইফয়েড-জ্বর ও সবিরাম-জ্বর-অধ্যায় দেখ—টাইফয়েড-জ্বরে ইহা সমধিক উপযোগী।) *জিহ্বার ডগা ত্রিকোণাকার লাল।*

পলসাটিলা (Pulsatilla)—আতিসারিক জ্বর ও সবিরাম-জ্বরে ইহা কেবলমাত্র উপযোগী—ইহাই অনেকের বিশ্বাস; ফলতঃ ইহা স্বল্প-বিরাম জ্বরেও সমধিক উপযোগী।

বিশেষত্ব (১) পল্‌সাটিলা রোগীর প্রকৃতি ও রোগলক্ষণ বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। পল্‌সাটিলায়—No symptoms are alike.

(২) সহজেই রোগী কাঁদিয়া ফেলে, রোগলক্ষণ চিকিৎসককে বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলে।

(৩) মুখে বড় বিস্বাদ—প্রাতঃকালে কোন আস্বাদ পায় না।

(৪) সকল লক্ষণ সন্ধ্যাকালে বাড়ে; মুক্তবায়ু সেবনে ইচ্ছা এবং তাহাতে উপসর্গের উপশম—দ্বার জানালা বন্ধ করিলে উপসর্গের বৃদ্ধি।

(৫) পরিবর্ত্তনশীল লক্ষণ—এই ভাল আবার পরক্ষণেই মন্দ।

(৬) জ্বরে পিপাসার অভাব।

(৭) বেদনা ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করে (erratic pains)।

(৭) সন্ধ্যাকাল হইতে জ্বর আসা বা বৃদ্ধি।

(৮) ঘৃত বা চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যাহার জনিত উদরাময় ও বমি (জ্বরের সহিতও)

(৯) উদরাময়ে নানা রঙের মল—একবার অধিক একবার কম।

(১০) ঠাণ্ডায় উপসর্গের উপশম।

পলসাটিলায়—জ্বরে উত্তাপাবস্থা অনেকক্ষণ স্থায়ী, জ্বরে পিপাসা বা ঘর্ম্ম থাকে না; তবে পলসাটিলায়—জ্বর আসার বা বাড়ার পূর্ব্বে পিপাসা থাকে। ইপিকাকে—ঐরূপ বহুক্ষণ স্থায়ী উত্তাপ—এমন কি পল্‌সাটিলা অপেক্ষা অধিকক্ষণ স্থায়ী—এবং পিপাসা থাকে না কিন্তু জ্বর বিচ্ছেদ কালে ঘর্ম্ম হয়। ব্রনকাইটীসের সহিত এইরূপ জ্বরে ইপিকাক অধিকতর উপযোগী।

জ্বর বৃদ্ধির সময়—১-৪ টা বৈকাল বা সন্ধ্যা।

পলসাটিলায়—অল্প স্বল্প উত্তাপ আবার অত্যধিক উত্তাপ; হাতে পায় জ্বালা সেই জন্য ঠাণ্ডা স্থান খোঁজা (সলফর ওপিয়ম) এবং এত গরম বোধ হয় যে রোগী গাত্র বস্ত্র ফেলিয়া দেয় (এপিস, সিকেলি ক্যাম্ফর); গাত্র-দাহ ও ছট্‌ফটানি। পলসাটিলায়—পিপাসা নাই ইহাই সকলের মত—কিন্তু ডনহাম লিখিয়া গিয়াছেন—

পলসাটিলায়—উত্তাপ অবস্থায় পিপাসা থাকে না আবার থাকে। পলসাটিলার জ্বরে—যখন রোগী অল্প স্বল্প subjective heat অর্থাৎ আন্তরিক উত্তাপও দাহ অনুভব করে এবং objective heat অর্থাৎ বাহিরে উত্তাপ তত বোধ করে না তখন পিপাসা থাকে না—আবার যখন রোগীও যেমন অন্তরে অত্যন্ত উত্তাপ ও দাহ বোঝে এবং অন্য লোকও গাত্রে হাত দিলে খুব উত্তাপ বোধ করে তখন পিপাসা থাকে এবং পল্‌সাটিলা তাহাতে উপযোগী। ঘর্ম্ম সম্বন্ধে ও ঐরূপ অর্থাৎ ঘর্ম্ম প্রায়ই

হয় না তবে অতিশয় উত্তাপ হইলে দেহের একদিকে ঘর্ম্ম হয়। রাত্রে ও প্রাতেঃ কখন কখন অধিক ঘর্ম্ম হয় এবং নিদ্রাভঙ্গে ঘর্ম্ম বন্ধ হয়।

স্যামবুকসে—জাগ্রত অবস্থায় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়—নিদ্রিতাবস্থায় ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া গাত্র শুষ্ক ও উত্তপ্ত হয়।

থুজা—যতক্ষণ নিদ্রা যায়—ততক্ষণ ঘর্ম্ম হয়—জাগ্রত অবস্থায় ঘর্ম্মের অভাব অর্থাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়।

পলসাটিলায়—মস্তকে ও মুখে অধিক ঘর্ম্ম হয় গাত্রে কদাচ হয়। রাত্রে যে সময় অধিক ঘর্ম্ম হয়—রোগী বেস নিদ্রিত থাকে অথচ বাত্তিক জ্বরের বকুনির মত বকে। (পডোফাইলমে—জ্বরের প্রথমাবস্থায় বকুনি পরে নিদ্রা)। রসটক্সে—মাথায় ঘর্ম্ম হয় না।

পলসাটিলায়—বেদনা ঘর্ম্মের সহিত উপশমিত হয় না। ঘর্ম্মাবস্থায় বেদনার বৃদ্ধি—ইপিকাকে নির্দ্দিষ্ট।

পলসাটিলায়—জিহ্বা শাদা বা হরিদ্রাবর্ণের লেপাবৃত তবে এণ্টিম-ক্রুডে—উহা যত অধিক ইহাতে তত অধিক নহে। জিহ্বা যেন too large too broad খুব লম্বা চওড়া; মুখে দুর্গন্ধ ও মন্দ আস্বাদ।

নাড়ী দুর্ব্বল অথচ দ্রুত।

সাইলিসিয়া ও সিপিয়া—সবিরাম-জ্বর অধ্যায় দেখ।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম (Stammonium)—সবিরাম-জ্বর অধ্যায় দেখ।

সলফর (Sulphur)—পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে দেখ।

ভেরেট্রম-এল্বম (Verat-alb)—জ্বরের সহিত ওলাউঠার মত ভেদবমি, কোল্যাপ্স লক্ষণ, ছটফটানি, কপালে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম প্রভৃতি। (সবিরাম-জ্বর অধ্যায়ে দেখ।)

ভেরেট্রম ভাইরাইড (Verat-Viride)—(একোনাইট অধ্যায় দেখ।)

(১। গাত্রের উত্তাপের সাংঘাতিক বৃদ্ধি (২) শিশু কাঁপে ও ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠে, বোধ হয় যেন তড়্কা হইবে। (৩) ইরপটিভ জ্বরের পর তড়কা তৎসহ চক্ষু জলপূর্ণ ও অনিদ্রা (৪) ক্রমাগত ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠা ও মাথানাড়া (৫) মস্তকে রক্তাধিক্য তৎসহ তথাকার লক্ষণ। (৬) নিউমোনিয়ার প্রথমাবস্থায় ভয়ানক উত্তাপাধিক্য—ও সেই সঙ্গে শ্বাস-কষ্ট। (৭) red streak running down through the centre of the tongue (এ:কানাইট বর্ণনায় দেখ)। (টাইফয়েড ও ইরপটিভ জ্বর অধ্যায়ে লক্ষণ দেখ।)

জিঙ্কম (Zincum)—টাইফয়েড ও ইরপটিভ ফিবার দেখ।

প্রাদাহিক জ্বর।

দেহের কোন স্থানে কোনরূপ প্রদাহ জন্য জ্বর হইলেই উহা কখন অবিরাম কখন স্বল্প-বিরাম এবং কখন বা সবিরাম জ্বরের মত হইয়া প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—১। একোনাইট, ২। বেলাডোনা ৩। আর্ণিকা ৪। এপিস্ ৫। এণ্টিম-টার্ট, ৬। ব্যাপ্টিসিয়া, ৭। ব্রাইওনিয়া, ৮। গ্লোনয়িন, ৯। ফেরমফস্, ১০। কেলি-মিউর, ১১। মার্ক-সল, ১২। রসটক্স, ১৩। ট্যারেন-টিউলা, ১৪। এনথ্রাসিন, ১৫। ভেরেট্রম-ভাইরাইড, ১৬। হেপার-সলফর, ১৭। ল্যাকেসিস্, ১৮। সিলিসিয়া প্রভৃতি। পূর্ব্ব অধ্যায়ে ও সবিরাম-জ্বর অধ্যায়ে লক্ষণ সকল দেখ।

অবিরাম জ্বর, সর্দ্দি-জ্বর, স্বল্প-বিরাম জ্বর, প্রদাহ-জ্বর শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জ্বর, প্রভৃতির চিকিৎসা বিবৃত হইল এক্ষণে সবিরাম-জ্বরের চিকিৎসা বর্ণীত হইবে। সবিরাম-জ্বর ও স্বল্প-বিরাম জ্বর এক্ষণকার প্যাথলজি মতে ম্যালেরিয়া-সম্ভূত। সেইজন্য স্বল্প-বিরাম জ্বরের

চিকিৎসা কালে ঠিক ঔষধ নির্দ্ধারণ জন্য সবিরাম-জ্বরের চিকিৎসা অধ্যায়ে ঔষধ সকলের লক্ষণ সমূহ দেখিয়া লইবে। সবিরাম জ্বরে— জ্বর ছাড়ে আর স্বল্পবিরাম-জ্বরে ছাড়েনা অল্প কমে ; সেই জন্য সবিরাম জ্বরের শীতের অবস্থার লক্ষণ সকল ত্যাগ করিয়া অন্যান্য অবস্থার লক্ষণের সাদৃশ্য-মত ঔষধ সকল স্বল্পবিরাম-জ্বরে ব্যবহার্য্য।

ম্যালেরিয়া বিষোদ্ভূত জ্বর সমূহ।

এক্ষণে আমরা ম্যালেরিয়া বিষোদ্ভূত জ্বর সমূহের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হই-লাম। ম্যালেরিয়ার দুর্দ্দান্ত প্রতাপে বঙ্গদেশের যে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে এবং আজও পর্য্যন্ত হইতেছে, বঙ্গবাসী মাত্রেরই হৃদয়ের অন্তরতম স্থানে তাহা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত আছে। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল স্থান স্বাস্থ্যের আকর ছিল, লোকে রোগোমুক্ত হইয়া সুস্থ ও সবলকায় হইবার জন্য যে সকল স্থানে গিয়া বাস করিত, আজ সেই সকল স্থানই জ্বরের আকর এবং প্লীহার খনি হইয়া উঠিয়াছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গ দেশের প্রায় সকল স্থানই ম্যালেরিয়ার দৌরাত্মে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল সুন্দর অট্টালিকায় সমৃদ্ধিশালী সুস্থকায় পরিবার সকল বাস করিত, আজ তথায় হয়ত দুই চারিটি মাত্র জরাজীর্ণ, প্লীহা-যকৃৎ-সর্ব্বস্ব কঙ্কালাবশিষ্ট লোক আছে। কোথাও বা শূন্য গৃহ সকল ম্যালেরিয়ার সংহারকার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিতেছে। কোথাও বা অশ্বত্থবট-সুশোভিত ভগ্নাবশিষ্ট স্তূপাকার ইষ্টকরাশি ম্যালেরিয়ার জ্বলন্ত ছবি দেখাইতেছে! ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের রাণীগঞ্জ মহকুমায় জল বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া ঐ স্থান কেমন স্বাস্থ্যকর দেখিয়া আসিয়াছিলাম, আর আজ সেই বর্দ্ধমানের কি শোচনীয় অবস্থাই না ঘটিয়াছে। হতভাগ্য বঙ্গদেশই যে কেবল ম্যালেরিয়ার জন্মভূমি এমত নহে, আজ যেমন

বঙ্গের গ্রামে গ্রামে—দ্বারে দ্বারে—ম্যালেরিয়া শমনদূতের ন্যায় নির্ভীক-চিত্তে বিচরণ করতঃ সংহারকার্য্য সম্পাদন করিয়া বেড়াইতেছে, দুই শতাব্দি পূর্ব্বে এই দুরন্ত ম্যালেরিয়া শ্বেতদ্বীপেও (ইংলণ্ডে) এইরূপ অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। ইংলণ্ডাধিপতি সুবর্ণমুকুটধারী প্রথম জেমস্ এবং অলিভার্ ক্রম্ওয়েল্ এই দুরন্ত ম্যালেরিয়ার কোপে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যে সময় ইংলণ্ডে ম্যালেরিয়া অতি প্রবল বেগ ধারণ করিয়া বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ সংহার করিতেছিল এবং চিকিৎসকগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহার বেগ নিবারণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই—ঐ নিদারুণ সময়ে "তত্রস্থ জনৈক প্রধান চিকিৎসক এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, এই রোগ মানবজাতির ভীষণ শত্রু, শমনের দুরন্ত দূত, জগতের লোক সংহার করিবার ভার ইহারই হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।" আজ কোন্ সহৃদয় বঙ্গসন্তান তাঁহার সেই আর্ত্তনাদ কাতরস্বরে না প্রতিধ্বনিত করিবে? ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হইয়া অবধি বঙ্গে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে তাহার অধিকাংশ লোকই বোধ হয় ম্যালেরিয়ার হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে, পর পৃষ্ঠার তালিকা দেখিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। সমগ্র বঙ্গদেশের লোকই প্রায় এক্ষণে জ্বরাজীর্ণ ও শীর্ণকলেবর হইয়া পড়িয়াছে; তাহাদের দেহে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, জীবন্মৃতের ন্যায় অতি কষ্টে দেহ ভার বহন করিতেছে মাত্র। বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান; জ্বরে জ্বরে জীর্ণ হইয়া কৃষকমণ্ডলী একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা পূর্ণ মাত্রায় কৃষিকার্য্যোপযোগী পরিশ্রম করিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং শস্য ও সেরূপ জন্মায় না; যৎকিঞ্চিৎ যাহা শস্যোৎপাদন হয়, তাহাও প্রজাবৎসল জমীদার মহাশয়দিগের অনুগ্রহে এবং ইংরাজরাজের স্বজাতিপোষক অবাধবাণিজ্য নীতির (*Free Trade Policy*) প্রভাবে, প্রায়ই

প্রজাদের ভোগে আইসে না ; কাজেকাজেই তাহারা আরও অস্থিচর্ম্মসার ও হীনবল হইতেছে, এবং কেহ কেহ বা অন্নাভাবে অকালে কালের করাল কবলে পতিত হইতেছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আধুনিক নিদান-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মত এই যে স্বল্প-বিরাম জ্বরও ম্যালেরিয়া সম্ভূত, সেই জন্য আর পৃথকভাবে উহার নিদান লিখিত হইল না।—সবিরাম জ্বরের নিদান ও কারণতত্ত্ব দেখ।

বর্ত্তমান স্যানিটারি কমিস্যনার বঙ্গদেশে গত ৫বৎসরের মৃত্যুসংখ্যার যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ এই স্থানে সন্নিবেশিত করা হইল। ইহা পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে ইহার মধ্যে বার আনারও অধিক লোকের এক জ্বররোগেই মৃত্যু হইয়াছে। জ্বর রোগ জনিত মৃত্যুসংখ্যা যে এই ৫ বৎসরই এরূপ অধিক হইয়াছে তাহা নহে, ইহা প্রতি বৎসরই এইরূপ হইয়া থাকে। জ্বররোগ জনিত মৃত্যুসংখ্যা মধ্যে যে অধিকাংশ লোকই ম্যালেরিয়া জ্বরে মরিয়াছে তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিবার আবশ্যক নাই।

	১৮৮৩ সাল।		১৮৮৪ সাল।	
কোনপীড়ায় মরিয়াছে।	মৃত্যুসংখ্যা।	প্রতি ১০০০এ কত।	মৃত্যুসংখ্যা।	প্রতি ১০০০এ কত।
ওলাউঠা।	৯০৪৩৯	১.৩৬	১৩৪৪২১	২.০৩
বসন্ত।	৯৭১৪	.১৪	১৮৫৩৩	.২৮
জ্বর।	৯১৩৭৬৬	১৩.৮১	৯৬৬২৩৩	১৪.৬১
উদরাময়।	৫৫২৭০	.৮৩	৫৮৩৭৬	.৮৮
আঘাত।	২৩৬৭০	.৩৫	২৪৬৭৩	.৩৭
অন্যান্যপীড়া।	১৫২৮১৭	২.৩০	১৭৬৩৭৩	২.৬৬
সমষ্টি।	১২৪৫৬৭৬	১৮.৮২	১৩৭৮৬১০	২০.৮৩

কোনপীড়ায় মরিয়াছে।	১৮৮৫ সাল। মৃত্যুসংখ্যা।	১৮৮৫ সাল। প্রতি ১০০০এ কত।	১৮৮৬ সাল। মৃত্যুসংখ্যা।	১৮৮৬ সাল। প্রতি ১০০০এ কত।	১৮৮৭ সাল। মৃত্যুসংখ্যা।	১৮৮৭ সাল। প্রতি ১০০০এ কত।
ওলাউঠা।	১৭৩৭৬৭	২.৬২	১১৮৩৬৮	১.৭৮	১৭২৫৭৮	২.৬২
বসন্ত।	৯৮৬৩	.১৪	৪০৪৯	০৬	৩৮৪৬	.০৫
জ্বর।	,০৪২১৪২	১৫.৭৫	১০৫৭২৯৬	১৫.৯৭	১০৮৭৭৬৮	১৬.৪৪
উদরাময়।	৬৩৮০৮	৯৬	৫৫৬৯৩	.৮৪	৫৬৮৯৩	৮৫
আঘাত।	২৮৯৫৬	·৪৩	২৯০৮১	.৪৩	২৬৬৩০	.৪১
অন্যান্যপীড়া।	১৮২০৯	২.৮১	১৯০৮১৮	২.৮৮	২০৪৮১৩	৩ ০৮
সমষ্টি।	১৫ ৪৭৪৫	২২.৭৪	১৪৫৫৩০৫	২১.৯৯	১৫৫২৫২৮	২৩.৪৬

* স্যানিটারি কমিসনারের এই তালিকায় স্থানে স্থানে ভুল দেখা যায়, আমরা উহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া অবিকল বঙ্গানুবাদ করিয়া দিলাম।

— o —

সবিরাম জ্বর।

AGUE.—INTERMITTENT FEVER.

প্রকৃতি—সবিরাম জ্বর ম্যালেরিয়া বিষোদ্ভূত। এই জ্বরে—জ্বর এবং বিজ্বর, এই দুইটি অবস্থাই সুস্পষ্ট প্রকাশ থাকে। জ্বরের সময় শীত, উত্তাপ এবং ঘর্ম্ম, এই তিনটি অবস্থা বর্ত্তমান থাকে। আবার বিজ্বর অবস্থায় রোগী অনেকটা সুস্থতা অনুভব করে। বিজ্বর অবস্থার অবস্থিতিকাল অনুসারে ইহার দৈনিক, দ্বৈহিক, ত্রৈহিক প্রভৃতি নামকরণ হইয়াছে।

নিদান—ম্যালেরিয়া-জ্বরের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে অতি পূর্ব্ব-কাল হইতে নানাবিধ মত উদ্ভাবিতও হইয়াছে এবং বিনষ্টও হইয়াছে। ইউরোপীয় চিকিৎসা-গুরু হিপক্রেটিস্ বহুকাল পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"The spleen of those who drink the water of the marshes become enlarged and hard" যাহারা জলাভূমির জল পান করে তাহাদের প্লীহা কঠিন ও বর্দ্ধিত হয়। ডাক্তার রাজেস্ (*Dr. Rhazes*) হিপক্রেটিসের মত অনুমোদন করিয়া অধিকন্তু বলিয়াছেন—"Fevers were generated from the same cause" (*Parke's Practical Hygiene*) ঐ কারণ হইতে জ্বরও উৎপন্ন হয়। ডাক্তার মেক্লিন্, কোয়েন্স্ ডিক্সনারি অফ্ মেডিসিন্ (*Quain's Dictionary of Medicine*) নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে ম্যালেরিয়া শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"Malaria is an earth-born poison, generated in soils, the energies of which are not expended in the growth and sustenance of healthy vegetation. By almost universal consent, this poison is the cause of all types

of intermittent and remittent fevers, commonly called malarial, and of the degeneration of the blood and tissues resulting from long residence in places where this poison is generated" ম্যালেরিয়ার বিষ—ভূমি হইতেই উৎপন্ন হয়। ঐ সকল ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কেবলমাত্র গুল্মাদি উৎপাদন করিয়াই নিস্তেজ হয় না। ইহা এক্ষণে সর্ব্ববাদী সম্মত যে ঐ বিষ হইতেই সবিরাম এবং অবিরাম জ্বর উৎপন্ন হয়; ইহাকেই সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া বিষোদ্ভূত জ্বর বলে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানে বাস করিলে শরীরস্থ শোণিত এবং তন্তু সকল অপকৃষ্টতা লাভ করে। মৃত রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে যে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন তাহার এক স্থানে বলিয়াছেন—"The type of fever met with in the epidemic districts is solely due to a something in the soil, and the condition most favourable to the development of that something is excessive or abnormal humidity of the soil. The cause which operates most powerfully to produce that condition is impeded drainage" ম্যালেরিয়া প্রধান দেশে যে প্রকৃতির জ্বর হইতে দেখা যায়, তাহার বিষ, ভূমি হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং জল নিকাশের পথ বন্ধ হইয়া ঐ সকল জমির আভ্যন্তরিক আর্দ্রতা বৃদ্ধি হওয়াই ঐ বিষোৎপাদনের প্রধান সহকারী কারণ। ডাক্তার কিপ্যাক্স তাঁহার জ্বরচিকিৎসা নামক বিখ্যাত পুস্তকের একস্থানে বলিয়াছেন—

"Up to the present time but little is known of the exact nature of malarial poison. Many theories have been advanced concerning it, since the dawning of the

present century. Some of the older observers believed that it was the result of the decomposition of vegetable organism, and existed in a *gaseous* form. Others attributed it to *subterranean* exhalations. A few declared it to be a *Specific* poison having no tangible chemical or microscopical constituents. Some believed it to be of a *vegetable* nature, while others contended with Armand, that the thermo and electro-hygrometric phenomena of the atmosphere constituted the remote causes of fever These conjectures all remain unproven, and we are as yet in doubt concerning the natnre and working of the malarial poison." ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থিরসিদ্ধান্ত হয় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দির প্রথম হইতেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ মত উদ্ভাবিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন লেখকগণ বলেন উদ্ভিজ্জ পদার্থের পচন প্রক্রিয়া হইতেই এই বিষ উৎপন্ন হইয়া বাষ্পাকারে অবস্থিতি করে। কেহ কেহ বলেন ভূমির অভ্যন্তর হইতে একপ্রকার বাষ্প নির্গত হয় যাহা হইতেই ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন হয়। কাহারও বা মত ইহা এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট বিষ হইতে উৎপন্ন হয়—যাহার কোন প্রকার রাসায়নিক বা আণুবিক্ষণিক পরমাণু দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ বা আবার বলেন উদ্ভিজ্জাণু হইতেই এই বিষ উৎপন্ন হয়। কাহারাও বা আর্ম্মেণ্ডের সহিত এক মত হইয়া বলেন বায়বীয় উত্তাপ, আর্দ্রতা প্রভৃতিই এই বিষোৎপাদনের গৌণ কারণ। মোট কথা উপরে যে সমস্ত আনুমানিক কারণের উল্লেখ করা হইল তাহার একটিও উত্তমরূপে সপ্রমাণিত হয় নাই. সেই জন্যই

আমরা ম্যালেরিয়ার প্রকৃতি এবং কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অন্ধকারে আছি। পুরাতন রোগ মাত্রই এইরূপ অনিশ্চিত কারণের উপরে স্থাপিত।

আধুনিক মতে, সংক্রামক-পীড়া মাত্রই নির্দ্দিষ্ট বীজ (*Germ*) হইতে উৎপন্ন হয়; এই মতই এক্ষণে চিকিৎসাজগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল; আমরা এই স্থানে তাহার সংক্ষেপ আলোচনা করিব। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে রোম নগরস্থ বিখ্যাত অণুবিক্ষণ-যন্ত্র-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত লিউয়েন্-হোয়েক্ (*Leuwenhoek*) সংক্রামক বীজ (*Contagium-vivum*) হইতে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়, এই মত সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে এই ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র জীবাণু সকল অবলোকন করেন, কিন্তু উহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করেন নাই, এবং তাঁহার বহুকাল পর পর্য্যন্তও অন্য কেহই এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসিস্ দেশীয় বিখ্যত প্রকৃতি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ড্যাভেইন্ বিশেষ পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন এই জীবাণু সকল উদ্ভিজ্জ জাতিভুক্ত (*Vegetable-nature*); এই জীবানুদিগকে ব্যাক্টীরিয়া (*Bacteria*) বলে। তিনি আরও বিশেষ আলোচনার দ্বারায় স্থির করেন যে এই আনুবীক্ষণিক জীবাণু (*Microscopic organisms*) হইতেই সংক্রামক পীড়া সকল উৎপন্ন হয়। যদিও আজও পর্য্যন্ত এই মত লইয়া চিকিৎসাজগতে মহা আন্দোলন চলিতেছে বটে, কিন্তু অন্যান্য সকল মত অপেক্ষা জীবাণুসম্ভূত মতই অধিকতর প্রবল ও সমাদৃত হইয়াছে। প্যাষ্টিউর্, কচ্, (কো ?) ফেলট্জ্, টিণ্ডাল প্রভৃতি অনুবীক্ষণ-যন্ত্র-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ড্যাভেইনের মতেরই পোষকতা করেন এবং ব্যাক্টীরিয়া জীবাণুকেই রোগোৎপাদক কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। ডা: বীল বলেন, রোগোৎপাদক বীজ দুই

জাতীয়, কতকগুলি জান্তব জাতিভুক্ত (*animal organism*), যাহাদিগকে বায়োপ্লাষ্ট্ (*Bioplast*) বলে। তিনি তাঁহার ডিজিজ্ জার্ম্স্ (*Disease Germs*) নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—Every germ, whether vegetal or animal, for there are both, every germ comes from animal or germinal matter and from this only; it is an independent particle of germinal or living matter. It may be of extreme minuteness, even less than the hundredthousandth part of an inch in diameter, but,it living matter it is a germ. This minute living speck may take up lifeless or dead matter and convert it into living matter like itself, and thus grow It may then divide and subdivide so as to multiply a millionfold within a few hours."

প্রত্যেক রোগোৎপাদক বীজই জান্তব কিম্বা উদ্ভিজ্জ জাতিভুক্ত, এবং ইহারা প্রত্যেকেই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন জীবন বিশিষ্ট পদার্থ। ইহারা অতীব ক্ষুদ্রকায়, এমন কি এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের এক এক ভাগ মাত্র, কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা জীবন-বিশিষ্ট রোগোৎপাদক বীজ। এই ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র জীবন-বিশিষ্ট পদার্থ, জীবনহীন বা মৃত পদার্থ অবলম্বন করিয়া তাহা হইতেই বর্দ্ধিত হয়। তাহার পর ইহারা নিজ নিজ শরীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষাধিক সংখ্যায় উৎপন্ন হয়। তিনি আরও বলেন—"There is no possibility of identifying the different kinds of bioplasmic matter under the miscroscope; the most minute living particles of a living vegetable organism

exactly resemble those of an animalcula." উদ্ভিজ্জ এবং জান্তব উভয়বিধ বীজই এরূপ সদৃশ যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও উহাদিগের বিভিন্নতা নির্ণয় করা যায় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাক্‌টীরিয়া এবং বায়োপ্ল্যাষ্টের ভেদ নির্ণয় না হইলেও এসেটিক্‌-এসিড সংযোগে তাহা অনায়াসে নির্ণীত হয়। জান্তব পদার্থ মাত্রেই এসেটিক-এসিড সংযোগে বিবর্ণ হইয়া যায়, উদ্ভিজ্জ পদার্থ কিন্তু সেরূপ হয় না। এই অকাট্য প্রমাণের দ্বারায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উদ্ভিজ্জ জাতিভুক্ত ব্যাক্‌টীরিয়া হইতেই ম্যালেরিয়ার বিষ উৎপন্ন হয়।

এই ব্যাক্‌টীরিয়া জীবাণু সকল অতীব ক্ষুদ্রকায়, ইহাদের প্রত্যেকের দেহভার '০০০০২৪২২৮৭৮৯৫ গ্রেণ মাত্র। অন্যান্য ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র জীবানুদিগের ন্যায় ইহারাও নিজ নিজ দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বজাতি সম্বর্দ্ধন করিয়া থাকে। ডাক্তার কিপ্যাক্স্‌ তাঁহার পুস্তকে ব্যাক্‌টীরিয়া সম্বন্ধে যে সারসংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল—When a *bacterium* has grown to about double its ordinary dimensions, constriction takes place at the middle and it is broken in two. Each half following the patent cell reaches maturity in a short time, and similarly divides. So rapidly may this division be performed that in one hour the separation may be completed. Other things being equal the warmer the atmosphere the more rapidly does the division proceed. With a lowering temperature it becomes slower and finally ceases at the neighbourhood of the freezing point." ব্যাক্‌টীরিয়া জীবাণু স্বাভাবিক আকারের দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবার

পরেই তাহাদের শরীরের মধ্যস্থল সঙ্কুচিত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। নবোৎপাদিত ব্যাক্‌টীরিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিপক্ব হয় এবং পূর্ব্বমত প্রণালীতে নিজ শরীর বিভক্ত করিয়া নূতন ব্যাক্‌টীরিয়া উৎপাদন করে। অনেক সময়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। বায়বীয় শীতলতা যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই ইহাদিগের পরিবর্ত্তন কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিবে, এবং জল জমিয়া বরফ হইবার মত শীতল স্থানে, বিভাগ ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। বায়বীয় শীতোষ্ণের পরিবর্ত্তনে ব্যাক্‌টীরিয়া জীবাণু নিস্তেজ হইলেও বিনষ্ট হয় না, তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া শুষ্ক (*dessication*) হইলে তাহারা বিনষ্ট হইতে পারে। পরিপক্ব ব্যাক্‌টীরিয়া অপেক্ষা ক্ষুদ্র ব্যাক্‌টীরিয়া অধিক পরিমাণে বায়বীয় পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে সক্ষম হয়। "*Ozone* affects *bacteria* by arresting their formation, while Carbonic-Acid temporarily paralizes them. Boracic-Acid kills them by depriving them of oxygen ; and one twentieth per cent of Carbolic-Acid will effectually prevent their development." ওযোন্ বা ঘনীভূত অম্লজান থাকিলে ব্যাক্‌টীরিয়াদিগের জনন বন্ধ হইয়া যায়। কার্‌বণিক্-এসিড ইহাদিগকে কিছুদিনের জন্য অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখে। বোরাসিক্-এসিড্, অম্লজান নষ্ট করায়, ইহারা বিনষ্ট হয়। কুড়ি ভাগ কারবলিক্ এসিড্ আশি ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যাক্‌টীরিয়ার উপর নিক্ষেপ করিলে তাহাদিগের জনন ও পরিবর্দ্ধন একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।

"Bacteria receive their nutriment and respire by 'endosmotic absorption.' They require a certain amount of *water*, *oxygen*, *carbon*, and *nitrogen*, as nutrient material,

and a certain average degree of temperatuıe for germination.” অন্তর্বাহ এবং বহির্বাহ প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যাক্‌টীরিয়া জীবাণু নিজ পোষণোপযোগী খাদ্য এবং বায়ু আহরণ করে। তাহাদিগেব পোষণের জন্য কতকপরিমাণে অম্লজান, অঙ্গার, যবক্ষারজান এবং জল প্রয়োজন হয় এবং ইহাদের জীবন ধারণের জন্য কতক পরিমাণে উত্তাপ আবশ্যক হয়। ব্যাক্‌টীরিয়া সকল জলে, স্থলে এবং শূন্যে, সর্ব্বত্রই বিচরণ করে। কোন দ্রব্যের পচন প্রক্রিয়া আরম্ভ হইলে সেই স্থানে উহারা দলবদ্ধ হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। কতকপরিমাণে উত্তাপ, আর্দ্রতা, বায়ু এবং উদ্ভিজ্জ বা সেন্দ্রিয় পদার্থের পচন প্রক্রিয়া ভিন্ন ইহাদিগের জনন বা পরিবর্ত্তন হয় না; ব্যাক্‌টীরিয়া জীবাণু সকল সাধারণতঃ এই নিয়মের অধীন। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যাক্‌টীরিয়া হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পীড়া উৎপন্ন হয়। যে প্রকৃতির ব্যাক্‌টীরিয়া হইতে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয় তাহাকে ব্যাসিলাস্-ম্যালেরী, (*Bacillus Malariæ*) বলে। এই স্থলে আমরা ব্যাসিলাস-ম্যালেরী নামক জীবাণুদিগের সংক্ষেপ আলোচনা করিব। ব্যাক্‌টীরিয়া সম্বন্ধে যে সকল সাধারণ নিয়মের আমরা এইমাত্র আলোচনা করিলাম, তদ্ব্যতীত ব্যাসিলাস্-ম্যালেরী জীবাণু সম্বন্ধে যাহা কিছু বিশেষ নিয়ম আছে এই স্থলে তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইবে মাত্র।

ব্যাসিলাস্-ম্যালেরী নামক জীবাণু হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন হয়। এই মত আপাততঃ চিকিৎসা-জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। ইতালি দেশস্থ অনুবীক্ষণ-যন্ত্র-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, অধ্যাপক ক্লেব্‌স্ (*Klebs*) এবং অধ্যাপক টমাসী ক্রুডেলী (*Thomassi Crudeli*) ম্যালেরিয়া দেশস্থ ভূমির মৃত্তিকা, ঐ স্থানের বায়ু এবং ম্যালেরিয়া-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শোণিত, অনুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারায় পরীক্ষা করিয়া তাহাতে ব্যাসিলাস্-

ম্যালেরী নামক জীবাণু সকল বিচরণ করিতে সুস্পষ্টরূপে দেখিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ আলোচনা সম্বন্ধে মেডিকেল্ টাইমস্ এবং গেজেট্ (*Medical Times and Gazette*) নামক পত্রিকা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"They first succeeded in producing the symptoms of malarial poisoning in animals by injection of watery extracts from the marshy soil. They then proceeded, by the process called 'fractional cultivation,' to isolate the *active material, that is the true generator of the disease* supposed to be a living organism. Lastly they isolated the organisms by filtration, and comparing the results obtained in injections of the filtrate with those produced by the residue containing the organism, they proved that the poison of the malaria resides in these." তাঁহারা প্রথমে ম্যালেরিয়া প্রধান দেশস্থ জলাভূমির মৃত্তিকা হইতে জলীয় অংশ নির্গত করতঃ তাহা সুস্থদেহে প্রবেশ করাইয়া ম্যালেরিয়া-জ্বরের লক্ষণসমূহ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ঐ জলীয় অংশ হইতে রোগোৎপাদক বীজ (ব্যাসিলাস্-ম্যালেরী) ছাঁকিয়া রাখিয়া সেই জল সুস্থদেহে প্রবেশ করাইলে কোনপ্রকার রোগজ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। অবশেষে যে অংশ ছাঁকিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা সুস্থদেহে প্রবেশ করাইলে সবিরাম জ্বরের সমস্ত লক্ষণই উৎপন্ন হইয়াছিল। এই পরীক্ষার ফল হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে ঐ জীবাণু হইতেই ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন হয়। "The fungi obtained appeared as small rods of 0.002 to 0.007 millimetre in length, growing into long twisted

threads. The fungus is markedly aerobiotic. If air is excluded, it dies out. The injection of these fungi, true *bacillus-malariae* into the healthy animals, always gives rise to symptoms of intermittent fever, with enlargement of the spleen, etc." ব্যাসিলাস্ জীবাণুদিগের দেহের আকৃতি ক্ষুদ্র যষ্টির ন্যায়, এবং ইহারা প্রত্যেকে দীর্ঘে ০০০০৭৯৪ হইতে ০০০০২৭৭৯ ইঞ্চি মাত্র। ইহারা বায়ুভুক, বায়ু ভিন্ন কোন প্রকারেই জীবন ধারণ করিতে পারে না, [সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম জীবও যে বায়ু ভিন্ন বাঁচিতে পারে না ইহাদ্বারা তাহাই সপ্রমাণিত হইতেছে]। এই জীবাণু সুস্থ-দেহে প্রবেশ করাইলে সবিরাম-জ্বর উৎপন্ন হয় এবং প্লীহা বর্দ্ধিত হয়। ঐ পত্রিকায় পুনরপি লিখিত হইয়াছে—

"Later, Cuboni and Marchiafava at Rome, have been able to demonstrate spores and *bacilli* in the spleen, the marrow, and blood of three persons who died of pernicious fever, showing the same characters as those observed by Klebs and Crudeli. Dr. Sternberg's experiments with swamp mud taken from the suburbs of New Orleans fully corroborate those of the Italian physicians." ইহার কিছুদিবস পরে রোমনগরস্থ অণুবীক্ষণ-যন্ত্র-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কুবনি এবং মারকিয়াফাভা দূষিত ম্যালেরিয়া-জ্বরের মৃত তিনটি শবদেহ অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের শোণিতমধ্যে, প্লীহাতে এবং অস্থি-মজ্জাতে ব্যাসিলাস-জীবাণু সকল অবলোকন করিয়াছিলেন, এবং ক্লেব্স্ ও ক্রুডেলী ঐ জীবাণুসম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই মতই দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। ডাক্তার ষ্টারণ্বার্জ নিউঅরিলিন্স্

দেশস্থ জলাভূমির আর্দ্র মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া ইতালি দেশস্থ পরীক্ষকদিগের মত আরও দৃঢ়তর করিয়াছেন। ইহার পর ফরাসিস্ দেশীয় ডাক্তার রিচার্ড ও ল্যাভারন্ এই বিষয় পরীক্ষা করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহারও কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল। Impoitant observations have still more recently been made by Laveran and Richard in France. The former noticed a peculiar though differently foimed oiganism, possessing very remarkable characters, invariably present in the blood of malarial fever patients ; while the latter found the special habitat of the parasite to be the red corpuscles of the blood." পূর্ব্বোল্লিখিত পরীক্ষার পরে ফরাসিস্-দেশীয় ডাক্তার লাভিরান্ এবং ডাক্তার রিচার্ড ম্যালেরিয়া-জ্বরগ্রস্ত রোগীর দেহস্থ শোণিত পরীক্ষা করেন। ডাক্তার রিচার্ড তাহাদের শোণিতস্থ লোহিত-কণিকা মধ্যে ব্যাসিলাস্-জীবাণুসকল বিচরণ করিতে দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার রিচার্ড কিন্তু ইহাদের আকৃতি সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ কিপ্যাক্স্ বলেন—

"The theory that is now attracting the most attention and which thus far appears the most rational is, that which attibutes all malarial disease, to the presence and geimination of a special fungus, the bacillus-malariæ in the blood." ম্যালেরিয়া-বিষোদ্ভূত পীড়া মাত্রই যে ব্যাসিলাস্-ম্যালেরী নামক জীবাণু হইতে উৎপন্ন, এই মতই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় এবং সেই জন্যই ইহা চিকিৎসা জগতের মন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট করিয়াছে। তিনি আরও বলেন—

"The preponderance of testmiony from recent investigations tends to strengthen the theory of the parasitic origin of the intemittents, and points to the bacillus-malariæ as the cause." আধুনিক অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে তদ্দ্বারা ব্যাসিলাস্-ম্যালেরী নামক জীবাণু হইতেই যে সবিরাম-জ্বর উৎপন্ন হয় এই মত দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। রোমনগরস্থ অধ্যাপক টমাসি ক্রুডেলী, প্রেগ্ দেশস্থ অধ্যাপক ক্লেবস্, অল্‌জীরিয়া দেশস্থ অধ্যাপক লেভিরান্, আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ দেশস্থ অধ্যাপক অস্‌লার্,বোম্বাই প্রদেশস্থ অধ্যাপক ভেণ্ডারিক্ কার্‌টার্ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ বহুল আয়াস সহকারে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ব্যাসিলাস্-ম্যালেরী নামক জীবাণু হইতেই ম্যালেরিয়া-জ্বর উৎপন্ন হয়, এবং এই মতই বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসা-জগতের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে একাল পর্য্যন্ত যে সকল মত উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনটিই এরূপ চাক্ষুষ প্রমাণের উপর স্থাপিত হয় নাই; সেই জন্যই এই মত অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই স্থলে আমরা ম্যালেরিয়ার উত্তেজক বা সহকারী কারণ সম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ করিব।

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্যাক্‌টীরিয়া জীবাণুদিগের পরিবর্দ্ধন এবং জনন হইবার জন্য কতক পরিমাণে উদ্ভিদ্ বা সেন্দ্রিয় পদার্থের পচন বা উৎসেচন প্রক্রিয়া, আর্দ্রতা, উত্তাপ, এবং অল্প পরিমাণে বায়ু নিতান্ত আবশ্যক, ইহার কোনটির অভাব হইলে তাহাদের জনন এবং পরিবর্দ্ধন বন্ধ হইয়া যায়। ম্যালেরিয়ার জনন সম্বন্ধে পার্কস্ প্র্যাক্‌টিক্যাল্ হাইজিন্

(*Parke's Practical Hygiene*) নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে—It is associated with some kind of decomposition or fermentation going on in the soil, especially when conditions come together of organic matter in the soil, of moisture, heat and limited access of air." যে সময়ে জমিতে কোনপ্রকার পচন বা উৎসেচন ক্রিয়া উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ যখন কোনপ্রকার সেন্দ্রিয় পদার্থের পচন-প্রক্রিয়ার সহিত আর্দ্রতা, উত্তাপ এবং অল্প পরিমাণে বায়ু একত্রীভূত হয়,সেই সময়েই ম্যালেরিয়া জননের বিশেষ সুবিধা হয়। সুবিখ্যাত নিদান-শাস্ত্র-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার এটকিন্স্ বলেন—"The connection of a given class of disease,—represented by Remittent and Intermittent fever—with marshy districts is now distinctly established and generally recognised." যে স্থানে যে সংখ্যায় জলাভূমি বর্ত্তমান থাকে সেই স্থানে তত অধিক পরিমাণে সবিরাম এবং অবিরাম-জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অধ্যাপক ম্যাক্স্-ভন্-পেটেন্‌কফার বলেন—"humidity of the soil is a necessary factor in the etiology of fever epidemic." কোন একটি স্থানে জ্বররোগ প্রবল হইবার জন্য ঐ স্থান আর্দ্র থাকা নিতান্ত আবশ্যক, তদ্ভিন্ন ঐ স্থান ব্যাপিয়া ম্যালেরিয়া জ্বর প্রবল হয় না। হলাণ্ড প্রদেশের রোসামণ্ড নগরস্থ ডাক্তার ফাণ্ডসান্ ম্যালেরিয়া জ্বর সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহাতে বলিয়াছেন—"I consider malaria to be an exhalation from the soil." ম্যালেরিয়ার বিষ জমি হইতেই উৎপন্ন হয়। ডাক্তার ট্যানার বলেন—"They prevail most in swamps and fens, and have been banished from many parts of England by

drainage." জলাভূমির নিকটবর্ত্তী স্থানেই ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত হওয়া অবধি ইংলণ্ডের অনেক স্থান হইতেই ম্যালেরিয়া বিদূরীত হইয়াছে। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন—"Thorough ditching and draining, with steady cultivation of soil, prevents any prolonged generation of malaria in the majority of marshes" জলাভূমির আবাদ এবং তাহার জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত হইলে সেই সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার দীর্ঘকালব্যাপী জনন এবং পরিবর্দ্ধন বন্ধ হইয়া যায়।

বর্দ্ধমান বিভাগে যে সময় ম্যালেরিয়া-জ্বরের দারুণ প্রাদুর্ভাব হইয়া- ছিল সেই সময় ডাক্তার পেইন্ বর্দ্ধমান সহরের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া যে মন্তব্য লেখেন তাহাতে বলিয়াছেন—"that a fatal form of fever has had of late years, become *endemic*, with *seasonal outbreaks* of extreme severity, over a large tract of the country formerly healthy, and which was owing to some change gradually at work, in the physical condition; such as the gradual conversion of a well-drained and healthy tract to the condition of fens and swamps. This is said to have been caused by some watercourse formerly navigable by large boats, becoming gradually shallow, and filled up, the evil being greatly accelerated by the embankment of the river Domoodar, causing obstruction to the drainage of the village." এই সকল পূর্ব্বতন স্বাস্থ্যকর স্থানে জল নিকাশের পথ বন্ধ হওয়ায় জলাভূমির সংখ্যা এবং দেশের আর্দ্রতা বৃদ্ধি হইয়াই কিছু দিন হইতে এক

প্রকার স্থানীয় জ্বর অতি প্রবলবেগ ধারণ করতঃ সময়ে সময়ে প্রকাশ হয় এবং ইহাতেই বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যু হইতেছে। পূর্ব্বে যে সকল নদীতে নৌকা চলাচল করিত এক্ষণে তাহা প্রায় মজিয়া গিয়াছে, তাহার উপর দামোদরের বাঁধ বাঁধিয়া দেওয়ায় জল নিকাশ হইবার অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিয়া ঐ সকল স্থানে জ্বর রোগের এইরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে। অসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জন দীনবন্ধু দত্ত ঐ সময়ে বর্দ্ধমানের সরকরি চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন—"That obstructed drainage, and a water-logged sub-soil, were the causes of the Burdwan Epidemic. Navigable khals have been converted into a number of isolated tanks, main drains were obstructed, and out-breaks of fever were simultaneous with these obstructions." জল নিকাশের পথ বন্ধ হইয়া জমির অভ্যন্তর জলপূর্ণ এবং আর্দ্র থাকাতেই বর্দ্ধমান বিভাগে বহুব্যাপক জ্বররোগের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল নদীতে নৌকা চলিত এক্ষণে তাহা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে পরিণত হইয়াছে, জলনিকাশের প্রধান পথ সকল বন্ধ হইয়াছে এবং তাহার সহিতই জ্বররোগেরও প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। দীনবন্ধু বাবু তাঁহার মত সমর্থন করিবার জন্য এই মন্তব্যের সহিত ঐ সকল স্থানের একখানি ভূচিত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। হুগলি বিভাগে যে সময় ম্যালেরিয়া জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয় সেই সময় শ্রীরামপুরের সিভিল্ সার্জ্জন ডাক্তার গ্রীন্ হুগলি জেলার জজ সাহেবের নিকট যে রিপোর্ট পাঠান তাহাতে বলিয়াছেন—"From observations made during my visits to some of the fever-stricken places, I have come to the conclusion that the epidemic fever is due to

interference with the natural drainage of the infested localities." ম্যালেরিয়া প্রধান কতকগুলি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে স্বাভাবিক জলনিকাশের পথ বন্ধ হইয়াই ঐ সকল স্থানে জ্বর রোগের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ঐ সময়ের ডেপুটি সার্জ্জন জেনারেল কলিকাতা মেডিকেল কালেজের তাৎকালীন অধ্যক্ষকে, ডাক্তার গ্রীনের মন্তব্যের উপর তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তার চেভার্স বলেন—"Good hygiene, free and steady use of *quinine, proper feeding and clothing, provision of hos*pital, and marsh drainage will check the evil as directly as water quenches fire." দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি, নিয়মিতরূপে কুইনিন্ ব্যবহার, রীতিমত আহার ও পরিচ্ছদের ব্যবস্থা, সরকারি চিকিৎসালয় স্থাপন,এবং জলাভূমির উদ্ধার ও জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করিলেই—জল নিক্ষেপ করিলে যে রূপ অগ্নি নির্ব্বাণ হয়—সেইরূপ জ্বর রোগেরও হ্রাস হইবে। মৃত ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানেই সরকারি চিকিৎসকের পদে কার্য্য করিয়া ঐ সম্বন্ধে যে মন্তব্য লেখেন তাহাতে বলিয়াছেন—"These fevers are due, in my humble opinion, to exhalation of malaria at certain periods of the year, from excessive moisture of the soil or sub-soil, close to human habitation. The moisture is caused by obstruction of the watercourses or natural drainage of villages by Bunds, Embankments, or the Railway lines. * * * —the generation of malaria or the fever-poison in Bengal is in direct proportion to the moisture of the soil, and

the atmospheric temperature, or solar heat causing its evolution from the said soil.” আমার বিশ্বাস—বাঁধ ও রেলের রাস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দেশের জল নিকাশ হইবার পথ সকল বন্ধ হইয়া লোকের বাটীর নিকটস্থ জমি অত্যন্ত আর্দ্র থাকাতেই বঙ্গদেশে এরূপ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যে স্থান যে পরিমাণে আর্দ্র থাকে এবং যেখানে সূর্য্যের উত্তাপ যেরূপ প্রখর হয়, সেই স্থানে ততই অধিক ম্যালেরিয়া-জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন—“The direct cause of fever being traced to local defective drainage causing excessive dampness, and measures for its prevention would lead to the prevention of the disease itself.” জল নিকাশের পথ বন্ধ হইয়া দেশ আর্দ্র হওয়াই যখন জ্বর রোগ বৃদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ তখন জল নিকাশ হইবার উপায় হইলেই রোগেরও হ্রাস হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীগণ সময়ে সময়ে এই সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকের গোচরার্থে তাহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল। ইংরাজী ১৮৬৮ সালের স্বাস্থ্য-বিবরণীতে ডাক্তার স্মিথ্ বলিয়াছেন, “There is constant connection between humidity of soil and high rate of sickness.” জমির আর্দ্রতা বৃদ্ধির সহিত (জ্বর) রোগ বৃদ্ধির সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ঐ বিবরণীর স্থানান্তরে বলিয়াছেন—“The fever of Bengal districts is beyond all doubt an endemic malarial disease due to local causes, chiefly want of drainage, partial and complete stagnation of the soil

with moisture.” বঙ্গদেশে সচরাচর যে প্রকৃতির জ্বর দেখিতে পাওয়া যায় তাহা যে নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়া-বিষোদ্ভূত স্থানীয় জ্বর, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই; এবং জল নিকাশের পথ বন্ধ হইয়া জমি সকল অত্যন্ত আর্দ্র থাকা বশতঃই এইরূপ জ্বর হইয়া থাকে। ইংরাজি ১৮৭৪ সালের স্বাস্থ্য-বিবরণীতে ডাক্তার কোট্‌স বলিয়াছেন—“Drain the land so that the rain runs quickly off, or keep the sub-soil water so far from the surface soil, that the under-soil does not remain damp, decomposing, and evaporating, and healthy people are the result.” জল নিকাশ হইবার পথ এরূপ পরিষ্কার করিয়া দাও যাহাতে বৃষ্টি হইবামাত্র ঐ জল বাহির হইয়া যায়, কিম্বা এমন কোন উপায় কর যাহাতে জমির নিম্ন-স্তরের জল উপরিভাগে উঠিতে না পারে, কিম্বা তাহা আর্দ্র থাকিয়া উহার অভ্যন্তরে উৎসেচন ক্রিয়া হইয়া বাষ্প নির্গত হইতে না পারে, তাহা হইলেই দেশ স্বাস্থ্যকর হইবে সন্দেহ নাই। “ইংরাজি ১৮৭৮ সালের স্বাস্থ্য-বিবরণীতে ডাক্তার মেক্লিয়ড্‌ বলিয়াছেন—“Nothing in the etiology of malarial fever is more certain than that excess of rain or inundation is followed by excessive prevalence of a fatal type of fever.” অতিশয় বৃষ্টি বা বন্যার পরেই যে সাংঘাতিক জ্বররোগ প্রবল হইতে দেখা যায় এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদিগের আর একজন স্যানিটারি কমিসানার ডাক্তার গ্রেগ্‌ ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অতি অল্প দিন হইল যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন—“In all countries experience points to drainage as the chief preventive of fever epidemics, and shows that the population of towns

have grown in health and comfort, with the progress of drainage and reclamation." সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় যে জলা ভূমির উদ্ধার এবং জল নিকাশের উত্তম বন্দোবস্ত হইলেই জ্বররোগের হ্রাস হয় এবং লোক সমূহের স্বাস্থ্য এবং সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন—"There can be no doubt whatever that a humid soil is proverbially unhealthy, and marshy and water-logged lands have been recognised the world over, as a cause of paroxysmal fever." জমি আর্দ্র থাকা যে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই, এবং জলা ভূমিই যে ম্যালেরিয়া-জ্বরোৎপাদনের একটি প্রধান কারণ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ঐ মন্তব্যে তিনি প্রত্যেক মিউনিসিপ্যাল সভার সভ্যগণকে জল নিকাশের পথ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাসবাক্যে বলিয়াছেন—"But with steady perseverance there is no reason why, in ths course of a few years, the surface and sub-soil water which now saturates the areas of moffusil towns and villages may not be drawn off, and damp habitations thus rendered dry, and an amount of salubrity obtained which these localities have never known, If surface and sub-soil drainage accomplished nothing else, it would be worth all the money expended on it, as marking an *era* in the history of Indian Sanitation. But there can be no doubt whatever that improved health and better *phisique* would follow its introduction. Where now are to be seen wretched

beings of sallow and ghastly countenance, looking twice *their real age, with attenuated frames, shrunken limbs,* muscles thin and powerless, tongue of a silvery whiteness (certain index of a deadly marsh fever), pulse feeble and irregular, spleens and livers enormously enlarged, and pitiable languid gait, would be found men well-knit, with their muscles developed and their vital organs sound—altogether powerful, vigorous, healthy and happy." অটল অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিলে অল্প সময়ের মধ্যেই মফঃস্বলের সহর এবং পল্লিগ্রাম সমূহের ভূমির উপরিভাগের এবং তাহার অব্যবহিত নিম্নস্তরের জল বাহির করিয়া দিবার উপায় নিশ্চয়ই হইতে পারে এবং তদ্দ্বারায় ঐ সকল স্থানের আর্দ্রতা দূর করিয়া তথাকার সেঁত্-সেঁতে বাসস্থান সকল শুষ্ক করিয়া অভূতপূর্ব্বরূপে স্বাস্থ্যকর করা যাইতে পারে। জল নিকাশের পথ প্রস্তুত করিতে যে অর্থ ব্যয় হইবে, তদ্দ্বারায় অন্য কোন উপকার না হইলেও, ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য-রক্ষার ইতিহাসে যে ইহা একটি নূতন পরিচ্ছেদ হইবে, তাহাতেই ঐ ব্যয়ের স্বার্থকতা হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জল নিকাশ হইবার পথ প্রস্তুত হইলে লোকে সুস্থ ও সবলকায় হইবে, এবং জ্বরাজীর্ণ, শীর্ণকলেবর, রুগ্ন, প্লীহা-যকৃৎ-সর্ব্বস্ব, বালবৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য লোকের পরিবর্ত্তে নিশ্চয়ই সুস্থ, সবল, দৃঢ়কায় বলবান, সুখ স্বচ্ছন্দতা-পূর্ণ লোক দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঐ প্রবন্ধের উপসংহারকালে তিনি বলিয়াছেন—"Municipal Commissioners should be urged to do all in their power. and devote as much of the municipal income as they possibly can, towards

improving the drainage of their municipalities,—the only means by which the present enormous death-rate and sufferings from fever can be diminished, if not altogether prevented." প্রত্যেক মিউনিসিপাল সভার সভ্যগণকে বিশেষ অনুরোধ, তাঁহারা যেন নিজ নিজ অধিকারের ভিতর জল নিকাশের পথ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং মিউনিসিপাল আয় যতদূর সম্ভব এই কার্য্যেই ব্যয় করেন। এই কার্য্য সমাধা করিতে পারিলেই ঐ সকল স্থানের লোকসকলকে জ্বররোগের যন্ত্রণা এবং তজ্জনিত অকালমৃত্যু হইতে একেবারে রক্ষা করিতে না পারিলেও তাহার যে বিশেষরূপ লাঘব হইবে সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মৃত রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"Impeded drainage is one of the chief causes, if not the sole cause of epidemic fevers." জল নিকাশের পথ বন্ধ হওয়াই ম্যালেরিয়া-জ্বরোৎপাদনের একমাত্র কারণ না হইলেও নিশ্চয়ই তাহার একটি প্রধান কারণ।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশস্থ স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীগণ এ সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দুই একটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলের (Privy Council) চিকিৎসা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ডাক্তার সিমন্স্ বলিয়াছেন—"An undrained or damp state of soil in populous localities is dangerous to public health." বহু জনাকীর্ণ স্থানে জল নিকাশের সুব্যবস্থা না থাকিলে বা ঐ স্থান অত্যন্ত আর্দ্র থাকিলে তাহা সাধারণ স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি করে। সার রোনালড্ মার্টিন বলিয়াছেন [জ্বর-রোগ নিবারণ করিবার জন্য]—It is necessary that

the ground be thorougly drained leaving none of the characters of marsh" জল নিকাশ হইবার এইরূপ সুব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক যাহাতে জলাভূমির কোন চিহ্ন মাত্রও না থাকে। নিউইয়র্কদেশস্থ স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীগণ (Council of Hygiene) বলিয়াছেন—"That any marked degree of excess of humidity in any locality was, without exception, found to be associated with an excessive constant sickness-rate, and with all kind of contagion and infection" কোন একটি স্থানের আর্দ্রতা যতই অধিক বৃদ্ধি হয়—ঐ স্থানে পীড়া, বিশেষতঃ সংক্রামক এবং স্পর্শ-সংক্রামক রোগ সকল, সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। জল নিকাশের সুব্যবস্থা হইলেই যে ম্যালেরিয়ার মূলে কুঠারাঘাত করা হয় তাহা দেখাইবার জন্যই আমরা ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতদিগের মত উদ্ধৃত করিলাম।

এখন দেখা যাউক ইতিহাস এই বিষয়ে কিরূপ অকাট্য প্রমাণ দিতেছে। মহাত্মা হিপোক্রেটিস্ বলিয়াছেন, এবিডস্ (*Abydos*) নামক স্থানে বারম্বার জ্বররোগের মহামারি হইয়া ঐ স্থান একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পরামর্শানুসারে ঐ স্থানের জলাভূমির উদ্ধার এবং জল-নিকাশের পথ প্রস্তুত হওয়া অবধি তথায় আর জ্বর-রোগের সেরূপ প্রাদুর্ভাব হয় না, অধিকন্তু ঐ স্থান অতি স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। ডাক্তার ফার্গুসন্ বলেন ডামামারা নামক প্রদেশের জলাভূমি সকলে আবাদ হওয়া অবধি ঐ স্থান অতি স্বাস্থ্যকর হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল ভূমি আবাদ হইবার পূর্ব্বে উহা পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। ভারতবন্ধু পণ্ডিতবর ফসেট্কৃত অর্থতত্ত্ববিদ্যা

(*Political Economy*) নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে লিন্‌কলন্‌শায়ার নামক স্থানের দুই হাজার বর্গমাইল জলাভূমি আবাদ হইয়া অবধি ঐ স্থান উত্তম স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। লর্ড মেকলে বলিয়াছেন—"Two hundred years ago, when the soil round London was neither drained nor cultivated, and when the marshes of Cambridgeshire and Lincolnshire were covered during some months of every year by immense clouds of cranes, ague was a most fatal disease in England." দুই শতাব্দী পূর্ব্বে যখন লণ্ডন নগরের নিকটবর্ত্তী জমি সকল আবাদ হয় নাই ও ঐ সকল স্থানের জল নিকাশ হইবার সুবন্দোবস্ত ছিল না, এবং যে সময় কেম্ব্রিজশায়ার ও লিন্‌কলন্‌শায়ার দেশস্থ জলাভূমি সকল প্রতি বৎসরই কয়েক মাস ধরিয়া ক্রেণ পাছে পরিপূর্ণ থাকিত, সেই সময়ে ইংলণ্ড প্রদেশে অতীব সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া-জ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাস পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বলিয়া দিতেছে যে নর্ফোক্, সাফোক্, কেণ্ট, এসেক্স্, সোমারসেট্, হণ্টিংটন্, কেম্ব্রিজশায়ার, নটিংহাম, ইয়র্ক্‌শায়ার প্রভৃতি স্থান সকলের জলাভূমির আবাদ এবং তাহাদের জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত হওয়া অবধি ঐ সকল স্থান আশ্চর্য্যরূপে স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় স্থানেই যখন জলাভূমির আবাদ এবং জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত হইবার পর হইতে ঐ সকল স্থানের লোকেরা ম্যালেরিয়ার দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তখন জলাভূমির উদ্ধার এবং জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত হইলে বঙ্গদেশে কেনই বা ঐ রূপ সুফল না ফলিবে? কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশে জলাভূমির উদ্ধার এবং জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত কে করে! সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রধান

কর্ম্মচারীগণ জলাভূমির উদ্ধার এবং জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য সরকার বাহাদুরকে বৎসর বৎসর অনুরোধ করিতেছেন. কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। সিভিল-সার্ভিস-সাগর-মথিত সিমলা-শৈল-বিহারী শ্বেতপুরুষগণ সে কথায় একবারও কর্ণপাত করিলেন না—লোক মরিয়া গেলেই বোধ হয় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইবে এই সিদ্ধান্ত করিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া স্বাস্থ্য-নিবাসে (*Sanitarium*) বসিয়া আছেন। এদিকে প্রতি বৎসর লক্ষাধিক প্রজা ম্যালেরিয়ার দারুণ যন্ত্রণায় আকুল হইয়া অকালে কালের করাল কবলে পতিত হইতেছে। ভূতপূর্ব্ব স্যানিটারি কমিসনার ডাক্তার গ্রেগ্ বলিয়াছেন—"While reading through the annual reports of my predecessors, one of the points that struck me most forcibly, was the very large number of deaths which occur annually from fever (malarial), and the consequent diseases that in many instances follow fever, viz, *anæmia, diabetes, dropsy, enlargement of the spleen* &c Taking the last five years, it will be seen from the statement given below, that the death-rate, from fever, every year, was nearly three-fourths of the entire death-rate of the province, or more than twice as much as the death-rate of all the other diseases put together.

These facts are very startling, and when it is remembered that every death from fever probably represent twenty or more attacks, it will be seen what a very large proportion of the population must have

suffered." ভূতপূর্ব্ব স্যানিটারি কমিসনারদিগের বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করিবার সময়, ম্যালেরিয়া-জ্বরে প্রতি বৎসর যে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হয় এবং ঐ জ্বরের পরবর্ত্তী ফল-স্বরূপ রক্তদৌর্ব্বল্য, উদরী, বহুমূত্র, প্লীহাবৃদ্ধি প্রভৃতি যে সকল কঠিন পীড়া উপস্থিত হয়, সেই বিষয়ই আমার মন অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। গত পাঁচ বৎসরের মৃত্যু-সংখ্যার তালিকা [এই তালিকাই আমরা ১২৩।১২৪পৃঃ সন্নিবেশিত করিয়াছি] দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ঐ সময় মধ্যে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে তাহার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ লোকের, (অথবা অন্য সমস্ত পীড়া-জনিত মৃত্যু-সংখ্যার সমষ্টির দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক লোকের) এক জ্বর রোগেই মৃত্যু ঘটিয়াছে। যখন প্রত্যেক মৃত্যু-ঘটনাই অন্ততঃ বিংশতিবার জ্বরের পরিণাম বলিয়া মনে হয় তখন উপরোক্ত মৃত্যুসংখ্যার বিষয় ভাবিয়া দেখিলে, এ প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীগণ যে কি ভয়ানক জ্বররোগের যন্ত্রণা সহ্য করে তাহা স্মরণ করিতেও সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে।

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে সকলেই বোধ হয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে নিদান-শাস্ত্র, স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্যা, এবং ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যত দিন না জলাভূমির উদ্ধার এবং জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত হইবে তত দিন ম্যালেরিয়ার কোপ কোন মতেই নিবারণ হইবে না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, একাল পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুর এ বিষয়ের বিশেষ কোন উপায় করিলেন না। প্রজার জীবন রক্ষা করা রাজা এবং জমিদারদিগেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত; রাজা যখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না, জমিদার মহাশয়েরা কি অনুগ্রহ করিয়া এই মহৎ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার যন্ত্রণা নিবারণ ও

তাহাদের প্রাণরক্ষা, করিবার বিহিত করিবেন না? নিঃস্বার্থ ভাবে আমরা তাঁহাদের এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি না, জলাভূমির আবাদ হইলে যে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থলাভের সম্ভাবনা আছে—ইতিহাস এবং অর্থতত্ত্ববিদ্যা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতেছে। আজ কাল অধিকাংশ পল্লিগ্রামেই প্রায় পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থানের লোককেই অপরিষ্কার জলপান করিতে হয়। এইরূপ অপরিষ্কার জলপান করা যে রোগোৎপাদনের একটি প্রধান কারণ সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অধিকাংশ স্থানেই পুরাতন দীর্ঘিকা বা পুষ্করিণী সকলের পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিলেই পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব মোচন হয়, কোন কোন স্থানে নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়া দেওয়াও একান্ত আবশ্যক। অন্ততঃ জমিদার মহাশয়দিগের এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। উত্তম পানীয় জল পাইবার উপায় হইলে যে লোক সমূহের প্রাণ রক্ষা হইবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় হয় সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে পুষ্করিণীর জল পান করা যায় তাহাতে স্নান বা বস্ত্রাদি ধৌত করিলে সেই জল কতক পরিমাণে দূষিত হইয়া তাহা রোগোৎপাদনের একটি কারণ হইয়া দাঁড়ায়—এবিষয় সকলেরই বোধগম্য হইলে সাধারণ-সম্মতিক্রমে পানীয় জলের জন্য আবশ্যক-মত একটি বা ততোধিক পুষ্করিণী নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে। পানীয় জলের জন্য স্রোতস্বতী নদীর জলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং সমভাবে পরিষ্কার হইলে ক্ষুদ্র পুষ্করিণী অপেক্ষা বৃহৎ পুষ্করিণীর জল এবং তাহা অপেক্ষা সুবৃহৎ দীর্ঘিকার জল অধিকতর উপযোগী। পরিষ্কার জল আনয়নার্থে কিঞ্চিৎদূরে যাইতে হইবে বলিয়া অনেকেই নিকটস্থ অপরিষ্কার পুষ্করিণীর জলই পান করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ সামান্য শ্রম লাঘব করিয়া

তাহারা যে রোগোৎপাদনের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়—ইহা জানিলে বোধ হয় কখনই তাহারা ঐরূপ শ্রমলাঘবের চেষ্টা করিবে না।

অপরিষ্কার খাল, বিল, এঁদো পুষ্করিণী, ডোবা প্রভৃতিকে এক প্রকার ম্যালেরিয়ার খনি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ষার পর দারুণ রৌদ্রের উত্তাপে যখন উহাদের জল শুষ্ক হইতে থাকে এবং তাহার সহিত গাছগাছড়া সকল পচিতে আরম্ভ হয় সেই সময়েই ম্যালেরিয়ার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা যায়। বর্ষাকালে যখন গাছগাছড়া সকল সতেজে বৃদ্ধি হয় সেই সময়ই তাহাদের কাটিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিলে এবং ঐ সকল খাল বিল যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখিলে ম্যালেরিয়ার একটি প্রধান শাখা বিনষ্ট করা হয়। সুযোগ্য নিদান-শাস্ত্র-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার মেক্লিন্ বলেন,—"That marhes are not as a rule, dangerous, when abundantly covered with water: it is when the water level is lowered and the saturated soil is exposed to the drying influence of a high temperature and the direct rays of the sun, that this poison is evolved in abundance." যে সময় জলাভূমি সকল জলপূর্ণ থাকে সে সময় তাহা হইতে ম্যালেরিয়া জননের বিশেষ আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু যে সময় তাহাদের জল শুষ্ক হইয়া সেই কর্দ্দমময় জমির উপর প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপ পতিত হয় সেই সময়ই ঐ সকল স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ম্যালেরিয়া বিষের জনন ও বিস্তৃতি হইয়া থাকে।

যখন আমরা কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম করি সেই সময় অপেক্ষা যখন আমরা স্থির থাকি সেই সময় আমাদিগের ম্যালেরিয়া বিষে আক্রান্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা; জাগ্রত অবস্থা অপেক্ষা নিদ্রিত অবস্থায় ঐ বিষে আক্রান্ত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা, সেই জন্য

শ্রমজীবী লোকেরা যে সময় শস্যক্ষেত্রে বা অন্য কোন স্থানে কার্য্য করে, সেই স্থানে সেই সময়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইবার সমস্ত উপকরণ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদে থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের বাসস্থানের নিকট ঐরূপ কোন উপকরণ বর্ত্তমান থাকিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে তাহাদের পরিত্রাণ পাইবার কোন আশা থাকে না। সকলেরই সেই জন্য নিজ নিজ বাসস্থান এবং তাহার নিকটবর্ত্তী জমি সকল পরিষ্কার রাখা ও তাহার জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। সার টমাস্ ওয়াট্‌সন্ বলেন "ম্যালেরিয়ার বিষ নিজ ভারের গুরুত্ব বশতঃ উচ্চস্তরে উঠিতে পারে না, ভূমির নিকটবর্ত্তী স্থানেই বিচরণ করে, সেই জন্য দ্বিতল ও তৃতল গৃহে শয়ন করা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং জমি হইতে শয়নগৃহ যত অধিক উচ্চ ভিতের উপর প্রস্তুত করা হয় ততই অধিক নিরাপদ হয়। জমির উপর শয়ন করা অত্যন্ত অনিষ্টকর, তক্তাপোষ অভাবে মাচান প্রস্তুত করিয়া শয়ান করা শ্রেয়ঃ ম্যালেরিয়ার বিষ দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালেই অধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া বায়ুসাগরে ভাসমান থাকে, সেই জন্য ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানে সূর্য্য উদয় হইবার পূর্ব্বে বা তাঁহার অস্ত যাইবার পর গৃহের বাহির হওয়া নিরাপদ নহে; এবং প্রাতে কিছু আহার করিয়া তাহার পর বাটীর বাহির হওয়া উচিত। মৃত ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরি মহাশয় বলিয়াছেন—"Gentlemen travelling in Dàk Palki through Nepal Terrai, are generally attacked with fever if they are fasting or sleeping at the time; on the other hand if they keep themselves awake or have eaten something, or taken a glass of brandy and water, they escape the attack. The bearers who carry them also escape,

because their bodily functions are in full activity.” নেপাল টেরায়ের মধ্য দিয়া ডাক পাল্কিতে গমনাগমন করিতে প্রায়ই ম্যালেরিয়া-জ্বরে আক্রান্ত হইতে হয়, কিন্তু যাঁহারা কিছু আহার করিয়া কিম্বা এক গ্লাস ব্রাণ্ডি এবং জল পান করিয়া পাল্কিতে উঠেন কিম্বা জাগ্রত অবস্থায় থাকেন তাঁহারা ঐ স্থান নিরাপদে পার হইয়া যান। বাহকগণ ঐ সময় শারীরিক পরিশ্রম করে বলিয়াই অব্যাহতি পায়। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানের জল সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করা বিধেয় এবং পানীয় জল কয়লা এবং বালির দ্বারায় পরিস্রুত করিয়া লওয়া উচিত। বাসস্থানের নিকটে সুবৃহৎ বৃক্ষরাজির পরিখা থাকিলে এবং উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জমি দুর্ব্বাঘাসে আবৃত থাকিলে ঐ স্থানে ম্যালেরিয়া জননের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। গ্রামের মধ্যস্থল অপেক্ষা স্রোতস্বতী নদীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসকল অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। কতকগুলি নিদান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন জলাভূমির উপর দিয়া যেদিকে বায়ু ধাবমান হয় সেই-দিক অপেক্ষা তাহার পশ্চাদ্ভাগ অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। যে সকল শ্রমজীবি লোককে আর্দ্র ভূমিতে কার্য্য করিতে হয় এবং উহাদের মধ্যে যাহারা বসিয়া কার্য্য করে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা দাঁড়াইয়া কার্য্য করে তাহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদে থাকে। ম্যালেরিয়া-জ্বর একবার হইলেই তাহার পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে সুতরাং যাহার যতবার জ্বর হইবে তাহার পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা ততই অধিক; সেই জন্য ম্যালেরিয়াবিষাক্ত রোগীদিগের আহারের অনিয়ম, অতিরিক্ত শীত বা উত্তাপ সেবন, রাত্রিজাগরণ, অনিয়মিত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা বা উদ্বেগ, অতিরিক্ত জলক্রীড়া, মাদকদ্রব্য-সেবন প্রভৃতি জ্বরোৎপাদক কারণ হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকা বিধেয়। ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানে সর্ব্বদা ফ্লানেল, তসর বা গরদের জামা ব্যবহার করা

কর্ত্তব্য। ম্যালেরিয়া-জ্বর কখনই দেহ হইতে দেহান্তরে নীত হয় না।

পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ—ব্যাসিলাস্-ম্যালেরী নামক জীবাণু হইতে যে সবিরাম-জ্বর উৎপন্ন হয় আমরা ইতিপূর্ব্বেই তাহার যথাযোগ্য আলোচনা করিয়াছি; এই জীবাণু সকল নিঃশ্বাসগৃহীত-বায়ু, এবং পানীয় বা আহারীয় দ্রব্যের সহিত দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্বরোৎপাদন করে। ডাক্তার ভেণ্ডাইক্ কার্টার বলেন—"Malarial infection can be acquired through both air and water." ম্যালেরিয়ার বীজ—জল এবং বায়ুর সহিত দেহমধ্যে প্রবেশ করে। ক্লান্তি, দুর্ব্বলতা, উদ্বেগ, স্নানাহারের অনিয়ম, অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, অপরিমিত শীত বা উত্তাপ সেবন, মাদকসেবন প্রভৃতি জ্বরোৎপাদক কারণ বর্ত্তমান থাকিলে, কিম্বা ম্যালেরিয়াজ্বরের পূর্ব্ব আক্রমণসূচনা থাকিলে, ম্যালেরিয়ার বীজ অঙ্কুরিত হইবার বিশেষ সহায়তা করে। নিদানশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ডাক্তার মেক্লিন্ বলেন—"The heat-generating power of all victims to malaria is impaired, hence they suffer form atmospheric changes of which healthy men take no note." ম্যালেরিয়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে তাহাদের স্বাভাবিক উত্তাপোৎপাদক শক্তির হ্রাস হয় বলিয়াই তাহারা সুস্থব্যক্তির ন্যায় বায়বীয় পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; সেই জন্য সামান্য বায়বীয় পরিবর্ত্তন ঘটিলেই তাহারা জ্বরাক্রান্ত হয়।

লক্ষণ—"জ্বর" এবং "বিজ্বর", এই দুইটি অবস্থা বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই এই জ্বরকে "সবিরাম" জ্বর বলে। শীত, উত্তাপ এবং ঘর্ম্ম এই অবস্থাত্রয়ের সমষ্টিকে জ্বরাবস্থা বলা যায়, তাহার পর জ্বরের সম্পূর্ণ

বিচ্ছেদ হয়। এই জ্বরের প্রচ্ছন্ন অবস্থা আছে ; যে সময়ে রোগোৎপাদক-বীজ দেহাভ্যন্তরে পরিপক্ক হইয়া কার্য্যক্ষম হয় তাহাকেই প্রচ্ছন্ন অবস্থা বলা যায়। প্রচ্ছন্ন অবস্থার অবস্থিতি-কাল অতীব অনিশ্চিত; ইহা কাহারও এক দিবস, কাহারও দুই দিবস পর্য্যন্ত থাকে; আবার কাহারও বা আদৌ প্রচ্ছন্ন অবস্থা প্রকাশ হয় না, একেবারেই শীত করিয়া জ্বর প্রকাশ হয়। প্রচ্ছন্ন অবস্থায় কেমন এক রকম অসুখ-অসুখ-বোধ, আলস্য, গা-আড়ামুড়ি-ভাঙ্গা, হাইউঠা, কটিদেশে ও পদদ্বয়ে বেদনানুভব, মাথা-ব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য, পেটভার-বোধ, তৃষ্ণা, লালবর্ণের অল্প পরিমাণে প্রস্রাব, কোষ্ঠবদ্ধ, কাহারও বা কৃষ্ণবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত তরল মলত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ ন্যূনাধিক প্রবলভাবে বর্ত্তমান থাকে। নাড়ীর বেগ থাকিলেও তাহা সূক্ষ্ম থাকে এবং কখন কখন গাত্রত্বক্ ঈষৎ উষ্ণ হয়। অবস্থা ও কারণানুসারে কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত এই সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া শীত বা কম্পের সহিত জ্বরাবস্থার বিকাশ হয়।

শীতাবস্থা—এই অবস্থার প্রারম্ভে গা-আড়ামুড়ি-ভাঙ্গা, হাইউঠা, এবং শরীরের ভিতর কি এক রকম গোলমাল উপস্থিত হয়, গায়ে কাঁটা দেয়, তাহার পর শীত আরম্ভ হয়। শীতের সময় বোধ হয় কেহ যেন পৃষ্ঠদেশে শীতল জল ঢালিয়া দিতেছে। পৃষ্ঠদেশ, হস্ত কিম্বা পদদ্বয় হইতে শীত আরম্ভ হয়। শীতাবস্থায় গাত্রত্বক্ শীতল এবং কুঞ্চিত হয়, চক্ষু বসিয়া যায় এবং ওষ্ঠদ্বয় ও নখাগ্র নীল আভাযুক্ত হয়। ডাক্তার র' (*Raue*) বলেন এই অবস্থায় গাত্রত্বক্ এত অধিক কুঞ্চিত হয় যে রোগীর হস্তাঙ্গুলিতে অঙ্গুরি থাকিলে তাহা খসিয়া পড়ে। ডাক্তার ট্যানার বলেন শরীরস্থ আনুবীক্ষণিক মাংসপেশী সকল (*Arrectores Pilorum*) সঙ্কুচিত হয় বলিয়াই শীতাবস্থায় গাত্রত্বক্ ঐরূপ কুঞ্চিত

দেখায়। শীত প্রবল হইয়া সর্ব্বশরীরে কম্প হয় এবং দাঁতে দাঁতে ঠেকে। বক্ষঃস্থলে ভার-বোধ, শ্বাসকষ্ট, স্বরভঙ্গ, অল্প পরিমাণে শুষ্ক-কাশি, বিবমিষা, বমন, তৃষ্ণা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। মুখাভ্যন্তর শুষ্ক হইলেও জিহ্বা সরস থাকে। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন বিবমিষা প্রবল থাকা এই অবস্থার একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। ডাক্তার বেয়ার বলেন রোগী শীতাবস্থার অনতিপূর্ব্বে যদি কিছু আহার করে তাহা বমন হইয়া যায়। এই অবস্থায় নাড়ীর বেগ থাকিলেও পুষ্টি থাকে না অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হয় এবং অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত মল ত্যাগ হয়। এই সময় গাত্রত্বকের বাহ্যিক শীতলতা থাকিলেও তাপমান যন্ত্রের দ্বারায় পরীক্ষা করিলে গাত্রের উত্তাপ দুই হইতে তিন ডিগ্রী উত্থিত হইতে দেখা যায়। ডাক্তার ট্যানার বলেন শীতাবস্থাতেই গাত্রের উত্তাপ ১০১ হইতে ১০২ ডিগ্রী উত্থিত হয়, কখন বা ১০৫ হইতে ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্তও উত্থিত হইয়া থাকে। শীতাবস্থা ১৫ মিনিট হইতে ৩।৪ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে।

উত্তাপ অবস্থা—শীতাবস্থার প্রতিক্রিয়া হইয়া উত্তাপ অবস্থা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শীতের পরিবর্ত্তে উত্তাপ এবং মুখমণ্ডলের কুঞ্চন ও তাহার পাণ্ডুবর্ণের পরিবর্ত্তে ঈষৎ স্ফীতি ও আরক্তিম বর্ণ দৃষ্ট হয়। হস্ত এবং পদদ্বয় হইতে উত্তাপ আরম্ভ হইয়া ক্রমে সর্ব্বশরীরে ছড়াইয়া পড়ে এবং গাত্রত্বক্ শুষ্ক ও উত্তপ্ত হয়। ডাক্তার ট্যানার বলেন এই জ্বরে গাত্রের উত্তাপ ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। ডাক্তার ম্যাকিণ্টস্ বলেন তিনি ইহা ১১০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্থিত হইতে দেখিয়াছেন। ফলতঃ সাধারণতঃ ১০১—১০৪।৫ ডিগ্রী উত্তাপই থার্ম্মোমিটারে দৃষ্ট হয়। উত্তাপের সময় তৃষ্ণা ও শিরঃপীড়া অধিকতর প্রবল হয়; গাত্রদাহ, অস্থিরতা, পেটে ভারবোধ ও কামড়ানি, কোষ্ঠবদ্ধ, লালবর্ণের অল্প পরিমাণে প্রস্রাব,

জিহ্বা শুষ্ক ও ক্লেদাবৃত প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। নাড়ীর অত্যন্ত পুষ্টি ও বেগ থাকে, শ্বাস-ক্রিয়া দ্রুত হইলেও কষ্টকর হয় না। শিরঃ-পীড়ার সহিত মাথাভার বোধ হয় এবং রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। ডাক্তার ট্যানার বলেন কখন কখন এই অবস্থায় প্রলাপ দেখা দেয় এবং জ্বর প্রবল হইলে শিশুদিগের তড়কা (*Convulsion*) উপস্থিত হয়। ডাঃ র' (*Raue*) বলেন শীতাবস্থা হইতেই প্লীহার সামান্য বৃদ্ধি আরম্ভ হয় এবং উত্তাপ অবস্থায় তাহা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, কাহারও কাহারও জ্বরঠুঁটা বাহির হয়, কাহারও বা উত্তাপের সহিত কম্প হয়। উত্তাপ অবস্থা ৩।৪ ঘণ্টা হইতে ১২ বা ১৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে।

ঘর্ম্মাবস্থা—উত্তাপ অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে ঘর্ম্মাবস্থার প্রকাশ হয়। কপালে এবং বক্ষঃস্থলে সর্ব্ব প্রথমে ঘর্ম্মবিন্দু সকল দেখা দেয় এবং ক্রমে সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাবৃত হয়, তাহার পর উত্তাপের হ্রাস ও তাহার সহিত সমস্ত লক্ষণ উপসমিত হইয়া জ্বর মগ্ন হয়। নাড়ীর বেগ এবং শ্বাসক্রিয়া ক্রমে সহজ অবস্থায় পরিণত হইয়া আইসে। তৃষ্ণা এবং মাথা-ব্যথা নিবারণ হয় ও প্রচুর পরিমাণে লালবর্ণের প্রস্রাব হয় এবং তাহা ধরিয়া রাখিলে লালবর্ণের তলানি (*sediment*) পড়ে। ডাক্তার র' (*Raue*) বলেন এই অবস্থায় প্রস্রাবের সহিত অধিক পরিমাণে ইউরেট্‌স (*Urates*) নির্গত হয়। কাহারও প্রচুর পরিমাণে, কাহারও বা সামান্যই ঘর্ম্ম হয়। উত্তাপ অবস্থার কষ্টের পর কতক পরিমাণে স্বচ্ছন্দতা অনুভব করায় রোগী এই সময় নিদ্রা যায়। নিদ্রান্তে দুর্ব্বলতা ভিন্ন প্রায়ই অন্য কোন কষ্ট থাকে না। ডাক্তার ট্যানার বলেন এই অবস্থায় রোগীর দুর্ব্বলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ঘর্ম্মাবস্থার অবস্থিতি-কাল দুই হইতে চারি ঘণ্টা—কখন তাহার অধিকও দৃষ্ট হয়—তাহার পরেই জ্বর সম্পূর্ণ মগ্ন হইয়া বিজ্বর অবস্থায় পরিণত হয়।

বিজ্বর অবস্থা—একবার জ্বর মগ্ন হইয়া পুনরায় জ্বর আসা পর্য্যন্ত সময়কে বিজ্বর অবস্থা বলা যায়। এই অবস্থায় দুর্ব্বলতা, কখন বা সামান্য মাথা ভার কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধজনিত পেটভার ভিন্ন অন্য কোন কষ্ট থাকে না। রোগী অনেকটা সুস্থ বোধ করে। দীর্ঘকাল ধরিয়া জ্বরে ভুগিলে, জ্বরের বিরাম অবস্থাতেও জ্বরাধিকারের কতকগুলি লক্ষণ অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া রোগীর ন্যূনাধিক কষ্ট থাকে।

বিভাগ -বিরাম অবস্থার অবস্থিতি কাল অনুসারে সবিরাম জ্বরকে দৈনিক, দ্বৈহিক এবং ত্রৈহিক, এই তিন জাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে জ্বর প্রত্যহ বৃদ্ধি হয়—তাহাকে দৈনিক (*Quotidian*) জ্বর বলে। যাহা এক দিন অন্তর বৃদ্ধি হয় তাহাকে দ্বৈহিক (*Tertian*) জ্বর বলে, এবং যাহা দুই দিন অন্তর বৃদ্ধি হয় তাহাকে ত্রৈহিক (*Quartan*) জ্বর বলে। ইহার মধ্যে প্রথম দুই জাতীয় জ্বরই অধিক সংখ্যায় হইয়া থাকে। ডাক্তার উড্‌ওয়ার্ড ৯৮২৩৭টি সবিরাম-জ্বর-রোগীর তালিকা সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ৫১৬২৩ জনের দৈনিক জ্বর, ৪৪৮৫৭ জনের দ্বৈহিক জ্বর এবং বাকি ১৭৫৭ জনের মাত্র ত্রৈহিক জ্বর হইয়া ছিল। দৈনিক জ্বর প্রায়ই প্রাতে, তবে কখন মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে হয়; দ্বৈহিক জ্বর প্রায় দুই প্রহরের সময় এবং ত্রৈহিক জ্বর প্রায় অপরাহ্নে বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

ডাক্তার ট্যানার বলেন বসন্ত-কালে দৈনিক জ্বর, বসন্ত এবং শরৎ-কালে দ্বৈহিক জ্বর এবং শরৎকালে ত্রৈহিক জ্বর অধিক সংখ্যায় হইতে দেখা যায়। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন প্রথম জাতীয় জ্বর ৭।৮ ঘণ্টা, দ্বিতীয় জাতীয় জ্বর ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা, এবং তৃতীয় জাতীয় জ্বর ৪ হইতে ৬ ঘণ্টাকাল ভোগ হয়। তিনি আরও বলেন শীতাবস্থা যত অধিকক্ষণ-স্থায়ী হইবে অন্যান্য অবস্থা সেই পরিমাণে অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়; জ্বরের

বিরাম অবস্থা যত অল্পক্ষণ-স্থায়ী হইবে জ্বরাবস্থা ততই অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং জ্বর যত অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে ততই ইহা প্রাতেঃ প্রকাশ পাইবে। সাধারণতঃ সবিরাম-জ্বর এই রূপ নির্দ্ধারিত গতি অবলম্বন করে। এতদ্ভিন্ন সবিরাম-জ্বর অগ্র এবং পশ্চাদ্গামী গতি অবলম্বন করে। পূর্ব্ব দিবস অপেক্ষা তাহার পর দিবস জ্বর অগ্রে আসিলে তাহাকে অগ্রগামী (*Antiniputing*) জ্বর বলে এবং পূর্ব্ব দিবস অপেক্ষা পর দিবস জ্বর বিলম্বে আসিলে তাহাকে পশ্চাদ্গামী (*Postponing*) জ্বর বলে। ডাক্তার কিপ্যাক্ বলেন পশ্চাদ্গামী জ্বরে রোগের বৃদ্ধি এবং অগ্রগামী জ্বরে রোগের হ্রাস বুঝায়। তিনি আরও বলেন সবিরাম জ্বরের পুনরাক্রমণ হইলে তাহা সপ্তাহান্তে, ৭, ১৪, বা ২১ প্রভৃতি দিবসেই পুনঃ প্রকাশ হয়, এবং আরোগ্য হইবার পর ৬ হইতে ৮ সপ্তাহ অতীত না হইলে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর হয় না।

সময়ে সময়ে সবিরাম জ্বরে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত গতির ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি জ্বর দুইবার করিয়া হয়; অর্থাৎ দৈনিক-জ্বরে প্রত্যহ দুইবার জ্বর হয়; একবার প্রাতে এবং একবার সন্ধ্যার সময় জ্বরের বৃদ্ধি হয়,এবং সন্ধ্যার সময়ে যে জ্বর বৃদ্ধি হয় তাহা অপেক্ষা প্রাতঃকালের জ্বর অধিকতর প্রবল হয়; এই জ্বরকে দ্বি-দৈনিক বা দোকালিন (*Double Quotidian*) জ্বর বলা যায়। দ্বৈাহিক জ্বরে একদিন অন্তর জ্বর হয়---কিন্তু যদি জ্বর প্রত্যহই হয়, অথচ একদিন অন্তর অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিবসের জ্বর যদি এক প্রকার গতি অবলম্বন করে; তাহা হইলে এই জ্বরকে দ্বি-দ্বৈহিক জ্বর (*Double Tertian*) বলা যায়। ত্রৈহিক জ্বরে ৩ দিন অন্তর জ্বর হয়—কিন্তু যদ্যপি উপর্য্যুপরি দুই দিবস জ্বর হইয়া তৃতীয় দিবসে জ্বরের বিরাম থাকে, এই জ্বরকে দ্বি-ত্রৈহিক জ্বর (*Doudle Quartan*) বলা যায়। ম্যালেরিয়াবিষের

প্রবল প্রকোপ না হইলে উপরিলিখিত জ্বর সমূহ প্রায়ই হইতে দেখা যায় না। অতিমাত্রায় কুইনাইন সেবন জন্যও এইরূপ জ্বর হয়। ডাক্তার কিপ্যাক্স বলেন কখন কখন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক জ্বরও হইতে দেখা যায়; এবং কাহারও কাহারও বৎসর অন্তর কোন একটি ঋতুতে জ্বর হইতেও দেখা যায়, কিন্তু ঐ জাতীয় জ্বর অতীব বিরল। কাহারও কাহারও বা প্রতি একাদশী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতেও জ্বর হইয়া থাকে। এই জাতীয় জ্বর পল্লীগ্রামে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি অনিয়মিত এবং মিশ্র-সবিরাম-জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। কোন জ্বরে শীতাবস্থার আদৌ বিকাশ হয় না, কেবল মাত্র উত্তাপ এবং ঘর্মাবস্থা প্রকাশ হয়, ইহাকে ডাম্ব্ এগু (*Dumb Ague*) বা শীতশূন্য সবিরাম-জ্বর বলা যায়। কিন্তু ডাক্তার বেজ্ বলেন এই জাতীয় জ্বর ম্যালেরিয়াবিষোদ্ভূত নহে, ইহা কুইনিন্ বা আর্সেনিকের অপব্যবহারজনিত জ্বর। ডাক্তার বার্টও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও বা এক দিন সবিরাম জ্বর এবং পরদিন কপালে স্নায়ুশূল উপস্থিত হয়, ইহাকে সবিরাম-শিরঃশূল (*Brow-Ague*) বলা যায়। কাহারও বা এক দিন সবিরাম-জ্বর এবং পর দিন স্নায়ুশূল, আমাশয়, অজীর্ণতা, প্রভৃতি কোন একটি বা ততোধিক উপসর্গ দেখা দেয়, কিম্বা গাত্রে আম্বাত (*Urticaria*) বাহির হয়, ইহাকে মাস্ক্‌ড্ ইনটারমিটেণ্ট্ (*Masked Intermittent*) বা প্রচ্ছন্ন সবিরাম-জ্বর বলা যায়। ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপ ভিন্ন এই সকল ছবি দেখিতে পাওয়া যায় না। ডাক্তার ট্যানার বলেন এক ম্যালেরিয়া-বিষ হইতেই রোগীর ধাতু এবং শরীরের অবস্থানুসারে কাহারও অবিরাম জ্বর, কাহারও সবিরাম-জ্বর, কাহারাও বা আমাশয় প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি আরও বলেন বিষ অত্যন্ত দুর্ব্বল

হইলে, কিম্বা বিষের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প হইলে, তাহা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পীড়া উৎপন্ন করিতে না পারিলেও কোন না কোন প্রকার অসুস্থতা উৎপাদন করে, এবং তাহাও এই বিষের জাতিগত সবিরাম-গতি অবলম্বন করে; অথবা রোগীর স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া দুর্ব্বলতা, রক্ত-দৌর্ব্বল্য, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ প্রভৃতি ম্যালেরিয়া-বিষাক্তধাতুর লক্ষণ উপস্থিত করে। এই বিষ ৬ হইতে ২০দিবস,কখন বা কয়েক মাস ধরিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থিতি করে, সুযোগ পাইলেই যে কোন একটি পীড়ার আকারে প্রকাশিত হয়। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন ম্যালেরিয়ার বিষ একবার দেহ-মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাকে একে-বারে দূরীভূত করা যায় কি না সন্দেহ। তিনি আরও বলেন ম্যালে-রিয়া বিষে এক হইতে পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিশুদিগের সবিরাম-জ্বরের পরিবর্ত্তে কখন কখন সবিরাম উদরাময় (দম্‌কা ভেদ) (*Intermittent Bowel Complaint*) উৎপন্ন হয়। যৌবনের প্রারম্ভে সবিরাম এবং অবিরাম উভয়বিধ জ্বরই হয়, এবং বৃদ্ধদিগের প্রায় দূষিত ম্যালেরিয়া জ্বরই অধিক হইয়া থাকে। দূষিত ম্যালেরিয়া-জ্বর Pernicious Malarious Fever আমাদের দেশে অতীব বিরল। প্রায়ই বৃদ্ধদিগের ম্যালেরিয়া বিষাক্ত-ধাতু হইতে দেখা যায়।

পরবর্ত্তী পীড়া এবং উপসর্গ—নূতন সবিরাম-জ্বরে কাহারও কাহারও যকৃতের সামান্য কার্য্য-বিকৃতি এবং তজ্জনিত সামান্য উদরাময়, আর কাহারও বা প্লীহার সামান্য বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন উপসর্গ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরাতন জ্বর মাত্রেই প্রায় প্লীহার অল্পাধিক বৃদ্ধি থাকে। কাহারও বা তাহার সহিত যকৃতেরও বৃদ্ধি ঘটে। প্লীহা এবং যকৃৎ উভয় যন্ত্রের বিকার বশতঃ রক্ত-দৌর্ব্বল্য, আমাশয়, উদরাময়, শোঁথ, উদরী প্রভৃতি কঠিন উপসর্গ সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। কাহা-

হও বা মূত্রগ্রন্থির দীর্ঘকাল-স্থায়ী প্রদাহ (*Chronic Bright's Disease*) উপস্থিত হয়। কাহারও বা মুখাভ্যন্তরে গলিত-ক্ষত (*Cancrum Oris*) দেখা দেয়। কখন কখন কোন কোন রোগীর রক্ত প্রস্রাবও হয়। এই সকল কঠিন এবং দুরারোগ্য উপসর্গ সকল ম্যালেরিয়া-বিষে দেহ জর্জ্জরিত না হইলে কখনই দেখা যায় না।

বিশেষ আলোচনা—ম্যালেরিয়ার বিষে শরীরস্থ শোণিত কিম্বা স্নায়ুবিধান প্রথমে আক্রান্ত হয়—সে বিষয়ে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। ডাক্তার লর্ড বলেন—"There can be but two grand divisions of the nervous system—the *Animal* or *Cerebro-Spinal* system and the *Sympathetic.* The nerves from these systems run side by side to every part of the organism, and generally in the same envelope, and yet remain practically separate in *fact* and *function.* The characteristic symptoms of ague must be caused by one or the other ; and the only question to solve is—to which system do the symptoms belong. The sensation of heat and an elevated temperature belong to the sympathetic, and that of cold to the spinal ; and this is the grand *Key* to give us the pathology of the case" সমগ্র স্নায়ুবিধানকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—একটি মেরুমজ্জা সম্বন্ধীয় (*Cerebro-Spinal*) এবং অপরটি সহানুভূতি-বিশিষ্ট (*Sympathetic*) স্নায়ুমণ্ডল। এই উভয়বিধ স্নায়ুমণ্ডল একই বেষ্ঠনমধ্যে পাশাপাশি থাকিয়া শরীরস্থ যন্ত্র সমূহে বিরাজ করে, অথচ তাহারা স্বতন্ত্র ভাবে নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। সবিরাম

জ্বরে কোন্ শ্রেণীর স্নায়ু আক্রান্ত হইলে কিরূপ অবস্থার বিকাশ হয় তাহাই স্থির করা আবশ্যক। সহানুভূতি-বিশিষ্ট বা সিম্প্যাথিটিক্ স্নায়ু-মণ্ডল আক্রান্ত হইলে শরীরাভ্যন্তরে উষ্ণ ভাব এবং গাত্রের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। আর মেরুমজ্জা-সম্বন্ধীয় বা সেরিব্রোস্পাইন্যাল স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হইলে শীতাবস্থা প্রবল হয়। এই সমস্ত লক্ষণ অবধান করিলেই রোগজ দৈহিক পরিবর্ত্তন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন—"Anatomically, simple intermittent fever presents no characteristic lesions other than those of hyperæmia. The blood,which is the vehicle of the poison undergoes certain changes. A diminution in the number of red corpuscles and a decrease in the amount of *fibrin* invariably takes place." সবিরাম-জ্বরে রক্তাধিক্য ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ রোগজ দৈহিক পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায় না। ম্যালেরিয়াবিষ দেহস্থ শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহার লোহিত কণিকায় এবং ফাইব্রিনের হ্রাস প্রভৃতি পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন—"It is difficult to say whether the primary action of malaria is upon the blood, and through the blood upon the ganglionic nervous system, or upon the ganglionic nervous system and through it upon the blood-forming organs. Whether the one or other, the result is the same,—destruction of the red corpuscles of the blood and the arrest of their *genesis*." ম্যালেরিয়ার বিষ সর্ব্ব প্রথমে দেহস্থ শোণিত আক্রমণ করিয়া তদ্দ্বারায় গ্যাংগ্লিয়নিক স্নায়ুগ্রন্থি আক্রমণ

করে, কিম্বা গ্যানগ্লিয়নিক স্নায়ুমণ্ডলিই প্রথমে আক্রমণ করিয়া তদ্দ্বারা শোণিতে বিকৃতি উপস্থিত করে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। কিন্তু ঐ বিষ প্রথমে যাহাই আক্রমণ করুক না কেন, উভয়েরই ফল এক, উভয়েই দেহস্থ-শোণিতের লোহিত-কনিকার হ্রাস এবং শোণিত উৎপাদনের ব্যাঘাত করে। ফল কথা ম্যালেরিয়ার বিষে শরীরস্থ শোণিতের লোহিত-কনিকার সংখ্যা হ্রাস হইয়া জ্বরের বিকাশ হয়। মেরুমজ্জাস্থিত স্নায়ুবিধান প্রথমে আক্রান্ত হইলে শীতাবস্থার বিকাশ হয় এবং সহানুভূতি-বিশিষ্ট স্নায়ুবিধান আক্রান্ত হইলে উত্তাপের বিকাশ হয়; উভয় স্নায়ুবিধানই একেবারে আক্রান্ত হইলে উপর্য্যুপরি বা এক সময়েই শীত এবং উত্তাপের বিকাশ হয়। শীতাবস্থার বিকাশ না হইলে মেরুমজ্জাস্থিত স্নায়ুবিধান আক্রান্ত হয় নাই বুঝিতে পারা যায় এবং উত্তাপ অবস্থার বিকাশ না হইলে সহানুভূতিবিশিষ্ট স্নায়ুমণ্ডলি আক্রান্ত হয় নাই বুঝায়। ডাক্তার লর্ড বলেন—"If the sweat comes first, it only indicates that the glandular system is first disordered" যদি প্রথম হইতেই ঘর্ম্ম প্রকাশ হয় তাহা হইলে মাংসগ্রন্থি সকলই সর্ব্বাগ্রে আক্রান্ত হইয়াছে বুঝা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ স্নায়ুমণ্ডলিই প্রথমে আক্রান্ত হয়, সেই জন্যই প্রথমে শীত এবং উত্তাপের বিকাশ হয় এবং মাংসগ্রন্থি সকল শেষে আক্রান্ত হয়, বলিয়াই অবশেষে ঘর্ম্মাবস্থার বিকাশ হয়। ম্যালেরিয়াবিষের ক্রিয়া প্রথমে শোণিতের উপর বিকাশ হইলেও স্নায়ুবিধানের উপরেও সঙ্গে সঙ্গে ইহার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্যই জ্বরের প্রথম হইতে শীত, উত্তাপ, শিরঃপীড়া প্রভৃতি স্নায়বীয় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। গ্যানগ্লিয়নিক স্নায়ুবিধান আক্রান্ত হইলেই আবার পরিপাক যন্ত্রের বিকৃতি উপস্থিত হইয়া বিবমিষা, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, আস্বাদনবিকৃতি, কোষ্ঠবদ্ধ,

প্রস্রাব-হ্রাস প্রভৃতি পাকাশয়িক লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ডাক্তার সরকার বলেন—"The symptoms of implication of the nervous system, ganglionic and cerebro-spinal, indicate not congestion but exhaustion and defective nutrition from an improperly oxygenated and anæmic blood. I maintain that primarily there is no congestion of any of the viscera, cephalic, thoracic or abdominal. I maintain also that congestion of the abdominal viscera much more frequently ensues than congestion of the thoracic, which again is much more frequent than congestion of the cephalic." দেহস্থ শোণিতের অম্লজান এবং লোহিত-কণিকার হ্রাস হওয়া বশতঃ পোষণ-ক্রিয়ার অভাব এবং বলক্ষয় ঘটিয়াই ঐ সকল স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমার বিশ্বাস, এই জ্বরে মস্তিষ্ক-গহ্বর, হৃদ্‌-গহ্বর এবং উদর-গহ্বর কোনটিতেই প্রাথমিক ক্রিয়ায় (primarily রক্ত সঞ্চয় হয় না। আমার আরও বিশ্বাস যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক রোগীর উদর-গহ্বর, তদপেক্ষা ন্যূন সংখ্যক রোগীর হৃদ্‌-গহ্বর এবং সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন সংখ্যক রোগীর মস্তিষ্ক-গহ্বরে স্নায়ুমণ্ডলী আক্রান্ত হইবার পর রক্ত সঞ্চয় হয়।

উপসর্গবিহীন পুরাতন জ্বররোগী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিক সংখ্যক রোগীরই প্লীহা বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। বাহ্যিক লক্ষণের উপর নির্ভর করিলে মনে হইবে প্লীহা-গ্রন্থিই এই জ্বরে সর্ব্বাগ্রে আক্রান্ত হয়, কিন্তু রোগীর প্রকৃত অবস্থা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পরিপাক-নলীর শ্লৈষ্মিকঝিল্লিই সর্ব্বাগ্রে আক্রান্ত হয়, তৎপরে যকৃতের কার্য্যবিকৃতি ঘটে এবং অবশেষে প্লীহা

বিবৃদ্ধি হয়। যকৃতের কার্য্যবিকৃতি পূর্ব্বাহ্নে ঘটিলেও অগ্রে প্লীহারই বিবৃদ্ধি হয়; প্লীহা এবং যকৃৎ উভয় গ্রন্থিরই বিবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক রোগীর হইয়া থাকে এবং প্লীহার বিবৃদ্ধি না হইয়া যকৃতের বিবৃদ্ধি অতীব অল্প সংখ্যক রোগীরই ঘটিয়া থাকে। ডাক্তার সরকার বলেন শতকরা ৫০টি রোগীর প্লীহার বিবৃদ্ধি হইয়া থাকে, ২৫টি রোগীর প্লীহা এবং যকৃৎ উভয় গ্রন্থিই বর্দ্ধিত হয়, ২৫টি রোগীর কেবল মাত্র যকৃতের বিবৃদ্ধি হয় এবং বাকি ২০টি মাত্র রোগীর কোন উপসর্গই দেখা যায় না। নূতন জ্বরে প্লীহার বিবৃদ্ধি শুভকর। ডাক্তার সরকার বলেন,—"The spleen in fact, appears to me to act as a safety-valve to the distubed functions of the alimentary mucous membrane and of the liver. I have accordingly *always looked upon the early enlargement of the spleen* as a salutary sign. And I have almost invariably seen that in these fevers, the gastric and the hepatic derangements continue obstinate, so long as there is no perceptible enlargement of the spleen. The first effects, therefore, of the enlargement of the spleen are to divert the morbid action from the stomach and the liver, and to avert the tendency to vomiting, diarrhœa, and dysentery." আমার বিশ্বাস, প্লীহা বর্দ্ধিত হইয়াই পরিপাকনলী এবং যকৃতের কার্য্য যথাসম্ভব নিয়মবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করে, সেই জন্যই আমি জ্বরের প্রথমাবস্থায় প্লীহার বৃদ্ধি হওয়াকে শুভলক্ষণ বলিয়া গণনা করি। আমি প্রায়ই দেখিয়াছি যতদিন পর্য্যন্ত প্লীহা বর্দ্ধিত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত পাকাশয়ের এবং যকৃতের কার্য্যবিকৃতি কোন মতেই নিবারণ

করা যায় না। প্লীহা বর্দ্ধিত হইয়াই প্রথমে পাকাশয় এবং যকৃৎকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করে এবং তৎপরেই উদরাময়, আমাশয়, বমন প্রভৃতি উপসর্গ নিবারণ করিতে যত্ন করে। স্বল্পবিরাম অপেক্ষা সবিরাম-জ্বরেই প্লীহার বিরৃদ্ধি অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার র' (*Raue*) বলেন—"Physical examinations may also detect a swelling of the spleen, which, having commenced during the chill, reaches its height during this [hot] stage" শীতাবস্থা হইতেই প্লীহা বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইয়া উত্তাপ অবস্থায় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ডাক্তার ট্যানার বলেন—"Some authors say that the spleen may be found invariably to enlarge during the cold stage; owing to the blood being driven from the surface of the body to viscera, but especially to this organ. The enlargement subsides during the intermission but not completely; so that after each attack the size of the gland is a little greater than it was previously." কোন কোন গ্রন্থকার বলেন শীতাবস্থায় শরীরের বহির্ভাগ হইতে রক্ত চলিয়া গিয়া উদর-গহ্বরে, বিশেষতঃ প্লীহাতে, সঞ্চিত হয় বলিয়াই প্রতি শীতাবস্থাতেই ঐ গ্রন্থির অল্পাধিক বিবৃদ্ধি হয় এবং যদিও জ্বর মগ্ন হইবার সময় ঐ বৃদ্ধির কতক পরিমাণে হ্রাস হয় বটে কিন্তু তত্রাচ উহা স্বাভাবিক আকারে পরিণত হয় না; এইরূপে প্রতিদিন অল্প অল্প বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে ইহা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। যত দিন প্লীহা সামান্য বর্দ্ধিত থাকে তত দিনই তাহার দ্বারায় ডাক্তার সরকার যে উপকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হওয়া সম্ভব, কিন্তু প্লীহা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে আর সেরূপ উপকারের কোন

আশাই থাকে না; তাহার আকৃতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় অন্যান্য যন্ত্রের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। যকৃতের উপর চাপ পড়িলে, উহার যথা-রীতি রস-ক্ষরণের ব্যাঘাত হওয়ায় কামল (*Jaundice*) রোগ উপস্থিত হয়; বৃহৎ অন্ত্রের (*Colon*) উপর চাপ পড়িলে, অবস্থানুসারে কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময় ঘটে; পাকস্থলিতে চাপ পড়িলে পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়, এবং ডায়াফ্রাম পেশীতে (*Diaphragm*) আঘাত লাগিলে অথবা হৃৎপিণ্ডে বা ফুস্‌-ফুস্‌ যন্ত্রে চাপ লাগিলে শ্বাস-কষ্ট, হৃৎকম্পন প্রভৃতি উপসর্গ হইবার সম্ভাবনা।

ম্যালেরিয়াজ্বরের সহিত সময়ে সময়ে উদরাময় বা আমাশয় দেখা দেয়; ঘৃতপক্ক বা তৈলাক্ত দ্রব্য আহার করিলেই প্রায় এই উদরাময়ের বৃদ্ধি হয়। ডাক্তার সরকার বলেন বৃক্ককের (*Pancreas*) বিকৃতি বশতঃই এই জাতীয় উদরাময় উপস্থিত হয়। তিনি আরও বলেন—"Dysentery is a rare sequelæ of malarious fevers, and in my opinion is generally a result of heroic treatment. It may, however, like diarrhœa, arise independently, and then it is a most serious complication."

ম্যালেরিয়াবিষোদ্ভূত জ্বরের সহিত প্রায়ই আপনা হইতে আমাশয় হইতে দেখা যায় না, ইহা অনেক সময়ই এলোপ্যাথিক চিকিৎসার দোষে হইয়া থাকে। কিন্তু উদরাময়ের ন্যায় আমাশয় আপনা হইতে প্রকাশ পাইলে তাহা অতিশয় কঠিন উপসর্গ হইয়া পড়ে। ডাক্তার চেভার্স বলেন—"Some cases are complicated with diarrhœa, which symptom, I need scarcely say, is very common in the true marsh-fevers of India, whenever, as in very cold weather, the state of the

skin, does not allow of free critical sweating.” কতকগুলি সবিরাম-জ্বর-রোগীর, জ্বরের সহিতই উদরাময় হইতে দেখা যায়, শীত-কালে ঘর্ম্ম বন্ধ থাকায় ঐ সময়েই প্রায় এই উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে। দীর্ঘকালস্থায়ী পীড়ায় কখন কখন শোঁথ বা উদরী আসিয়া উপস্থিত হয়। অনেক সময় কেবলমাত্র যকৃৎ এবং প্লীহার বৃদ্ধি বশতঃ উহাদের কার্য্যবিকৃতি ঘটিয়া এই উপসর্গ উপস্থিত হয়। কখন বা শোণিতের লোহিত-কনিকা এবং ফাইব্রিনের হ্রাস হওয়ায় তাহার জলীয় অংশ বৃদ্ধি হইয়াই এই উপসর্গ দেখা দেয়। ডাক্তার ট্যানার বলেন—The *kidney is sometimes permanently affected in conse*quence of ague—chronic Bright's disease resulting. Intermittent hæmaturia may occur many months after exposure to the influence of malaria, and prove obstinate.” সবিরাম-জ্বরের পরবর্ত্তী রোগে মূত্রগ্রন্থির স্থায়ী প্রদাহ উপস্থিত হয়। কখন কখন ম্যালেরিয়া-বিষ দেহে প্রবেশ করিবার বহুকাল পরে, সময়ে সময়ে রক্তপ্রস্রাব হইয়া থাকে—এই পীড়া দুরারোগ্য। মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ হইতে শোঁথ এবং উদরী উপস্থিত হইয়া থাকে। এই পীড়াও দুশ্চিকিৎস্য। কাহারও কাহারও মুখাভ্যন্তরে গলিতক্ষত (*Cancrum Oris*) উপস্থিত হয়। আমরা বহু শিশুর এই উপসর্গ হইতে দেখিয়াছি। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ম্যালেরিয়াজ্বরে ভুগিবার পরই এই অতীব কঠিন উপসর্গ দেখা দেয়। এই ক্ষত মুখমণ্ডলের শৈষ্মিকঝিল্লি হইতে আরম্ভ হইয়া অস্থিপর্য্যন্ত আক্রমণ করে। ডাক্তার সরকার বলেন পারদ প্রভৃতি ঔষধের অপব্যবহারেই অনেক সময় এই কঠিন উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। যকৃতের কার্য্যবিকৃতি, প্লীহা বা যকৃতের অতিশয় বিবৃদ্ধি, শরীরস্থ শোণিতের লোহিত-কনিকা বা ফাইব্রিণের হ্রাস, পরিপাক-

যন্ত্রের বিকৃতি-বশতঃ পোষণ-ক্রিয়ার ব্যাঘাত, অপরিমিত কুইনিন্ সেবন প্রভৃতি নানাবিধ কারণে রক্ত-দৌর্ব্বল্য আসিয়া দেখা দেয় —ইহাও একটি কঠিন উপসর্গ। পীড়া দীর্ঘকাল-স্থায়ী না হইলে এবং অপরিমিত কুইনিন্ সেবন প্রভৃতি চিকিৎসার দোষ না ঘটিলে প্রায়ই এই সকল কঠিন দুরারোগ্য উপসর্গ প্রকাশ হইতে দেখা যায় না। এইরূপ অবস্থাতেই এলোপ্যাথিক অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার শ্রেষ্ঠতা এবং উপকারিতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ভূতপূর্ব্ব স্যানিটারি কমিসনার ডাক্তার গ্রেগ বলেন ম্যালেরিয়াজ্বরের পরবর্ত্তী-পীড়া-স্বরূপ বহুমূত্র (*Diabetes*) রোগও প্রকাশ পায়। ইহাও আর একটি দুরারোগ্য পীড়া।

ম্যালেরিয়াবিষোদ্ভূত জ্বরে কুইনিনের উপকারিতা—

ম্যালেরিয়াবিষোদ্ভূত-জ্বর-চিকিৎসায় কুইনিনের ন্যায় মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই, কুইনিন্ ব্যবহার ভিন্ন এই জাতীয় জ্বরের চিকিৎসা হয় না—ইহাই এক্ষণকার রোগতত্ত্ববিদ্‌গণের মত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বিসূচিকা রোগ চিকিৎসায় ক্যাম্ফারের ব্যবহার এবং ম্যালেরিয়াবিষোদ্ভূত জ্বর-চিকিৎসায় কুইনিনের ব্যবহার ভিন্ন অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জগতে এরূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কতকগুলি চিকিৎসকেরা বলেন বিসূচিকা রোগের সকল অবস্থাতেই যেরূপ ক্যাম্ফার মহৌষধ, ম্যালেরিয়াবিষোদ্ভূত-জ্বর-চিকিৎসাতেও সেইরূপ কুইনিন মহৌষধ। অপর কতকগুলি চিকিৎসকেরা বলেন ক্যাম্ফার যেমন বিসূচিকারোগের একটি মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, কুইনিন্ও সেইরূপ ম্যালেরিয়াবিষোদ্ভূত জ্বরের কেবল মাত্র মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস—এই উভয় দলই সত্যের নির্দ্দিষ্ট রেখা অতিক্রম করিয়া একেবারে এক

একটি শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অন্য কতকগুলি চিকিৎসক কুইনিনকে এলোপ্যাথিক ঔষধ বলিয়া তাহার নিকটেও যান না—বলা বাহুল্য শেষোক্ত দল অধিকতর ভ্রমে পতিত। হোমিওপ্যাথির আদিগুরু এ বিষয়ে কি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই প্রথমে দেখা আবশ্যক। বৃক্ষ হইতে ফল পতন দেখিয়া জগদ্বিখ্যাত নিউটন্ যেমন বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সুস্থদেহে কুইনিন্ সেবনের ফল দেখিয়াও সেইরূপ ভীষগাগ্রগণ্য হানিমান হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের মূল সূত্রের আবিষ্কার করেন। হানিমান তাঁহার অরগ্যানন্ (*Organon*) নামক পুস্তকে ম্যালেরিয়াবিষোদ্ভূত-জ্বরে কুইনিন্ সেবনের ব্যবস্থা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। হানিমান বলিয়াছেন—"The intermittent fever endemic there, would at the most, only attack such a person on his first arrival; but one or two very small doses of a highly potentized of solution of Cinchona bark would, conjointly with a well regulated mode of living, speedily free him from the disease." ম্যালেরিয়া-প্রধানস্থানে প্রথম আসিবা মাত্র সবিরাম-জ্বরে আক্রান্ত হওয়া সম্ভব। ঐ জ্বরে আক্রান্ত হইলে দুই এক মাত্রা উচ্চক্রমের সিন্‌কোনা সেবন করিলে এবং নিয়মিতরূপে থাকিলে শীঘ্রই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। ডাক্তার হিউজেস্ বলেন—"He [Hahnemann] never abandoned its use in real marsh-fevers (as he called them); nor I maintain should we." ম্যালেরিয়া-বিষোদ্ভূত জ্বরচিকিৎসায় তিনি [হানিমান] কখনই কুইনিন্ পরিত্যাগ করেন নাই এবং আমার মতে, আমাদেরও তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ডাক্তার বেজ্ বলেন—"As a rule bark cures

every case of ague originating in malaria and of recent origin." প্রত্যেক নূতন সবিরাম-জ্বরই প্রায় কুইনিন্ সেবন দ্বারায় আরোগ্য হয়। ডাক্তার প্যানেলি ও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। চিকাগো হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার কিপ্যাক্স্ তাঁহার বিখ্যাত জ্বরচিকিৎসা নামক পুস্তকে বলিয়াছেন,—"Our sheet-anchor in the treatment of intermittent fever is Quinine, for no other remedy is so perfectly the similimum for a case of ague. And so generally is it indicated that there is room for doubt whether in intensely malarial districts intermittent fever can be arrested without its use. Truely it is a most potent aid in malarial diseases. And as the master laid the foundation of homœpathy in cinchona bark, we can ill afford to esteem it slightly." নূতন সবিরাম জ্বর-চিকিৎসায় কুইনিন্ই আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র, ইহার ন্যায় ঐ পীড়ার সম্পূর্ণরূপে সদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। ম্যালেরিয়াপ্রধান দেশের সবিরাম-জ্বরে ইহা এরূপ সুনির্দিষ্ট যে কুইনিন্ সেবন না করাইয়া ঐ সকল জ্বর আরোগ্য করা যায় কিনা তাহাও সন্দেহ। ম্যালেরিয়া-বিষোদ্ভূত পীড়ায় কুইনিন্ই আমাদের প্রধান সহায়। হোমিওপ্যাথির আদিগুরু যখন ইহার উপরই হোমিপ্যাথির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন তখন আমরা কোনমতেই ইহাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারি না। ডাক্তার বার্ট বলেন—"Cinchona produces changes in the organism identical with those produced by malarial fever; this makes it the great specific for intermittents." সুস্থশরীরে

সিন্‌কোনা সেবন করিলে সবিরাম-জ্বরের সমস্ত লক্ষণই উপস্থিত হয়—সেই জন্যই ইহা সবিরাম-জ্বরের প্রকৃত মহৌষধ। ডাক্তার হেল বলেন—"I believe that Quinine is * * * * also homœopathic to the symptoms of the fever itself." আমার বিশ্বাস কুইনিন্ সবিরাম-জ্বরের সম্পূর্ণরূপ সদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত ঔষধ। ডাক্তার বেয়ার বলেন—"Quinine, is undoubtedly the most important remedy for fever and ague." সবিরাম-জ্বরে কুইনিন্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। ডাক্তার হিউজেস্ বলেন—"I believe that in all recent and uncomplicated agues you will find it your best practice to give Quinine in the *apyrexi*." তিনি আরও বলিয়াছেন—"With the rule to begin Quinine as soon as remission shows itself I have no quarrel." আমার বিশ্বাস উপসর্গ-রহিত নূতন সবিরাম-জ্বরে, বিজ্বর-অবস্থায় কুইনিন্ সেবন অতি সুব্যবস্থা। সবিরাম-জ্বরে, জ্বরের বিরাম পাইবামাত্র কুইনিন্ সেবন ব্যবস্থায় আমার সম্পূর্ণ মত। ডাক্তার হেম্পেল বলেন—"There are other intermittent paroxysms, which take the place of fever and ague and may be regarded as masked forms of the intermittent disease: some of the most common forms of the masked fever and ague are, intermittent neuralgia, dysentery. pneumonia, articular rheumatism. We have never been able to get along in the treatment ot these masked froms of fever and ague without *Quinine*, it is not necessary to give large doses but *quinine* is indispensable." ম্যালেরিয়া-বিষ হইতে সবিরাম

জ্বরের পরিবর্ত্তে কখন কখন স্নায়ুশূল, আমাশয়, ফুস-ফুস-প্রদাহ, গেঁটেবাত প্রভৃতি কতকগুলি পীড়া প্রকাশিত হয় এবং ঐ সকল পীড়াও সবিরাম গতি অবলম্বন করে; ইহাদিগকে প্রচ্ছন্ন সবিরাম-জ্বর বলে। কুইনিন্ প্রয়োগ না করিয়া আমি কখনই এই সকল পীড়া আরোগ্য করিতে পারি নাই; ইহাদিগের চিকিৎসায় অধিক মাত্রায় কুইনিন্ সেবন আবশ্যক না হইলেও কুইনাইনই উপকারী।

কলিকাতার জগৎপূজ্য ডাক্তার মাহেন্দ্রলাল সরকার বলেন,—"As a result of no less than eight years hard experience with both the old and the new schools of medicine in the treatment of one of the most direst epidemics that could fall to the lot of a medical man to deal with, I have found that in the early stages we can seldom dispense with the use of quinine." আমি আট বৎসর কাল হোমিওপ্যাথি এবং এলোপ্যাথি উভয় মতেই বহুসংখ্যক ম্যালেরিয়া-জ্বর-রোগীর চিকিৎসা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে কুইনিন্ পরিত্যাগ করিয়া নূতন সবিরাম-জ্বরের চিকিৎসা করা যায় না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে সকল দূষিত ম্যালেরিয়া-জ্বর বিসূচিকার ন্যায় গতি অবলম্বন করে, তাহাতে জ্বর আসা বন্ধ করাই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য, এবং সেই কার্য্য সাধন করিতে, তিনি বলেন—"I know of no drug which can effect this with so much certainty as peruvian bark, or to speak more properly, its alkaloid Quinine. I am aware of the objections which have been urged against its febrigenic properties by Langheinz of Darmstadt and others, but whether it can

or can not produce intermittents, I need not waste time to discuss. There are ample evidences, both allopathic and homœopathic, to show of all drugs, this is pre-eminently one, that can stamp the character of periodicity upon most of our morbid actions" জ্বর বন্ধ করিতে অন্য কোন ঔষধই কুইনিনের সমকক্ষ নহে। ডারমাষ্টট্ দেশস্থ ডাক্তার ল্যাজিঞ্জ প্রভৃতি কয়েক জন চিকিৎসক বলেন যে কুইনিনের জ্বর নিবারণ করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে তর্ক করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার কোন আবশ্যক নাই; এলোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি উভয় শাস্ত্রেরই সাহিত্যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। কুইনিন্ ভিন্ন অন্য কোন ঔষধেরই লক্ষণে এরূপ সুস্পষ্ট সবিরাম গতি দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি পুনরপি বলিয়াছেন—"The fact is, practitioners, flushed with their unexpected success in chronic cases with infinitesimals alone, and absolutely without Quinine, were deluded into the belief that they could dispense with Quinine altogether, at least, in its massive doses, but when the hour of their trial came, when people began to confide them with cases from the beginning, they began to be disappointed, though unfortunately they could not see their mistake. In spite of greater diligence in the search after the appropriate remedy, in spite of renewed endeavour to hunt after symptoms in the Materia Medica. the real remedy seemed alwys to elude

the search, and mock the struggle, till the cases are made over to the allopaths, who with a few doses of Quinine effect the cure.” কুইনিন্ ব্যবহার না করিয়া কেবল মাত্র উচ্চক্রম ঔষধ দ্বারায় পুরাতন জ্বররোগীর চিকিৎসা করিয়া আশাতীত ফললাভ হওয়ায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এতই উল্লাসিত হয়েন যে তাঁহারা মনে করেন কুইনিন্ পরিত্যাগ করিয়া, অন্ততঃ ইহা অধিক মাত্রায় সেবন না করাইয়া, নূতন সবিরাম-জ্বর চিকিৎসাতেও ঐরূপ যশলাভ করিবেন। নূতন জ্বররোগীর চিকিৎসাভার প্রাপ্ত হইয়া পরীক্ষার স্থলে উপনীত হইলেই কিন্তু তাঁহাদের ভগ্নমনোরথ হইতে হয়। আক্ষেপের বিষয় এই যে তাহাতেও তাঁহাদের ভ্রম দূর হয় না। তাঁহারা আরও অধিক যত্ন এবং অধ্যবসায়ের সহিত সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ঔষধের অনুসন্ধান করেন, রোগের লক্ষণের সহিত ভৈষজ্যতত্ত্বের লক্ষণ মিলাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। অবশেষে রোগীর চিকিৎসাভার কোন এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের হস্তে ন্যস্ত হয়, যিনি দুই চারি মাত্রা কুইনিন সেবন করাইয়াই তাহাকে আরোগ্য করিয়া দেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হোমিওপ্যাথিক সমিতির অধিবেশনে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার “হোমিওপ্যাথি-মতে ম্যালেরিয়াবিষোদ্ভূত জ্বর-চিকিৎসা” নামে যে একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান তাহা হইতেই উপরিলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল। ঐ প্রবন্ধের উপসংহার-কালে তিনি বলিয়াছেন—“Gentlemen, I verily tell you that it is bark and its alkaloid which have kept up the vitality of the Old School, and it is our disloyalty to them which have stood seriously in the way of the progress of our own school, and which not unfrequently brings unmerited

ridicule and abuse upon our doctrines. In rigidly adhering to the *minutiæ* of our system, I am afraid, a large number of our brethren have become too exclusive and intolerant. But in our anxiety to be homœopaths we must not forget to be physicians, in our zeal to worship Hahnemann, we must not cease to worship Truth where-ever found." আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি সিন্‌কোনা এবং কুইনিন্‌ই এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালীর জীবন রক্ষা করিতেছে ; কুইনিন্‌কে তাচ্ছিল্য করিয়াই আমরা হোমিওপ্যাথির উন্নতিসাধনের পথ অপ্রশস্ত করিতেছি এবং অনেক সময় সেই জন্যই আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর অযথা অপবাদ ও নিন্দা প্রক্ষিপ্ত হয়। অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ রাখিতে গিয়াই দলাদলি ও পক্ষপাত দোষে পতিত হয়েন। হোমিওপ্যাথি-মতাবলম্বী হইবার জন্য আমরা যেন কখন চিকিৎসকের গুরুভার বিস্মৃত না হই, এবং হানিমানকে সম্মান করিবার জন্য যেখানেই সত্য পাওয়া যাক না কেন—সেই সত্যের যেন কোন প্রকারে অবমাননা না করি।

ডাক্তার ভিন্‌সেণ্ট ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ মেডিকেল ইন্‌ভেষ্টিগেটার (*United States Medical Investigator*) নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"Intermittent fever to me has proved an exceptional disease. I have seldom been able to cure a recent case of ague with high attenuations [Dr Hughes added here—"nor I might add with any other attenuation"]. Even the best selected remedies fail me in a majority of

cases. My own experience in ague is the experience of nineteen out of every twenty physicians of our school, and so thoroughly is this matter understood that it has become proverbial in malarious districts that homœopathic physicians can not cure ague. Many persons, ardent homœopaths, will resort to quinine or an allopath if they or their families take intermittent fever, rather than take the chance of a run of the disease, for several days, and probably have to resort to it at the end

সবিরাম-জ্বরকে এইরূপ একটী বিশেষ প্রকৃতির পীড়া বলিয়া আমার অনুভব হয় যাহা উচ্চ ক্রমের সুনির্দ্দিষ্ট ঔষধ [ডাক্তার হিউজেস্‌ও বলেন যে কোন নিয়তনক্রমের ঔষধের দ্বারায়ও নূতন ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হয় না] প্রয়োগ দ্বারায় কোন প্রকারেই আরোগ্য করা যায় না। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক বিংশতি জন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের মধ্যে উনবিংশতি জন এই কথা স্বীকার করিবেন। হোমিওপ্যাথিশাস্ত্রে বিশেষ অনুরাগী অনেক লোকেরই বিশ্বাস যে কুইনিন্‌-সেবন ব্যতীত সবিরাম-জ্বর আরোগ্য হয় না এবং সেই জন্যই তাঁহাদের নিজের বা পরিবারস্থ কাহারও সবিরামজ্বর হইলেই তাঁহারা কুইনিন্‌ সেবনের ব্যবস্থা করেন কিম্বা কোন এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের হস্তে ঐ রোগীর চিকিৎসা-ভার অর্পণ করেন, যেহেতু তাঁহারা জানেন যে ঐরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে তাঁহাদের অনর্থক দীর্ঘকাল ধরিয়া জ্বর ভোগ করিতে হইবে।

এস্থলে অবশ্যই ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে—হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে কি কুইনিন্‌ ব্যবহার করা সম্বন্ধে কোথাও নিষেধ আছে? হোমিও-প্যাথির আদিগুরু হানিমান হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অনেকগুলি

খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের মত আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি—উহা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে হোমিওপ্যাথি-শাস্ত্রে এরূপ কোন নিষেধ নাই, বরং সর্ব্বত্রই তাহার প্রতিকূল বিধানই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়েরা যেমন জ্বর মাত্রেই কুইনিন্ সেবনের ব্যবস্থা করিয়া অনেক সময়ই অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকেন, অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও যথা-সময়ে কুইনিন্ ব্যবস্থা না করিয়া অনিষ্ট ঘটাইতে ত্রুটি করেন না। ডাক্তার হেম্পেল্ যে একটি অতি ভয়ানক অনিষ্টের উদাহরণ দিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করিলাম।

"When the late Dr. Channing was still practising in the city of New York, he had a case of congestive chill to treat, for which he gave the patient, a western gentleman, a dose of tolerably highly potentized *Nux-Vomica.* A second chill, of course, took place much more voilent than the first. The Doctor, with his large brain crammed brimful with the doctrine of homœopathic aggravation, being perfectly satisfied that the *Nux* had aggravated the symptoms, gave him a drop of alcohol to counteract the terrible mischief the harmless little globules of *Nux* has done ; a third paroxysm occured, which destroyed the patient." নিউইয়র্কদেশস্থ ডাক্তার চ্যানিং একটি দূষিত-ম্যালেরিয়া-জ্বর-রোগীকে উচ্চক্রমের নক্স-ভম ব্যবস্থা করেন, তাহার পর দিন রোগের আরও বৃদ্ধি দেখিয়া ডাক্তার মহাশয় সিদ্ধান্ত করিলেন অতিরিক্ত ঔষধ সেবন বশতঃই রোগ-বৃদ্ধি হইয়াছে. এবং পূর্ব্ব দিবসে

তিনি যে অতি উচ্চ ক্রম নক্সের অণুবটীকা দিয়াছিলেন তাহারই কার্য্য নাশ করিবার জন্য এক বিন্দু এল্‌কোহল ব্যবস্থা করিলেন—তাহার পর দিবসে রোগের আরও বৃদ্ধি হইয়া রোগীর মৃত্যু হইল। বলা বাহুল্য ঐ অবস্থায় কুইনিন্‌ই একমাত্র প্রকৃত মহৌষধ; ডাক্তার মহাশয় যদি ঐ সময়ে পূর্ণমাত্রায় কুইনিন্ সেবন ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে হয়ত ঐ বেচারার মৃত্যু ঘটিত না? রোগীকে রোগমুক্ত করাই চিকিৎসকের মুখ্য উদ্দেশ্য, এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা কুইনিন্ ব্যবহার করেন বলিয়া আমরা তাহা ব্যবহার করিব না কিম্বা অধিকাংশ ঔষধ অল্প মাত্রায় ব্যবহার হয় বলিয়া কোন একটি ঔষধ অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিব না, এরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা নিতান্ত অন্যায় এবং শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। হোমিওপ্যাথিশাস্ত্র এরূপ সংকীর্ণ সীমার বশবর্ত্তী নহে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগেরও সেই জন্য এরূপ সঙ্কীর্ণমনা হওয়া অতীব অকর্ত্তব্য। চিকিৎসকের গুরুভার গ্রহণ করিয়া যাঁহারা সঙ্কীর্ণ সীমার বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করেন তাঁহারা চিকিৎসকের গুরুভার গ্রহণে নিতান্ত অযোগ্য। চিকিৎসকমাত্রেরই ডাক্তার হিউজসের নিম্নলিখিত উপদেশবাক্য উত্তম রূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—"We claim our inheritance in all the past of medicine, and our share in all its present. We assert and use our liberty to avail ourselves of every resource which the wit of man has devised or shall devise for the averting of death and relief of suffering. We know of no obligation superior to the paramount one of doing our best for our patients" চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কার হইয়াছে এবং হইতেছে সে সমস্ত বিষয়েই আমাদের অধিকার আছে,

এবং রোগীকে যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার বা তাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে আমরা অবশ্যই তাহা অবলম্বন করিব। রোগীকে রোগমুক্ত করাই চিকিৎসকের মুখ্য উদ্দেশ্য—এতদপেক্ষা তাঁহার অন্য কোন গুরুতর কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না।

আমাদের মত ও অভিজ্ঞতা—ম্যালেরিয়াবিষোদ্ভূত নূতন জ্বর মাত্রেই যে কুইনিন্ মহৌষধ আমরা একথা স্বীকার করি না। আমরা বহুসংখ্যক নূতন সবিরাম এবং স্বল্পবিরাম জ্বররোগীকে আদৌ কুইনিন্ প্রয়োগ না করিয়াই আরোগ্য করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস যে জ্বরে কুইনিন্ই নির্দ্দিষ্ট ঔষধ সেই জ্বরে অল্প মাত্রায় কুইনিন্ সেবন করাইলেই জ্বর মগ্ন হয়—তবে কখন কখন অধিক মাত্রারও প্রয়োজন হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া কুইনিন্ সেবন করিয়াও যে জ্বরের উপকার হয় না সে জ্বরে কুইনিন্ কখনই নির্দ্দিষ্ট ঔষধ হইতে পারে না। কুইনিন্ সেবন দ্বারায় জ্বরের কিছু মাত্র উপশম না হইলেও উপর্য্যুপরি কুইনিন্ সেবন করাইলে যে কি বিষময় ফল হয়—অনেকেই তাহা জ্ঞাত আছেন। আমার বিশ্বাস—আজ কাল বঙ্গদেশে যে কৌকালিন জ্বর ও যক্ষা রোগের এত প্রকোপ তাহা কুইনাইনের অপব্যবহার জন্যই ঘটিয়াছে (মৎ-প্রণীত মেটিরিয়া-মেডিকা দেখ।)। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পণ্ডিতবর ডাক্তার চেভার্য বলেন—"as the intensity of some fires is so extreme that water is unable to extinguish them, the severity of some of our marsh-fevers is so over-whelming that even the directly antidotal power of quinine fails to quell them." অগ্নিশিখা যেমন অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইলে জলনিক্ষেপ দ্বারায়ও তাহা নির্ব্বাণ করা যায় না সেইরূপ কোন কোন ম্যালেরিয়া-বিষোদ্ভূতজ্বর এরূপ প্রবল

হয় যে কুইনিনের ন্যায় জ্বরঘ্ন ঔষধের দ্বারায়ও তাহা আরোগ্য করা যায় না। ডাক্তার হিউজেস্ বলেন—"But it is confessed by the most ardent admirers of quinine that it does not always succeed in checking even recent agues. If therefore the paroxysms are not speedily arrested by its use (and it cures very quickly when it does so at all), you will do well at once to change it in favour of some other remedies." কুইনিনের বিশেষ পক্ষপাতী চিকিৎসকগণও স্বীকার করেন যে নূতন সবিরামজ্বর মাত্রই কুইনিন্ সেবন দ্বারায় আরোগ্য হয় না। কুইনিন্ সেবনের দ্বারায় জ্বর শীঘ্র বন্ধ না হইলে কুইনিনের পরিবর্ত্তে অন্য কোন সুনির্দ্দিষ্ট ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, কেন না যে জ্বর কুইনিন্ সেবনের দ্বারায় আরোগ্য হয় তাহা ঐ ঔষধ সেবনের পর অতি শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া-বিষোদ্ভূত নূতনজ্বরে কুইনিন্ মহৌষধ হইলেও পুরাতন জ্বরে বা ম্যালেরিয়াবিষাক্ত ধাতুতে ইহা অনুপযোগী, সেই জন্য ঐ সকল অবস্থায় কুইনিন্ ব্যবহার নিষিদ্ধ। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকমহাশয়েরা জ্বর মাত্রেই প্রথম হইতে অযথা অপরিমিত কুইনিন্ সেবন করাইয়া রোগীর ধাতু কুইনিনের বিষে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলেন. ম্যালেরিয়া-বিষের সহিত কুইনিনের বিষ একত্র মিশ্রিত হইয়া এক অতি অদ্ভুত বিষের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পল্লিগ্রামস্থ অনেক লোকই যে এই কুইনিন্-বিষজ-ম্যালেরিয়া-জ্বরে ভুগিতেছে সে বিষয়ে আমাদের অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়েরা ম্যালেরিয়ার স্কন্ধে সমস্ত দোষভার নিক্ষেপ করিলেও, অনেক লোকেই এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাঁহারা কুইনিনের জ্বরেই ভুগিতেছেন। কুইনিনের

অপব্যবহার জন্য যখন এই সকল জ্বর হয়—তখন কুইনিনের দ্বারায় কথনই তাহাদের চিকিৎসা হইতে পারে না। উহাদিগকে পুনরপি কুইনিন্ সেবন করাইলে জ্বরোৎপাদক বিষের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া জ্বরেরও বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। তাহাদিগের দেহ হইতে কুইনিন্‌রূপ জ্বরোৎপাদক-বিষ দূরীভূত করিতে পারিলে তবেই তাহাদের আরোগ্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা—যেহেতু কারণ দূর হইলে আর কার্য্যের বিকাশ কখনই হইতে পারে না। এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসক ডাক্তার বার্ডও বলিয়াছেন—"The most successful practice in the treatment of cases *originally of ague*, where the patient has been slowly saturated with Quinine, consists in stimulating the liver by minute doses of mild mercurials, and kindneys by mild diuretics, to enable them to eliminate and cast out the drug which has caused and is sustaining an artificial disease in the system." যে সকল জ্বররোগীকে অপরিমিত কুইনিন্ সেবন করান হইয়াছে তাহাদের যকৃৎ প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য অল্প মাত্রায় মার্কারি, এবং মূত্রগ্রন্থি প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য মূত্রবৃদ্ধিকারক ঔষধ সেবন করাইলেই তাহাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ জ্বরোৎপাদকবিষ নির্গত হইবে এবং তাহা হইলেই তাহারা সুস্থতালাভ করিবে। ডাক্তার বার্ড এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন—"As a rule chronic long-lasting intermittents are only aggravated by Quinine." দীর্ঘকালস্থায়ী পুরাতনজ্বরে কুইনিন্ সেবন করাইলে জ্বরের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। ডাক্তার হিউজেস্ বলিয়াছেন—"In chronic intermittents and malarial cachexia quinine can never be recommended." পুরাতনজ্বরে এবং ম্যালেরিয়াবিযাক্ত ধাতুতে কোন মতেই কুইনিন্

সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে না। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন—"Quinine may be used with success, but with each attack, after its exhibition, its utility diminishes, till finally it ceases to be a remedy, and its blind persistent use is sure to result, as it does result, in mischief" পুরাতন জ্বরেও প্রথম অবস্থায় কুইনিন্ সেবন দ্বারায় রোগের হ্রাস হইতে পারে কিন্তু প্রত্যেক জ্বরাক্রমণের সহিত ইহার উপকারিতাশক্তি হ্রাস হয়; তৎপরে ইহা ব্যবহার করিলেই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

দ্রষ্টব্য—এক কথায় নূতন সবিরাম-জ্বরে সকল সময়েই যে কুইনিন্ প্রয়োজনীয় তাহা আমরা স্বীকার করি না—তবে কখনো কখনো কুইনাইন ব্যতীত উহা আরোগ্য করা দুঃসাধ্য হয়। ফলতঃ যে জ্বরে শীত, পরে উত্তাপ এবং তাহার পর ঘর্ম্ম বিশিষ্ট রূপে বর্ত্তমান থাকে তথায়ই কুইনিন প্রয়োজ্য—নচেৎ নহে। আর পুরাতন জ্বরে কুইনিন অপকারী—এমন কি মৃত্যু-বীজ বপন করে।

[পরপৃষ্ঠায় সবিরাম-জ্বরের লক্ষণাদির তালিকা সন্নিবেশিত হইল]।

সবিরাম জ্বরের লক্ষণাদির তালিকা।

নিদান— ব্যাসিলাস্-ম্যালেরী নামক জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয়।

প্রকার— দৈনিক, দ্বৈহিক এবং ত্রৈহিক জ্বর; এতদ্ভিন্ন কতকগুলি মিশ্রজ্বর আছে।

প্রচ্ছন্ন অবস্থা— অনিশ্চিত, সাধারণতঃ ২ হইতে ৮ দিবস। সামান্য অসুখ বোধ, আলস্য, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। কাহারও বা প্রচ্ছন্ন অবস্থা থাকে না।

জ্বরাবস্থা—	শীতাবস্থা।	উত্তাপাবস্থা।	ঘর্ম্মাবস্থা।
	শীত বা কম্প ১৫মিনিট হইতে ৩ ঘন্টা থাকে।	উত্তাপ ৩ হইতে ৫ঘন্টা; কখন বা ১২ হইতে ১৬ঘণ্টাও থাকে।	ঘর্ম্ম অনিশ্চিত; ৩।৪ ঘণ্টাও থাকিতে পারে।
নাড়ীর অবস্থা—	সূক্ষ্ম হইলেও বেগ থাকে। গতি ৯০ হইতে ১২০ বার।	পুষ্টি এবং বেগ থাকে। গতি ১২০ হইতে ১৪০ বার।	সূক্ষ্ম। গতি ক্রমশঃ সহজ অবস্থায় পরিণত হয়।
উত্তাপ—	১০০ হইতে ১০৫ ডিগ্রি।	১০০হইতে ১০৮ডিগ্রি পর্য্যন্ত।	ক্রমে সহজ হয়।
জিহ্বা—	ক্লেদাবৃত ও সরস।	ক্লেদাবৃত ও শুষ্ক।	অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও সরস।
শৌচ ও প্রস্রাব—	কোষ্ঠবদ্ধ বা কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ। অধিক পরিমাণে জলের ন্যায় প্রস্রাব।	কোষ্ঠবদ্ধ। অল্পপরিমাণে লাল বর্ণের প্রস্রাব।	সহজ মলত্যাগ। প্রচুর পরিমাণে লালবর্ণ জলের ন্যায় প্রস্রাব; উহা ইউরেট্‌স্ মিশ্রিত।

	শীতাবস্থা	উত্তাপাবস্থা।	ঘর্ম্মাবস্থা।
লক্ষণ।	গা-আড়ামুড়ি-ভাঙ্গা, কেমন এক রকম অসুখ-বোধ, বিবমিষা বা বমন, তৃষ্ণা, গাত্রত্বক্ শীতল ও কুঞ্চিত, শীত, কম্প, শ্বাসক্রিয়া দ্রুত, উদ্বেগ, শিরঃপীড়া প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে।	গাত্রের উত্তাপ বৃদ্ধি, গাত্রদাহ, অত্যন্ত মাথা ব্যথা, তৃষ্ণা, দ্রুত ও কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া, চক্ষুজ্বালা, পেটে ভারবোধ ও কামড়ানি, গাত্র-বেদনা, অস্থিরতা, বিবমিষা বা বমন ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে।	কপাল হইতে মৃদু মৃদু ঘর্ম্ম আরম্ভ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম হয়। তাহার পরেই জ্বর এবং সমস্ত লক্ষণ উপসমিত হয়।
উপসর্গ।	... ...	উদরাময়, প্রলাপ, তড়্কা, প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি কিম্বা তাহাতে রক্তাধিক্য, যকৃতের কার্য্যবিকৃতি, রক্তদৌর্ব্বল্য, অবসন্নতা, জীবনীশক্তির হ্রাস, শোথ প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে।	... . ..

বিজ্বরাবস্থা। ক্রমে সহজ অবস্থায় পরিণত হয়। দুর্ব্বলতা এবং সামান্য মাথা বা পেটভার ভিন্ন প্রায়ই অন্য কোন কষ্ট থাকে না।

জ্বরের ভোগকাল। অত্যন্ত অনিশ্চিত।

প্রজ্ঞান। নূতন এবং উপসর্গ-রহিত সবিরাম-জ্বরে বিশেষ কোন আশঙ্কার কারণ নাই। কঠিন উপসর্গ থাকিলে এবং পুরাতন জ্বরে আশঙ্কা থাকে।

ভাবিফল। প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি বা তাহাতে রক্ত সঞ্চয়। যকৃতের কার্য্য বিকৃতি, রক্তদৌর্ব্বল্য, শোথ, ম্যালেরিয়া-বিষাক্ত-ধাতু, জ্বরের পুনরাক্রমণ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা।

সবিরাম-জ্বরের চিকিৎসা।

[স্বল্প-বিরাম, অবিরাম, এবং ব্রণকাইটীস্, নিউমোনিয়া-সম্বলিত জ্বর প্রভৃতিতেও এই সকল লক্ষণ থাকিলে এতন্নিখিত ঔষধ সমূহ সমান ভাবে প্রযুজ্য]।

এণ্টিম-ক্রুড (Antim-Crud)

প্রধানতঃ (১) পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলতা (২) জ্বরের সহিত নিদ্রালুতা, (৩) জিহ্বা শ্বেত ক্লেদে আচ্ছাদিত। এতদ্ভিন্ন গবমে (১) পেটের দোষ, (২) ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হওয়া (৩) শিশু ভয়ানক খিট্‌খিটে, তাহার গা'য় হাত দিলে বা তাহার দিকে চাহিলে সে রাগিয়া উঠে; কথায় কথায় কান্না যাহাকে ছিচকাঁদুনে বলে; রোগী জ্বরে অবিরাম পদ্যে কথা কহিতে চাহে অথবা পদ্য আওড়াইতে থাকে; (৪) আঙুলের নখ কাটা ফাটা ও বড় বাড়ে না—(৫) পা'র তলায় কড়া পড়ে সেই জন্য অথবা পা'র তেলোর ব্যথার জন্য পা পাতিতে কষ্ট বোধ করে।

জ্বর আসিবার সময় (Time)—দ্বিপ্রহর বা তাহার পূর্ব্বে (Noon and forenoon); সময়ে সময়ে অপরাহ্নে; আবার একদিন অন্তর ঠিক একই সময়ে।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা (Prodrome)—পাকস্থলীর লক্ষণ সকলের প্রকাশ ও মনের বিষণ্ণতা।

জ্বরের প্রকারভেদ (Type)—প্রাত্যাহিক (Quotidian); দ্বৈকালিন (Double Quotidian); ঐকাহিক (Tertian)।

শীতাবস্থা (chill)—[এই অবস্থা না থাকিতেও পারে] এককালে পিপাসা থাকে না—দ্বিপ্রহরের জ্বরে কম্প হয় বৈকালের জ্বরে কেবল

শীতই হয়—একবার শীত, একবার ঘর্ম্ম অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে শীত ও ঘর্ম্ম। পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা সেই সময় পা ছাড়া সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম। শীতাবস্থায় গাত্রে তাপ লাগাইলে শীতের বৃদ্ধি হয়, শীতাবস্থায় রোগীর নাক অতিশয় ঠাণ্ডা; মনে হয় তাহার নাকে বরফ লাগিয়া রহিয়াছে। তন্দ্রা বা নিদ্রার ইচ্ছা (তাপাবস্থার এই লক্ষণ এপিসেও আছে)।

তাপাবস্থা (Heat):—একবার উত্তাপ আবার পর ক্ষণেই ঘর্ম্ম (heat with sweat) তাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম; এক ঘণ্টাকাল খুব তাপ—তখন হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হয় আবার কিয়ৎক্ষণ ঘর্ম্ম, তৎপরে ২ ঘণ্টা ব্যাপিয়া তাপ। রাত্রিকালে বিশেষতঃ রাত্রি দ্বিপ্রহরে অত্যধিক তাপ সেই সময় পা ঠাণ্ডা; তাপাবস্থায় বুকে বেদনা, তাপাবস্থায় বমন, তাপাবস্থায় নিদ্রা বা তন্দ্রা (এই শেষ লক্ষণ এপিস, এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট এবং ওপিয়মে আছে।)

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat):—শীতের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম. একবার শীত একবার ঘাম, আবার উত্তাপ আসিলেই ক্ষণকাল ঘাম বন্ধ। উত্তাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম।

জ্বর-বিচ্ছেদাবস্থা (Apyrexia):—Gastric Symptoms অর্থাৎ অক্ষুধা গা-বমি-বমি, মুখে তিক্ত আস্বাদ, পেটে ভার বোধ, ভুক্তদ্রব্যের ঢেঁকুর উঠা, পেটে ব্যথা; সেই সঙ্গে উদরাময় কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধ (এণ্টিমে—জ্বর-কালে কোষ্ঠবদ্ধও থাকে)। পিপাসা কোন অবস্থায়ই থাকে না—(কখন কখন তাপাবস্থায় থাকে)।

দ্রষ্টব্য—এণ্টিম-ক্রুডের প্রোড্রোমে রোগীর অত্যন্ত বিষণ্ণভাব; শীতাবস্থায় প্রথমে শীত পরে ঘাম, শেষে তাপ—কিম্বা শীত ও ঘাম এক সঙ্গে (Simultaneonsly) আবার শীত না থাকিলে উত্তাপাবস্থায়

ঐরূপ উত্তাপ ও ঘর্ম্ম একসঙ্গে Simultaneously অথবা পর্য্যায়ক্রমে (alternately) হইয়া থাকে।

ফলতঃ জিহ্বায় শাদা Coating ইহার বিশেষতম লক্ষণ; যদিও পিপাসার অভাব এই ঔষধের বিশেষত্ব কিন্তু অনেক সময়ে পিপাসা হইতেও দেখা যায় তবে উহা স্বল্প-বিরাম-জ্বরে যত প্রবল সবিরাম-জ্বরে তত নহে।

এণ্টিম-ক্রুড ও পলসাটিলার প্রভেদ।

পলসাটিলায়—জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় (Prodrome) পিপাসা থাকে অন্য কোন অবস্থায় প্রায়ই থাকে না (যে বিশেষত্বে পিপাসা থাকে পলসাটিলা-অধ্যায়ে তাহা দেখ)।

এণ্টিম-ক্রুডে—পলসাটিলার ন্যায় Prodrome অবস্থায়ই কেবল পিপাসা থাকে।

পলসাটিলায়—Prodrome অবস্থায় অনেক সময়ে উদরাময় থাকে।

এণ্টিমে—বিচ্ছেদ ও জ্বর অবস্থায় উদরাময় থাকে।

এণ্টিমের বাহ্যে—কতকটা বাঁধা মল কতকটা জলবৎ।

পলসাটিলায়—প্রায় তরল ও জলবৎ। [মনে করিও না পলসাটিলায় কোষ্ঠবদ্ধ নাই—এণ্টিমের মত কোষ্ঠবদ্ধও আছে।

এণ্টিম-ক্রুডে—জিহ্বা শ্বেত Coating দ্বারা বিশিষ্টরূপে আবৃত। পলসাটিলায়—জিহ্বা হরিদ্রা বর্ণের লালায় আবৃত এবং পুড়িয়া বা হাজিয়া যাইবার মত অত্যন্ত ব্যথা জিহ্বায় থাকে।

পলসাটিলায়—রোগ-লক্ষণ ও জ্বরের পালা প্রভৃতি বড়ই পরিবর্ত্তণশীল (No two attacks are alike)।

এণ্টিম-ক্রুডে—প্রায়ই আরোগ্য হইয়া যখন পুনরায় রোগ প্রকাশ পায় তখন তাহারা পরিবর্ত্তিত ভাবে দেখা দেয় নচেৎ একই প্রকার।

এণ্টিমে—উদরাময় থাকিলেও পলসাটিলার ন্যায় রাত্রে তাহার আধিক্য নহে। এণ্টিমে—উদরাময় অপেক্ষা বমন, গা-বমি-বমি অধিক। পল্‌সাটিলায়—বমন অপেক্ষা উদরাময় অধিক।

পলসাটিলায়—শীত খুব অধিক; এণ্টিমে—ও অধিক কিন্তু শীতের পর ঘর্ম্ম, তৎপরে তাপ অথবা শীত ও ঘর্ম্ম Simultaneously কিম্বা শীত ও ঘর্ম্ম বা উত্তাপ ও ঘর্ম্ম পর্য্যায়ক্রমে (alternately) হয়। পলসাটিলায়—প্রথমে, শীত, পরে তাপ এবং ঘর্ম্ম প্রায়ই থাকে না যদি থাকে তাহা জ্বর ছাড়িবার সময়। এণ্টিমে—রাত্রিকালে পিপাসা হয়; প্রোড্রোমে—পিপাসা পলসাটিলায়ই নির্দ্দিষ্ট তবে এণ্টিমেও—হয়।

এণ্টিম-ক্রুড ও পডোফাইলম।

এণ্টিমের মত পডোফাইলমে—gastro-bilious লক্ষণ সমূহ খুব প্রবল। এই সকল লক্ষণ Prodrome এ তো থাকেই—তবে উত্তাপাবস্থায় কখন প্রবল কখন অপ্রবল। এণ্টিমে—বমন প্রবল আর পডোফাইলমে—গা-বমি-বমি, কাট-বমি প্রবল; এণ্টিমে—জ্বর আসার সময় সর্ব্বদা পদ্যে কথা কহিতে চাহে ও পদ্য আওড়াইতে চাহে; পডোফাইলমে—পদ্য না বলুক অনর্গল বকুনি যাহাকে বাতিকের বকুনি বলে তাহা আছে কিন্তু উহা শীতাবস্থা হইতে আরম্ভ হইয়া জ্বরের সর্ব্বোচ্চ বাড়ের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত কেবল থাকে তাহার পর জ্বর (Climax) সর্ব্বোচ্চ বাড় বাড়িলে রোগী ঘুমাইয়া পড়ে এবং সেই ঘুমের সময় হইতেই ঘর্ম্ম হইতে থাকে।

এণ্টিমে—সদাই ঘুম ঘুম ভাব; পডোফাইলমে—ঘুম ঘুম ভাব

সর্ব্বদা নহে কেবল জ্বরের Climax হইতে ঘর্ম্মাবস্থা পর্য্যন্ত; পডোফাইলমে—উত্তাপের পর ঘর্ম্ম আরম্ভ হয়; এণ্টিমে—শীতের পর ঘর্ম্ম অথবা উত্তাপের সহিত Simultaneously বা alternately ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। এণ্টিমে—জিহ্বায় শ্বেতলেপ যত অধিক পডোফাইলমে—তত অধিক নহে। এই দুই ঔষধই শিশুদিগের স্বল্পবিরাম-জ্বরে বিশেষ উপযোগী।

এণ্টিমে—গরম ঘরে থাকিলেও শীতাধিক্য; পডোফাইলমে—অগ্নিতাপে শীতের নিবৃত্তি হয় না কিন্তু লেপ গায় দিলে আরাম পায়।

বাহ্য উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি—এপিস ও ইপিকাকে নির্দ্দিষ্ট; এণ্টিমেও কতকটা আছে।

বাহ্য উত্তাপে শীতের হ্রাস ও আরাম-বোধ—আর্স, ইগ্নেশিয়া ক্যাপসিকম্ প্রভৃতিতে নির্দ্দিষ্ট তবে কিছু বিশেষত্ব আছে - যথা—

ইগ্নেশিয়ায়—শীতাবস্থায় বাহ্য উত্তাপে উপশম-বোধ কিন্তু উত্তাপাবস্থায় বাহ্য-উত্তাপে রোগ-যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

ক্যাপসিকমে—শীত ও উত্তাপ উভয়াবস্থায়ই গরমে উপসম-বোধ।

ল্যাকেসিস্ - শীতাবস্থায় উত্তপ্ত দ্রব্য চা'য় কিন্তু তাহাতে শীতের কোন উপশম বোধ হয় না।

নক্স-ভমিকায়—শীতাবস্থায় উত্তাপ প্রয়োগে শীতের কোন উপশম হয় না—আবার উত্তাপ অবস্থায়ও গায়ের কাপড় খুলিতে চায় না।

এণ্টিম ও এপিস—

এণ্টিমের পিপাসার কিছুই ঠিক নাই, কখন কখন Prodrome অবস্থায় ও রাত্রিকালে পিপাসা হয় আবার থাকেও না।

এপিসে—পিপাসার অভাবই নির্দ্দিষ্ট তবে কেবল শীতাবস্থায় থাকে।

এণ্টিমে—গরম ঘরেও শীতের আধিক্য-বোধ; এপিসে—বাহ্য উত্তাপে শীতের বরং বৃদ্ধি।

এপিসে—শীতের আধিক্য কমিয়া আসিলেই (অথবা উত্তাপ কালে) ঘুম ঘুম ভাব। এণ্টিমে—শীত ও উত্তাপাবস্থায় ঘুম ঘুম ভাব।

এপিসে—ঘর্ম্মের অভাবই নির্দ্দিষ্ট—তবে মধ্যে মধ্যে গাত্রের শুষ্কতা ও ঘর্ম্ম পর্য্যায়ক্রমে (ঘর্ম্মাবস্থায়) হইতে দেখা যায়—তাহাও অতি সামান্য।

এণ্টিমে—শীত, পরে ঘর্ম্ম, তৎপরে উত্তাপ অথবা পর্য্যায়ক্রমে শীত ও ঘর্ম্ম কিম্বা উত্তাপ ও ঘর্ম্ম। ফলতঃ এপিসে—ঘর্ম্ম ও পিপাসা না থাকাই নির্দ্দিষ্ট।

এণ্টিম-ক্রুড ও ক্যাপ্‌সিকম।

ক্যাপ্‌সিকমে—অনেকটা ইগ্নেশিয়া, ইউপ্যাটোরিয়ম, নেট্রম প্রভৃতির ন্যায় (ইগ্নেশিয়া ও ক্যাপ্‌সিকম অধ্যায় দেখ) পিপাসা অর্থাৎ শীতের সময় খুব প্রবল এবং এমন কি তাহার পূর্ব্বে হইতে প্রকাশ পায়।—ক্যাপ্‌সিকমে—জ্বরের সঙ্গেই পিপাসা ও ঘর্ম্ম।

এণ্টিমে—পিপাসা Prodrome অবস্থায় কখন থাকিলেও শীতাবস্থায় ও উত্তাপাবস্থায় নাই তবে এণ্টিমে যেমন শীতের পর ঘর্ম্ম অথবা তাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম—ক্যাপ্‌সিকমেও তাহাই; তবে ক্যাপসিকমে এই সঙ্গে পিপাসা থাকে (শীত বা তাপের সঙ্গে ঘর্ম্মে)। এণ্টিমে—তাহা থাকে না।

এণ্টিম-ক্রুড ও এণ্টিম-টার্ট।

এই দুই ঔষধের অনেক লক্ষণই এক রকম।

এণ্টিম-ক্রুড—শিশু বড়ই ভীতু, ঘ্যান্‌-ঘ্যানে, কথা কহিতে চাহে

না, তাহাকে কেহ স্পর্শ করিলে বা তাহার দিকে তাকাইলে পর্য্যন্ত আর রক্ষা নাই—অমি কান্না জুড়িয়া দেয় ও ঘ্যান্‌-ঘ্যান্‌ করে।

এণ্টিম-টার্টে—কতকটা ঐ রকমই, মায়ের কোলে জড়াইয়া থাকিতে চাহে; কখন বেড়াইতে চাহে, গা'য় হাত দিলে কান্না জোড়ে, চিকিৎসককে নাড়ী দেখিতে দেয় না—তবে গা'য় হাত না দিলে চুপ করে—কিন্তু এণ্টিম-ক্রুড রোগীর দিকে চাহিবার যো নাই অমি কান্না।

এণ্টিম-ক্রুডে—বমি ও গা-বমি-বমি থাকে; গা বমি-বমি কমিয়াও বমন হইতে থাকে।

এণ্টিম-টার্টে—গা-বমি-বমি অত্যন্ত কষ্টদায়ক, কাট-বমি retching and gagging আরো অধিক; বমিও খুব, কখন নীল ও সবুজ রঙের।

এণ্টিম-ক্রুডে—জিহ্বা যেমন শাদা লেপাবৃত; এণ্টিম-টার্টে—তাহা নহে—বরং লাল কখন লাল ও শাদার পর পর ডোরা থাকে।

এণ্টিম-টার্টে—ভয়ানক কাশি ও গলা ঘড়্‌ঘড়ানি (Bronchitos, Pneumonia &c.)—মনে হয় রোগীর গলায় অনেক শ্লেষ্মা জমিয়া রহিয়াছে, এখুনি উঠিবে—কিন্তু কাশিলে কিছুই উঠে না।

এণ্টিম-ক্রুড অপেক্ষা এণ্টিম-টার্টে—ঘুম-ঘুম-ভাব আরো অধিক (ওপিয়মের ন্যায়)।

এণ্টিম-ক্রুডের ন্যায় এণ্টিম-টার্টেও তত পিপাসা নাই। এণ্টিম-ক্রুডে—যেমন পর্য্যায়ক্রমে বা এক সঙ্গে শীত ও ঘর্ম্ম অথবা উত্তাপ ও ঘর্ম্ম এণ্টিম-টার্টে—তাহা নহে উত্তাপাবস্থায় রোগী যখন নিরবচ্ছিন্ন নিঝ্‌ঝুমভাবে থাকে তখন কপালে ও মাথায় ঘর্ম্ম হয়—আবার জ্বর ছাড়িবার সময়ও প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়—তবে আক্রান্ত স্থানে অর্থাৎ যদি নিউমোনিয়া থাকে তাহা হইলে যেদিকে রোগ বর্ত্তমান থাকে—সেই স্থানে বা সেই দিকে অধিক ঘর্ম্ম হয়।

স্বল্প-বিরাম বা সবিরাম-জ্বরে—কোষ্ঠ-কাঠিন্যেই এণ্টিম-টার্ট নির্দ্দিষ্ট ; তবে এণ্টিম-টার্টে—উদরাময় ও জলবৎ ভেদ পর্য্যন্তও হইতে পারে ; এণ্টিম-ক্রুডে—কোষ্টবদ্ধ, আবার উদরাময়, তাহাতে খানিকটা বাঁধা মল খানিকটা তরল।

এলুমিনা (Alumina)।

শীর্ণকায় ও স্ক্রোফিউলস শিশুদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। (১) যাহাদের গাত্রে শুষ্ক চাকা চাকা eruption থাকে এবং তাহা যদি শীতকালে বাড়ে (পেট্রোলিয়ম)—(২) ঐ স্থান চুলকাইয়া রক্তাক্ত করে—বিশেষতঃ বিছানায় শুইবার পর। (৩) ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ, যতক্ষণ না অনেক মল জমে ততক্ষণ কিছুতেই বাহ্যে নিঃসরণ হয় না। (৪) বাহ্যে বসিলে ভয়ানক কোঁথ দিতে হয—সেই জন্য দুই হাত দিয়া জোর করিয়া কিছু ধরিয়া বসে ; এমন কি তরল বাহ্যে হইলেও খুব কোঁথ না দিলে মল নিঃসরণ হয় না ; আবার যদিও গুঁটলের মত বাহ্যে হয় তাহার গা'য় আম থাকে। (৫) বাহ্যের কোঁথের সময় কেবল প্রস্রাব করিতে পারে অথবা খুব কোঁথ না দিলে প্রস্রাব নিঃসৃত হয় না। কখন কখন বাহ্যের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে প্রস্রাব করিতে পারে না। (৬) শিশু মাটী বা দেয়ালের বালি ও চুন খাইতে বড় ভালবাসে।—এই সকল লক্ষণ এলুমিনায় প্রথমেই দ্রষ্টব্য।

জ্বর আসার সময়—প্রায় ভোর ৪টা অথবা সন্ধ্যা ৫—৮টা।

শীতাবস্থায়—অত্যন্ত পিপাসা (আর্ণিকা, ইগ্নেশিয়া ক্যাপসিকম); শীত শীত ভাব তাহাতে বাহ্য উত্তাপ চাহে অথচ বাহ্য-উত্তাপে উপসম হয় না (ল্যাকেসিস্) [ইগ্নেশিয়ায় উপশম হয়]।

উত্তাপাবস্থায়—পিপাসা থাকে না—নড়িলে চড়িলে পীড়া-লক্ষণের বৃদ্ধি (ব্রাই) ; [ক্যাপ্‌সিকমে—হ্রাস]।

ঘর্ম্ম— রাত্রে এবং শরীরের ডান অংশে অধিক হয়।

বিশেষত্ব অনবরত ঢেঁকুর উঠে—তাহাতে যেন কতকটা উপশম বোধ করে এবং নিতান্ত অবসন্নতা।

এমন-মর (Ammon-Mur) ।

(১) মোটা লোকদিগের—বিশেষতঃ যাহারা এদিকে বেশ মোটা কিন্তু পা শীর্ণ (ন্যাল্‌-নেলে)—তাহাদের রোগে ইহা অধিক উপযোগী। (২) দিনে ও রাতে নাক বন্ধ হইয়া যায় তবে সেজন্য (এমন-কার্ব্বের মত) হাঁপাইয়া উঠে না। (৩) ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ। মল নিঃসরণে ভয়ানক কোঁথ দিতে হয় ও সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ হয় ; শক্ত ভাঙা ভাঙা মল—উহার নিঃসরণে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়। (৪) ঋতুকালে মলদ্বার হইতে রক্ত-নিঃসরণ (এমন-কার্ব্বে ভেদ ও বমন হয়)। (৫) পা'য় স্নায়বিক বেদনা। (৬) প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর শীত ও উত্তাপ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়।

জ্বর-কালে (নক্স-ভমের ন্যায়) গাত্রাবরণ কিছুতেই খুলিতে চাহে না।

জ্বর আসার সময় ঃ—অপরাহ্ন৩—৪টা অথবা ৫।৬।৭টা সন্ধ্যা।

[সাত দিন অন্তর জ্বর ;—প্রথমে শীত পরে উত্তাপ শেষে অত্যন্ত ঘর্ম্ম।]

শীতাবস্থায় ঃ—পিপাসা নাই ; ঘুম হইতে উঠিলেই শীত বোধ, আধ ঘণ্টান্তর একবার শীত একবার তাপ, কোমরে ভয়ানক ব্যথা।

তাপাবস্থায় ঃ—পিপাসা ও মধ্যে মধ্যে উত্তাপের উচ্ছাস

আসে তাহাতে বুকে হুলফোটানর মত যন্ত্রণা ও সমস্ত গাত্রে চুলকানি। উত্তাপের সময় এইরূপ উচ্ছাস আসিয়া ঘর্ম্ম হয়—কিন্তু ঘর্ম্ম কেবল মুখে এবং হাত ও পায়ের তলায়ই অত্যন্ত হয়।

ঘর্ম্মাবস্থা ঃ—হাত ও পায়ের তলায় ঘর্ম্ম সেই সঙ্গে ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ ইহাতে নির্দ্দিষ্ট।

দ্রষ্টব্য—এমন-মিউরে—প্রথমে শীত পরে উত্তাপ এবং শেষে ঘর্ম্ম (উত্তাপের সঙ্গে পূর্ব্বোক্তরূপ ঘর্ম্ম হইয়াই জ্বর ছাড়ে—তবে শরীরের নিম্ন দেশেই অধিক ঘর্ম্ম হয়)। অত্যন্ত বায়ু-নিঃসরণ, মলের সহিত মাংসের পাতলা ছালের মত কিম্বা জমা জমা রক্তের চাপ (clot) নিঃসরণ হয়। এই লক্ষণ Enteric কিম্বা Continued জ্বরে থাকিলে এমন-মরই বিশেষ-উপযোগী—অনেকে মনে করেন।

এনাকার্ডিয়ম (Anacardium).

আমরা জ্বরে এই ঔষধ বড় ব্যবহার করি নাই। ডাঃ এলেন বলেন আহারের পর জ্বরের উত্তাপের ও সকল উপসর্গের উপশম (খালিপেটে বৃদ্ধি এবং রোগীর স্মরণশক্তির হ্রাস ও রোগী নিতান্ত সন্দিহান চিত্ত হইলে—এনাকার্ডিয়মে উপকার হয়। তিনি আরও বলেন শিশুদিগের সবিরাম-জ্বর—যাহা বেলা ৪টার সময় প্রত্যহ আসে—কিন্তু জ্বরের সকল অবস্থাই (chill, heat, sweat) নিতান্ত অল্প স্বল্প (Mild)—তবে শিশু বড়ই উত্তেজিত (Irritable) সামান্যতেই রাগিয়া উঠে—তাহাতে এনাকার্ডিয়ম উপযোগী। আমরা এরূপ জ্বরে—আর্স, নেট্রম্-সল্‌ফ, পলস, প্রভৃতিতে উপকার পাই।

এণ্টিমন-টার্টারিকম (Antimon-Tartaricum)

——:০:——

(এণ্টিম-ক্রুড দেখ) শিশুদিগের সবিরাম, স্বল্প-বিরাম ও ব্রণ-কাইটীস বা নিউমোনিয়া-সংযুক্ত জ্বরে ইহা সমধিক উপকারী। শিশুদিগের স্বল্পবিরাম বা সবিরাম-জ্বরে—ব্রাই, জেল্স, বেল্, প্রভৃতির লক্ষণ পূর্ণ বা আংশিক ভাবে থাকিয়াও যখন তাহাতে উপকার হয় না।—তখন বুঝিতে হইবে যে লংসে কোন পীড়া হইয়াছে বা তাহার উপক্রম হইতেছে সুতরাং ঐ সকল ঔষধে উপকারের সম্ভাবনা নাই—তখন এণ্টিম-টার্ট, ফস্ফোরস প্রভৃতি উপযোগী। (স্বল্প-বিরাম-জ্বর-অধ্যায়ে ও সবিরাম-জ্বরের এণ্টিম-ক্রুডের সহিত এণ্টিম-টার্টের পার্থক্যবিচার পরিচ্ছেদে পরস্পরের প্রভেদ লিখিত হইয়াছে—দেখ।)

বিশেষত্ব—১। শ্লেষ্মা-যুক্ত ধাতুর লোকের পীড়ায় ও ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে ইহা উপযোগী।

২। সর্দ্দি ও কাসির প্রকোপ; সময়ে সময়ে কাসিতে অক্ষমতা; গলা ঘড় ঘড় করে ও মনে হয় গলায় কত সর্দ্দি জমিয়া থাকে কিন্তু বহু চেষ্টায়ও উঠে না।

৩। মুখ ঠাণ্ডা ও কপালে ঘাম।

৪। গা-বমি-বমি ও বমি (ডান দিক চাপিয়া শুইলে তত বমি হয় না—অন্য যে কোন অবস্থায়ই অত্যন্ত বমি হয় এবং ক্রমশঃ অবসাদ ও আচ্ছন্নতা। (ফস্ফোরসে—বাহ্যে ও বমি বাম দিক চাপিয়া শুইলে অধিক হয়—ডান দিক চাপিয়া শুইলে কম হয়।)

৫। অত্যন্ত ঘুম ঘুম ভাব ও আচ্ছন্নতা (Sleepiness, drowsiness)।

জ্বর আসার সময় (Time) :—অধিক সময়ে প্রাতঃকালেই জ্বর আসে বা বাড়ে। প্রাতেঃ ৯টায় যদি জ্বর আসে—খুব শীত থাকে

কিন্তু কাঁপুনি থাকে না আবার অনেক সময়ে অপরাহ্ন ৩টা অথবা ৩—৬টার ভিতর জ্বর আসে; অনেক সময়ে জ্বর আসার সময়ের স্থিরতা নাই।

জ্বরের টাইপ (Type) :—প্রাত্যাহিক (Quotidian), দ্বৈহিক বা একদিন অন্তর (Tertian) দুই দিন অন্তর (Quartan); শীত কালের ও বসন্ত কালের জ্বরে সমধিক উপযোগী; একদিন অন্তর জ্বরে—জ্বর প্রায়ই ২—৪ ঘণ্টা এগিয়ে anticipates আসে।

শীতাবস্থা (Chill) :—এক কথায় এণ্টিম-টার্টের জ্বরে শীত আছে; তবে আর্ণিকা, ইগ্নেশিয়া, ক্যাপসিকম, ইউপ্যাটোরিয়ম, ও নেট্রম-মার প্রভৃতিতে শীতের সহিত পিপাসা আছে—ইহাতে তাহা নাই। তবে এণ্টিম-ক্রুডের ন্যায় এণ্টিম-টার্টে—শীত (Chill) ও ঘর্ম্ম (Sweat) অথবা উত্তাপ ও ঘর্ম্ম পর্য্যায়ক্রমে বা এক সঙ্গে দেখা যায় না। (পূর্ব্বে পার্থক্য দেখ)

উত্তাপাবস্থা (Heat)—বড় পিপাসা থাকে না; যদি অল্প শীত (Chill) হয় তাহা হইলে—ভয়ানক উত্তাপ এবং উহা অধিকক্ষণস্থায়ী (Violent and long-lasting) হয়; আবার যদি শীত অনেকক্ষণ-স্থায়ী হয়—তাহা হইলে উত্তাপ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। উত্তাপাবস্থায় তত পিপাসা থাকে না; তবে উত্তাপাবস্থার শেষাংশে এবং ঘর্ম্মাবস্থার মধ্যকালে পিপাসা থাকে। (পডোফাইলম দেখ।)

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—খুব ঘাম হয়; প্রায় সর্ব্বশরীরেই হয়—তবে কপালেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। [যদি এই সঙ্গে ব্রণকাইটিস বা নিউমোনিয়া থাকে—তাহা হইলে যে দিক রোগাক্রান্ত হয় সেই দিকেই অধিক ঘর্ম্ম হয়।

জিহ্বা—ধারগুলি লাল কিম্বা লাল ও শাদা; মধ্যভাগ উজ্জল

লাল ও শুষ্ক এবং মধ্যে মধ্যে পুরু শ্বেতবর্ণের লেপ দৃষ্ট হয় (এণ্টিম-ক্রুডে—পুরু শাদা কোটিং থাকে উজ্জ্বল লালবর্ণ থাকে না)।

জ্বর বিচ্ছেদাবস্থা (Apyrexia):—বমি, গাত্র-বেদনা ও আচ্ছন্নভাব কেবল এই অবস্থায় কেন—সকল অবস্থায়ই থাকে।

দ্রষ্টব্য—[শীত কালে বা বসন্ত কালে শিশুদিগের এইরূপ সবিরাম-জ্বর প্রায়ই স্বল্পবিরাম-জ্বরে পরিণত হয—সেই সঙ্গে বমি, গা-বমি-বমি ও আচ্ছন্ন ভাব থাকে এবং তখনও ইহা উপযোগী। এণ্টিম-ক্রুডেও—বমি ও গা-বমি-বমি থাকে কিন্তু তজ্জন্য অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য এণ্টিম-টার্টে অত্যন্ত অধিক—এণ্টিম-ক্রুডে তত নহে।

লক্ষণ-সার—সেঁতে সেঁতে গৃহে বাস জন্য জ্বর (আর্স, এরেনিয়া), ভয়ানক ঘুম ঘুম ভাব এবং কখনও বা অচেতনের মত ঘুম; জ্বরকালে কিছুতেই চক্ষু খোলে না বুজাইয়া থাকে; যতক্ষণ জাগিয়া থাকে হা হুতাশ করে।

অনেকক্ষণ-স্থায়ী শীত হইলে অল্পক্ষণ-স্থায়ী কিন্তু ভয়ানক উত্তাপ; আবার অল্পক্ষণ-স্থায়ী শীত হইলে অধিকক্ষণ স্থায়ী উত্তাপ। শীত ও উত্তাপকালে পিপাসা থাকে না; ঘাম মধ্যে মধ্যে হয়—এতদ্ব্যতীত শেষে খুব ঘাম হয়—উত্তাপ ও ঘর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী কালে পিপাসা থাকে; ঘাম কপালে অধিক হয়; বমি, গা-বমি-বমি, কাসি, সর্দ্দি, গলা ঘড়ঘড়ী প্রভৃতি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট—এতদ্ব্যতীত শর্দ্দির জন্য গলা ঘড় ঘড় করে মনে হয় বেশ সরল হইয়া উঠিবে কিন্তু কিছুতেই উঠে না।

একোনাইট (Aconite Nap)

———:০:———

অনেকে কেন আমরাও পূর্ব্বে মনে করিতাম যে সবিরাম-জ্বরে একোনাইটের প্রয়োজন হয় না ফলতঃ এক্ষণে আমরা দেখিয়াছি যে

সময়ে সময়ে একোনাইট বিশেষ উপযোগী। (স্বল্পবিরাম-জ্বর-অধ্যায়ে একোনাইটের লক্ষণসমূহ ও অন্য ঔষধের সহিত তাহাদের প্রভেদ বিবৃত হইয়াছে। প্রাত্যাহিক ও দুই দিন অন্তর (Quartan) জ্বরে ইহা উপযোগী। বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ গুহ স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টার; চট্টগ্রামে অবস্থান-কালে তথায় দুই দিন অন্তর কতকগুলি জ্বর হইতে দেখেন—তাহাতে জ্বর হঠাৎ আসিত, এবং দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া পড়িত—আর সেই সঙ্গে ভয়ানক শীত, কম্প, তাহার পর ভয়ানক উত্তাপ এবং উত্তাপকালে ভয়ানক ছট্‌ফটানি, ভয়ানক পিপাসা ও ভয়ানক অন্তর্যাতনা এবং মৃত্যু-ভয়। যখন ব্রজেন্দ্র বাবু আমায় এই সকল লক্ষণ বলিতে থাকেন আমি বলি—একোনাইটই এই জ্বরের ঔষধ। ব্রজেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলেন সিভিল সার্জ্জন প্রভৃতি ডাক্তারগণ অনেক কুইনাইনাদি ঔষধ দেন তাহাতে কোন উপকার হয় নাই কিন্তু মিঠাবিষ দিয়া একজন কবিরাজ সকলগুলি রোগ আরোগ্য করেন। সেই জন্য বলিয়া রাখি একোনাইটের লক্ষণ থাকিলে উপকার হইবে।

একোনাইট-হ্যাপে বা র‍্যাডিক্সে উপকার না হইলে একোনাইট-ফেরক্স দেওয়া উচিত। এই একোনাইট-ফেরক্স কবিরাজদিগের মিঠা বিষ।

লক্ষণ-সার (Analysis)—ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া অথবা গরম হবার পর ভিজিলে বা স্নান করিলে কিম্বা ঘর্ম্ম বন্ধ হওয়া প্রভৃতি কারণে জ্বর হইলে একোনাইট—সবিরাম-জ্বরেও উপকারী।

একোনাইটে—গায়ের কাপড় খুলিলেই শীত বোধ; এটি কেবল শীতাবস্থায়—(নক্সে সকল অবস্থায়)

একোনাইটে—উত্তাপাবস্থায় গাত্র চর্ম্ম শুষ্ক ও গরম, সেই সময় ভয়ানক পিপাসা; ভয়ানক ছট্‌ফটানি, মৃত্যুভয়, অন্তর্যাতনা।

একোনাইটে—ঘর্ম্ম আরম্ভ হইলে গা ঢাকিতে চায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—যে কোন তরুণ পীড়া বা যে প্রকার জ্বরই হউক তাহার সহিত যদি শ্বাস-কষ্ট ও বক্ষ প্রদেশে ভার-বোধ থাকে তাহা হইলে ২।৪ মাত্রা একোনাইট ব্যবস্থেয় এবং তাহাতেই ঐ লক্ষণ তিরোহিত হইবে আর এমন কি সেই পীড়ার জন্য অন্য ঔষধ প্রযুক্ত হইলেও ঐ লক্ষণের আবির্ভাবে একোনাইট প্রয়োগই বিধেয়; পরে শ্বাস-কষ্ট তিরোহিত হইলে পুনরায় লক্ষণ-মত অন্য ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। ডাঃ ক্লার্ক বলেন এই শ্বাস কষ্টের সহিত যদি একোনাইটের বিশেষ-লক্ষণ ভয়ানক ছট্‌ফটানিও বক্ষে ভার-বোধ জন্য কেবল চেঁচিয়ে অনুযোগ করা ও মৃত্যু ভয় থাকে—তাহা হইলে একোনাইটই অধিকতর উপযোগী।

[অন্যান্য লক্ষণ স্বল্প-বিরাম-জ্বর-অধ্যায়ে দেখ]

একটিয়া-রেসিমোসা (Actea Racemosa)

——:0:—

স্ত্রীলোক দিগের পীড়ায় ইহা অধিকতর উপযোগী। গর্ভাবস্থায় অথবা ঋতুকালে জ্বর—সেই জ্বরের সহিত গাত্র-বেদনা, ঘাড়ে বেদনা, পৃষ্ঠে বেদনা এবং ভয়ানক ছট্‌ফটানি থাকিলে ইহাই উপযোগী।

নাসাজ্বরে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। ইউট্রাসের পীড়ার সহিত জ্বরেও ইহা উপযোগী।

সবিরাম-জ্বরে—প্রথমে, শীত, পরে উত্তাপ এবং তাহার পর ঘাম এই ঘাম পেটে অধিক হয়। (উপরের লক্ষণগুলি জ্বরে থাকা চাই)।

ইস কুলস হিপ (Aesclus Hip)

—:0:—

অর্শরোগীর জ্বরে ইহা অধিক উপযোগী। অপরাহ্ন ৪ টার সময় শীত করিয়া জ্বর আসে (পল্‌স, লাইকপ, এনাকার্ডিয়ম্‌), শীতের

সহিত কখনো কম্প থাকে না ; উত্তাপের সহিত সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম হয় এবং উহা গরম। পিপাসা থাকে কিন্তু জলপান করিতে পারে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ইস্কুলসের নিম্ন-লিখিত লক্ষণগুলি পূর্ণ বা আংশিক ভাবে থাকিলে উহা দ্বারা সবিরাম-জ্বরে বিশেষ উপকার হওয়া সম্ভব।

১। অবিরাম ভাবে কোমরে ব্যথা উহা সেক্রম প্রদেশ হইতে উরুতে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; চলিলে বা সাম্নের দিকে ঝুঁকিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি।

২। মুখ, গলা ও মলদ্বারের মিউকস মেম্‌ব্রেন স্ফীত এবং তথায় জ্বালা ও শুষ্ক-বোধ (এই জন্যই পিপাসা সত্বেও জলপান করিতে পারেনা এবং রোগী অনুক্ষণ ঢোক গিলিতে চাহে সেই সঙ্গে গলায় জ্বালা, খোঁচা, বেঁদা ও কাঁটাকাঁটা ভাব (এপিস, বেল, ফাইটোলক্কা)।

৩। মলদ্বারে শুষ্কভাব ও উত্তাপ-বোধ—রোগী মনে করে মলদ্বারে যেন কতকগুলি কাটী গোঁজা রহিয়াছে এবং কখন কখন ছুরি দিয়া কাটার মত যন্ত্রণা (ইগ্নেশিয়া, নাইট্রিক-এসিড, সলফর,) হয়।

৪। কোষ্টবদ্ধ—মলনিঃসরণে কষ্ট, সেই সঙ্গে কোমরে ভয়ানক ব্যথা।

ইথুজা সিনাপম (Æthusa-Cynapum)

——:o:——

শিশু দিগের রোগে বিশেষতঃ তাহাদের গ্রীষ্মকালিন-জ্বরে অথবা দন্তনির্গমন কালের জ্বরে— ইহা অধিকতর উপযোগী।

বিশেষ-লক্ষণ ১। ভয়ানক দৌর্ব্বল্য। ২। শিশু দাঁড়াইতে পারে না অথবা মাথাটি সোজাও করিয়া রাখিতে পারে না (এব্রোটেনম্, ক্যাল্‌-করিয়া-ফস্, সিলিসিয়া। ৩। অবসাদ অথচ ঘুমঘুম ভাব। ৪। নাকের ডগায় ইরপসন্। ৫। পিপাসার সম্পূর্ণ অভাব (এপিস, পলসাটিলা)।

৬। দুগ্ধ-অসহিষ্ণুতা, দুধ সহ্য হয় না, প্রায়ই জমা দুধ বমন হয়, উহা সময়ে সময়ে বড় ছানার ডেলার মত। ৭। আহারের ঘণ্টা খানিক পরে পেট গড়্গড়্ করা তাহার পর সবুজ বর্ণের বমন। ৭। খেঁচুনি—তাহাতে বুড়া-আঙ্গুল মুঠা করে থাকে; মুখ লাল, চক্ষু উল্টে থাকে, চক্ষু-তারা নড়ে চড়ে না, মুখে গেঁজলা উঠে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শিশু দিগের নূতন ও পুরাতন জ্বরে ইহা উপযোগী। স্তন্যপায়ী শিশু দিগের জ্বরেই বিশেষত: দন্ত নির্গমন-কালে অধিকতর উপযোগী তবে সেই সঙ্গে উপরিউক্ত লক্ষণ সমূহ থাকা চাই।

লক্ষণ-সার—জ্বরে পিপাসার সম্পূর্ণ অভাব। ২। দুগ্ধ অসহিষ্ণুতা এবং বমি ও ভেদ।

এনথ্রাসিনম (Anthracinum)

ঃ০ঃ

সেপ্টিক জ্বর, পিউরপারাল জ্বর, কার্ব্বংকেল-সংযুক্ত জ্বর, ক্ষত-জ্বর প্রভৃতিতে ইহা উপযোগী। এই সকল কারণভূত অবিরাম জ্বর এবং সবিরাম-জ্বরেও ইহা উপযোগী। (স্বল্পবিরাম-জ্বর-অধ্যায়ে লক্ষণ দেখ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পুয রক্তে শোষিত হইয়া অথবা অন্য কোন. সেপ্টিক কারণে জ্বর হইলে কিম্বা গ্যাংগ্রীণ বা কার্ব্বংকেল সহ জ্বর ও তাহাতে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ থাকিলে ইহা উপযোগী। ১। ভয়ানক পিপাসা। ২। উদরাময়। ৩। প্রচুর ঘর্ম্ম। ৪। অবসন্নতা, হঠাৎ নাড়ী লোপ হইবার ভাব।. ৫। ভয়ানক গাত্রদাহ ও ঘাম এবং কোল্যাপ্স্। ৬। ক্ষতে ভয়ানক জ্বালা।

সর্ব্বাঙ্গীন দাহ, পিপাসা, ভয়ানক ছট্ফটানি তৎসহ ক্ষতে বা কাবং-কেলে ভয়ানক জ্বালা ১। আর্সেনিক, ২। ট্যারেনটিউলা ৩। এনথ্রা-সিনে আছে।

আর্সেনিকে – ভয়ানক ছট্‌ফটানি, অন্তর্যাতনা, ও জ্বালা এবং দাহ রাত্রি দ্বিপ্রহরে বাড়ে। আর্সেনিকে—ভয়ানক গাত্র-দাহ সত্ত্বেও গা'র কাপড় ফেলিতে চাহে না ফেলিলেই গা সিড়সিড় করে; জলে হাত দিলে বা গা'য় জল লাগিলে-গা সিড়সিড় করে' অথচ ভয়ানক গাত্রদাহ ও পিপাসা হয়, সকল লক্ষণের বৃদ্ধি রাত্রি দ্বিপ্রহরে।

এন্‌থ্রাসিনে—ভয়ানক জ্বালা (আর্সেনিক অপেক্ষাও অধিক) আর রোগী জ্বালা স্থানে জল ঢালিতে চাহে (আর্সেনিকে বিপরীত)।

ট্যারেনটিউলা—জ্বালা ভয়ানক (এন্‌থ্রাসিনের ন্যায়)—কিন্তু টেম্‌পারেচার অত্যন্ত অধিক; এনথ্রাসিনে—sink করিবার ভাব সেই জন্য subnormal temp। ছট্‌ফটানি এন্‌থ্রাসিন ও ট্যারেনটিউলায় সমান—তবে এন্‌থ্রাসিনে—ঘর্ম্ম অধিক আর ট্যারেনটিউলায় গাত্র চর্ম্ম শুষ্কই অধিক দেখা যায়।

এপিস-মেলিফিকা (Apis-mel)

—:O:—

যাহাদের গণ্ডমালা ধাতু অথবা গ্ল্যাণ্ড ফোলে তাহাদের রোগে ইহা অধিকতর উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ ১। চক্ষু ফোলা বিশেষতঃ নিচের পাতা (কেলি-কার্ব্বে উপরের পাতায়)। উপরের পাতায় ফোলা অথচ প্রস্রাব কম হয় এবং পিপাসার অভাব ও চর্ম্ম শুষ্ক ও মোমের মত দেখিয়া আমরা এপিস প্রয়োগ করিয়া থাকি ও তাহাতে উপকার পাই।

২। গাত্রে স্পর্শন সহ্য করিতে পারে না (বেল, ল্যাকেসিস্)। ৩। বেদনায় টানানি-ভাব অথচ তথায় হুল-ফোটানর মত জ্বালা (Stinging with burning)। ৪। প্রস্রাব-ধারণে অক্ষমতা সেই সঙ্গে প্রস্রাব-দ্বারে অত্যন্ত জ্বালা। প্রস্রাব নিঃসরণ-কালে ভয়ানক জ্বালা; ঘন

ঘন, বেদনাযুক্ত, সল্পপরিমাণে, রক্তযুক্ত প্রস্রাব। ৫। উদরাময় বিশেষতঃ হাম বসন্ত রোগে (With eruptive diseases) এবং বিশেষতঃ যদি eruption বসিয়া যায়।

পুরাতন জ্বর, কুইনাইন-অবরুদ্ধ-জ্বর, প্রাত্যাহিক, (Quotidiam), দ্বৈকাহীন (Double Quotidiam), একদিন অন্তর জ্বর, (Tertian) প্রভৃতি জ্বরে ইহা নিতান্ত উপযোগী। (স্বল্পবিরাম প্রভৃতি জ্বরেও বিশেষ উপযোগী—সেই অধ্যায় দেখ)

জ্বরের সময় (Time)—বেলা ৩টা ; ৩—৪টা অপরাহ্ণ।

পূর্ব্বাবস্থা (Prodrome) :—হঠাৎ বমন।

শীতাবস্থা (Chill)—শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে (শীতাবস্থায় পিপাসা—এলুমিনা, আর্নিকা, ইগ্নেসিয়া, কার্ব্বো-ভেজ, ক্যাপসিকম্ প্রভৃতি ঔষধেও আছে) ; উষ্ণ-গৃহেই যেন রোগী এই শীত অধিক বোধ করে ও বাহ্য উত্তাপে কষ্টানুভব করে বা সহ্য করিতে পারে না (ইপি-কাক—তবে সকল সময়ে বাহ্যউত্তাপে আরাম বোধ—আর্সেনিকম)। ইগ্নেশিয়ায় - কেবল শীতাবস্থায় বাহ্য-উত্তাপে আরাম-বোধ, উত্তাপাবস্থায় নহে। ক্যাপ্‌সিকমে—শীত ও উত্তাপাবস্থায়—বাহ্য উত্তাপে আরাম বোধ। ল্যাকেসিসে—শীতাবস্থায় বাহ্য-উত্তাপ চা'য় কিন্তু তাহাতে শীতের কোন উপশম হয় না। নক্সভমিকায়—শীতাবস্থায় উত্তাপ প্রয়োগে কোন উপশম হয় না আবার উত্তাপাবস্থায়ও গায়ের কাপড় খুলিতে চায় না—খুলিলেই গা শিড়শিড় করে।

শীতাবস্থায়—বুকে ভারবোধ এবং ক্রমশঃ যেন উহাতে শ্বাস-রোধ হয়। (এই লক্ষণ উত্তাপাবস্থায়—ল্যাকেশিসে আছে ; ঘর্ম্মাবস্থায়—এই লক্ষণ এন্‌থ্রাসিনে আছে।) যেমন শীত যাইয়া উত্তাপ আরম্ভ হয় অমনি রোগী নিদ্রাভিভূত বা তন্দ্রা-যুক্ত হয়।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসার অভাব ; উত্তাপে গত্রাবরণ খুলিয়া ফেলে (একন, সিকেলি), ঘুম ঘুম ভাব (Sleepy) [এই লক্ষণ ওপিয়ম,এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্টেও আছে] হাত পা ও সর্ব্বশরীর শুষ্ক ও উষ্ণ এবং উত্তাপের জন্য সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা—পেট,বুক, হাত,পা'য় অধিকতর শুষ্কতা এবং উত্তাপ ও জ্বালা। আবার সময়ে সময়ে পর্য্যায়ক্রমে গা গরম ও শীতল অথবা একদিকে অধিক উষ্ণ ও অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ। [শীতের শেষে বা উত্তাপাবস্থায় আমবাত, আবার ঘর্ম্মের সহিত আমবাত —এপিস। শীতের পূর্ব্বে ও সময়ে আমবাত—হেপার ; উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় আমবাত—রসটক্স ; কেবল উত্তাপাবস্থায় আমবাত ইগ্নেসিয়া]।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—ঘর্ম প্রায়ই থাকে না—তবে কখন কখন উত্তাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম হয়—ঐ ঘর্ম অতি সামান্য কেবল মাত্র গা চট্‌চটে হয়। (এই ঘামের পর আমবাত—এপিস) ঘুমঘুম ভাব এই অবস্থায়ও থাকে।

জিহ্বা (Tongue)—পুরাতনরোগে প্রায়ই জিহ্বা পরিষ্কার কিন্তু নব-জ্বর বা যাহা পুরাতন নহে এমন জ্বরে—জিহ্বা লাল এবং বেদনাযুক্ত ; সেইজন্য কথা কহিতে বা জিহ্বা বাহির করিতে চায় না। ঠোঁট ফোলা বা ঠোঁটে জ্বালা—এই লক্ষণ শীত, উত্তাপ, ঘর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থায়ই থাকে।

জ্বর-বিচ্ছেদ-কালে—বাম দিকের পাঁজরায় বেদনা, প্লীহায় বেদনা, গাঁঠ ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, পা ফোলা, প্রস্রাব পরিমাণে স্বল্প, ছট্‌ফটানি, ঘুমের অভাব, আমবাত প্রভৃতি।

লক্ষণসার (Analysis)—জ্বর আসার সময়—বেলা ৩টা।

শীতাবস্থায় (Chill)—পিপাসা। শীতের সময়—উষ্ণগৃহে বা উত্তাপের বাহ্য প্রয়োগে কষ্ট-বোধ। শীতাবস্থায় হাত ও পা গরম।

উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় (Heat and sweat)—পিপাসা নাই।

শীত ও উত্তাপাবস্থায়—বুকে ভারবোধ ও শ্বাস-রোধের ভাব।

দ্রষ্টব্য—হানিম্যান, ডল্‌হ্যাম প্রভৃতি সকলেই বলিয়া গিয়াছেন যে এপিসে—পিপাসা ও ঘর্ম্ম নাই একথা যেমন ঠিক আবার তেমনি অঠিক; কারণ শীতাবস্থায় এপিসে পিপসা আছে। যেসব জ্বরে শীত (Chill) নাই—সে সব জ্বরে পিপাসা বাস্তবিক নাই এবং ঘর্ম্মও নাই—তবে কতকগুলি রোগে (পুরাতন রোগে নহে) উত্তাপের সহিত পর্য্যায়-ক্রমে ঘর্ম্ম থাকে উহাও অতি সামান্য—কেবল গা চট্‌চটে হয় মাত্র।

এপিসে—শীত ও উত্তাপাবস্থায় বক্ষে ভার-বোধ ও শ্বাস-রোধ ভাব এবং ঘুমঘুম ভাব—বিশেষ লক্ষণ আর জ্বর-বিচ্ছেদে নিদ্রা হয় না।

এপিস্ ও ইগ্নেসিয়া।

এপিসে—শীতাবস্থায় পিপাসা, ইগ্নেসিয়ায়—শীতাবস্থায় পিপাসা।

এপিসে—শীতাবস্থায় উত্তাপ প্রয়োগে কষ্টবোধ; ইগ্নেসিয়ায়—আরাম বোধ কিন্তু উত্তাপাবস্থায় কষ্টবোধ।

এপিসের—ঘুমঘুম ভাব এবং বক্ষে ভার-বোধ ও শ্বাস-রোধ-ভাব—ইগ্নেসিয়ায় নাই।

এপিসে—উত্তাপাবস্থায় পিপাসা নাই—ইগ্নেসিয়ায়ও পিপাসা নাই কিন্তু ইগ্নেসিয়ায়—এপিসের মত ঘুমঘুম ভাব ও শ্বাস-রোধভাব এ অবস্থায় নাই।

এপিসে—উত্তাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে কখন কচিৎ ঘর্ম্ম থাকে—ইগ্নেসিয়ায় তাহা নাই।

এপিসে—ঘর্ম্মাবস্থা থাকেই না; ইগ্নেসিয়ায়—থাকে।

এপিসে—আমবাত শীতের পর ও ঘামের পর এবং উত্তাপাবস্থায়ও

থাকে। ইগ্নেসিয়ায় কেবল উত্তাপাবস্থায় আমবাত নির্গত হয়। উত্তাপও ঘর্ম্মাবস্থায় আমবাত—রসটক্স। শীতাবস্থার পূর্ব্বে ও শীতাবস্থায় আমবাত—হেপার)।

এপিস ও বেলাডোনা।

এপিসে—শীতের সময় হাত পা গরম; বেলাডোনায়—শীতের সময় হাত পা ঠাণ্ডা; মাথা ও কপাল খুব গরম।

এপিসে—কেবল শীতের সময় পিপাসা; বেলাডোনায়—উত্তাপের সময় পিপাসা। এপিসে - ঘুমঘুম ভাব; বেলাডেনায়—ছট্‌ফটানি। আর বক্ষে ভারবোধ বা শ্বাস-রোধভাব এপিসের মত বেলাডোনায় নাই।

এপিস, এণ্টিম-ক্রুড, পডোফাইলম ও ওপিয়ম।

ঘুমঘুম ভাব - এই চার ঔষধেই আছে; তবে এপিসে—সর্ব্বক্ষণই থাকে। এণ্টিম-ক্রুডে—উত্তাপাবস্থায় তন্দ্রা ভাব। ওপিয়মে—উত্তাপাবস্থায় খুব ঘোর ঘুম। আর পডোফাইলমে—উত্তাপের শেষাংশে অর্থাৎ যখন জ্বর যতদূর বাড়িবার বাড়িলে (In the acme of the fever) নিদ্রা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্ম। এপিসে—ঘর্ম্ম নাই, ওপিয়মে—ঘর্ম্ম আছে।

এণ্টিম-ক্রুডে—এপিসের মত পিপাসা নাই; তবে শীতের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম এপিসে—নাই। (এণ্টিম-ক্রুড অধ্যায় দেখ)।

এপিস ও আর্নিকা।

এপিসে—শীতে পিপাসা, অন্য অবস্থায় নাই। আর্নিকায়—শীতের পূর্ব্বাবস্থায়, (Prodrome) ও শীতে (Chill), পিপাসা থাকে এবং উত্তাপাবস্থায়ও পিপাসা থাকে তবে উহা শীতাবস্থার মত প্রবল নহে।

এপিসে—শীতাবস্থায় গা'র কাপড় খুলিতে চায় না—আর্নিকা এবং নক্স-ভমেও খুলিতে চায় না। এপিসে—শীতাবস্থায়ও হাত পা গরম—

আর্নিকায়—শীতাবস্থায় (বেলাডোনার ন্যায়) হাত পা ঠাণ্ডা এমন কি উত্তাপাবস্থায়ও ঠাণ্ডা থাকে।

এপিস ও ব্রাইওনিয়া।

এপিসে—জ্বরের সময় ৩টা; ব্রাইওনিয়ায়—জ্বর সকল সময়েই আসে। এপিসে—জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় (Prodrome)—পিপাসা নাই, হটাৎ বমন হয়; ব্রাইওনিয়ায়—ভয়ানক পিপাসা,গা হাত পা কামড়ানি, মাথা-ঘোরা প্রভৃতি থাকে।

এপিসে—শীতাবস্থায় (Chill) পিপাসা আছে—অন্য অবস্থায় পিপাসা একেকালে নাই; ব্রাইওনিয়ায়—শীত উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায়ও পিপাসা আছে। এপিসে—শীতাবস্থায় ঘুম ও আমবাত; ব্রাইওনিয়ায় —তাহা নাই।

এপিসে—ঘর্ম্ম নাই; ব্রাইওনিয়ায়—খুব আছে এবং সে সময়ে পিপাসা থাকে।

এপিস ইউপ্যাটোরিয়ম ও ক্যাপসিকম।

এপিসে—কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা; ইউপ্যাটোরিয়মে—আর্নিকার মত শীতের পূর্ব্বাবস্থা (Prodrome) ও শীতাবস্থায় (Chill) পিপাসা আছে; আর্নিকায়—উত্তাপাবস্থায় পিপাসা থাকে তবে কম; ইউপ্যাটো-রিয়মে—পিপাসা এই উত্তাপাবস্থায় কখন থাকে কখন কমও হয় আবার বমির জন্য কখন জল খাইতেও চায় না; এপিসে—তাহা নাই। (ইউপ্যাটোরিয়ম দেখ)। ক্যাপসিকমে—ইউপ্যাটোরিয়ম ও আর্নিকার ন্যায় শীতের পূর্ব্বাবস্থায় পিপাসা আছে—কিন্তু ইউপ্যাটোরিয়মের ন্যায় অত প্রবল নয়। ক্যাপসিকমে—শীতাবস্থায় আর্নিকা ইগ্নেসিয়া ইউপ্যাটোরিয়মের মত পিপসা আছে—তবে ক্যাপসিকমে—জল পান

করিলে আরো শীতের বৃদ্ধি হয় এইজন্য জল পান করিতে পারে না; ইউপ্যাটোরিয়মে—বমন হয়; ইগ্নেসিয়া ও এপিসে—স্বচ্ছন্দে জল পান করে। (ইউপ্যাটোরিয়ম ও ক্যাপসিকম অধ্যায় দেখ)। ক্যাপসিকমে—শীতের বা তাপের সঙ্গে যেমন পিপাসা আবার সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্মও আছে এপিসে—নাই।

এরেনিয়া-ডায়েডেনা (Aranea-Diadena).

——o·

১। জলে ভিজিয়া জ্বর। ২। প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে জ্বর। ৩। অনেকক্ষণ-স্থায়ী হাড়ভাঙ্গা শীত, আভ্যন্তরিক শীত—রোগীর মনে হয় যেন শীতে জমিয়া যাইতেছে। ৪। উত্তাপ ও ঘর্ম্ম অতি সামান্য।

বিশেষত্ব—১। মাথাধরায় তামাক খাইলে আরাম, হাওয়া লাগিলেও কম।

২। শুইবার পরই দন্তশূল ৩। প্রত্যহ একই সময়ে দন্তশূল।

জ্বর আসার সময়—প্রত্যহ ঘড়ি ধরিয়া একই সময়ে জ্বর আসে, একদিন অন্তর জ্বরেও ঐরূপ ঘড়ি ধরা সময়ে জ্বর আসে। (এই লক্ষণ সিড্রন ও স্যাবাডিলায় আছে—পার্থক্য সিড্রন অধ্যায়ে দেখ।)

আর্নিকা-মণ্টেনা (Anica-Montana)

——o·

ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই উপযোগী। একদিন অন্তর জ্বরেও উপকারী। ম্যালেরিয়া-জ্বরে, সবিরাম ও স্বল্পবিরাম এবং টাইফয়েড জ্বরেও উপযোগী।

প্রধানলক্ষণ ১। সমস্তশরীর ব্যথায় যেন টাটিয়ে থাকে—আঘাত-জনিত বেদনার ন্যায় টাটানি। ২। যাহাতে শয়ন করে উহা নিতান্ত

শক্ত বোধ হয় সেই জন্য নরম স্থানের আশায় অনুক্ষণ এপাশ ও পাশ করে। (এই লক্ষণ রসটক্স, ব্যাপ্টিসিয়া ও প্যাইরোজিনেও আছে)। ৩। শরীরের উপরার্দ্ধভাগ অধিক গরম নিম্নার্দ্ধভাগ তত গরম নহে। ৪। আঘাতজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগ।

জ্বর আসার সময়—ঠিক নাই প্রায় ভোর ৪ টায় অথবা বেলা ৮-১০টা কিম্বা অপরাহ্ণ বা সন্ধ্যা ৫-৮টা।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা (Prodrome)—অধিক পরিমাণে পিপাসা —তজ্জন্য অধিক পরিমাণে জল খায় সে জন্য কখন কখন বমি হয় (ইউপ্যাটোরিয়াম); হাইতোলা, আড়ামোড়া খাওয়া, হাতে পা'য় ব্যথা; জল খাইলে আরাম পায়।

শীতাবস্থা (Chill)—পিপাসা, অধিক জল পানে বমন হয় (আর্সেনিক); অত্যন্ত শীত যেন ঠাণ্ডাজল গায় ঢালিয়া দেয়; শীতের সহিত কোমরের ও হাত পায়ের পেশী সকলে থেঁতলান ব্যথার মত (নট্রম্-মর,রসটক্স) সমস্ত শরীরে বেদনা (ব্যাপটিসিয়া); শীতে সর্ব্বদা গাত্র আবৃত রাখিতে চাহে (একন, রসটক্স); সর্ব্বদাই গাত্র আবৃত রাখিতে চাহে (নক্স-ভম)

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা থাকে তবে শীতাবস্থা অপেক্ষা কম, কিন্তু প্রাতঃকালে খুব বেশী। অত্যন্ত শুষ্ক উত্তাপ সেই সময় রোগী কতকটা আচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া থাকে। উত্তাপাবস্থায় গাত্রবস্ত্র খুলিতে চা'য় না—সরাইলে শীত বোধ; ভয়ানক উত্তাপ; শরীরের উপরার্দ্ধ ভাগ নিম্নার্দ্ধ ভাগ অপেক্ষা অধিক গরম। শরীরের নানা অংশে পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat) দুর্গন্ধজনক ও টক ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম হইলেই সকল বেদনা তিরোহিত হইতে আরম্ভ করে।

জিহ্বা (Tongue)—পরিষ্কার নহে, মুখে দুর্গন্ধ।

বিচ্ছেদাবস্থা (Apyrexia)—গাত্র-বেদনা, দুর্গন্ধময় ঢেঁকুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম এই তিন অবস্থাই নির্দ্দিষ্ট এবং তিন অবস্থায়ই "থেঁথলান-ব্যথা" রোগী সমস্ত গাত্রে অনুভব করে।

লক্ষণ-সার (Analysis)—ঘন ঘন প্রস্রাব বন্ধ (Frequent suppression of urine)। প্রোড্রোম ও শীতাবস্থায়—অধিক পিপাসা, গাত্র-বেদনা, বিছানা শক্তবোধ—সেই জন্য ঘন ঘন পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন; উত্তাপাবস্থায় আবার নড়িলে চড়িলে শীত বোধ অথচ অসহনীয় উত্তাপ।

ঘর্ম্ম—টক ও দুর্গন্ধযুক্ত।

দ্রষ্টব্য—কুইনাইন-দুষিত জ্বরে ও ম্যালেরিয়া-জনিত সবিরাম-জ্বরে ইহা বিশেষ উপযোগী। যে সকল ম্যালেরিয়া-জ্বর কুইনাইনের অপব্যবহারে পুরাতনাকার ধারণ করে—তাহাদের পক্ষেও আর্নিকা উপযোগী। সময়ে সময়ে আর্নিকার পর অন্যান্য ঔষধেরও প্রয়োজন হয় যথা এপিস, আর্স, ইপিকাক ও নেট্রম-মর। এলেন যে লিখিয়া গিয়াছেন কুইনাইনের অপব্যবহার-জনিত ম্যালেরিয়া-জ্বরে—প্রথমে আর্নিকা দেওয়াই ভাল—একথায় আমি বিশ্বাস করি না। আর্নিকার লক্ষণ থাকে দিব—নচেৎ নহে। স্মরণ রাখিবে—সকল পীড়ায়ই বিশেষতঃ জ্বরে তো কথাই নাই—গাত্রে থেঁতলান ব্যথা (Bruised pain) ও বিছানা শক্ত বোধ এবং সেইজন্য নরম স্থান খোঁজা—এই লক্ষণ আর্নিকার বিশিষ্ট-লক্ষণ।

আর্নিকা ও ইউপ্যাটেরিয়মের প্রভেদ—

আর্নিকার—প্রড্রোম অবস্থায় পিপাসা ও গাত্র-বেদনা থাকে;

ইউপ্যাটোরিয়মেও থাকে তবে ইউপ্যাটোরিয়মে—বেদনা পায় ও কোমরে বেশী এবং মনে হয় যেন হাড়ের ভিতর পর্য্যন্তও বেদনা। আর্নিকায়—বেদনা পেরিয়ষ্টিয়মে অনুভূত হয়। আর্নিকায়—পিপাসা-হেতু জলপান করিলে আরাম বোধ করে ও অত্যধিক জলপান করিতে পারে; ইউপ্যাটোরিয়মে—পিপাসায় জলপান করিলে, শীত বোধ হয়, গা-বমি-বমি করে এবং অধিক জলপান করিতে পারে না। শীতাবস্থায়—আর্নিকায় পিপাসা থাকে এবং সর্ব্বশরীরে থেঁতলান-ব্যথা থাকে; ইউপ্যাটোরিয়মে—পিপাসা থাকে এবং কেবল কোমর ও হাতে পায় ব্যথা থাকে কিন্তু ভাঙিয়া যাইবার মত ব্যথা (as if broken)। উত্তাপাবস্থায়—আর্নিকায়—পিপাসা কম কিন্তু ব্যথা অধিক; সমস্ত মাংস-পেশী যেন টাটাইয়া থাকে; রোগী শুইতে চায় অথচ বলে বিছানা শক্ত সুতরাং কেবল এপাস ওপাস করে। ইউপ্যাটোরিয়মে—পিপাসা উত্তাপাবস্থায় কম কিন্তু মাথা-ব্যথা ও হাড়ের ব্যথা বেশী আর উত্তাপ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে তিক্ত পিত্ত বমন হয়। তরুণ জ্বরে আর্নিকায়—প্রায় ঘাম থাকে না পুরাতন জ্বরে থাকে এবং উহা দুর্গন্ধময়। ইউপ্যাটোরিয়মে- প্রায়ই ঘাম হয় না যদি বা হয়—তাহা নিতান্ত অল্প এবং ঘামের সহিত বেদনা কমে কেবল মাথাব্যথা থাকে। আর্নিকায়—জ্বর-ত্যাগেও গাত্র-বেদনা থাকে ইউপ্যাটোরিয়মে থাকে না। আর্নিকায়—ভোর ৪টায় জ্বর আসে; ইউপ্যাটোরিয়মে—ভোর ৭টা বা ৭—৯টা এবং একদিন প্রাতেঃ ও পরদিন মধ্যাহ্নে এবং একদিন অধিক জ্বর পরদিন কম জ্বর হয়।

আর্নিকা ও এপিস, আর্নিকা ও ইগ্নেশিয়া, আর্নিকা ও ক্যাপ্সিকম প্রভৃতির পার্থক্য এপিস-অধ্যায়ে দেখ।

আর্সেনিকম (Arsenicum Alb)

—— ঃ০ঃ ——

আর্সেনিক একটী মহোপকারী ঔষধ। অনেকে সবিরাম-জ্বর শুনিলেই আর্সেনিক ব্যবস্থা করেন—ইহা নিতান্ত ভ্রম। স্থানিক পীড়ার সহিত জ্বরে একোনাইটের ন্যায় আর্সেনিকও উপকারী। যেমন কোন ক্ষত বাড়িয়া দুষ্যস্রাব নির্গত হওয়ায় যদি জ্বর থাকে আর সেই জ্বরের সহিত ছট্‌ফটানি ও অন্তর্দাহের আধিক্য, দাহ ও পিপাসা থাকে তাহা হইলে আর্সেনিকই উপযোগী।

সবিরাম-জ্বরে আর্সেনিকের বিশেষত্ব।

১। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা—এমন কি তাহাতে রোগী শয্যাশায়ী হয় ও সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত পর্য্যন্ত হয়।

২। নানাবিধ মানসিক লক্ষণ—যথা মনমারা ভাব (depression), মন-খারাপ (melancholia), নৈরাশ্য (despair),ভীতিভাব (fearful), ছট্‌ফটানি (restlessness),উদ্বেগ (anxiety),উত্তেজিত ভাব (irritability), অভিমানী (sensitive), খিট্‌খিটে (peevish), সামান্য কারণে বিরক্তি বা ক্রোধ।

৩। জ্বালা বা দাহ—যেন আগুনের মত জ্বলে, সেই সঙ্গে অতিশয় অন্তর্দাহ, অত্যন্ত ছট্‌ফটানি, মৃত্যু-ভয়, অত্যন্ত পিপাসা। পিপাসার সহিত রোগীর মনে হয় যেন দেহ জ্বলে গেল—অথচ সব সময় জল পান করিতে চা'য় না ; অবার জল পেটে স'য়ও না অর্থাৎ জল পান মাত্র উঠিয়া পড়ে কিন্তু তত্রাচ ঘন ঘন জল চায়, সামান্য পরিমাণে জল পান করিলেও তখনই বমন হইয়া যায়। ঠাণ্ডা জল পান করিবার পিপাসা ; পরিমাণে অল্প অল্প—কিন্তু অনেক বার জল পান করে।

৪। জ্বরের সহিত উদরাময়, পানাহারের পর উদরাময়ের বৃদ্ধি, বাহ্যের পরিমাণ স্বল্পমাত্র—কিন্তু উহা কাল্‌চে রঙের ও ভয়ানক দুর্গন্ধ-জনক, বাহ্যের পর ভয়ানক দুর্ব্বলতা।

৫। জ্বরকালে এক স্থানে থাকিতে পারে না—সেই জন্য অনবরত এপাস ওপাস ফেরে অথবা একবার একস্থানে থাকে পরক্ষণই আবার অন্য স্থানে যায়। (ছট্‌ফটানি-জনিত)

৬। সামান্য পরিশ্রমে ভয়ানক অবসাদ।

৭। জ্বরের বৃদ্ধি-সময়—রাত্রি দুপুর বা রাত্রি ১টা হইতে ২টার ভিতর অথবা বেলা দুপুর হইতে ২টার মধ্যে।

৮। কোনরূপ শীতল পানীয় পান করিলে জ্বরের ও সকল উপসর্গের বৃদ্ধি—অথচ উত্তাপের প্রয়োগে সকল যন্ত্রণার উপশম।

[ইহা প্রাত্যাহিক, একদিন অন্তর, দুইদিন অন্তর ও দ্বৈকালীন জ্বরে উপযোগী। এতদ্ব্যতীত ১৫ দিন অন্তর যে জ্বর হয়, প্রতি বৎসর যে জ্বর হয় ও যে জ্বরের টাইপের ও সময়ের স্থিরতা নাই—তাহাতেও উপযোগী। যে রেমিটেণ্ট জ্বর ও সবিরাম-জ্বর পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়—অথবা যাহা কুইনাইনের অপব্যবহার-হেতু টাইফয়েড-জ্বরে পরিণত হয়—তাহাতেও উপকারী।

জ্বর আসার সময়—সকল সময়েই; বিশেষতঃ বৈকালে জ্বর আসে; বেলা ১—২টা ও রাত্রি ১ ২টায় জ্বর আসে। বৈকালে ৩–৬টার ভিতর এবং যে সকল জ্বর একদিন অন্তর হয় ও প্রতি পালায় ১ঘণ্টা করিয়া আগিয়ে আসে—তাহাতেও আর্সেনিক উপযোগী। শীত-বর্জ্জিত জ্বর যাহা রাত্রি ২টা কিম্বা বেলা ৪টা অথবা রাত্রি ১০টায় আসে তাহাতেও উপযোগী। শিশুদিগের বৈকালিক জ্বরে যাহা সমস্ত রাত্রি থাকে ও যাহাতে রোগীকে ঢাকিয়া রাখিলে ভাল থাকে—কিন্তু পিপাসা থাকে—তাহাতেও ইহা উপযোগী।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা (Prodrome) ঃ—জ্বরের পূর্ব্বরাত্রে নিদ্রা হয় না—সমস্ত শরীর কামড়ায় ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করে।

শীতাবস্থা (Chill) ঃ—প্রায় পিপাসা থাকে না, পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ; সেই শীত ভাব বাহ্য-উত্তাপে উপশমিত হয় (ইগ্নেশিয়া); অন্তরে শীত কিন্তু বাহিরে উত্তাপ ও দাহ; আবার সর্ব্বশরীরে শীত হইয়া কাঁপুনি হয়। হাত পা ভাঙা, আড়ামোড়া খাওয়া, কেবল শুইতে ইচ্ছা, অল্প স্বল্প পিপাসাও থাকে না—যদি সামান্য থাকে—তাহাতে জল পান করিলে শীত বাড়ে, গা-বমি-বমি ও বমি বাড়ে (ইউ-প্যাটোরিয়ম); মাথা-ব্যথা বাড়ে (সাইমেক্স); জলপান করিলে শীত ও কাঁপুনি বাড়ে (ক্যাপসিকম্), জলপানে পেটের ব্যথা বাড়ে, বক্ষে চাপ ও ভারবোধ করে (এপিস্)। আন্তরিক শীত অথচ বাহিরে ভয়ানক উত্তাপ ও দাহ। সময়ে সময়ে শীত এমন কি কাঁপুনি পর্য্যন্তও হয়—কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হয় না। হেরিং বলিয়াছেন—মধ্যাহ্নে জ্বর আসা—তাহাতে ভয়ানক শীত (Chill), কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হয় না, সেই সঙ্গে চট্‌চটে ঘাম এবং গা যদি ঠাণ্ডা থাকে—ইহাতে আর্সেনিক উপযোগী।

গরেন্সি বলেন—শীতের সহিত পিপাসার অভাব আর্সেনিকের অভিজ্ঞতামূলক লক্ষণ—সুতরাং জ্বরের শীতাবস্থায় পিপাসা থাকিলে কখন আর্সেনিক দিও না। তবে যদি গরম জল খাইতে চায়—তাহা হইলে দিতে পার।

দ্রষ্টব্য— শীতাবস্থায় পেটে ব্যথা ও গা-বমি-বমি (যদি জল খায় নচেৎ নহে), বুকে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা ও আক্ষেপ, শ্বাস-কষ্ট ও ঘন ঘন প্রস্রাব বা প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—আর্সেনিকে উত্তাপাবস্থা অনেক-

ক্ষণ-স্থায়ী এবং অত্যন্ত অধিক ; তাহাতে গাত্র চর্ম্ম শুষ্ক হয়,গাত্রে দাহও জ্বলন থাকে, দাহ-হেতু গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিতে চাহে (এপিস, সিকেলি) ; এবং ভয়ানক পিপাসা থাকে—তাহাতে অল্প পরিমাণে কিন্তু ঘন ঘন জলপান করে এবং কয়েকবার জলপান করিলেই পেটে বেদনা বা বমি হইতে আরম্ভ হয়। রোগী মনে করে তাহার দেহ-মধ্যে গরম জল শিরায় শিরায় চলিতেছে (ব্রাই, রসটক্স) ; বক্ষ-মধ্যে ভার-বোধ ও শ্বাসরোধের উপক্রম হয় (এপিস), ভয়ানক ছট্‌ফটানি এবং প্লীহার উপর ভার বোধ ও জ্বালাকর বেদনা হয়। এতদ্ভিন্ন পেটে ও মলদ্বারে জ্বালা থাকে।

দ্রষ্টব্য—শীতও উত্তাপাবস্থায়—পুরাতন লক্ষণ সমূহ যাহা অনেক দিন হইতে আছে—তাহার বৃদ্ধি। শীতের পর উত্তাপ তাহাতে গাত্র শুষ্ক ভয়ানক দাহ, জ্বালা, ছট্‌ফটানি, পিপাসা।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—অধিকাংশ স্থলে ঘর্ম্ম হয় না তাহাতেও জ্বর মগ্নকালে পিপাসা হয়—এবং যদি ঘর্ম্ম হয় সেই সঙ্গেও ভয়ানক পিপাসা থাকে। উত্তাপাবস্থায় (শীতাবস্থায়ও) পিপাসায় ঘন ঘন কিন্তু স্বল্প পরিমাণে জল খায় কিন্তু ঘর্ম্মাবস্থার পিপাসায় অধিক পরিমাণে জল খায়।

জিহ্বা (Tongue)--জিহ্বার আগা লাল দুই পাশ অল্প শাদা লেপযুক্ত মুখে তিক্তাস্বাদ, আহারে অনিচ্ছা।

দ্রষ্টব্য—ডাঃ ডন্‌হাম্ বলিয়াছেন—আর্সেনিকের জ্বরে শীতাবস্থা বা ঘর্ম্মাবস্থা প্রায়ই থাকে না। উত্তাপাবস্থা সর্ব্বদাই থাকে।

আর্সেনিক ও চায়নার প্রভেদ -আর্সেনিকে—জ্বর আসে বেলা ১-২টা অথবা রাত্রি ১-২টা ; চায়নায়—ভোর ৫টা বা সন্ধ্যা ৫টায় জ্বর আসে।

আর্সেনিকে—জ্বরের পালা প্রতিদিন১ঘণ্টা করিয়া এগিয়ে আসে; চায়নায়—১ ঘণ্টা করিয়া পেচিয়ে আসে কখন কখন ১ঘণ্টা করিয়া এগিয়েও আসে।

আর্সেনিকে—জ্বর আসিবার আগের রাত্রে ঘুমঘুম ভাব; চায়নায়—অত্যন্ত ছট্‌ফটানির সহিত পূর্ব্বরাত্রে ঘুম।

আর্সেনিকে—প্রোড্রোমে—পিপাসা থাকে না; চায়নায়—খুব পিপাসা।

আর্সেনিকে—শীতাবস্থায় ও তত পিপাসা থাকে না; চায়নায়ও তত পিপাসা থাকে না।

আর্সেনিকে—বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে শীতের উপশম; চায়নায়—বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে শীতের বৃদ্ধি।

আর্সেনিকে—উত্তাপাবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা ও ভয়ানক ছট্‌ফটানি থাকে; পিপাসায় অনেকবার কিন্তু পরিমাণ অল্প অল্প জল খায়; চায়নায়—উত্তাপাবস্থায় এককালে পিপাসা থাকে না পিপাসার পরিবর্ত্তে ক্ষুধা হয়। চায়নায়—উত্তাপের শেষাংশে ঘর্ম্ম হয়।

আর্সেনিকে—ঘর্ম্মাবস্থায় ঘর্ম্ম তত হয় না (কখন খুব হয়); খুব পিপাসা থাকে এবং সেই সময় অধিক পরিমাণে জল পান করে কিন্তু প্রায়ই তাহা বমন হইয়া যায়; চায়নায়—ঘর্ম্মাবস্থায় অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় গায় কাপড় দিলেই ঘর্ম্ম হয় এবং এই অবস্থায় রোগী প্রায় নিদ্রাভিভূত হয় এবং তাহাতেও তাহার ঘর্ম্ম হয়।

আর্সেনিকে—পিপাসা উত্তাপাবস্থায় ও জ্বর-ত্যাগ-কালে অধিক হয়;

চায়নায়—ঘর্ম্মাবস্থায়ই পিপাসা হয় (প্রোড্রোমেও হয়) এবং অধিক পরিমাণেই জলখায় কিন্তু আর্সেনিকের মত বার বার খায় না।

আর্সেনিক ও এপিস—আর্সেনিকে জ্বর আসে ১-২ অথবা অপরাহ্নে; এপিসে—অপরাহ্ণ ৩ টায়। আর্সেনিকে—শীতাবস্থা থাকে না। আবার যখন থাকে তাহাতে তত পিপাসা থাকে না; এপিসে শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে।

আর্সেনিকের মত এপিসেও শীত ও উত্তাপাবস্থায় বুকে চাপ-বোধ ও শ্বাসরোধ ভাব থাকে। তবে আর্সেনিকে—উত্তাপাবস্থায় ভয়ানক পিপাসা আর এপিসে পিপাসার অভাব। আর্সেনিকে—ঘর্ম্ম কখন হয় কখন হয় না; এপিসে—এককালে থাকে না যদি হয় তাহা উত্তাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে এবং অতি সামান্য।

আর্সেনিকে—উত্তাপাবস্থায় ভয়ানক ছট্‌ফটানি ও অন্তর্যাতনা; এপিসে—ঘুমঘুম ভাব। আর্সেনিকে—জলপানের পর বমন; এপিসে তাহা নাই।

আর্সেনিকে—মৃত্যুভয়, পীড়া আরোগ্যের নৈরাশ প্রভৃতি মানসিক লক্ষণ বিশিষ্ট-রূপে থাকে।

আর্সেনিক, চায়না ও পডোফাইলম। আর্সেনিকে—উত্তাপাবস্থায় ভয়ানক ছট্‌ফটানি, ও পিপাসা। চায়নায়—উত্তাপাবস্থায় তত পিপাসা নাই; পডোফাইলমে উত্তাপাবস্থায় খুব পিপাসা।

আর্সেনিকে—উত্তাপের শেষে যদি ঘর্ম্ম হয় সে সঙ্গে খুব পিপাসা কিন্তু বড়ই ছট্‌ফটানি; চায়নায়—ঘর্ম্মের সময় খুব পিপাসা ও ঘুম; পডোতে—জ্বরের Acmeতে অর্থাৎ যত দূর উঠিবার উঠিলে রোগী ঘুমাইয়া পড়ে সেই ঘুমের সময় ঘাম হয়। এপিসে—ঘুমঘুম ভাব, সেই সঙ্গে ক্বচিৎ অল্প অল্প ঘাম কিন্তু পিপাসা নাই; পডোতে—ঘুম কেবল জ্বরের acme সময় এবং উত্তাপাবস্থায় খুব পিপাসা থাকে।

আর্সেনিক ও ইউপ্যাটোরিয়াম—আর্সেনিকে—উত্তাপা-

বস্থায়ই পিপাসা ও ছট্‌ফটানি, অধিক ; ইউপ্যাটারিয়মে—শীত ও প্রোড্রোমে বেশি পিপাসা ; শীতের পর ও উত্তাপের প্রথমাংশে পিত্ত বমন হয়। আর্সেনিকে—বমন কখন উত্তাপাবস্থায় অধিক কখন ঘর্ম্মাবস্থায় অধিক। ইউপ্যাটোরিয়মে—কোমরে ব্যথা থাকে ; আর্সে-নিকে—তাহা নাই। পডোতে—কোমরে ব্যথা আছে অন্য স্থানে ব্যথা নাই। পডোফাইলমে—বমন ও কাটবমি আছে তাহাও ঘর্ম্মাবস্থায়। (নেট্রম-অধ্যায়ে প্রভেদ দেখ)

আর্জ্জেণ্টম্‌-নাইট্রাস্‌ (Argentum Nitras.)

——:০:——

বহুদিন-স্থায়ী মানসিক-পরিশ্রম-জনিত তরুণ বা পুরাতন পীড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী। এতদ্ভিন্ন জীর্ণ, শীর্ণ, ললিত, পলিত, শিশুর (withered, dried-up, old-looking) পীড়ায় উপযোগী (রোগা একহারা স্ত্রীলোক দিগের পীড়ায়—সিকেলি)। যে সকল লোক ক্রমশঃ যেন শীর্ণ হইয়া আসে এবং বিশেষতঃ যাহাদের নিম্নাঙ্গ অধিকতর শীর্ণ হইয়া যায়—তাহাদের পীড়ায় ইহা অধিকতর উপযোগী।

বিশেষত্বঃ—১। বাটীর বাহির হইবার সময়ই উদরাময়ের ন্যায় বাহ্যে হয় (জেলস্‌) ২। মুক্ত-বায়ুতে থাকার জন্য ভয়ানক ইচ্ছা (longing for fresh air) [এমিল-নাইটার, পল্‌স্‌, সলফর]। ৩। মাথা-ব্যথা সেই সঙ্গে মাথাভার, মনে হয় মাথাটা যেন বড় হইয়া ধামার মত হইয়াছে ; আদ-কপালে মাথাব্যথা ; মাথাব্যথা মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি এবং বাঁধিয়া রাখিলে উপশম (এপিস, পল্‌স)।

৪। বায়ু-সঞ্চিত অজীর্ণরোগ (flatulent dyspepsia) ; আহারান্তে ঢেঁকুর উঠা ; পাকস্থলী বায়ুতে পূর্ণ, মনে হয় যেন ফেটে যাচ্চে ; বমনা-

দির সহিত ঢেঁকুরউঠা; উদরাময়—তাহাতে সবুজ রঙের মিউকস্ বাহ্যে কিম্বা অন্যরঙের বাহ্যে হইলেও খানিকক্ষণ পরে তাহা সবুজ হইয়া যায়; জলপানের পর উদরাময়ের বৃদ্ধি; অতিশয় চিনি মিছিরি প্রভৃতি খাইবার পর রোগ-বৃদ্ধি; উদরাময়ের সহিত শব্দ হইয়া বায়ু নিঃসৃত হয় (এলোস); জলপানের পর ভেদ (আর্স, ক্রোটন, থুজা)।

৫। দিবারাত্রি যেন অসাড়ে প্রস্রাব নিঃসৃত হয় (কষ্টিকম্)।

৬। গায়ের কাপড় খুলিলেই শীত বোধ অথচ গাত্রে আবরণ দিলেই যেন শ্বাসরোধের ভাব হয় এবং সেই জন্য মুক্তবায়ু চায়।

[আর্জেণ্টম-নাইট্রাস—কণ্টিনিউড ও রেমিটেণ্ট-জ্বরে অধিকতর উপযোগী।]

সবিরাম-জ্বরের সহিত মুখ দিয়া (লংস হইতে) রক্ত উঠিলে ইহা বিশেষ উপযোগী। জ্বরকালে গাত্র শুষ্ক কিন্তু তত গরম নহে; পরে খুব ঘাম হয় যেন গোল গোল ঘামের মুক্তা সমস্ত শরীরে সাজান রহিয়াছে; ঘামের সময় কাশি এবং পাঁজরাতে ছুঁচ ফোটান ব্যথা। জ্বরবিচ্ছেদ কালে গলায় বা মলদ্বারে বা গুহ্যদ্বারে যেন কাটি দিয়া খুঁচিতেছে (Sensation of a Splinter) এবং অজীর্ণরোগ (Dyspepsia)।

শীতাবস্থা (Chill)—পিপাসা থাকে না; শীত পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে অধিক; আহারের পর বা উষ্ণ গৃহে অধিক শীত; গাত্রবস্ত্র খুলিলে অধিক শীত (বিশেষত্ব দেখ)। বৈকালে শীত ভাবের পর ঘর্ম। টেম্পারেচার প্রায়ই সব নর্ম্যাল (Subnormal)।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা থাকে না; গাত্র-বস্ত্র খুলিতে চাহে না (আর্নিকা, নক্স)।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—খুব ঘাম হয়; ঘর্ম্মাবস্থায়ও জানালা খুলিয়া রাখিতে হয়—নচেৎ বড়ই ছট্‌ফট্ করে।

ব্যাপ্‌টিসিয়া-টিংচুরা (Baptisia-Tinctura)।

রেমিটেণ্ট ও টাইফয়েড জ্বরে ইহা অধিক উপযোগী। সবিরাম-জ্বরে যদি রোগ অনবরত পুনরাক্রমণ (Relapse) করে—তাহা হইলে ইহা বিশেষ উপযোগী।

শীতাবস্থা (Chill) ;—সদাই শীত শীত ভাব ; সমস্ত শরীরে টাটানি ব্যথা (Whole body feels sore bruised) [আর্ণিকা]।

উত্তাপাবস্থা (Heat) ;—সমস্ত শরীর উত্তপ্ত, মধ্যে মধ্যে শীত-বোধ ; গাত্র-দাহ—মনে হয় ঘাম হইবে—কিন্তু তাহা হয় না—সেই জন্য ঠাণ্ডায় শুইতে চায়।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat) ,—ঘন ঘন ঘাম হয় ; উহা নিতান্ত দুর্গন্ধ-যুক্ত কিন্তু পরিমাণে অধিক নহে।

ব্যাপ্‌টিসিয়ায়—মুখমণ্ডল Dark-red, Flushed ; রোগীর মুখ যেন ভেবাচাকার মত। ভয়ানক অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য। পুরাতন জ্বরের সহিত উদরাময়—উহা নিতান্ত দুর্গন্ধময় (ইউক্যালিপটস্)। টাইফয়েড-জ্বর-অধ্যায়ে বিস্তৃত-লক্ষণ দেখ।

বিশেষত্ব ১। জ্বরকালে আচ্ছন্ন-ভাব (Stupor)। ২। কেবল তরল পদার্থ গিলিতে পারে কঠিন পদার্থ গিলিতে অক্ষমতা। ৩। গলক্ষত অথচ তাহাতে তত বেদনা নাই। ৪। যে দিকে চাপিয়া শো'য়—সেই দিকে ভয়ানক টাটানি ব্যথা। জ্বর-অতিসার ও আমাশয়ে ইহা উপযোগী—তবে মল ভয়ানক দুর্গন্ধজনক।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব (Baryta-Carb)

শিশুদিগের রোগে (বিশেষতঃ যাহারা বাড়ে না, যাহারা নিতান্ত Dwarfish, psoric বা Tubercular—শারীরিক ও মানসিক দুই রকমেই দুর্ব্বল) অধিকতর উপযোগী।

ধাতুজ লক্ষণ (Constitutional Symptoms)—১। স্মরণ-শক্তির হ্রাস, যেন হাব্‌লা গোব্‌লা (Threatened idiocy)। ২। যাহাদের গলক্ষত ও টন্‌সিলাইটীস্ রোগ প্রায়ই হয়। ৩। Dwarfish hysterical women and old maids with scanty menses, deficient vital heat, always cold and chilly। ৪। যাহাদের প্রায় গ্ল্যাণ্ড ফোলে (Swollen Glands)। ৫। যাহাদের পা'য় ঘর্ম্ম হয় ; ৬। ঠাণ্ডা যাহাদের সহ্য হয় না।

শীতাবস্থা (Chill)—খুব শীত ; পা অধিক ঠাণ্ডা।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা নাই ; বাম দিক চাপিয়া শুইতে অক্ষমতা। শুইলেই অত্যন্ত বুক ধড়্‌ফড়ানি palpitation ; উত্তাপাবস্থায়ও হাতটী লেপ বা চাদরের বাহিরে পড়িলে শীতবোধ ও পিপাসা (হেপার) হয়।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—ভয়ানক রাত্রিকালিন ঘর্ম্ম ; একদিকে অধিক ঘর্ম্ম। (হেপারের সহিত প্রভেদ দেখ)।

বেলাডোনা (Belladonna)

অনেকে সবিরাম-জ্বরে ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন না—আমরা অনেক সময়ে উপকার পাইয়াছি। [স্বল্প-বিরাম-জ্বর-অধ্যায়,

দেখ]। জ্বরের বৃদ্ধি বা আসার সময় (Time)—সন্ধ্যা ৬টা ; সন্ধ্যা বা রাত্রি। কখন কখন জ্বর এগিয়ে এগিয়ে আসে Anticipates।

কখন শীত খুব থাকে—কখন থাকে না—যদি থাকে—সেই সঙ্গে পিপাসা থাকে না।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—ভয়ানক পিপাসা থাকে – কিন্তু যাহা পান করে বড়ই ঠাণ্ডা বোধ হয়—অবিরাম শুষ্ক উত্তাপ সেই সঙ্গে মাথায় ঘাম ; দাহ-যুক্ত উত্তাপ—উহা অন্তরে ও বাহিরে সমান ; উত্তাপে শীরা সমূহ যেন ফুলিয়া উঠে ; ভয়ানক মাথা-ব্যথা যেন মাথা ফাটিয়া যায়, রগ্ দপ্ দপ্ করে ; চক্ষু-কনীণিকা প্রসারিত ; মুখ লাল ও টস্-টসে ; প্রলাপ বকা গায়ের কাপড় খুলিতে চায় না ; আলোক বা গোলমাল সহ্য করিতে পারে না। উত্তাপের সহিত মধ্যে মধ্যে রসের ঘাম।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat) ;—উত্তাপাবস্থায় বা তাহার পর ঘর্ম্ম ; যে স্থান ঢাকা থাকে তথায় অধিক ঘর্ম্ম ; মাথা, মুখমণ্ডল ও হাতে ঘর্ম্ম ; মুখ লাল ; সামান্য নড়নচড়নে প্রচুর ঘর্ম্ম—আবার সময়ে সময়ে একেকালে ঘর্ম্ম থাকে না।

বেলাডোনায়—এত যে ভয়ানক উত্তাপ কিন্তু হাত পা তত গরম নহে বরং ঠাণ্ডা। (স্বল্পবিরাম-জ্বর অধ্যায়ে একোনাইটের সহিত প্রভেদ দেখ।)

বেন্‌জিনম (Benzinum)

—:0:—

এলেন বলেন যে কোন বিশেষ অঙ্গে শীত-বোধ এবং উত্তাপের অভাব ইহার বিশেষ-লক্ষণ।

আমরা জানি বেন্‌জিনের নিম্ন লক্ষণটীই ইহার বিশেষত্ব এবং তদ্দৃষ্টে উহা প্রয়োগে কয়েকটী জ্বর-রোগী (অন্য পুরাতন রোগীও) আরোগ্য করিয়াছি। যথা—দেহের কোন বিশেষ অঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্ম (Profuse sweat on Single parts—বিশেষতঃ যে দিক চাপিয়া না শো'য়া যায় Especialy the side not lain upon)। ২। প্রস্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

ব্রাইওনিয়া (Bryonia)

গ্রীষ্মকালিন জ্বরে ইহা অধিক উপযোগী। অনেকে স্বল্পবিরাম জ্বরেই কেবল ইহা ব্যবস্থা করেন—এমনকি, সবিরাম-জ্বরে এককালেই ইহা ব্যবহার করেন না। সবিরাম-জ্বরেও ইহা উপযোগী।

বিশেষত্ব—নড়িলে চড়িলে বেদনা বা উপসর্গের বৃদ্ধি; চুপ করিয়া থাকিলে আরাম বোধ। ২। উঠিতে গেলে মাথা ঘোরে ও গা-বমি-বমি করে। ৩। ভয়ানক পিপাসা—অধিক পরিমাণে জল খা'য়, কিন্তু তত ঘন ঘন খায় না। ৪। কাসি—সেই সঙ্গে পাঁজরায় ও বুকে বেদনা। ৫। কোষ্ঠবদ্ধ—মল শুষ্ক ও বড় বড় ঝাড়। ৬। মাথার যন্ত্রণা-কাসিলে হাঁচিলে নড়িলে—তাহার বৃদ্ধি। বেদনা-প্রদেশ চাপিয়া শুইলে আরাম-বোধ।

ব্রাইওনিয়ায়—জ্বর এগিয়েও আসে আবার পেছিয়েও যায়।

জ্বরের সময় (Time)—সময়ের স্থিরতা নাই; সকল সময়েই।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা (Prodrome)—খুব পিপাসা—ঠাণ্ডা জল অধিক পরিমাণে পানের ইচ্ছা; গা হাত পা কামড়ানি—টিপাইবার ইচ্ছা; ভয়ানক মাথা-ব্যথা।

শীতাবস্থা (Chill)—খুব পিপাসা—তবে অধিক পরিমাণে জলপানের ইচ্ছা—[ইগ্নেশিয়ায়—শীতের সহিত পিপাসা একটী বিশেষ লক্ষণ তবে ব্রাইওনিয়ায় যত অধিকপরিমাণে জলপান করে—ইগ্নেশিয়ায় ঘন ঘন জল খায় কিন্তু অত অধিক পরিমাণে নয়। ব্রাইওনিয়ায়—উত্তাপাবস্থায় আরও অধিক পিপাসা থাকে ; ইগ্নেশিয়ায়—আদপে থাকে না। নেট্রম-মরে—ইগ্নেশিয়ার ন্যায় শীতাবস্থায় পিপাসা এবং যদিও ব্রাইওনিয়ার ন্যায় উত্তাপ অবস্থায় পিপাসা বাড়ে কিন্তু পরিমাণে অল্প অল্প ও ঘন ঘন খায়। আর্সেনিকে—কতকটা এইরূপ তবে জলপান মাত্র বমন থাকে। আর্ণিকায়—উত্তাপাবস্থায় শীতাবস্থা অপেক্ষা পিপাসা কম ; ব্রাইওনিয়ায়—বেশী। ক্যাপ্সিকমে—উত্তাপাবস্থায় ইগ্নেশিয়ার ন্যায় পিপাসা নাই]। শীতের সহিত কাসি এবং কাসিতে বুকে ও পাঁজরায় বেদনা-এই লক্ষণ রসকটক্সে আছে তবে রসটক্সে—কাসি কেবল শীতের অগ্রে ও সময়ে ; ব্রাইওনিয়ায়—উত্তাপাবস্থায়ও কাশি থাকে কিন্তু বুকে পাজরায় বেদনা রসটক্সে ব্রাইওনিয়ার ন্যায় নাই। চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা ব্রাইওনিয়ারই বিশেষত্ব ; রসটক্সে—উহার বিপরীত।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—অধিকতর পিপাসা—পূর্ব্বোক্তরূপ কাসি, (একন, ইপিকাক) অধিকতর মাথা ঘোরা (increased headache and vertigo) ; গায়ের ব্যথা অধিক এবং সামান্য নড়িলে চড়িলে তাহার বৃদ্ধি—ভয়ানক আভ্যন্তরিক উত্তাপ ; উত্তাপাবস্থায় সর্ব্বল উপসর্গের বৃদ্ধি ; দাহ-হেতু গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিতে চাহে কিন্তু সর্ব্বদা চুপ করিয়া থাকিতে চাহে। (কখন কখন উত্তাপাবস্থা অপেক্ষা শীতাবস্থায় অধিকতর পিপাসা।)

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—প্রচুর ঘর্ম্ম ; কখন সর্ব্বাঙ্গে হয়, কখন স্থানে

স্থানে ঘর্ম্ম হয়। যে দিক চাপিয়া শো'য় সেই দিকে অধিক ঘর্ম্ম (যে দিক চাপিয়া না শোয়—সেই দিকে ঘর্ম্ম—বেন্‌জিন) ঘামে উপসর্গের নিবৃত্তি।

জিহ্বা (Tongue)—লেপাবৃত (এণ্টিমক্রুডের মত অধিক নহে) তিক্তাস্বাদ—আহারে অনিচ্ছা।

ব্রাইওনিয়া ও ইউপ্যাটোরিয়ম—শীতের আগে ও শীতের সময় পিপাসা এই দুই ঔষধেই আছে তবে ব্রাইওনিয়ায়—উত্তাপাবস্থায় অধিক আর ইউপ্যাটোরিয়মে—শীত ও উত্তাপ মধ্যবর্ত্তী সময়ে বা উত্তাপাবস্থার প্রথমে অধিক। ইউপ্যাটোরিয়মে—ভয়ানক কোমর-ব্যথা হাড়ে ব্যথা; ব্রাইওনিয়ায়—ব্যথা আছে অত অধিক নয় আবার নড়িলে চড়িলে অধিকতর ব্যথা। ইউপ্যাটোরিয়মে—পিত্ত বমন খুব বেশী এবং উহা শীতের পর উত্তাপাবস্থার মুখে হয়; ব্রাইওনিয়ায়—বমি হয়—অল্প স্বল্প মাত্র অত অধিক নয় এবং উত্তাপাবস্থায়ই অধিক হয়। ব্রাইওনিয়ায়—ঘাম হয় খুব; ইউপ্যাটোরিয়মে—অত অধিক নহে। ইউপ্যাটোরিয়মে—প্রাতেঃ জ্বর আসে বা একদিন প্রাতেঃ পরদিন ১১—১২ জ্বর আসে আর ব্রাইওনিয়ায় জ্বরের সময়ের ঠিক নাই।

ক্যাকটস্ গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা (Cactus-Grandiflora)

বিশেষত্ব—*ঠিক ঘড়ি ধরিয়া বেলা কিম্বা রাত্রি ১১টার সময় প্রত্যহ জ্বর আসে।* (সিড্রন—প্রত্যহ একই সময়ে জ্বর)।

জ্বরকালে *মাথা ও বুক যেন চেপে থাকে*; অত্যন্ত রৌদ্র লাগিয়া জ্বর এবং সেই সঙ্গে মাথা ও বুকে চাপ ও ভার-বোধ অথবা নাসিকা লংস ও মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাব।

ক্যাকটসে—হৃদ্-লক্ষণই বিশেষত্ব। রোগীর মনে হয় বক্ষদেশ এক-বার খুলিতেছে একবার বন্ধ হইতেছে এবং ভয়ানক palpitation

যদি শীত থাকে তাহাতে পিপাসা থাকে না। ভয়ানক উত্তাপ—সময়ে সময়ে ২৪ ঘণ্টা-ব্যাপী উত্তাপ (তিনঘণ্টা ব্যাপী শীতের পর); সেই উত্তাপের সহিত ভয়ানক শ্বাসকষ্ট, শ্বাসরোধ, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও বুক ধড়্-ফড়ানি (dyspnœa shortness of breath and palpitation), মুখে ও মাথায় ভয়ানক গরম বোধ সেই জন্য ভয়ানক কষ্ট; পেটে ভয়ানক গরম বোধ; হৃৎপিণ্ডে ফোটান ব্যথা। ঘর্ম্মের সহিত পিপাসা—শ্বাসকৃচ্ছ্রতার জন্য শুইতে অক্ষমতা—সেই সময়ে প্রভূত ঘর্ম্ম ও পিপাসা। ঘাম না হইলে অত্যন্ত বমন হয়।

ক্যাডমিয়ম-সল্ফ (Cadmium-Sulph)

ম্যালেরিয়া-জ্বরে—ভয়ানক গা-বমি-বমি, অত্যধিক কাট-বমি ও অকউঠা (deathly nausea with intense retching and gagging) এবং বমনাদি টক্ ও কাল কিম্বা হরিদ্রা বর্ণেরও হয়—এবং পরীক্ষিত ঔষধ সমূহে বমনের উপকার না হইলে—ইহা উপযোগী।

ক্যালেডিয়ম (Caladiam)

রেমিটেণ্ট, ইন্টারমিটেণ্ট ও টাইফয়েড-জ্বরে যদি সন্ধ্যার সময়ে জ্বর হয় বা বাড়ে, এবং শীত করে, আঙ্গুলে ব্যথা হয় এবং অত্যন্ত মিষ্টাস্বাদ-যুক্ত ঘাম হয়—তাহা হইলে ইহা উপযোগী। এই ঘাম এত মিষ্ট যে মাছি আসিয়া বসে। বিশেষত্ব ১। ঘামের সহিত ঘুমঘুম ভাব; ২। জ্বর

কালীন নিদ্রা এবং নিদ্রাভঙ্গে অববিচ্ছেদ বা কম হওয়া (থুজা, স্যাম-বুকস দেখ)।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব (Calcarea-Carb)

শিশুদিগের রোগে বিশেষতঃ স্ক্রোফিউলস ধাতুর শিশুদিগের পক্ষে ইহা অধিকতর উপযোগী।

জ্বরের সময় (Time)—প্রত্যহ বেলা ২টা; বেলা ১১টা; সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭টার মধ্যে। একদিন বেলা ১১টায় জ্বর আসে এবং পরদিন অপরাহ্ন ৪টায় জ্বর আসে।

প্রোড্রোম (Prodrome)—সমস্ত গাঁটে সেঁটে-ধরা ব্যথা; মাথা ও সর্ব্বশরীর ভার।

শীতাবস্থা (Chill)—শীতে পিপাসা থাকে; খুব শীত [আবার অনেক সময়ে শীত থাকে না।]

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা থাকে না; কখন কখন প্রথমে উত্তাপ ও পরে শীত; মাথার ভয়ানক উত্তাপ ও চোক মুখ যেন উত্তাপের *ঝলকে পোড়াইয়া ফেলে; খুব উত্তাপ—উত্তাপে গায়ের কাপড় খুলিতে* চায়। [বেলা ১০টার জ্বরে প্রায় শীত ও পিপাসা থাকে না]

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—পিপাসা নাই, গরম ঘাম, প্রাতঃকালের দিকে অধিক ঘর্ম্ম; হাত পায়ের তেলোয় ঘাম; ঘাম আরম্ভের পর নিদ্রা। দিনে সামান্য পরিশ্রমে এমন কি ঠাণ্ডা সত্ত্বেও ঘর্ম্ম।

দ্রষ্টব্য—জ্বর বা অন্য পীড়ায় ধাতুগত লক্ষণই ক্যাল্‌কেরিয়ার নির্ণায়ক; হানিমানের সোরিক ধাতুতে ইহা বিশেষ উপকারী এবং ঐ সকল ধাতুগত লক্ষণ জ্বরে ও বিজ্বরে প্রকাশ পায়। আবার শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্ম অনেক সময়ে সমস্ত অঙ্গে না হইয়া দেহের কোন বিশেষ স্থানে

প্রকাশ পায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্ক্রোফিউলস ধাতুতে ইহা উপযোগী—সেই জন্য ধাতুজ লক্ষণগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। (মৎপ্রণীত মেটিরিয়া-মেডিকা দেখ)

ধাতুজ বিশেষত্ব—১। শরীরের পোষণাভাব-জনিত পীড়া (Diseases from mal-nutrition)। ২। অস্থিময় টিস্যুর বিলম্বে পরিপোষণ (Tardy developement of the bony tissue এবং সেই সঙ্গে লিম্ফ্যাটিক-গ্ল্যাণ্ড সমূহের স্ফীতি (with enlargement of the lymphatic Glands)। ৩। হাড়ের কোমলতা; মুখ খুব বড় কিন্তু Fontanelles ব্রহ্মতেলো অনেকদিন পর্য্যন্ত পুরন্ত হয় না। ৪। পরিপোষণ অভাবে গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি। ৫। শিশুদিগের চর্ম্ম শুষ্ক ও নরম এবং মস্তকে এত ঘাম হয় যে নিদ্রা যাইলে বালিশ অনেক দূর পর্য্যন্ত ভিজিযা যায়। ৬। পায়ের তলা ও পা খুব ঠাণ্ডা—বোধ হয় যেন এই মাত্র পা জলে ভিজাইয়াছিল; মোজা পরাইলেও ঐ ঠাণ্ডা ভাব যায় না। ৭। সামান্য ঠাণ্ডা বাতাসে কষ্ট, আবার সময়ে সময়ে ভয়ানক গরম বোধ। ৮। টক গন্ধযুক্ত উদরাময় অথবা অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ।

ধাতুগত বিশেষত্ব—১। সলফরে—যেমন দাহ (Burning) অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে—ক্যাল্কেরিয়ায়—ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ দাহ না থাকিয়া বরং ঠাণ্ডাভাব (Coldness) থাকে। ২। পা ঠাণ্ডা (Cold damp feet)। ৩। পা ঠাণ্ডা সেই সঙ্গে রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম (Cold feet with Night-Sweat) ৪। মাথার অভ্যন্তরে ও বাহদের্শে ঠাণ্ডা অনুভব করে সেই সঙ্গে মুখ রক্তহীন ও থম্‌থমে। ৫। শরীরাভ্যন্তরে সদাই যেন ঠাণ্ডা ভাব। ৬। মুক্তবায়ু-সেবনে রোগীর অনিচ্ছা; অঙ্গের কোন বিশেষ স্থানে বা সর্ব্বাঙ্গে ঠাণ্ডা ভাব

(সলফরের বিপরীত)। ৭। মাথার ঘামের সহিত দেহের স্থানে স্থানে ঘর্ম্ম। ৮। অম্লসঞ্চার—যেন সমস্ত পরিপাকযন্ত্রে টক্ জমিয়া আছে। ৯। কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থ, বাহ্যে হইলেই যেন পীড়া-লক্ষণের বৃদ্ধি।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ও ক্যালকেরিয়া-ফসের প্রভেদ—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বের রোগী—মোটা ও মেদপূর্ণ; ক্যাল্‌কেরিয়া-ফসের রোগী তত মোটা সোটা নয় বরং রোগা। ক্যালকেরিয়া-কার্ব্বে—রোগীর মাথা যত ঘামে, ক্যাল্‌কেরিয়া-ফসে—রোগীর মাথা তত ঘামে না। ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বে—রোগীর পেট্‌টি বড় অর্থাৎ পেট্ ড্যাগ্‌রা—আর ক্যাল্‌কেরিয়া-ফসে—পেট্ যেন ভিতরে ঢোকা অথচ থল্‌থলে। ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বে—বাহ্যে হলদে জলবৎ, শাদা ও জমাদুধ-মিশ্রিত; ক্যালকেরিয়া-ফসে—বাহ্যে সবুজ হড়হড়ে, ও অতিশয় বায়ুঃ-নিসরণের সহিত নির্গত হয়।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বে—Anterior fontanelles open.

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফসে—Both fontanelles open.

ক্যালকেরিয়া-ফসে—প্রায়ই সর্দ্দি ও কাসি থাকে।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্বে—প্রায়ই সর্দ্দি থাকে ও নাক দিয়া পোঁটা পড়ে কিন্তু তত কাশি থাকে না।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ও সিলিসিয়া—সিলিসিয়ায়—রোগীর সমস্ত মাথা ঘামে এবং ঐ ঘাম দুর্গন্ধযুক্ত; মাথাটা যেন দেহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড়—অথচ পা রোগা রোগা।

ক্যালকেরিয়ায়—মাথার পশ্চাৎভাগ অধিক ঘামে।

সিলিসিয়ায়—পা পর্য্যন্ত ঘামে; ক্যালকেরিয়ায়—পা ভয়ানক ঠাণ্ডা কিন্তু অত ঘামে না।

সিলিসিয়ায়—রোগীর মুখ যেন মোমের মত ফেকাসে কিন্তু জীর্ণ শীর্ণ; ক্যালকেরিয়ায়—ফুলো ফুলো।

সিলিসিয়ায়—শিশু ভয়ানক খিট্‌খিটে; ক্যালকেরিয়ায়—খিট্‌খিটে হইলেও সে কতকটা জড় ভরতের মত। ক্যালকেরিয়ায়—উদরাময় ভাব অধিক। সিলিসিয়ায়—কোষ্ঠবদ্ধ ভাব অধিক। ক্যালকেরিয়ায়—হাত পা প্রায় ঠাণ্ডা; সিলিসিয়ায়—বরং গরম।

ক্যালকেরিয়ায়—জ্বর প্রায় বেলা ১১টা অথবা ভোরে আসে; সিলিসিয়ায়—দিন বা রাত্রি ১২টার পর জ্বর আসে বা বাড়ে। ক্যালকেরিয়ায়—সন্ধ্যার সময় উদরাময়ের বৃদ্ধি; সিলিসিয়ায়—রাত্রে বৃদ্ধি। ক্যালকেরিয়ায়—জমাটদুধ বমি ও বাহ্যের সঙ্গে নির্গত হয়; সিলিসিয়ায়—তাহা হয় না।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ও সলফর—সলফর ও ক্যালকেরিয়ার ধাতু ঠিক বিপরীত। ক্যালকেরিয়ায়—শিশু একটু অলস প্রকৃতির (Inactive); সলফরে—খুব active.

ক্যালকেরিয়ায়—হাত পা ঠাণ্ডা; সলফরে—হাত পা গরম।

ক্যালকেরিয়ায়—যত পরিপোষণাভাব, সলফরে—তত নহে।

ক্যালকেরিয়ায়—রোগী হাওয়া চায় না; সলফরে—খুব চায়।

সলফরে—হাত পা'র তেলো গরম ও তথায় অত্যন্ত জ্বালা; জ্বালায় ঠাণ্ডা স্থানে হাত পা রাখিতে ইচ্ছা। ক্যালকেরিয়ায়—হাত পা ঠাণ্ডা ও সেই জন্য সর্ব্বদা গরমে রাখিতে চাহে।

সলফরে—চক্ষু, নাক, মুখ, প্রস্রাব-দ্বার ও মলদ্বারে জ্বালা; ক্যালকেরিয়ায়—তাহা নাই। সলফরে—উদরাময় ভোরে বাড়ে; ক্যালকেরিয়ায়—সন্ধ্যায় বাড়ে।

সলফরে—রোগী রোগা গোচের; ক্যালকেরিয়ায় মোটা গোচের।

সলফরে—মাথায় ক্যালকেরিয়ার ন্যায় ঘাম আছে—তবে তত নহে এবং উহা সাম্‌নের দিকে।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ও বেলাডোনা—শিশুর জ্বরে মাথা গরম, মুখ টসটসে, ঘুমে চমকে উঠা, প্রভৃতি লক্ষণ যখন থাকে তখন বেলাডোনাই প্রশস্ত কিন্তু ঐ সকল লক্ষণের সহিত পুনঃ পুনঃ জ্বর হইতে থাকিলে—আর বেলাডোনায় উপকার হইবে না—সলফর বা ক্যালকেরিয়ায় প্রয়োজন হয়। উহাদের প্রভেদ দেখ।

[অন্যান্য ঔষধের সহিত প্রভেদ দেখ। শিশু-লিভার রোগে ইহা নিতান্ত উপযোগী।]

যে সকল স্ত্রীলোকদিগের প্রচুর পরিমাণে ঋতু হয় ও তাহা মাসে দুইবারও যদি হয়—তবে তাহাদের রোগেও ক্যালকেরিয়া উপযোগী।

ক্যাল্‌কেরিয়ায় কোষ্ঠবদ্ধ—সিলিনিয়ম, সিপিয়া ও সিলিসিয়ার মত।

ক্যাল্‌ক্যারিয়া-আর্স (Calcarea-Ars)

যদিও হেলের নূতন ঔষধাবলিতে এই ঔষধের উল্লেখ আছে কিন্তু ডাঃ সালজারই এদেশে ইহার ব্যবহার প্রথমে প্রচলন করেন। শিশু দিগের জ্বর রোগে বিশেষতঃ শিশু-লিভার রোগে, এবং তাহাদের সবিরাম ও স্বল্প-বিরাম জ্বরে ইহা অধিকতর উপযোগী। তবে অনেকে শিশু-লিভার শুনিয়াই যে ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স ব্যবস্থা করেন সেও ঠিক নহে। ক্যাল্‌কেরিয়াও আর্সের যুক্ত লক্ষণে ইহা উপকারী সত্য বটে কিন্তু ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্সের ও বিশেষত্ব আছে এবং তদনুসারে উহা ব্যবস্থেয়। ক্যাল্‌কেরিয়ার ধাতুগত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া যদি ম্যালেরিয়ার ভাব থাকে তাহা হইলে ইহা অধিকতর উপযোগী। কখন কখন শিশু দিগের রোগে আর্সেনিকের জ্বরের সম্পূর্ণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়াও

তাহাতে উপকার হয় না—কিন্তু যত্ন সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যদি প্রকাশ পায় যে ক্যাল্‌কেরিয়ার অনেক ধাতুগত লক্ষণ আর্সেনিকের জ্বর-লক্ষণের সহিত বর্ত্তমান আছে তখন ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্সে'ই উপকার সম্ভাবনা।

জ্বরের সময় (Time)—আর্সেনিকের মত দিবা ১২টা-৩টা ও ও রাত্রি ১২-৩টা এবং ক্যাল্‌কেরিয়ার ন্যায় বেলা ১১-২টা।

ক্যাল্‌কেরিয়ার ন্যায় পা খুব ঠাণ্ডা অথচ জ্বরকালে আর্সেনিকের ন্যায় ভয়ানক পিপাসা ও ছট্‌ফটানি। ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্সে'ও মাথায় ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্বের ন্যায় ঘাম হয়—আবার ক্যাল্‌কেরিয়ার ন্যায় শিশু মোটা সোটা না থাকিয়া আর্সেনিকের ন্যায় রোগা ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে। ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্সে'—কোষ্ঠবদ্ধ অধিকতর সময়েই থাকে। বলিতে কি শিশু দিগের সবিরাম-জ্বরে বা লিভার-সংযুক্ত সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরে আর্সেনিকের লক্ষণ ও ক্যাল্‌কেরিয়ার ধাতু বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সময়ে ক্যালকেরিয়া-আর্সে' উপকার পাইয়াছি। শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জ্বরে ইহা উপকারী।

ক্যাম্ফর (Camphor)

শীতাবস্থা (Chill)—ভয়ানক শীত, অধিকক্ষণ-স্থায়ী শীত, মুখ, হাত পা, ভয়ানক ঠাণ্ডা ও নীল, এবং চামড়া কুঁচ্‌কে থাকে।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—গা তত গরম নহে; পিপাসা নাই।

ঘর্ম্মাবস্থায় (Sweat)—ঠাণ্ডা দুর্ব্বলকারী প্রচুর ঘর্ম্ম। রোগী যেন কোলাপ্সের মত অবস্থায় থাকে। বিশেষত্ব—এত ঘাম ও গা ঠাণ্ডা কিন্তু গায় কাপড় দিতে রোগী চায় না।

ক্যাস্থারিস (Cantharis)

জ্বরের সময় (Time)—বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত।

শীতাবস্থা (Chill) পিপাসা থাকে না; নড়িলে চড়িলে বা হাত পা বিছানা হইতে বাহির করিলেই শীত বোধ; কোমরে ও মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা ভাব। হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা অথচ প্রস্রাব-নলীতে ভয়ানক বেদনা ও জ্বালা।

[ইগ্নেশিয়ায়—শীতে পিপাসা আছে; কান্থ্যারিসে—পিপাসা নাই। তবে ইগ্নেশিয়ায়—শীতে বাহ্যিক-উত্তাপে আরাম বোধ করে; ক্যান্থারিসে—ও উহাতে আরাম বোধ করে। এই লক্ষণ কেলি-কার্ব ও আর্সেনিকেও আছে। এপিস ও ইপিকাক ইহার বিপরীত অর্থাৎ বাহ্যিক উত্তাপে আরামের পরিবর্ত্তে কষ্ট বোধ করে।]

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা থাকে; হাত পায়ের তেলোয় খুব জ্বালা। *পায়ের তেলোয় ভয়ানক দাহ কিন্তু হাতের তেলো বরফের মত ঠাণ্ডা*; অত্যধিক জ্বর, তাহাতে ভয়ানক উত্তাপ, পিপাসা, ও সমস্ত গাত্র যেন রক্তবর্ণ; উদর-প্রদেশে উত্তাপাধিক্য।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—রাত্রে নিদ্রা-ভঙ্গের পর ভয়ানক ঘর্ম্ম, নড়িলে চড়িলে ঘর্ম্ম, নিম্ন-প্রদেশে অধিক ঘর্ম্ম উহা প্রস্রাবের গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ।

জিহ্বা (Tongue)—মধ্যে পুরু হরিদ্রাভ লেপ, ধারগুলি লাল।

বিজ্বরাবস্থা (Apyrexia)—প্রস্রাব-যন্ত্রের উত্তেজনা, প্রস্রাবে জ্বালা, যন্ত্রণা ও প্রস্রাব-নির্গমনে কষ্ট। প্রথমে প্রস্রাবের মাত্রা অতিশয় কম হয়—পরে যে পরিমাণে জল পান করিয়াছে তাহার চতুর্গুণ যেন

প্রস্রাব বাড়ে এবং সেই সঙ্গে পিপাসা। আবার খুব পিপাসা কিন্তু জলপানে নিতান্ত অরুচী।

বিশেষত্ব।—১। ঘন ঘন প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা তাহাতে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়; তাহা ও কখন রক্ত-মিশ্রিত। ২। প্রস্রাব-কালে প্রস্রাব-নলীতে জ্বালা ও কোঁথপাড়া (tenesmus and strangury) ৩। সমস্ত গাত্রে ফোস্কার মত eruptions।

ক্যাপ্‌সিকম (Capsicum)

জ্বর আসার সময় (Time)—সন্ধ্যা ৫-৬টা কিম্বা বেলা ১০॥টা। [শীতপ্রধান দেশের ম্যালেরিয়া-জ্বরে অথবা যেখানে জ্বরের পালা একই সময়ে হয় সেখানে ইহা উপযোগী।]

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা (Prodrome)—শীতের অনেকক্ষণ পূর্ব্ব হইতে পিপাসা (পিপাসা ও হাড়ে ব্যথা—ইউপ্যাটোরিয়ম ও নেট্রম-মর)

শীতাবস্থা (Chill) - ভয়ানক পিপাসা; কাঁপুনি ও শীত প্রতিবার জলপানের পর বাড়ে। [শীতে বাহ্য-উত্তাপে আরাম বোধ ইগ্নেশিয়া, আর্স ও ক্যাপসিকমে হয়; আবার ইগ্নেশিয়ায়—উত্তাপ-কালে বাহ্য-উত্তাপ ভাল লাগে না ক্যাপ্‌সিকমে ভাল লাগে। ক্যাপসিকমে—নড়িলে চড়িলে বা বেড়াইলে শীত ও উত্তাপে আরাম বোধ করে।]

বিশেষত্ব—ক্যাপসিকমে—শীতের পর ঘর্ম্ম কিম্বা জ্বরে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম এক সঙ্গে হয় এবং সেই সঙ্গে পিপাসা থাকে।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা থাকে না—কিন্তু উত্তাপ ও শীত যখন পর্য্যায় ক্রমে থাকে তখন পিপাসা থাকে ও ঘর্ম্ম হয়;

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—পিপাসা থাকে না উত্তাপ বা শীতের পর ঘর্ম্ম হয়। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্ম।

ক্যাপসিকম, ইউপ্যাটোরিয়ম ও ইগ্নেশিয়া

ক্যাপ্‌সিকমে—শীত বা কম্প দুই কাঁধের মধ্যস্থান হইতে আরম্ভ হয়। ইউপ্যাটোরিয়মে—কোমর ও তাহার উপরিভাগ হইতে আরম্ভ হয়।

ক্যাপ্‌সিকমে—খুব শীত সেই সঙ্গে গা প্রায় ঠাণ্ডা।

ইউপ্যাটোরিয়মে—কেবল শীত নয় কাঁপুনি—এবং ক্যাপসিকমের ন্যায় গাত্রের অত ঠাণ্ডা ভাব নাই।

শীতের পূর্ব্ব হইতে হাড়ের ভিতর বেদনা—১ম ইউপ্যাটোরিয়ম পারফোলিয়েটমে, তাহার নীচে ইউপ্যাটোরিয়ম-পারপিউরমে এবং তাহারও নীচে নেট্রম-মরে এবং সর্ব্বশেষে ক্যাপসিকমে। ইউপ্যাটোরিয়মে—শীতের সহিত পিপাসা উহা এত প্রত্যক্ষ যে জল খাওয়া দেখিয়া জানিতে পারা যায় যে জ্বর আসিতেছে বা আসিয়াছে। ইউপ্যাটোরিয়মে—জল পানের পর অত্যন্ত অধিক পিত্তবমন হয়। ক্যাপসিকমে—শীতের পূর্ব্বে পিপাসা আছে ও শীতের সময় পিপাসা আছে; ইগ্নেশিয়ায় কেবল শীতের সময় পিপাসা আছে। ইগ্নেশিয়া ও ক্যাপসিকমে আর্সেনিকের ন্যায় শীতের সময় উত্তাপে আরাম বোধ হয়।

ক্যাপসিকমে—পিপাসা প্রোডোমে ও শীতাবস্থায়, আবার উত্তাপাবস্থায় শীতের সহিত ও হয় কিন্তু ইগ্নেশিয়ায় তাহা হয় না কেবল শীতাবস্থায়। ইউপ্যাটোরিয়মে—প্রোড্রোমেও শীতাবস্থায়ই পিপাসা থাকে কিন্তু উত্তাপাবস্থায় প্রথম খানিকক্ষণ থাকে এই সময় ভয়ানক তিক্ত বমন হয় যাহা ইগ্নেশিয়া ও ক্যাপসিকমে নাই।

ক্যাপসিকমে ও ইগ্নেশিয়ায় জ্বরের সময়ের ঠিক নাই।

ইউপ্যাটোরিয়মে—প্রাতেঃ প্রায় জ্বর আসে, আবার পর্য্যায়ক্রমে একদিন প্রাতেঃ ও পরদিন বৈকালে আসে; আবার একদিন বেসি জ্বর পরদিন কম জ্বর হয়। এই লক্ষণ ইগ্নেশিয়া বা ক্যাপসিকমে নাই।

ক্যাপ্‌সিকমে—ইউপ্যাটোরিয়মের ন্যায় জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় পিপাসা থাকিলেও তখন হাড়ে বেদনা ইউপ্যাটোরিয়মের মত নাই। শীতের সময়ে ক্যাপসিকমে পিপাসা থাকে এবং সেই সঙ্গে কোমরে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা থাকে উহা ইউপ্যাটোরিয়মের মত অত অধিক নহে।

প্লীহাযুক্ত-জ্বরে ও কুইনাইন-সেবন-জনিত জ্বরে ক্যাপসিকম ও নেট্রম উপযোগী।

কার্ব্বো-এনিমেলিস (Carbo-Animalis)

সবিরাম-জ্বরে—শীত ও উত্তাপে পিপাসা নাই; ঘর্ম্মাবস্থায়—পিপাসা কখন থাকে কখন থাকে না। এই ঘর্ম্ম ভয়ানক দুর্ব্বলকারী ও দুর্গন্ধময় এবং এত অধিক যে নাড়ী পর্য্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে; আবার এত মিষ্টা-স্বাদ-যুক্ত যে মাছি আসিয়া বসে (ক্যালেডিয়ম)। যেখানে জ্বরের সহিত গ্ল্যাণ্ড ফোলা আছে অথবা রোগ হঠাৎ অত্যন্ত মন্দ (malignant) হইয়া পড়ে—সেখানে ইহা বিশেষ উপযোগী।

কার্ব্বো-ভেজ (Carbo-Veg)

শীতাবস্থায়—হাত পা ভয়ানক ঠাণ্ডা; এমন কি হাঁটু পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা; হাতের আঙ্গুল নীল ও চোপসান; সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা ও সেই সঙ্গে মাথাব্যথা; পিপাসা কখন কখন থাকে।

উত্তাপাবস্থায়—পিপাসা থাকে না,—মুখ টস্‌টসে, রোগী কেবল বকে; অনুক্ষণ হাওয়া চায়—মনে করে তাহার শ্বাস বন্ধ হইতেছে।

ঘর্ম্মাবস্থা—খুব বেসি—ঘর্ম্মাবস্থায় কোলাপ্‌স-লক্ষণ।

কার্ব্বলিক-এসিড (Carbolic-Acid)

সবিরাম জ্বরে, ম্যালেরিয়া-জ্বর পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া পড়িলে ও সেপটিক-জ্বরে ইহা বিশেষ উপযোগী।

শীতাবস্থা (Chill)—পিপাসা নাই ; বাতাস লাগিলে গা সিড়্ সিড়্ করে ; রোগী উত্তপ্ত-গৃহে ও শীতানুভব করে ; শীত শীত ভাবের সহিত নিদ্রালুতা।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—অত্যন্ত উত্তাপ, মধ্যে মধ্যে অল্পক্ষণ-স্থায়ী শীতভাব।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—রাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম এমনকি কাপড় চোপড় ভিজিয়া যায়। বৈকালে অল্প অল্প জ্বর হয় কিছুতেই যায় না, সেই সঙ্গে গাত্রে, মলে, প্রস্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ। কাল বা সবুজ রঙের প্রস্রাব।

বিশেষত্ব—১। কাল বা সবুজ রঙের বমন। ২। জ্বরকালে ভয়ানক ছটফটানি, অনুক্ষণ গোঙানি Groaning and Moaning এবং মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠা ; ৩। মুখে ছেদ্‌লা (sordes) পড়া, পেটের দোষ। ৪। প্লীহার বিবৃদ্ধি (Hypertrophy) ৫। মুখে ভযানক দুর্গন্ধ। ৬। রোগ অতি শীঘ্র কঠিন আকার ধারণ করে ও রোগীর বলক্ষয় হয় Rapidly prostrating and tends to malignity (আর্সেনিক ও ইউক্যালিপটসের সহিত প্রভেদ কর)।

কষ্টিকম্ (Causticum)।

পুরাতন পীড়া অথবা লংস বা অন্য কোনরূপ বৈধানিক পীড়ার সহিত জ্বরে ইহা অধিকতর উপযোগী। যে সব রোগে উপকার হইতে আরম্ভ হইয়া আর কিছু হয় না—সেখানে কষ্টিকম উপযোগী।

জ্বরের সময় (Time)—অপরাহ্ন ৪টা ; কিম্বা রাত্রি দ্বিপ্রহরে জ্বর আসিয়া ভোরে ঘর্ম্ম হয়। শীতশূন্য জ্বর সন্ধ্যা ৬—৮টা।

শীতাবস্থা (Chill)—পিপাসা থাকে না ; শুইলে বা জলপান করিলে ঐ শীতের বৃদ্ধি (জলপানে শীতের বৃদ্ধি ক্যাপসিকম ও গ্র্যাফাইটীস্)। শরীরের বামভাগে অধিকতর শীতবোধ (কার্ব্বো-ভেজ)। আভ্যন্তরীক শীতবোধ তাহার পর উত্তাপ না হইয়া ঘর্ম্ম (ক্যাপসিকম, সাইমেক্স)। কখন কখন শীতের সহিতই উত্তাপ মিশ্রিত অথচ পর্য্যায় ক্রমে শীত ও উত্তাপ নহে। ঠাণ্ডা হাওয়া সহ্য হয় না (ক্যান্থারিস ক্যাম্ফর)।

উত্তাপাবস্থা (Heat) প্রবল হয় না কখন কখন হয়। দিন্ দিনে জ্বর ও উহা অনেকক্ষণ থাকে।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—উত্তাপাবস্থা না হইয়াই শীতের পর ঘাম। অথবা শীত মিশ্রিত উত্তাপের পর ঘর্ম্ম। পিপাসা থাকে না। নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম ; বিশেষতঃ দিনে নিদ্রায় ঘর্ম্ম। অত্যন্ত টক্‌গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম (হেপার) চট্‌চটে (প্রস্রাবের গন্ধের মত) দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম—অথচ পিপাসা নাই।

অভিজ্ঞতা-লক্ষণ ডাঃ ষ্টো বলেন আগে শীত, পরে ঘর্ম্ম, তৎপরে উত্তাপ এবং মিষ্টান্ন খাইতে অনিচ্ছা ; প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম।

বর্ষা বা সেঁত-সেঁতে দিনে ভাল থাকে—আর শুষ্ক ভাল ঋতুতে রোগীর পীড়ার বৃদ্ধি হয়।

বিশেষত্ব। ১। রোগীর চামড়া পাণ্ডুবর্ণ (excessively yellow sallow complexion এবং প্রায়ই যাহাদের লংস অথবা প্রস্রাব সম্বন্ধীয় রোগ আছে—তাহাদের রোগে উপযোগী।

২। শিশু সর্ব্বদাই কাঁদে।

৩। শিশু ভাল চলিতে পারে না।

৪। কোষ্ঠবদ্ধ—ঘন ঘন মলত্যাগের ইচ্ছা ও চেষ্টা হয়—দাঁড়াইয়া মল ত্যাগ করিলে তবে মল নিষ্ক্রান্ত হয়—বসিলে নিষ্ক্রান্ত হয় না।

৫। হাঁচিতে কাশিতে প্রস্রাব নিঃস্রাব।

সীড্রন (Cedron)।

—:০:—

স্ত্রীলোকদিগের পীড়ায় অধিকতর উপযোগী। যাঁহাদের একদিন অন্তর ১১টার সময় মাথা ধরে ও ব্যথা করে তাঁহাদের পক্ষেও অধিকতর উপযোগী। কুইনাইন-সেবন-জনিত কাণ-ভোঁ-ভোঁ করা এই ঔষধে উপশমিত হয়।

বিশেষত্ব। ১। জ্বর ঘড়ি ধরিয়া একই সময়ে প্রত্যহ আসে। ২। মাথা-ব্যথা বা শিরঃশূল ঘড়ি ধরিয়া একই সময়ে প্রত্যহ বা এক-দিন অন্তর আসে। ৩। ঠিক একই সময়ে তড়্কা (convulsive fit) হয়। ৪। গর্ভকালে ঠিক একই সময়ে প্রতিবার গর্ভপাত হয়। ৫। মাসিক ঋতু-দর্শনের (menses) ৪।৫ দিন পূর্ব্বে প্রতিবার শ্বেতপ্রদর স্রাব বাড়ে বা দেখা দেয়।

জ্বর আসার সময় (Time)—ভোর ৪টা (অবশ্য প্রত্যহ); অপরাহ্ন ৪টা (প্রত্যহ); সন্ধ্যা ৬—৬-৩০ মিনিট। [ভোর ৩টায়—থুজা, এমন-মর, সিলিসিয়া। ভোর ৪টা এলুমিনা, আর্নিকা, সিড্রন সিলিসিয়া, ক্যালকেরিয়া-আর্স।] [অপরাহ্ন ৩টা হইতে—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এপিস্]।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা (Prodrome)—মানসিক উত্তেজনা, অতিশয় শিরঃশূল (headache)।

শীতাবস্থা (Chill)—পিপাসা থাকে। নড়িলে চড়িলে শীতের বৃদ্ধি (নক্স্-ভম) ; সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা (থুজা) ; চক্ষু লাল হওয়া—চক্ষের ভিতরে চুলকানি সেই সঙ্গে মাথাধরা ; হাত ও নাকের ডগা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা অথচ মুখ উত্তপ্ত ও তথায় দাহ।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা থাকে ; কিন্তু গরম জলপানের ইচ্ছা (পিপাসায় গরম জল পানের ইচ্ছা এই লক্ষণ দৃষ্টে আমরা ক্যাস্‌ক্যারিলা প্রয়োগে কয়েকটি রোগী আরোগ্য করিয়াছি] ; হাত পা ও সমস্ত শরীর যেন অসাড় (feeling numb)। [হাত পায়ের অসাড় ভাব (hand and feet dead)—সাইমেক্স ; কেবল আঙ্গুল অসাড় fingers feel dead—সিপিয়া]।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—পিপাসা থাকে ; শুষ্ক উত্তাপ খানিকক্ষণ থাকিয়া পরে ঘর্ম্ম dry heat followed by sweat. (চায়না) সেই সঙ্গে হাতে পায় খেঁচুনির মত ব্যথা। ঘর্ম্মের সময়ের পিপাসায় সময়ে সময়ে ঠাণ্ডা জল চায়—নচেৎ গরম জলই চায়। ঘর্ম্মকালে বুক ধড়-ফড়ানি ও জোরে জোরে শ্বাস প্রশ্বাস। প্রস্রাব পরিমাণে সামান্য ও অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণের (high colored.)

জিহ্বা (Tongue)—জিহ্বা লেপ-পূর্ণ—এমনকি ডগা পর্য্যন্ত লেপ-পূর্ণ।

লক্ষণ-সার (Analysis) ১। প্রত্যহ ঘড়ি ধরিয়া একই সময়ে জ্বর আসে। ২। গরম পানীয় পান করিবার ইচ্ছা। ৩। প্রচুর ঘর্ম্ম। এই তিনটি লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সিড্রনে অনেক সবিরাম জ্বর আরোগ্য করিয়াছি।

এরেনিয়া ও সিড্রন—সিড্রনের মত এরেনিয়ায়ও ঘড়ি ধরিয়া একই সময়ে জ্বর আসে। তবে এরেনিয়ায়—শীত অধিক—

উত্তাপ প্রায় থাকে না। আমাদের দেশে এরোনিয়ার জ্বর খুব কম হয়। সিড্রনে-যত উত্তাপ এরেনিয়ায় তাহা নাই; এতদ্ব্যতীত এরেনিয়ায়—গরম জল পান করিবার ইচ্ছাও নাই।

জেলসিমিয়ম অধ্যায়ে প্রভেদ দেখ।

ক্যামোমিলা (Chamomilla)

পূর্ণবয়স্কের পীড়ায় ক্যামোমিলা ব্যবস্থা করিতে দেখিলে অনেকে আঁতকাইয়া উঠেন। ক্যামোমিলা শিশু-পীড়ায় অধিকতর উপযোগী বটে কিন্তু লক্ষণানুসারে পূর্ণবয়স্ক দিগের পীড়ায়ও ইহা উপকারী। অন্য লক্ষণ অপেক্ষা মানসিক লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ক্যামোমিলা নির্ব্বাচন করিলে নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে।

মানসিক লক্ষণ (Mental Symptoms)—১। শিশু অতিশয় রাগী, খিট্‌খিটে, সর্ব্বদা যেন চটেই আছে; কেবল ঘেন্‌-ঘেন্ কচ্চে, কিছুতেই স্থির নাই—অণুক্ষণ কোলে কোলে থাকিতে চাহে; সময়ে সময়ে তাহাতে সুস্থির থাকে অনেক সময়ে আবার থাকেও না। ২। বেদনার সময় বা জ্বরকালে এত খিট্‌খিটে হয় যে কাহারো সহিত নম্র-ভাবে বা ভদ্রতার ভাবে কথা কহিতে পারে না। ৩। সময়ে সময়ে তাহার মনের ভাব জ্ঞাপন না করিয়া এক ঘেয়ে রকমে কাঁদে (দন্ত-নির্গমন কালে অধিক)। ৪। শিশু কি চাহিতেছে অর্থাৎ কিসে সুস্থির হইবে তাহা যেন নিজেই জানে না—সেই জন্য অবিরাম কাঁদে অথবা তাহাকে সুস্থির করিবার জন্য যাহা দেওয়া যায় তাহা ফেলিয়া দেয় ও বায়না ধরে।

বিশেষ-লক্ষণ (Characteristics)—১। জ্বরের সহিত শুষ্ক ঘেগ্‌ঘেগে কাশি; রাত্রে বা নিদ্রাকালে ঐ কাশির বৃদ্ধি সেই সময় বা

উপরিলিখিত বায়নার সময় এক গণ্ড লাল অন্য গণ্ড রক্তশূন্য। ২। মাথায় গরম ঘাম সেই ঘামে মাথার চুল ভিজিয়া যায়। (মাথায় প্রচুর ঘাম—ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, সিলিসিয়া, ওপিয়ম, চায়না—কিন্তু গরম ঘাম নহে; কেবল মাথার পশ্চাৎভাগে—ঘাম—সলফর; সমস্ত মাথায় ঘাম—ক্যাল্কেরিয়া; সমস্ত মাথায় ও মুখমণ্ডলে ঘাম সিলিসিয়া; মাথা ও পৃষ্ঠে ঘাম—মিউরিয়াটিক-এসিড)। ৩। পানাহারের পর মুখ-মণ্ডলে ঘাম। ৪। জ্বরের সহিত দন্তশূল—গরম জল মুখে রাখিলে উহা বাড়ে; ঋতুকালে ও গর্ভাবস্থায় দন্তশূল (এণ্টিম-ক্রুডে—দন্তশূল রাত্রে বৃদ্ধি)। ৫। দাঁত উঠিবার কালে (dentition) উদরাময়—তাহাতে বাহের রঙ সবুজ অথবা ছেক্ড়াছেক্ড়া এবং খানিকটা জল গড়ান (কখন হরিদ্রা ও সবুজ মিশ্রিত)—সেই সঙ্গে জ্বর। বেদনায় যেন গাত্র উত্তপ্ত হয় ও রোগী পিপাসাতুর হয়। ৬। বায়ুশূল (wind-colic) পেট ফুলে যেন ঢাক হয়—অল্প অল্প বায়ু নিঃসৃত হইয়াও কোনরূপ উপশম হয় না (কার্ব্বো-ভেজ, লাইকোপ, নক্স-ভম, কলচিকম দেখ)। ৭। জ্বরে সময়ে সময়ে উত্তাপ ও শীত যেন মিশ্রিত থাকে (heat and chill intermingled not alternately—এই লক্ষণ আর্সেনিকেও আছে) ৮। ক্রোধজনিত জ্বর। ৯। ঘুমঘুম ভাব অথচ ঘুম হয় না (বেল, কষ্টিক-কম ওপিয়ম)। ১০। অনুক্ষন কান্না, খেঁত্খেতানি, কোঁথানি whining and moaning—(কার্ব্বলিক-এসিড)। ১১। নিদ্রায় চমকাইয়া উঠা (ল্যাকেসিসে—নিদ্রার উপক্রমে starting)। ১২। হাত পায়ের চেলোয় দাহ—বিশেষতঃ রাত্রিকালে (পলস্, সলফর, স্যানগুইনেরিয়া)

দ্রষ্টব্য—ইহা শিশুদিগের দন্ত-নির্গমন-কালের জ্বরে, রেমিটেণ্ট-জ্বরে ও অবিরাম-জ্বরেও উপযোগী; সবিরাম-জ্বরের প্রাত্যাহিক জ্বরেই অধিক উপযোগী।

সময় (Time)—প্রায়ই বেলা ১১টায় জ্বর আসে বা বাড়ে; অপরাহ্ণ ৪টা হইতে জ্বর আসিয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত থাকে বা প্রবল থাকে।

প্রোড্রোম—ভয়ানক খিট্‌খিটে হয় এবং সকল সন্ধিস্থান কামড়ায়।

শীতাবস্থা(Chill)—পিপাসা থাকে না; গা'র কাপড় খুলিয়া ফেলিবার সময় শীত-বোধ (হেপার); শীতাবস্থায় দেহের কোন স্থানে উত্তাপ ও কোন স্থানে ঘাম। সমস্ত শরীরে ঠাণ্ডা বোধ (coldness) কিন্তু মুখমণ্ডল গরম ও চক্ষু দিয়া যেন আগুনের ভাব নির্গত হয়।

উত্তাপাবস্থা(Heat)—অল্প স্বল্প পিপাসা—আবার কখন কখন বহুক্ষণ-স্থায়ী উত্তাপ এবং সেই সঙ্গে ভয়ানক পিপাসা ও নিদ্রাবস্থায় চম্‌কানি (starting in sleep)—গাত্রের যে অংশ ঢাকা সেই অংশে দাহ ও যে অংশ ঢাকা নয় তথায় ঠাণ্ডাবোধ। কাঁপুনি ও উত্তাপ সংমিশ্রিত (Heat and shivering intermingled); এক গণ্ড লাল অপর রক্তহীন; সামান্য মাত্র কিছু খাইলে বা পান করিলে মুখ-মণ্ডলে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম; ভয়ানক উত্তেজিত—ভদ্রভাবে কথা কহিতে পারে না—(ব্রাই ও এনাকার্ডিয়মে—সামান্য কারণে রাগ করে)।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—উত্তপ্ত ঘর্ম্ম—বিশেষতঃ মুখে ও মাথায়—সহজেই ঘামে; আবৃত অঙ্গে ঘর্ম্ম—(চায়না); রাত্রে প্রচুর ঘর্ম্ম—কোলে লইয়া বেড়াইলে ঘাম বন্ধ হয় আবার ঘুমিয়া পড়িলে ঘাম হয় (স্থাবাডিলা, স্থাম্বুকস, চায়না, থুজা, কোনায়ম দেখিয়া পার্থক্য নির্দ্ধারণ কর।)

জিহ্বা (Tongue)—হরিদ্রালেপযুক্ত; অথবা জিহ্বার দুইপাশ শাদা মধ্য ভাগ লাল (এণ্টিম-টার্টে—ঠিক বিপরীত)। জ্বরের সহিত bilious colic and vomiting।

চেলিডোনিয়ম (Chelidonium-Maj)

সবিরাম জ্বরে, লিভার-সংযুক্ত জ্বরে, হামের পর নিউমোনিয়া-সংযুক্ত জ্বরে, স্বল্প-বিরাম জ্বরে ও শিশু-লিভার রোগে এবং জনডিস্‌যুক্ত-জ্বরে (ন্যাবা) ইহা উপযোগী।

বিশেষ-লক্ষণ (Characteristic ··· ptoms) ১। ডান কাঁদের নীচের দিকে ভিতরে অনুক্ষণ বেদনা (constant pain under the inner angle of shoulder-blade; স্ক্যাপিউলা অস্থির নিচে অথচ ভিতর দিকে বেদনা। ২। লিভারের নানারূপ পীড়া ও ন্যাবা সেই সঙ্গে ডানদিকের কাঁদের দাবনায় বেননা। ৩। ডানদিকের কপালে শিরঃশূল ; লিভার-প্রদেশে, এবং ডানদিগের পেটে শক্তভাব ও বেদনা ; ডান দিকের নিউমোনিয়া ; ডানদিকের কাঁদের নীচে বেদনা, ডানদিগের পাছায় ও উরুতে বেদনা ও পা'য় অত্যন্ত বেদনা এবং ডান পা খুব ঠাণ্ডা অথচ বাম পা বেস্ সহজ। এইরূপ ডানদিকের পীড়ায় লাইকোপোডিয়ম অপেক্ষাও কেহ কেহ চেলিডোনিয়ম অধিকতর উপকারী মনে করেন। ৪। কোষ্ঠ-বদ্ধ—ছাগল-নাদির মত গুটলে বাহ্যে। আবার উদরাময়—তাহাতে নাল হড়হড়ে ও ছাইয়ের রঙের মত বাহ্যে অথবা অত্যন্ত তরল ও অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণের বাহ্যে।

জ্বরের সময় (Time)—সময়ের স্থিরতা নাই অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যা কালের জ্বরে অধিকতর উপযোগী (মধ্যাহ্ন কালের জ্বরেও খুব উপকার হইতে দেখিয়াছি)।

শীতাবস্থা (Chill)—পিপাসা নাই, খুব শীত ও কম্প—ডানদিকে অধিক শীত ; ডান পার হাঁটু পর্য্যন্ত বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা (স্যাবাডিলা)

উত্তাপাবস্থা (Heat)—দেহের এক এক স্থানে ভয়ানক দাহ ; লিভার প্রদেশে ব্যথা, ডান স্ক্যাপিউলার নিম্নদেশে ব্যথা।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat) নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম—প্রায় ভোরের দিকেই ঘর্ম্ম হয়; বেদনা কমিলে ঘর্ম্ম হয় (ঘর্ম্ম হইয়া বেদনার উপশম—আর্নিকা, নেট্রম, ইউপ্যাটোরিয়ম। ঘর্ম্মের সময় নয়—ঘর্ম্মের পর বেদনার উপশম—ক্যামোমিলা)।

সাইকুটা-ভিরোসা (Cicuta-Vir)

মেনিনজাইটীস-অধ্যায় দেখ—সবিরাম-জ্বরে আমরা ইহার পক্ষপাতি নহি। তবে তড়কার সহিত সল্পবিরাম, অবিরাম ও সবিরাম-জ্বরে ইহা উপযোগী। তড়কার লক্ষণ দেখ। বাম হস্তের jerking ইহাতে নির্দ্দিষ্ট।

সাইমেক্স (Cimex)

ইহা ছারপোকার টিংচার। একদিন অন্তর পালাজ্বরের (Tertian Intermittent) পালার দিনে জ্বর আসার ৬।৭ ঘণ্টা পূর্ব্বে (during remission) তিনটী ছারপোকা কলার মধ্যে পুরিয়া তিনবার খাওয়াইলে প্রায়ই জ্বর বন্ধ হইয়া যায়—ক্বচিৎ দুই পালায় সেবন করাইতে হয়।

বিশেষ লক্ষণ—১। পিপাসা—কিন্তু কেবল প্রোড্রোমে জলপান করিতে পারে অন্য সময়ে নহে। জ্বরের সময় পায়ের কণ্ডার ও পেশী যেন আকুঞ্চিত হয়—সেই জন্য পা মুড়িয়া থাকে—ছড়াইতে কষ্ট অনুভব করে - এই ভাব আবার ডান পায়েই অধিক। জ্বরের শীতাবস্থায় ভয়ানক মাথা-ব্যথা। ৪। জ্বরে অত্যন্ত তন্দ্রাবেশ। ৫। প্রোড্রোম ব্যতীত অন্য সময়ে জল খাইলেই বমন, কাটবমি ও উকি-উঠা এবং মনে হয় কণ্ঠদেশ কুঞ্চিত হইল। ৬। জলপান করিলে মাথাব্যথা ভয়ানক বাড়ে।

শীতাবস্থা—ভয়ানক মাথা-ব্যথা তাহাতে যেন বুদ্ধিলোপ করে এবং জল পান করিলে মাথা ব্যথা বাড়ে। জ্বরের সময় বা উত্তাপাবস্থায় অত্যন্ত তন্দ্রাবেশ ও ঘুম ঘুম ভাব কিছুতেই যেন তাহা নিবারিত হয় না। কাশিলে অথবা কেহ গায় হাত দিলে রোগী লিভারে বেদনা অনুভব করে।

রোগীর অত্যন্ত কোষ্টবদ্ধ থাকে ঠিক সুপারির মত ছোট গুট্‌লে বাহ্যে হয়। শীত বা উত্তাপাবস্থায় জলপান করিলে বমি ও মাথা-ব্যথা বাড়ে এবং হাত পা নাড়িলে চাড়িলে অত্যন্ত কষ্ট হয়—রোগীর মনে হয় যেন পেশীগুলি (Extensors) কুঁচ্‌কে গেছে সেইজন্য হাত পা ছড়ান যায় না।

সময় (Time)—কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই।

বিশেষত্ব—জ্বরকালে হাঁটুর পেশী যেন অধিকতর কোঁচ্‌কান-বোধ—সেই জন্য কিছুতেই পা ছড়াইতে পারে না। জ্বরের সর্ব্বাবস্থায়ই বুকে ভার বোধ—সেই জন্য অত্যন্ত কষ্ট বোধ এমন কি উঠিয়া না বসিলে নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে না। পিপাসা খুব প্রবল অথচ জল খাইলে বমি, কাটবমি ও সব উপসর্গ বাড়ে—বিশেষতঃ মাথাব্যথা বড়ই বাড়ে। উত্তাপাবস্থায়—পিপাসা থাকে না কিন্তু গলা এত শুকোয় যে ঘন ঘন গলা ভিজাইতে ইচ্ছা করে কিন্তু ভয়ে জলপান করে না পাছে বমি ও অন্য সকল উপসর্গ বাড়ে। উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গেই অন্য কষ্ট গিয়া যেন গলায় কি চেপে ধরে সেই জন্য উকি ও কাটবমি হয় এবং নিঃশ্বাস যেন আটকাইয়া যায়। ঐ উকি gagging উপশম চেষ্টায় জলপান করিতে চায় কিন্তু গিলিতে কষ্ট হয় ও গলায় লাগে—সেজন্য আর জলপান করে না। যতক্ষণ উত্তাপাবস্থা থাকে ততক্ষণ এই gagging থাকে এবং উত্তাপাবস্থার পর gagging থামিলেই ক্ষুধা হয়। ঘর্ম্ম হইলে প্রায় সকল উপসর্গ

উপশমিত হয়। যতক্ষণ ঘর্ম্ম হয় ততক্ষণ ক্ষুধা থাকে; জ্বর ছাড়িবার পর খুব পিপাসা থাকে—এবং তখন জলপানে মাথাব্যথা ও gagging বাড়ে না।

সিন্‌কোনা বা চায়না (China or Cinchona)

এই ঔষধ কিরূপ ধাতুর লোকের সবিরাম-জ্বরে উপকারী ? যথা ১। মোটাসোটা অথচ মলিন ও নোংরা গোছের লোক। ২। যে সকল লোক পূর্ব্বে বেশ বলিষ্ঠ ছিল—পরে উদরাময়, রক্তস্রাব, শ্বেত-প্রদর অথবা স্তন্যদান বা অধিক রেতঃ-পাত জন্য নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ৩। যে সকল স্ত্রীলোক দিগের (ঋতুবন্ধ বয়সে) অত্যন্ত রক্তস্রাব হয়। ৪। তরুন পীড়া হইতে যদি শোথ উদরী হয়। ৫। অত্যন্ত দুর্ব্বল—দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন হাত পা কাঁপে, কোনরূপ পরিশ্রম করিতে অসামর্থ্য; বেদনায় বায়ুর স্পর্শন মাত্র যাহারা সহ্য করিতে পারে না—এবং যাহাদের ঘুম ভাল হয় না। ৬। গলষ্টোন বা বিলিয়ারি-কলিক-হেতু ঠিক পর্য্যায় ধরিয়া প্রত্যহ এক সময়ে যাহাদের কলিক বেদনা ধরে। ৭। যাহাদের মুখ, নাক, মলদ্বার, বা যোনীদ্বার হইতে রক্তস্রাব হয়।

বিশেষত্ব—১। বেদনা বিহীন তরল বাহ্যে সেই সঙ্গে পেট-ফোলা। ২। ঢেঁকুর উঠিলেও পেটফোলা কমে না। ৩। মস্তকের ত্বকে চৈতন্যা-ধিক্য— এবং এক দিন অন্তর তাহার বৃদ্ধি। ৪। সবিরাম-জ্বর—প্রত্যহ বা এক দিন অন্তর এবং প্রতি পালায় তিন ঘণ্টা করিয়া এগিয়ে জ্বর আসে। ৫। ম্যালেরিয়া-জনিত পীড়া না হইয়াও ১বা ২ দিন অন্তর জ্বর বৃদ্ধি পায়। ৬। রাত্রে দুর্ব্বলকারী ঘর্ম্ম।

দ্রষ্টব্য—সবিরাম-জ্বরে শীত উত্তাপ ও ঘর্ম্ম এই তিন লক্ষণই

ইহাতে পূর্ণ ভাবে থাকে। শীত অল্প হইতে পারে কিন্তু গাত্রোত্তাপ ও ঘর্ম্ম থাকিবেই থাকিবে। গাত্রের উত্তাপের শেষভাগে পিপাসা ও ঘর্ম্ম থাকা চাই। তরুন সবিরাম-জ্বরে শীত না থাকুক উত্তাপের পর প্রচুর পরিমাণে বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম হইলেই (অন্য বিশেষত্ব থাকা চাই) এই ঔষধ অব্যর্থ।

পীড়াবৃদ্ধি (Aggravation)—একদিন অন্তর; সমান্য মাত্র স্পর্শনে বা গা'য় হাওয়া লাগিলে কিম্বা শীত বা কম্পের পর।

পীড়া-উপশম (Amelioration)—উত্তাপে ও চুপ করিয়া থাকিলে উপশম-বোধ।

কি প্রকার জ্বরে (Type)—উপকারী? বিভিন্ন প্রকারের; দ্বৈহিক (tertian) যাহা ৪৮ ঘণ্টার পর অর্থাৎ প্রতি তৃতীয় দিবসে হয় (যাহাকে এক দিন অন্তর পালাজ্বর বলে); দ্বৌ-দাহিক (double tertian) পূর্ব্ব প্রকারের জ্বরের এক পালা বেসী ও এক পালা কম; ঐকাহিক (quotidian) যে পালা প্রত্যহ আসে; দ্বৌকালিন অর্থাৎ যে জ্বর প্রত্যহ দুইবার করিয়া আসে; দ্বৌ-চাতুর্থক (double quartan) অর্থাৎ দুই দিন উপরি উপরি জ্বর আসে—তৃতীয় দিনে জ্বর আসে না।

অভিজ্ঞতা-মূলক লক্ষণ—চায়নায় প্রতি পালা ২।৩ ঘণ্টা এগিয়ে আসে (কুইনাইন বা চিনিনম-সল্‌ফে এই লক্ষণ অধিকতর নির্দ্দিষ্ট)। ৭ দিন অন্তর যদি জ্বর হয় এবং ঐ জ্বরের প্রতি পালা যদি ২।৩ ঘণ্টা করিয়া এগিয়ে আসে—তাহাতে চায়না অধিকতর নির্দ্দিষ্ট।

জ্বরের সময় (Time) - সময়ের ঠিক নাই; দিনের মধ্যে যে কোন সময়ে আসিতে পারে—তবে প্রায় মধ্যাহ্নেই জ্বর আসে এবং রাত্রে প্রায়ই আসে না। ভোর ৫টা কিম্বা সন্ধ্যা ৫টা। কখন কখন ৭ বা ১৪ দিন অন্তর পালা আসে।

কারণ (Cause)—ম্যালেরিয়া-বিষ-জনিত রোগ (লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে আমরা ম্যালেরিয়া-তত্ত্বের উপর তত নির্ভর করি না)।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা (Prodrome)—অত্যন্ত পিপাসা (ক্যাপসিকম, আর্নিকা, ইউপ্যাটোরিয়ম, পল্‌সাটিলা) অত্যন্ত ক্ষুধা, গা-বমি-বমি, উদ্বেগ ও অন্তর্দাহ (anxiety), বুক ধড়-ফড়ানি (palpitation); ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে হাঁচি, পেট্ কামড়ানি এবং শরীর ভার ও অসুখ অসুখ।

শীতাবস্থা (Chill)—পিপাসা এক কালে নাই_ চায়নার ন্যায় শীতাবস্থায় পিপাসা নাই—এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, বেল, সিড্রন ক্যামো ইপিকাক। আর পল্‌স আর্ণিকা,ইউপ্যাটোরিয়ম ও ক্যাপসিকমে —প্রোড্রোম ও শীত এই উভয়াবস্থায়ই পিপাসা আছে আর ইগ্নেশিয়া ও কুইনাইনে কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা আছে—অথচ চায়নায় শীতাবস্থায়ও পিপাসা নাই। হানিমান বলেন চায়নায় পিপাসা শীতাবস্থার শেষে অর্থাৎ উত্তাপের অগ্রেই হয়। শীতের সময় জলপান করিলে শীত-বাড়ে সেই জন্য জল খায় না। এই লক্ষণ ইউপ্যাটোরিয়মে আছে ; জল পানে বমি—আর্সে, ও সাইমেক্সে ; জল পানে কম্প—ক্যাপসিকমে ; জলপানে মাথাব্যথা, বমি, উকি gagging প্রভৃতি বাড়ে—সাইমেক্স।] চায়নায়—এই শীতাবস্থার পিপাসা শীতাবস্থার পূর্ব্বে বা পরে হয় (তাই বলিয়া উত্তাপাবস্থায় নহে)। নড়িলে চড়িলে শীতের বৃদ্ধি (রাইওনিয়া)। চায়নায় শীতে অগ্নির নিকট থাকিতে চায়—কিন্তু তাহাতে শীতবাড়ে (এপিস ও ইপিকাক) ; [ইগ্নেশিয়াও আর্সেনিকে বিপরীত অর্থাৎ উত্তাপ চায় ও তাহাতে আরাম বোধ হয়]। শীতাবস্থায় মনে হয় যেন সমস্ত শরীরে ঠাণ্ডাজল ঢালিয়া দিয়াছে (রসটক্স,এণ্টিম-টার্ট)

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা এক কালে নাই (ইথুজা,এলম,

এণ্টিম-টার্ট, এপিস্, ক্যাল্কেরিয়া, ক্যাপ্সিকম, সাইমেক্স, ইগ্নেশিয়া নক্স-মস্কেটা, পল্সাটেলা, স্যাম্বুকস্, সিপিয়া, ট্যারেনটুলা, প্রভৃতিতেও চায়নার ন্যায় জ্বরের উত্তাপাবস্থায় পিপাসা নাই—ইহাদের মধ্যে আবার এপিস আর্নিকা, আর্স, ক্যাপসিকম্ ও ইগ্নেশিয়ায় এবং নেট্রম ব্রাইও-নিয়াও ভেরেট্রমে শীতাবস্থায় পিপাসা আছে। [স্মরণ রাখিবে যে—উত্তাপাবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধে খুব পিপাসা আছে—আর্সেনিক, বেল, ব্রাই, সিড্রন, ক্যামো, সিনা, হেপার নেট্রম, নক্স, রস্টক্স। জলপান করিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু জলপান করিতে পারে না—সাইমেক্স] উত্তাপাবস্থায় যেন শিরা সকল উঁচু হইয়া উঠে, গার কাপড় ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা হয় অথচ খুলিলে শীত বোধ, (নক্সভমিকায়ই এই লক্ষণটী সকল ষ্টেজেই আছে)। কখন ভয়ঙ্কর ক্ষুধা কখন অক্ষুধা, এবং পেটে ও বুকে বেদনা; বেড়াইলে উত্তাপের বৃদ্ধি (ক্যাপসিকমে—বেড়াইলে উত্তাপের উপশম)। [ধন্বন্তরি-কল্প বৃদ্ধ লিপি উত্তাপাবস্থায় পিপাসার অভাবই চায়নার বিশেষ লক্ষণ মনে করেন]।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—ঘর্ম্মের সহিত অত্যন্ত পিপাসা; পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চায়নায় প্রোড্রোমে পিপাসা শীতাবস্থায় পিপাসার অভাব (তবে শীতাবস্থার শেষে ও উত্তাপের পূর্ব্বে পিপাসা থাকে—তাহার পর উত্তাপাবস্থায় পিপাসা থাকে না কিন্তু উত্তাপাবস্থার পর যখন পিপাসা আরম্ভ হয় তখন বুঝিবে ঘর্ম্ম হইবে। (শীত ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা থাকিলে চায়না উপযোগী নহে)।

চায়নায় ঘর্ম্মাবস্থায় ঘুম থাকে—(ওপিয়ম, পডো, রসটক্স প্রভৃতিতে ঘর্ম্মের সহিত ঘুম থাকে)। [উত্তাপাবস্থায় ঘুম—এণ্টিম-টার্ট, এপিস, ইউপ্যাটোরিয়ম, ল্যাকেসিস্, মেজিরিয়ম, নেট্রম, ওপিয়ম, পডো, স্যাম্বুকস্; উত্তাপের চরমাবস্থায় ঘুম— পডো; নাক ডাকিয়া ঘুম ইগ্নেশিয়া

ও ওপিয়ম; ঘুমঘুম ভাব—নক্স-মস্কেটা এপিস, জেলস।] চায়নায়—গায় কাপড় দিলে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়; ঘর্ম্মে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা আনে; সময়ে সময়ে এত ঘুম আসে যে ছাড়ে না। (স্যাম্বুকসে —ঠিক বিপরীত অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়—তবে চায়নার মত তজ্জনিত দুর্ব্বলতা নাই; এবং পিপাসা ও নাই। কোনায়মে —নিদ্রা আসিলেই এমন কি শয়ন মাত্রেই ঘর্ম্ম হয়; থুজায়—স্যামবুকসের বিপরীত অর্থাৎ ঘুমাইলেই অত্যন্ত ঘর্ম্ম এবং জাগিলেই ঘর্ম্ম থাকেনা বরং গাত্র শুষ্ক হইয়া যায়। চায়নায়—যে দিকে চাপিয়া শোয় সেই দিকে অধিক ঘর্ম্ম (ব্রাই বেল)—[বেনজয়িক-এসিডে—বিপরীত অর্থাৎ সে দিক চাপিয়া না শোয় সেই দিকে ঘাম হয়।] হানিমান স্বয়ং বলিয়াছেন যে ঘুমাইলে ঘাড়ে ও পৃষ্ঠে ঘাম চায়নার নির্দ্দিষ্ট।

জ্বর-বিচ্ছেদাবস্থা (Apyrexia):—সহজেই ঘাম হয়—বিশেষতঃ রাত্রেই অধিক হয়। কান ভোঁ ভোঁ করে; মাথা সেঁটে ধরে; মুখ ঘাড় বুক ও পেটের চামড়া হরিদ্রাভ; লিভার ও প্লীহা টিপিলে ব্যথা, সেই সঙ্গে, লিভার ও প্লীহার বিবৃদ্ধি; শোথ—পুরাতন-পীড়া হইলে সর্ব্বাঙ্গীন শোথ হয়; ছোট ছোট শিশুর—বিশেষতঃ স্তন্য-পায়ী শিশুর পেটটী খুব ফুলো ফুলো ও বড় বড় এবং সেই সঙ্গে লিভার ও প্লীহার কাঠিন্য ও বিবৃদ্ধি—এই রূপ লিভার প্লীহা-সংযুক্ত জ্বরের সহিত প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম (প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম না থাকিলে—আর্সেনিক বা ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স);

কুইনাইন (Chininum-Sulph)

কুইনাইনের জ্বরের বিশেষত্ব—১। মাথা-ঘোরা, কান

ভোঁ ভোঁ করা (চিনিনমে -বাম কর্ণ আর চায়নায় ·ডানাকর্ণ ভোঁ ভোঁ করে)। সময়ে সময়ে কুইনাইন প্রয়োগে সবিরাম-জ্বর—অবিরাম বা রেমিটেণ্ট কিম্বা কণ্টিনিউড জ্বরে পরিণত হয়। কুইনাইন ভক্ত-চিকিৎসকগণ যদিও একথা স্বীকার করেন না—আমরা কিন্তু এরূপ ঘটিতে দেখিয়াছি। কুইনাইনের জ্বরের আর একটি বিশেষত্ব শরীরের নিম্নদেশে বিশেষতঃ দুই পায় দুর্ব্বলতা হয়—যেন দুই পা লটু পটু করে।

দ্রষ্টব্য—চায়নার ন্যায় কুইনাইনেও গা'য় বস্ত্র দিলেই ঘর্ম্ম হয়। কুইনাইনের জ্বরের type প্রায়ই tertian তাই বলিয়া quotidian হয় না এমন নহে—সততই দেখা যায়। চৌদ্দ দিন অন্তর জ্বরেও কুইনাইন উপযোগী এবং প্রতিপাল্য ২।৩ ঘণ্টা করিয়া আগিয়া আসে। চায়নায় ও কুইনাইনে শীত ও উত্তাপের লক্ষণ প্রায়ই এক।

কুইনাইনের জ্বর আসার সময়—বেলা ১০—১১ এবং অপরাহ্ণ ৩—রাত্রি ১০টা।

ম্যালেরিয়া সাক্রান্ত নূতন ও তরুণ জ্বরে কুইনাইন অধিকতর উপযোগী।

শীতাবস্থা (Chill)—খুব কম্প, সকালের জ্বর অপেক্ষা বৈকালের জ্বরে অধিক কম্প ; প্রথম খুব কম্পও শীত, তাহার পর খুব উত্তাপ, আবার উত্তাপের পর খুব ঘর্ম্ম—এইরূপ জ্বর দেখিলে কুইনাইন অল্প-মাত্রায় দিলেও ফল হয় পরে কোন মন্দ ফল হয় না - উত্তাপের সময় ঘন ঘন হাই উঠে ও হাঁচি হয়। শীতের সময় কাঁপুনি এবং প্লীহাপ্রদেশে বেদনা। শীত এত অধিক যে সেই জন্য নাক ও ঠোঁট যেন নীলাভ হয় এবং ডরসাল ভার্টিব্রির মধ্যাংশে বেদনা হয়।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—উত্তাপাবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই পিপাসা ; উত্তাপে মুখ লাল হইয়া যায় ; উত্তাপের শেষ ভাগ হইতে ঘর্ম্ম হইতে

আরম্ভ হয়—তখন রোগী নিস্তব্ধ থাকে কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ভয়ানক ছট্‌ফট্‌ করে।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat) - ঘর্ম্মাবস্থায় ও পিপাসা থাকে; ঘাম থাকিয়া থাকিয়া হয়; ঘাম হইলেই জ্বর ছাড়ে না; অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘাম হইয়া তবে জ্বর ছাড়ে। নড়িলে চড়িলে ঘাম হয় (ব্রাইওনিয়াতেও এই লক্ষণ আছে); শেষ রাত্রে ঘামে বিছানা ভিজিয়া যায়। রাত্রে ঘর্ম্মাবস্থার সহিত উদরাময় দেখা দেয়। ঘাম উত্তাপাবস্থার শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ হয় তাহাতে মাথাব্যথা ও অন্য গ্লানি কমে। ঘর্ম্মাবস্থায় জল বড ভাল লাগে, জল খাইলে গাত্রের আবৃতাংশে অধিক ঘর্ম্ম হয়।

জিহ্বা (Tongue)—জিহ্বা ফুলো ফুলো (flabby); মধ্যে হরিদ্রাভ লেপ আর ধার শাদা (এণ্টিম-ক্রুডের বিপরীত)। জিহ্বা পরিষ্কার কিন্তু মুখে তিক্তাস্বাদ।

নাড়ী (Pulse)—শীত ও উত্তাপাবস্থায় ভার (full); জ্বর-বিচ্ছেদ-সময়ে কম্পনযুক্ত

বিজ্বর অবস্থা (Apyrexia)—ঘন ঘন জল খাইবার ইচ্ছা ও পিপাসা। জ্বর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে অধিক পিপাসা এবং অল্পক্ষণ-স্থায়ী হইলে অল্প পিপাসা; কিন্তু জ্বর অধিকক্ষণ বা অল্পক্ষণ-স্থায়ী হউক অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকে। যত ঘাম হয় রোগী ততই দুর্ব্বলতা অনুভব করে। চায়না অপেক্ষা চিনিনমে—ক্ষুধা অধিক ও প্লীহার বিবৃদ্ধি এবং বেদনা আরো অধিক। মাথা-ঘোরা, কান-ভোঁ-ভোঁ থাকে, আর মনে হয় মাথাটা যেন ধামার মত বড় হয়েছে। সকল অবস্থায় বিশেষতঃ বিজ্বর-অবস্থায়ই হিক্কা হয়। মেরুদণ্ডের ডর্স্যাল-বিভাগে—শীত উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায়—বেদনা থাকে।

চায়না ও কুইনাইনের প্রভেদ।

চায়না।

জ্বরের সময়—কিছুই ঠিক নাই; সব সময়েই তবে কেবল রাত্রে নয়; প্রতি পালা ১—২ঘণ্টা আগিয়ে আসে। ৭—১৫ দিন অন্তর পালাজ্বর।

প্রোড্রোম—অত্যন্ত পিপাসা ও ক্ষুধা, মাথা ধরা ও দুর্ব্বলতা।

শীতাবস্থা (Chili)—পিপাসা নাই; জল পান করিলে শীত বাড়ে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শীত-বোধ।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা নাই, খুব উত্তাপ, এমনকি মনে হয় ধমনী যেন ফুঁলে উঠে, অত্যন্ত মাথা ব্যথা, গায়ে কাপড় রাখিতে চায় না কিন্তু গাত্র বস্ত্র খুলিলেও গা শিড়শিড় করে।

ঘর্ম্মাবস্থা (sweat)—অত্যন্ত পিপাসা, গাত্র আবৃত থাকিলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম; রাত্রে অধিক ঘর্ম্ম হয়।

বিজ্বর-অবস্থা—পিপাসা নাই। খুব ঘর্ম্ম হয়; লিভার প্লীহায় বেদনা; চাপিলে বা নড়িলে চড়িলে উহা বাড়ে। লিভারের অত্যন্ত বিবৃদ্ধি ও বেদনা।

কুইনাইন।

জ্বরের সময়—১০। ১১টা বেলা কিম্বা বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ১০ টা; প্রতি পালা ২।৩ ঘণ্টা এগিয়ে আসে।

প্রোড্রোম—প্রায় কোন লক্ষণ থাকে না।

শীতাবস্থা—পিপাসা থাকে মুখ বিবর্ণ, নাক ঠোঁট নীলাভ; মেরুদণ্ডের ডরসাল বিভাগে অত্যন্ত বেদনা।

উত্তাপাবস্থা—খুব পিপাসা গাত্র উত্তপ্ত ও শুষ্ক, মুখ শুষ্ক মুখশোষ ও মুখ থম থমে। মেরুদণ্ড চাপিলে ব্যথা

ঘর্ম্মাবস্থা—অত্যন্ত পিপাসা, চুপ করিয়া থাকিলে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়। শেষ রাত্রে ও প্রাতেঃ অধিক ঘর্ম্ম; মেরুদণ্ডে বেদনা, চাপিলে তাহারি বৃদ্ধি।

বিজ্বর অবস্থা—খুব পিপাসা বিজ্বর-অবস্থা অল্পক্ষণ-স্থায়ী এমন কি ঘর্ম্ম থামিতে না থামিতে আবার জ্বর আসে। প্লীহার অত্যন্ত বিবৃদ্ধি ও বেদনা।

বিশেষত্ব—একটির পর একটি অবস্থা অর্থাৎ শীতের পর উত্তাপ, উত্তাপের পর ঘর্ম্ম হয়। যেখানে শীত ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা অত্যন্ত প্রবল সেখানে চায়না ব্যবহার্য্য নহে।

বিশেষত্ব—শীতাবস্থা অধিক-ক্ষণ-স্থায়ী, কখন বা স্বল্পক্ষণ-স্থায়ী আবার এককালে থাকেওনা। শীত ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা থাকিলে ইহাই উপযোগী; ঘর্ম্ম ঠিক উত্তাপের পর আসে।

অভিজ্ঞতা ফল।—আমরা চায়না ও চিনিনম (কুইনাইন) ১x ৩x ৬x ও ২০০ ক্রমে ব্যবহার করিয়া থাকি। কখন কদাচিৎ আদত কুইনাইনও ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। ম্যালেরিয়া-জ্বরে ইহার কোন্ ক্রম উপকারী—সে বিষয়ে এখনো আমরা প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারি নাই। প্রথমে ৬ বা ৩x ক্রম দিয়া দেখি তাহাতে উপকার না হইলে ১x গুঁড়া বা আদত কুইনাইন দিয়া থাকি। কুইনাইন সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস—যে যে জ্বরে ঘাম নাই তাহাতে প্রয়োগ করিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা, কখন কখন প্রথমে অপকার না লক্ষিত হইতে পারে—অধিকাংশ স্থলে কিন্তু অনিষ্ট হইবেই হইবে। বহুদিনের পুরাতন জ্বরে Chronic long-lasting intermittent fevers) কুইনাইন প্রয়োগ করিলে অপকার হইবেই হইবে।

এইরূপ জ্বরে কুইনাইন প্রয়োগ করিলে ক্রমশঃ ঘোকালিন জ্বর এবং পরে যক্ষ্মা (Pthisis) হইয়া পড়ে। ম্যালেরিয়াল-যক্ষ্মার তত্ত্ব-নিরূপন নিতান্ত কঠিন। সবিরাম-জ্বরে কুইনাইনের অপব্যবহারে উহা প্রায়ই ঘোকালিন-জ্বরে পরিণত হয় এবং রোগী বহুদিন ভোগে; তখন লংশ পরীক্ষায় বিশেষ দোষ পাওয়া যায় না কিন্তু হটাৎ যক্ষ্মার লক্ষণ সকল যখন পরিলক্ষিত হয় তখন জীবনের আশা আর থাকে না, অল্প দিনেই রোগীর মৃত্যু হয়। তাই বলি—সাবধানতার সহিত কুইনাইন সেবন করাইবে। নূতন এলোপ্যাথিক বা সাহেব ডাক্তারের আস্ফালনে

ভুলিও না। দেশীয় এলোপ্যাথিক ডাক্তার যত বয়োবৃদ্ধ হয়েন ততই জ্ঞানপক্ক হইয়া কুইনাইনের দোষ বুঝিতে পারেন। আজ বাঙ্গালা দেশে কুইনাইন-জনিত কত রোগে কত শত লোক মানবলীলা সম্বরণ করে। কোন একটি পদার্থ পিয়ূষামৃত হইলেও যেমন তাহার অপব্যবহার হইলে বিষের ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ করে—আবার বিষেরও সুব্যবহার হইলে অমৃত-তুল্য ফল হয়—ইহা বুঝিয়া কুইনাইনের সিমিলিসম্ ঠিক করিয়া তবে কুইনাইন প্রয়োগ করিবে—কেবল সবিরাম-জ্বর দেখিয়াই ব্যবহার করিও না।

সিনা (Cina)

—o—

ক্যামোমিলার ন্যায় শিশুদিগের রোগে ইহা অধিক উপযোগী। ২-১০ বৎসর বয়স্ক বালকের রোগে ইহা অধিকতর উপকারী। এই ২৫ বৎসর চিকিৎসা-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া দেখিয়া আসিতেছি যে অনেক চিকিৎসক ক্রিমির নাম শুনিলেই লক্ষণ বিচার না করিয়া সিনা ব্যবস্থা করেন। আমরা এরূপ চিকিৎসার পক্ষপাতী নহি। সিনার লক্ষণ সকল ক্রিমিজনিত অনেক লক্ষণের সদৃশ—সেইগুলি যদি কোনরোগে দেখা যায় তখন ক্রিমি কারণ হউক আর নাই হউক সিনায় উপকার হইবে।

বিশেষত্ব—সিনায় রোগী রোগা, খেঁত্-খেঁতে (ও যাহারা অল্পেই ভয় পায়)। [শিশুদিগের রোগে অধিকতর উপযোগী।] ২। শিশু ভয়ানক রাগী, খেঁত্-খেঁতে, বায়না-বাজ ; যে জিনিষের জন্য বায়না ধরে তাহা পাইয়াও সুস্থির হয় না (ব্রাই, এণ্টিম, ক্যামো, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া) ৩। অনুক্ষণ নাক খোঁটে বা নাকে হাত দেয় ; যখনই জাগে আর্ত্তস্বরে কাঁদে আবার নিদ্রাকালে চেঁচিয়ে উঠে ও চম্‌কাইয়া উঠে। ৪। ক্রিমি

বাহির হয়। ৫। মুখখানি রক্তশূন্য (Pale); মুখ ও চক্ষু দেখিলেই মনে হয় যেন ছেলের গা-বমি-বমি করিতেছে (sickly appearance around mouth and eyes.), চক্ষের ধারে কালি পড়া, (dark rings around the eyes); এক গণ্ড লাল অপর গণ্ড রক্তহীন (ক্যামো-মিলা)। ৬। ভয়ানক ক্ষুধা কিছুতেই যেন ক্ষুধা মেটে না; এই মাত্র আহার করিল আবার পরক্ষণেই খাই খাই করা; মিষ্ট বা সকল খাদ্য খাইবার ইচ্ছা। ৭। প্রস্রাব ঘোলাটে, খানিকক্ষণ ধরিয়া রাখিলে দুধের মত সাদা বা থক্-থকে (semi-solid) হয়; মেজেতে প্রস্রাব করিলে শুকাইলে খড়িগোলার দাগ পড়ে। ৮। ভয়ানক কাশি, নড়িলে চড়িলে কাশির বৃদ্ধি।

জ্বরের সময় (Time)—মধ্যাহ্ন ১টা; বৈকালেও হয়; শীত না হইয়া প্রায় একই সময়ে প্রত্যহ জ্বর আসে; স্তন্যপায়ী শিশুদিগের সন্ধ্যায় জ্বর আসিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি ভোগ হয়।

ক্রিমি-জনিত জ্বরেও ইহা উপযোগী।

জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ—অত্যন্ত ক্ষুধা, চক্ষের কোলে কালিপড়া; গা-বমি-বমি, ভক্ষ্যদ্রব্য বমন, পিত্তবমন, উদরাময়।

শীতাবস্থা (Chill)—বিশেষ শীত বা কম্প নাই—গা শিড়শিড় করে; দুই গণ্ড আরক্তিম—সময়ে সময়ে খুব শীত। স্তন্যপায়ী শিশু-দিগের যে জ্বরে শীত নাই—অথচ সন্ধ্যায় আসিয়া সারারাত্রি জ্বর ভোগ করে আর সেই সঙ্গে খুব পিপাসা, বায়না, ঘেঁত্ঘেঁতানি, ছট্‌ফটানি, কাঁদা ইত্যাদি।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—মুখ থম্‌থমে, মুখখানা যেন রক্তহীণ, রোগী কেবল নাক খোঁটে, চোখ রগ্‌ড়ায়; অনিদ্রা, ঘুমে ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া উঠে, সমস্ত মুখমণ্ডলে অত্যন্ত উত্তাপ—বিশেষতঃ দুই গণ্ড

লাল। পিপাসায় কেবল ঠাণ্ডাজল খায়; কখন কখন বাহ্যে ও বমি হয় (ভেরেট, ইলাটিরিয়ম), অত্যন্ত ক্ষুধা; আঙ্গুলের আগা খোঁটে।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—পিপাসা নাই; ঘর্ম্ম সামান্য; কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, হাতে আর নাকের চারিদিকে ঘর্ম্ম—ঘামের পর বমন ও সেই সঙ্গে ক্ষুধা (জ্বরের পর ক্ষুধায়—ইউপ্যাটোরিমও উপযোগী)।

দ্রষ্টব্য—জ্বরের পূর্ব্বে (prodrome), জ্বরের সময়, এবং জ্বরের পরে (apyrexia)—বমন এবং সেই সঙ্গে আবার অতিশয় ক্ষুধা কিন্তু জিহ্বা পরিষ্কার—সিনার বিশেষ লক্ষণ। এণ্টিম-ক্রুডে—এইরূপ বমন আছে কিন্তু রোগীর জিহ্বা ঘন সাদা লেপযুক্ত; ইপিকাকে—জিহ্বা সিনার ন্যায় পরিষ্কার কিন্তু ভয়ানক গা-বমি-বমি; সিনায়—বমন ও উদরাময়।

ক্লিমেটিস্ (Clematis)

—0—

ইউরেথ্রাল ষ্ট্রিকচারের (urethral stricture) সহিত জ্বর, কোষে প্রদাহ জন্য জ্বর—কিছুতেই গার কাপড় খুলিতে চায় না, খুলিলেই শীত করে।

ককুলস (Cocculus)

—0—

যখন অল্প জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না—lowfever মত হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই সঙ্গে মাথা-ঘোরা, মাথায় ঝিন্-ঝিনে ব্যথা, ভয়ানক দুর্ব্বলতা, শারীরিক অবসাদ, অক্ষুধা, অরুচী অথচ জিহ্বা পরিষ্কার এবং অত্যন্ত গা-বমি-বমির ভাব থাকে—তাহা হইলে ককুলস উপযোগী।

কফিয়া (Coffea)

—o—

রেমিটেণ্ট বা ইন্টারমিটেণ্ট জ্বরের সহিত ভয়ানক চৈতন্যাধিক্য (sensitiveness), ভয়ানক বেদনা, অত্যন্ত অনিদ্রা, অসহনীয় মাথাধরা, দন্তশূল (মুখে ঠাণ্ডাজল রাখিলে দন্তশূলের উপশম), প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা উপযোগী।

কলচিকম (Colchicum)

—o—

আমাশয়ের সহিত বা আমাশয় আরোগ্য হইবার পর জ্বর ; জ্বরের সহিত ভেদ, আমাশয়যুক্ত বাহ্যে, বমন এবং অক্ষুধা—এমন কি খাবারের গন্ধে অরুচি ও গা কেমন করা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা অব্যর্থ।

দ্রষ্টব্য—এক রোগী তাহার প্রত্যহ ১০টা বেলায় শীত করিয়া জ্বর আসে,শীতের সময়ই জল খাইবার ইচ্ছা ; জল খাইলে বা নড়িলে চড়িলে বমন হয় এবং পেটটী যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া থাকে—তাহার পর খুব ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়ে। নেট্রম আদি অনেক ঔষধ দেওয়া হয় তাহার পর দেখা গেল রোগীর বড়ই অক্ষুধা ও অরুচী এবং খাদ্যের গন্ধে বা দর্শনে রোগীর গা-বমি-বমি ও খাইতে অনিচ্ছা এই লক্ষণ বিশিষ্ট-ভাবে বর্ত্তমান আছে—তাহা দেখিয়া কলচিকম প্রয়োগে দুই দিনেই জ্বর বন্ধ হইয়া গেল। নড়িলে চড়িলে বমন ইহার বিশেষ-লক্ষণ।

কোনায়ম (Conium)

—o—

যাঁহাদের গ্রন্থি-স্ফীতি Glandular swelling, tumour ক্যানসার টিউমার প্রভৃতি রোগ আছে তাঁহাদের পক্ষে ইহা অধিকতর উপযোগী।

বিশেষত্ব—১। শুইলে বা বিছানায় পাশ ফিরিলে মাথা ঘোরা। ২। গ্রন্থি-স্ফীতিতে আক্রান্ত স্থান ভয়ানক পাথরের মত শক্ত। ৩। প্রস্রাব-নিঃসরণে কষ্ট; প্রস্রাব থাকিয়া থাকিয়া নির্গত হয়। ৪। রাত্রে শুষ্ক কাশি।

শীতাবস্থা (Chill)—শীতে রৌদ্রে বসিতে চাহে।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—উত্তাপের সহিত প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—ঘুমাইলেই এমনকি শুইলেই বা চক্ষু বুজিলেই ঘর্ম্ম (চায়না, থুজা স্যাবাডিলা দেখ)—এইরূপ জ্বরের সহিত বিশেষত্ব-লিখিত মাথাঘোরা (vertigo), প্রস্রাব-লক্ষণ ও স্ত্রীলোক হইলে যদি ঋতু কম হয় বা বন্ধ থাকে তাহা হইলে ইহা অধিকতর উপযোগী।

ক্রোটেলস্ (Crotalus)

অনেক দিন ভুগিয়া জীর্ণশীর্ণ হইলে—এমন কি শেষ অবস্থায় ইহা উপযোগী। ম্যালেরিয়া-জ্বরের শেষাবস্থায় উপকারী। পুরাতন জ্বর বা অন্য রোগের সহিত কঠিন ন্যাবা হইলে তাহাতেও উপযোগী। কার্ব্বংকেল প্রভৃতি দুষ্যব্রণ-জ্বরে ইহা উপযোগী।

বিশেষত্ব। ১। ভয়ানক অবসাদ এমন কি Collapse. ২। সর্ব্বদ্বার দিয়া রক্তস্রাব—এমন কি রক্তঘাম নিঃসরণ। ৩। ভয়ানক ন্যাবা। ৪। রক্তদুষ্টি (blood-poisoning)। ৫। উদরাময়ে বাহ্যে কাল তরল; সেই সঙ্গে রক্ত-নিঃসরণ—রক্ত কাল—জমাট নহে (সোরিনম)।

লক্ষণ-সার। যে পীড়ার সহিত অত্যন্ত রক্তস্রাব হয়—তাহা মুখ, নাক, চোখ, মলদ্বার, যোনীদ্বার প্রস্রাবদ্বার, যেখান হইতেই

হউক—ঐ রক্ত জমা নহে অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত ; জ্বর অতি লো-টাইপের lowtype septic and malignant. (এসিড-নাইট্রিক, এলুমিনা, আর্সেনিক, হ্যামামেলিস, লেপ্‌টাণ্ডরা ইলাপ্স সোরিনম দেখ)

ল্যাকেসিস ও ক্রোটেলস।

ল্যাকেসিসে—গাত্রচর্ম্ম ঠাণ্ডা কিন্তু চট্‌চটে cold and clammy.

ক্রোটেলসে—গাত্রচর্ম্ম ঠাণ্ডা কিন্তু শুষ্ক।

সাইক্লেমেন—(Cyclamen)

——o——

রক্তহীনা স্ত্রীলোকদিগের (Ænemic women) ইনিমিয়ার সহিত জ্বর, পিউরপারালজ্বর, দুগ্ধ-আওরান-জ্বর প্রভৃতিতে ইহা উপযোগী।

(মৎ-প্রণীত মেটিরিয়া-মেডিকায় বিশেষ-লক্ষণ দেখ।)

[ফেরম ও পলসাটিলার সহিত প্রভেদ কর]

ডিজিটেলিস—(Digitalis)

——o——

পুরাতন পীড়ায় যেখানে হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল ও অনিয়মিত (irregular) এবং প্রতি তৃতীয় বা সপ্তম হৃদ্‌স্পন্দন ইন্‌টারমিট্‌ করে—যে পীড়াই হউক (জ্বর—সবিরাম বা অবিরাম হউক) তাহাতেই ইহা উপকারী।

বিশেষত্ব।—১। হঠাৎ উত্তাপোচ্ছাসবোধ এবং তাহার পরই ভয়ানক স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও অনিয়মিত নাড়ী Sudden flushes of heat followed by great nervous weakness and irregular intermittent pulse. ২। মনে করে বুঝি হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হইবে Sensation as if the heart would stop beating. ৩। রাত্রিতে

ঘন ঘন ভয় পাইয়া উঠা। ৪। Respiration irregular, difficult deep-sighing.—শ্বাসক্রিয়া—অনিয়মিত, কষ্টদায়ক ও টানযুক্ত। ৫। শোথ—সেই সঙ্গে প্রস্রাব-বন্ধ ও মোহ এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়া Dropsy with suppression of urine, with fainting when there are organic affections of Heart.

ডিজিটেলিসের জ্বরে—জ্বরের সহিত ঘাম হয় অথচ তাহাতে Heart symptoms উপশমিত হয় না।

ড্রোসেরা—(Drosera)

—o—

হুপিংকফের সহিত বা পর জ্বর, কিম্বা সবিরাম-জ্বর সেই সঙ্গে গল-ক্ষত, গা-বমি-বমি অথবা জ্বরের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জলের মত থুথু (watery saliva) উঠিতে থাকিলে—ড্রোসেরা বিশেষ উপকারী।

ডল্‌কেমারা—(Dulcamara)

—o—

ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বরে, বৃষ্টিতে ভিজিয়া কিম্বা ঋতু পরিবর্ত্তনহেতু জ্বরে ইহা উপযোগী।

ইলাটিরিয়ম—(Elaterium)

—o—

এপিস, হেপার, ইগ্নেশিয়া ও রসটক্সে যেমন জ্বরের বিভিন্ন অবস্থায় (in different stages of Fever) আমবাত (Urticaria) বহির্গত হয়—ইলাটিরিয়মে জ্বর কুইনাইনের দ্বারা বন্ধের (suppressed) পর আমবাত হয়। [এপিস-অধ্যায়ে বিভিন্ন ঔষধের আমবাত-বিশেষত্ব দেখ।]

ডাঃ এলেন দ্বৌ-কালীন জ্বরে ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন—আমরা কিন্তু তেমন উপকার পাই নাই। তবে জ্বরের সহিত তলপেটে ভয়ানক ব্যথা (cutting pain in the bowels) আর সেই সঙ্গে ভয়ানক উদরাময়—তাহাতে বাহে জলবৎ সবুজ কিন্তু ফেনার মত এবং অরকালে সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা এবং ঐ ব্যথা হাতের ও পায়ের আঙ্গুলে বিস্তৃত হয়—তাহা হইলে ইহা উপযোগী।

ইউক্যালিপ্‌টস—(Eucalyptus)

০———

পূর্ব্বে এই ঔষধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ দ্বারা তত ব্যবহৃত হইত না—এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার গুণের আদর হইতেছে। হেল ও ম্যাসি ম্যালেরিয়া-জ্বরে ইহার বড়ই পক্ষপাতী। সবিরাম ও ম্যালেরিয়া-জ্বরে যখন পুনঃ পুনঃ রোগীকে জ্বর আক্রমণ করে এমন কি সারিয়াও সারে না—অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, অথবা যে সকল জ্বরে রোগী ২।৪ দিন ভাল থাকিয়া পুনরায় আক্রান্ত হয় এবং যে জ্বরে প্রথমেই প্লীহা দেখা দেয় এবং সেই সঙ্গে বাতের লক্ষণও যদি প্রকাশিত হয়—আর প্লীহা অত্যন্ত শক্ত থ'লো থ'লো মতও কিছু-তেই সারে না—জ্বরের সহিত মাথাব্যথা, দুর্ব্বলতা, ক্লান্তিভাব, এবং সমস্ত শরীরে বাতের মত কামড়ানি ব্যথা—রাত্রে ঐ ব্যথার বৃদ্ধি এবং সকল সময়েই মাথাঘোরা, (vertigo) থাকে—এই সকল লক্ষণে—ইউক্যালিপটস্ ব্যবস্থা করিয়া অনেক প্লীহাগ্রস্ত রোগী আমরা আরোগ্য করিয়াছি। প্লীহাজ্বরের সহিত দুর্গন্ধময় উদরাময় এবং প্লীহায় বেদনা এই ঔষধের একটি নির্ব্বাচক-লক্ষণ। ইহার নিম্নক্রমই উপকারী।

ইউক্যালিপটস ও সিয়ানোথস্—ইউক্যালিপটসে—প্লীহা

প্রথমেই বাড়ে, তাহাতে বেদনা হয় ; এই বেদনা এত অধিক যে প্লীহায় হাত পর্য্যন্ত দিতে দেয় না এবং ক্রমশঃ প্লীহা অত্যন্ত শক্ত ও উপরিভাগে থ'লো থ'লোর মত হয় (spleen is at first swollen and sensitive, then becomes more resistant harder and bunchy on its surface)। রোগীর সকল সময়ই মাথা ঘোরে (Vertigo is pronounced in all its stages)—সেই সঙ্গে মাথাব্যথা ও মাথা টিপ্‌টিপুনি যেন লেগেই আছে আর গাত্র-বেদনায় অস্থির করে। জ্বর প্লীহার সহিত দুর্গন্ধবিশিষ্ট উদরাময় বা জ্বরের সহিত কোন ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ-জনক পুঁজ নিঃসরণ হইতে থাকিলে ইহা আরো উপযোগী।

সিয়ানোথস্‌-এমেরিকানস—প্লীহা মধ্যে মধ্যে কামড়ায় সে যন্ত্রণায় রোগী কেঁদে ফেলে। ইউক্যালিপটসে—বেদনা তাহাতে হাত পর্য্যন্ত দিতে দেয় না—আর সিয়ানোথসে প্লীহা কাম্‌ড়ানির জন্য প্লীহা টিপিয়া দিতে বলে। ইউক্যালিপটসে—যেমন প্লীহার সহিত উদরাময় থাকে, সিয়ানোথসে—তেমনি কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। ইউক্যালিপটসের মাথাঘোরা, মাথাব্যথা, গাত্রবেদনা প্রভৃতি সিয়ানোথসে থাকে না। অন্য ঔষধে জ্বর বন্ধ হইলে পর—সিয়ানোথসে শীঘ্র প্লীহা আরোগ্যও হয়।

ইউপ্যাটোরিয়ম—(*Eupatorium-Perfol*)

—— o ——

স্বল্পবিরাম সবিরাম ও ম্যালেরিয়া-জ্বরে ইহা সমান উপকারী।

জ্বরের সময় (Time) ঃ—জ্বর প্রায় বেলা ৭ টায় আসে ; যে জ্বর পর্য্যায়ক্রমে একদিন প্রাতেঃ ও পরদিন দুপুর বা বৈকালে আসে—তাহাতেও ইউপ্যাটোরিয়ম উপযোগী। একদিন জ্বর অধিক হয় এবং পরদিন জ্বর খুব কম হয়। একদিন বেলা ৯টায়, পরদিন বেলা

১২টায় বা তাহার কিছুক্ষণ পরে। (ক্যালকেরিয়ায়—একদিন ১১টায় পরদিন বেলা ৪টায়)।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা (Prodrome)—শীত প্রকাশের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শীত ও কম্পের সময় পর্য্যন্ত কোমরে ব্যথা, হাই-উঠা, গাভাঙা, আড়ামোড়া খাওয়া, দপ্‌দপানি, মাথাব্যথা ও গাত্র-কামড়ানি প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। হাত পা ও কোমর এত কামড়ায়—মনে হয় সেখানকার মাংস টাটিয়ে আছে ও হাড় যেন ভেঙে যাচ্ছে। হাতের ও পায়ের কব্জী যেন ব্যথায় ভেঙে যায় ও দাঁড়াতে গেলে পায় আড়ষ্ট-ভাব, টাটানি ও থেঁতলানির মত ব্যথা এত অধিক হয় যে পায়ের ডিম যেন ভেঙে যায় (এই লক্ষণগুলি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগেও থাকে সেই জন্য উহাতেও ইহা উপযোগী)। পিপাসা এই সময় অর্থাৎ (prodrome) হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকে।

শীতাবস্থা (Chill)—পিপাসা—এমনকি জল খাওয়া দেখিয়া বুঝা যায় জ্বর আসিতেছে—কিন্তু জলপান করিলে শীতের বৃদ্ধি। শীতাবস্থার শেষে ও যখন উত্তাপাবস্থা আরম্ভ হইতেছে—তখন পিত্ত বমন—আর এই অবস্থায় জলপান করিলে গা-সিড়-সিড় করে ও বমন হয়। (সাইমেক্স দেখ)

উত্তাপাবস্থা (Heat)—মাথা ব্যথার ক্রমিক বৃদ্ধি, মাথা ভয়ানক দপ্‌ দপ্‌ করে, পূর্ব্ব-বর্ণিত গা-হাত-পা কামড়ানি, হাড়ে ব্যথা তখনো থাকে (তবে শীতাবস্থায় যত অধিক এ অবস্থায় তত অধিক নহে)। উত্তাপাবস্থায়—মাথাব্যথার জন্য রোগী ভয়ানক কোঁথায় (moaning)। উত্তাপাবস্থায়—পিপাসা থাকিলেও বড় জল পান করিতে চায় না কারণ এক ঢোক মাত্র জলপান করিলেই রোগীর গা-শিড়-শিড় করে ও বমন হয়। (সাইমেক্স)

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—কখন সামান্য ঘর্ম্ম হয় কখন বা প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয় কিন্তু ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হইলেই সকল উপসর্গের উপশম হয়—মাথাব্যথার উপশম হয় না (নেট্রমে হয়)।

বিজ্বর অবস্থা (Apyrexia)—গাত্রত্বক নেবাব ন্যায় হরিদ্রাভ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ; সামান্য শীত অথচ অত্যন্ত ঘর্ম্ম অথবা খুব কম্প ও শীত অথচ কিছুমাত্র ঘর্ম্ম নাই।

হাড়ের ব্যথা—শীতাবস্থায় খুব বেসি, উত্তাপাবস্থায় তাহাপেক্ষা কম্ এবং ঘর্ম্ম হইয়া আরো কমিয়া যায়।

ইগ্নেসিয়া, ক্যাপ্‌সিকম্ ও ইউপ্যাটোরিয়ম—

ক্যাপ্‌সিকম ও ইউপ্যাটোরিয়মে—জ্বরের প্রোড্রোম হইতে আরম্ভ করিয়া শীতাবস্থার পর্য্যন্ত পিপাসা।

ইগ্নেশিয়ায়—প্রোড্রোমে পিপাসা নাই, শীতাবস্থায় কেবল পিপাসা থাকে ; উত্তাপাবস্থায় বা ঘর্ম্মঅবস্থার পিপাসা নাই। ক্যাপ্‌সিকমেও ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা নাই (কখন কচিৎ থাকে)। ইউপ্যাটোরিয়মে—উত্তাপাবস্থায় অল্প স্বল্প পিপাসা থাকে। ক্যাপ্‌সিকমে—জ্বর বা শীতের সঙ্গে সঙ্গেই পিপাসা ও ঘর্ম্ম। ইগ্নেশিয়ায় ক্যাপসিকমের মত simultaneous ঘর্ম্ম নাই। (ক্যাপ্‌সিকম-অধ্যায় দেখ।)

ইগ্নেশিয়ায়—শীতের সময় মুখ রক্তিমবর্ণ এবং বাহ্যিক উত্তাপে শীতের হ্রাস বোধ করে।

ইউপ্যাটোরিয়মে—শীতাবস্থায় পিপাসা থাকেকিন্তু জল পান করিলে শীত বৃদ্ধিহয় ও বমি হয় ; ক্যাপসিকমেও—শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে ও জলপানে কাঁপুনি হয় কিন্তু ইউপ্যাটোরিয়মের মত বমি হয় না। ইউপ্যাটোরিয়মের মত বমি ও হাড়ের ব্যথা ঐ দুই ঔষধে নাই। (ইগ্নেসিয়া,ক্যাপসিকম ও ব্রাইওনিয়া-অধ্যায়ে পার্থক্য বিবৃত হইয়াছে দেখ।)

ইউপ্যাটোরিয়ম ও ব্রাইওনিয়া—ইউপ্যাটোরিয়মে—জ্বরের সময় প্রাতেঃ বা একদিন প্রাতেঃ পর দিন মধ্যাহ্নে এবং এক দিন অধিক পরদিন কম। (আর্ণিকা ও ব্রাইওনিয়া অধ্যায় দেখ।)

আর্নিকায়—প্রায় ভোর ৪।৫ টায় জ্বর আসে। ব্রাইওনিয়ায়—জ্বরের সময়ের স্থিরতা নাই।

ব্রাইওনিয়ায়—সকল অবস্থায়ই পিপাসা এবং খুব অধিক পরিমাণে জল পান করিতে চায়। রোগীর গাত্রে ভয়ানক বেদনা—টিপাইতে চায়, কিন্তু নড়িলে চড়িলে বেদনার বৃদ্ধি; চুপ করিয়া থাকিলে কম। আর্নিকা ও ইউপ্যাটোরিয়মে—পিপাসা প্রোড্রোমে ও শীতাবস্থায় অধিক, উত্তাপাবস্থায় কম।

ব্রাইওনিয়ায়—উত্তাপাবস্থায় পিপাসা আরো বেসি। (অন্যান্য পার্থক্য ব্রাইওনিয়া-অধ্যায়ে দেখ।

ইউপ্যাটোরিয়ম ও আর্ণিকা—এই দুই ঔষধেই prodrome & chill এই দুই অবস্থায় অধিক পিপাসা থাকে এবং উত্তাপাবস্থায় কম পিপাসা হয়।

ইউপ্যাটোরিয়মের মত বমন আর্নিকায় নাই। আবার ইউপ্যাটোরিয়মের হাড়ে ব্যথা bone-pains উহা পায় ও কোমরেই বেসি; আর্নিকায়—সমস্ত গাত্রে বেদনা আছে উহা অন্যরূপ অর্থাৎ যে দিক্ চাপিয়া রোগী শোয় যেন তথায় টাটানি ব্যথা আর বিছানা শক্ত বোধ হয় (see Baptisia Phytolocca)। ইউপ্যাটোরিয়মে—ঐ ব্যথা ঘর্ম্মাবস্থায় উপশমিত হয়। আর আর্নিকায় সর্ব্বাবস্থায় ব্যথা থাকে।

জ্বরের সময় ও অন্যান্য লক্ষণ আর্ণিকা-অধ্যায়ে দেখ।

ইউপ্যাটোরিয়ম।

The Tertian, double-Tertian, rarely double-quartan, anticipating ; সকল টাইপের জ্বর।

সময়—প্রাতেঃ ৭ টা ; ৭-৯ ; এক-দিন অধিক অপর দিন কম।

পূর্ব্বাবস্থা—(prodrome) ভয়ানক পিপাসা, জলপানে শীত বাড়ে এবং বমি হয়—শীত আসছে বুঝতে পারে কারণ আর জল পান করিতে পারে না ; হাই-তোলা আড়া-মোড়া-ভাঙা, কোমর ব্যথা ও হাড়ে বেদনা।

শীতাবস্থা—ভয়ানক পিপাসা, কোমরে প্রথমে শীত বোধ করে, সেই সঙ্গে হাই-তোলা, গা-ভাঙা, আড়া মোড়া খাওয়া, কোমরে বেদনা ও হাড়ে ব্যথা সর্ব্বদা আবৃত থাকিতে চায় ; শীতের শেষভাগে তিক্ত বমন ; গা যত ঠাণ্ডা (coldness) তাহাপেক্ষা কম্প (shivering) অধিক।

উত্তাপাবস্থা (Heat) ভয়ানক দুর্ব্বলতা ; যতক্ষণ উত্তাপ থাকে মাথা তুলিতে পারে না ; পিপাসা কম; ভয়ানক মাথা-ব্যথা ; এক ঢোক জল খাইলে শীত বাড়ে,সর্ব্বাঙ্গ মাথাহইতে পা পর্য্যন্ত ব্যথা,কোমরে অধিক ব্যথা।

আর্সেনিক।

Quotidian, Tertian.Quartan, double-tertian & double-quartan,anticipating every 14 days, Irregular both in type & stage

সময়—দিনে ১-২ ; রাত্রি ১-২ টা ; অপরাহ্নেও প্রায় হয়।

প্রোড্রোম—পিপাসা নাই, মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, তরল ভেদ, শরীরের বেভাব।

শীতাবস্থা—অনিয়মিত ; শীত ও উত্তাপ মিশ্রিত কিম্বা পর্য্যায়ক্রমে ; বাহ্য-উত্তাপে শীত উপশমিত হয়। পিপাসা প্রায়ই থাকে না ; যদি থাকে ঘন ঘন ও অল্প অল্প জল খায়।

উত্তাপাবস্থা—ভয়ানক শুষ্ক উত্তাপ ও বহুক্ষণস্থায়ী ভয়ানক পিপাসা তাহাতে ঘন ঘন অল্প পরিমাণে জল পান করে, ভয়ানক ছট্‌ফটানি।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—সামান্য বা থাকেও না, কখন আবার বেসও থাকে, যদি অধিক হয় উহা প্রায়ই রাত্রেও গা ঠাণ্ডা হইলে। ঘাম হইলে মাথা ব্যতীত সকল ব্যথার উপশম হয় বরং মাথা ব্যথা বাড়ে (আমরা কমি-তেও দেখিয়াছি)। যখন অধিক শীত হয় তখন ঘাম কম হয় আবার যখন ঘাম অধিক হয় তখন শীত কম হয়।

ঘর্ম্মাবস্থা—ভয়ানক পিপাসা, এই সময় প্রচুর পরিমাণে জল পান করে—তাহাতে জল পান মাত্র বমন হয়,ঠাণ্ডা চটচটে ঘর্ম্ম, ভয়ানক দুর্ব্বলতা ও অবসাদ।

ইউপ্যাটোরিয়ম পরপিউরম

(Eupatorium-Purpurum)

বিশেষত্ব—ঘন ঘন প্রস্রাবেচ্ছা, (Mechanical Dysuria)

২। শীতে পিপাসায় লেমনেড বা acid drink) খাইবার ইচ্ছা।

৩। বমন অপেক্ষা গা-বমি-বমি বেসি।

৪। উত্তাপাবস্থায় পিপাসা হয় ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা নাই। উঠিতে গেলে বামদিকে যেন মাথা ঘুরিয়া পড়ে।

ইউপ্যাট-পর্প

Type—double Tertian

সময়—বিভিন্ন সময়; বেলা ১০টা, ১ দিন অন্তর।

Prodrome—হাতে ও পায় হাড়-ভাঙা ব্যথা—সেই সঙ্গে শুষ্ক কাশি।

ইউপ্যাট-পারফোলিয়েটম

পূর্ব্বে দেখ;—Tertain

সময়—একদিন ৭—৯টা; পরদিন বেলা ১২ টা—

Prodrome—বহুক্ষণ পূর্ব্ব হইতে পিপাসা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা কিন্তু কোমরে বেসি।

Chill—পিপাসা থাকে না কিম্বা যদি থাকে কেবল লেমনেড বা acid drink খাইতে চায়। কোমরে প্রথমে শীত প্রকাশ পাইয়া সমস্ত অঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে; শীতের শেষভাগে গা বমি-বমি হয় কিন্তু বমন হয় না।

Heat—অনেকক্ষণ-স্থায়ী উত্তাপ, পিপাসা, bonepains, এবং উত্তাপের শেষে ক্ষুধা (সিনা ও চায়না)।

Sweat—পাস ফিরিতে শীত-বোধ, ঘর্ম্ম-কালে নহে। তত ঘর্ম্ম হয়ই না।

(ইউপ্যাটোরিয়ম—অধ্যায় দেখ)

Chill—ভয়ানক পিপাসা, তাহাতে ঠাণ্ডাজল পানেচ্ছা; শীতের সহিত সর্ব্বাঙ্গে হাড়ভাঙ্গা ব্যথা ও কোমরে ব্যথা, সেই সঙ্গে হাই-তোলা, আড়ামোড়া খাওয়া, গা-ভাঙা ও ভয়ানক মাথা দপ্-দপানি। শীতের শেষ ভাগে তিক্ত বমন। জল খাইলে শীত বাড়ে ও বমন হয়।"

Heat—উত্তাপের সহিত ঘুম, ভয়ানক কোঁতানি তাহাতে মাথা ব্যথা বাড়ে moaning increases, headache. এক ঢোক জল খাইলে শীত করে (ক্যাপসিকম)।

Sweat — ঘামের সহিত bone pains এর উপসম হয়। অল্প শীতে প্রচুর ঘর্ম্ম,অধিক শীত ও কম্পে কম ঘর্ম্ম হয়।

ইউফর্বিয়ম্ (Euphorbium)

কার্ব্বংকেল, গ্যাংগ্রীণ, অস্থিক্ষত, পুরাতন ক্ষতও ইরিসিপিলস-সংযুক্ত জ্বরে—ইহা উপযোগী।

বিশেষত্ব—অসহনীয় দাহ ও জ্বালা যেন জ্বলন্ত আগুন সেখানে রাখা হইয়াছে। ২। ইরিসিপিলাস্—ছোট ছোট ফোস্কা তাহার মধ্যে হরিদ্রাবর্ণের তরল রস। ৩। শীতের সহিত ঘর্ম্ম—আবার ভয়ানক

উত্তাপ তাহাতে গাত্রের কাপড় পর্য্যন্ত ভারি বোধ করে—ফেলিয়া দেয়। ঘর্ম্ম কখন অধিক কখন কম। (আর্স, এন্থ্রাসিন্, ট্যারেন্টিউলা দেখ)।

জ্বরের সহিত কলেরা-লক্ষণ (মৎ-প্রণীত ওলাউঠা চিকিৎসায় ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা দেখ)।

ফেরম-মেট (Ferrum-Met)

—————o—————

কুইনাইনের অপব্যবহার-জনিত সবিরাম বা ম্যালেরিয়া-জ্বরে—ফেরম উপযোগী। জ্বরের শীতাবস্থায় মুখ লালবর্ণ ও উত্তাপাবস্থায় সকল রক্ত-নালী (bloodvessels) যেন ফুলিয়া উঠে—বিশেষতঃ রগের ও মুখের শিরা উঁচু হয়, মাথা দপ্ দপ্ করে ও ব্যথা করে। প্লীহার বিরৃদ্ধি, প্লীহায় বেদনা ও হাত পা'য় শোথ প্রভৃতি যখন হয়—তখন ফেরম অধিকতর উপযোগী। রক্তহীনতা ও তজ্জন্য মুখের ও গাত্র-চর্ম্মের রঙ্ ফেকাসে ও শাদাটে—এইটিই ফেরমের নির্ণায়ক-লক্ষণ—তবে উহা বিজ্বরাবস্থায়ই বিশিষ্টরূপে দেখা যায়। (বিশেষত্ব দেখ)

প্রোড্রোম—যেমন শীত আসে,বমি করে; প্রাতেঃ তরল বাহ্য।

জ্বরের সময় (Time)—ভোর ৪টা; প্রাতেঃ ৭টা; মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে ৩টা। শীত-শূন্য জ্বর—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৮টা।

শীতাবস্থা (Chill)—পিপাসা থাকে (প্রথমে ভয়ানক শীত তাহার পর পিপাসা তাহার পর উত্তাপ সেই সঙ্গে ঘর্ম্ম—ফেরমের জ্বরের বিশেষত্ব)। শীতাবস্থায় মুখ চক্‌চকে ও উষ্ণ হয় (আর্ণিকা), হাত ও পা বিশেষতঃ পা ঠাণ্ডা ও অসাড় (সিড্রন, সাইমেক্স, সিপিয়া, কার্ব্বো)।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা থাকে না—মুখ অত্যন্ত লাল, উত্তাপে মনে হয় মুখ ও চক্ষের চারিদিক যেন ফুলে আছে; হাতের ও পায়ের তেলো অত্যন্ত গরম, মধ্যে মধ্যে বমি হয়; সন্ধ্যার দিকে উত্তাপের বৃদ্ধি—সেই সময় গাত্রে বস্ত্র রাখিতে চাহে না।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—অত্যন্ত ঘর্ম্ম দিন রাত্রিই হয় উহা প্রচুর ও অনেকক্ষণ-স্থায়ী।

জিহ্বা (Tongue)—মুখ, জিব্, দন্তমাড়ী, রক্তহীন ও ফেকাসে (pale & bloodless.)।

বিচ্ছেদ-অবস্থা (Apyrexia)—অবসাদ, দৌর্ব্বল্য, ও এত নিস্তেজতা যে উঠিতে পর্য্যন্ত কষ্ট হয়। মুখ পা ফুলো-ফুলো বিশেষতঃ চক্ষের উপরের ও নিচের পাতা ফুলা (চক্ষের উপর ও নীচের পাতা ফুলা —আর্সেনিক এপিস্; কেবল উপরের পাতা ফুলা—কেলি-কার্ব্ব); প্লীহার বিবৃদ্ধি ও বেদনা। যাহা খায় জীর্ণ না হইয়া বমন হয়। ন'য় কোষ্ঠ-বদ্ধ ন'য় উদরাময় (lienteria); বাহ্যের সহিত ভুক্তদ্রব্য নিষ্ক্রান্ত হয়। আহারে বসিবামাত্র ঔদরাময়িক বাহ্যে (পরে আর্স)। গাত্র-চর্ম্ম পাণ্ডুবর্ণ।

লক্ষণ-সার (Analysis)—ভয়ানক রক্তহীনতা এবং ধাতুগত দৌর্ব্বল্য, মুখ রক্তহীন তবে শীত ও উত্তাপ-সময়ে টসটসে (flushed); পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা; প্রচুর ঘর্ম্ম—উহা চটচটে ও ঠাণ্ডা।

বিশেষত্ব (Peculiarity)—১। ভুক্তদ্রব্য বমন ২। উদরাময়ে ভুক্তদ্রব্য নিষ্ক্রমণ এবং আহার কালে ও প্রাতেঃ উদরাময়ের বৃদ্ধি। ৩। ঋতুস্রাব অতিশয় শীঘ্র শীঘ্র অর্থাৎ যথা সময়ের পূর্ব্বে ও এমন কি ২০ দিনের ভিতর পুনরায় প্রকাশিত হয়। ঋতুস্রাব খানিকটা উজ্জ্বল লালবর্ণের, খানিকটা জমাট রক্ত (clotted blood) এবং আর খানিকটা ফেকাসে কল্তানির মত রক্ত।

ফেরম-ফস্ (Ferrum-Phos)

ডাঃ স্কুসলার বাইওকেমিক মতে সবিরাম-জ্বরে যেখানে ভুক্তদ্রব্য বমন হয় তাহাতে ইহা উপযোগী—ইহা নির্দ্দেশ করেন।

[এতদ্ব্যতীত ফেরম-আর্স ফেরম-চিনিনম ও ফেরম ষ্ট্রিক্নিয়ম প্রভৃতি ঔষধ ম্যালেরিয়া-ঘটিত জ্বরে উপযোগী। উহাদের লক্ষণ মৎপ্রণীত মেটিরিয়া-মেডিকায় দেখ।] (স্বল্প-বিরাম জ্বর দেখ)।

গ্যাম্বোজিয়া (Gambogia)

জ্বরাতিসার, জ্বরের সহিত ভেদ ও বমির বিশেষত্ব মৎপ্রণীত মেটিরিয়া-মেডিকায় দেখ। (দ্বৈকালিন-জ্বরে উপযোগী)।

জেলসিমিয়ম (Gelsimium-Semp).

শিশুদিগের পীড়ায় ইহা অধিকতর উপযোগী; রেমিটেণ্ট ও ইনটারমিটেণ্ট উভয়প্রকারের জ্বরেই উপকারী। রেমিটেণ্ট জ্বর-অধ্যায় দেখ।

বিশেষত্ব—১। রোগী চুপ করিয়া থাকিতে চাহে; কাহারো সহিত কথা কহে না এবং কহিতে ইচ্ছাও করে না—এমনকি কেহ যে রোগীর নিকটে থাকে তাহাও সে ইচ্ছা করে না। ২। কোন মন্দ সংবাদ বা উত্তেজনা-হেতু পীড়া। ৩। মাথা-ঘোরা—উহা অক্সিপট অস্থি হইতে আরম্ভ হইয়া উপরে বিস্তৃত হয়। ৪। শিশু সর্ব্বদা ভয় করে যে পড়িয়া যাইবে—সেই জন্য শুশ্রূষাকারীকে জড়াইয়া ধরে। ৫। চক্ষু খুলিয়া রাখিতে পারে না চক্ষু যেন বুজে যায় এবং সেই জন্য সর্ব্বদা চক্ষু বুজাইয়া থাকে।

জ্বরের সময় (Time)—অপরাহ্ণ এবং সন্ধ্যাকাল; বেলা ২টা—রাত্রি৯টা; শীতশূন্য জ্বর প্রত্যহ বেলা ১০টা; অথবা প্রত্যহ একই সময়ে জ্বর আসে।

প্রোড্রোম (Prodrone)—শরীর বেভাব।

শীত (Chill)—শীতের শেষভাগে ঘুম ঘুম বা আচ্ছন্ন ভাব।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা নাই বলিলেই চলে কখন কখন থাকে; কিন্তু অত্যন্ত দাহ, মুখে ও মাথায় অধিক উত্তাপ; সর্ব্বদাই ঘুম ঘুম ভাব, চুপ করিয়া শুইতে চায় নড়িতে চড়িতে চায় না—যেন অঘোর আচ্ছন্নভাবে পড়িয়া থাকে বা ঘুমায়। আবার শিশু অত্যন্ত ছট্‌-ফট্‌ করে, কাঁদে; প'ড়ে যাবার ভয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে ও সুশ্রূষা-কারীকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—অল্পসল্প পিপাসা থাকে; কখন অল্পস্বল্প ঘর্ম্ম হয়—কখন অধিক ঘর্ম্ম হয় কখন আদপে ঘর্ম্ম হয় না।

জেলসিমিয়ম	আর্সেনিক
ঠিক একই সময় জ্বর আসে, প্রাতেঃ জ্বর ছাড়ে বা কমে; মধ্যাহ্ণ কিম্বা বৈকাল বা সন্ধ্যা হইতে জ্বর বাড়ে।	সময়—১-২টা দিবা বা রাত্রি;
পিপাসা নাই, খুব জ্বর, চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। সবিরামজ্বর যেখানে রেমিটেন্ট বা টাইফয়েড হইয়া পড়ে তথায় অধিকতর উপযোগী।	ভয়ানক পিপাসা,খুব ছটফটানি ও দাহ, ভয়ানক দৌর্ব্বল্য।

গ্র্যাফাইটীস (Graphites)

—o—

পুরাতন পীড়ায় বিশেষতঃ যদি ধাতুগত লক্ষণ মেলে তাহা হইলে ইহা অধিকতর উপযোগী। গ্র্যাফাইটীস্‌-রোগী—fair, fat, flabb y.

অর্থাৎ তাহার রঙ সুন্দর, দেখিতে মোটা ও থল্‌থলে এবং প্রায়ই চর্ম্ম-রোগে ভোগে। জিহ্বা—শ্বেতবর্ণের লেপযুক্ত; lips, nostrils, sore and cracked; cracks or fissures of ends of fingers, nipples; labial commissures, of anus between the toes. জ্বর-বিচ্ছেদে ন'য় অত্যন্ত ক্ষুধা, ন'য় অতিশয় অক্ষুধা। বায়ুজনিত পেট-ফোলা, কোষ্ঠবদ্ধ; প্রস্রাব ঘোলা and deposits white sediment.

হেপার-সলফর (Hepar-Sulfur)

প্রাদাহিক-জ্বর, ক্ষত-জ্বর, ধাতুগত-জ্বর, শিশু-লিভার পীড়ার জ্বর নিউমোনিয়া, ব্রণকাইটিস, ক্রুপ অথবা কাশি সংযুক্ত জ্বর এবং নানাবিধ পুরাতন জ্বরে ইহা উপযোগী।

জ্বরের সময় (Time)—শেষরাত্রি ২টা হইতে প্রাতঃকাল ৬।৭টা পর্য্যন্ত; সন্ধ্যা ৬-৭টা; সন্ধ্যার জ্বরই অধিকতর প্রবল। শীতশূন্য জ্বর বেলা ৪টায় আসিয়া সমস্ত রাত্রি ভোগ হয়।

শীতাবস্থা (Chill)—একটু হাওয়া লাগিলেই শীত; শীতাবস্থায় আমবাত; মুখে জ্বর-ঠুঁটো। (এপিস-অধ্যায়ে আমবাতের প্রভেদ দেখ)

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা থাকে; যত জ্বর ও দাহ তত পিপাসা ও মাথাব্যাথা; জ্বরঠুঁটোর ঘা ঠোঁটে ও মুখের চারি দিকে প্রবল হয়। হাত ঘামে ভিজে ভিজে হয় অথচ খুলিয়া রাখিতে পারে না শীতবোধ করে সেইজন্য আবৃত রাখে। (প্রথমে শীত, পরে ঘর্ম্ম, তাহার পর উত্তাপ।)

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—জ্বরের সময় বা শেষভাগে ঘর্ম্ম—ঘর্ম্ম হইয়া রোগ-উপসর্গের কোন উপসম হয় না। সামান্য নড়িলে চড়িলে

ঘর্ম্ম হয়; গাত্র হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। (নেট্রম অধ্যায়ে জ্বর-ঠুঁটোর প্রভেদ দেখ)।

বিশেষত্ব—১। দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধতা ২। ঠাণ্ডা হাওয়া গা'য় সহ্য হয় না ৩। কাশি ঘড়ঘড়ে ৪। গলায় যেন মাছের কাঁটা ফুটিয়াছে সেইরূপ বোধ। ৫। গাত্রাবরণ-ত্যাগ সহ্য হয় না। ৬। দিবা রাত্রি ঘর্ম্ম হয় অথচ তাহাতে কোন উপশম হয় না।

হাইওসিয়ামস ও হেলিবোরস (*Hyos & Helleborus*)

(টাইফয়েড-অধ্যায় দেখ)

ইগ্নেসিয়া (*Ignatia*)

—o—

[আর্ণিকা, ক্যাপসিকম্ ইউপ্যাটোরিয়ম অধ্যায় দেখ।]

পূর্ব্বে ঐসকল ঔষধ-বর্ণনকালে ইগ্নেশিয়ার সহিত অন্যান্য ঔষধের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছি।

ইগ্নেশিয়ায়—১। কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা আছে অন্য কোন অবস্থায় নাই—প্রোড্রোম, উত্তাপ, ঘর্ম্ম কোন অবস্থায়ই পিপাসা নাই। [আর্ণিকায় ক্যাপসিকমে ও ইউপ্যাটোরিয়মে—প্রোড্রোমেও শীতাবস্থায় আছে] ২। বাহ্য-উত্তাপে শীতের উপশম—সেই জন্য আগুন পোয়াইতে বা গরম স্থানে যায়। ৩ শীতাবস্থায় মুখ লাল। উত্তাপের সহিত নিদ্রা।

৪। উত্তাপাবস্থায় গাত্রাবরণে বা উত্তাপ প্রয়োগ কষ্টের বৃদ্ধি। ডাঃ ন্যাস একটি পুরাতন রোগীর শীতাবস্থায় মুখ লাল দেখিয়া ইগ্নেশিয়া

প্রয়োগে সেই রোগী আরোগ্য করেন—তিনি ইহাও দেখিয়াছিলেন যে সেই রোগী শীতে আগুন পোহাইবার মত ষ্টোভের পাসে রহিয়াছে। (অন্যান্য ঔষধের সহিত প্রভেদ দেখ) (৫) উত্তাপের পর জ্বর মগ্ন হইবার সময় কখন ঘর্ম্ম হয়—প্রায়ই হয় না।

বিশেষত্ব—১। শোক বা মন-দুঃখ চাপিয়া রাখিবার জন্য বিবিধ পীড়া। ২। মাথা-ব্যথায় রোগী মনে করে যেন পেরেক বা গজাল মাথায় পুঁতিতেছে। ৩। নীরবে শোক বহন করে সেই জন্য মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। (জ্বর-ঠুঁটোয়—নেট্রম, নক্স, রসটক্স হেপারের সহিত প্রভেদ দেখ। আমবাতে এপিস, হেপার, রস প্রভৃতির সহিত প্রভেদ দেখ।)

আইওডিন (Iodine.)

—o—

ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া যখন রোগী কঙ্কালসার হয়—মাংস আর গা'য় থাকে না, তখন বিশেষতঃ যদি টিউবার্কিউলার পীড়ার সন্দেহ হয় (পেটে বা লংসে)—তাহা হইলেই ইহা উপযোগী।

বিশেষত্ব—যখন জ্বর থাকে না (অর্থাৎ বিজ্বর-অবস্থায়-জ্বর-কালে নহে) তখন উদরাময়। সর্ব্বদা ক্ষুধা এমনকি ঘণ্টা দুঘণ্টা অন্তর খাইবার ইচ্ছা—রোগী এত খায় তত্রাচ রোজ রোজ যেন গাত্রের মাংস শুকাইয়া যায়। প্লীহার দিকে বেদনা, শক্তভাব ও বিবৃদ্ধি।

ইপিকাকুহানা (Ipecacuanha.)

—o—

সবিরাম জ্বরের ইহা একটি প্রধান ঔষধ—(এণ্টিম-ক্রুড, নক্স, পল্‌সাটিলার ন্যায় যেখানে অজীর্ণ-হেতু বমন অধিকহয় ও আহারের

দোষে জ্বর হয় বা জ্বরের relapse হয়—তথায় ইহা অধিকতর উপযোগী)।

বিশেষত্ব—১। অবিরাম গা-বমি-বমি (Constant nausea); বমিও হয়—কিন্তু গা বমি-বমিই বেশী।

২। গা-বমি-বমির সহিত প্রচুর পরিমাণে মুখ দিয়া থুথু উঠে, (Profuse saliva with nausea) কিম্বা লালবর্ণের মিউকস উঠে, তাহাতে কিন্তু রোগ-লক্ষণের কোন উপশম হয় না। এত বমি ও গা-বমি-বমি সত্বেও জিহ্বা পরিষ্কার।

৩। রক্তস্রাব, উজ্জল লালবর্ণের।

৪। কাশি শুষ্ক ও আক্ষেপিক (Dry and spasmodic)।

৫। সামান্য মাত্র পরিশ্রমে কষ্টকর শ্বাস ও শ্বাসকৃচ্ছ্র, আবার গলায় মিউকস বা শ্লেষ্মা-ঘড়ঘড়ানি।

৫। গাত্রে ভয়ানক ব্যথা (ল্যাক-ক্যানিনম, ইউপ্যাটোরিয়ম)।

জ্বর আসার সময় (Time)—বেলা ৯—১১টা কিম্বা অপরাহ্ন ৪টা। [কুইনাইন বা আর্সেনিক পূর্ব্বে সেবিত হইলে ইহা অধিকতর উপযোগী]

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা—(Prodrome)—ভয়ানক গা-বমি-বমি, হাইতোলা, গা-ভাঙা, আড়ামোড়া খাওয়া, কোমরে বেদনা।

শীতাবস্থা (Chill)—এত শীত তত্রাচ বাহ্য উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না (এপিস); [বাহ্য উত্তাপে আরাম-বোধ—ইগ্নেশিয়া ও আর্সেনিক]; জলপানে বা মুক্তবায়ুতে শীতের উপশম (কষ্টিকম্) কিন্তু তত পিপাসা থাকে না [জলপানে শীতের বৃদ্ধি—ক্যাপস, চায়না, নক্স, ইউপ্যাটোরিয়ম] অল্পক্ষণ-স্থায়ী শীত।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা, বহুক্ষণ-স্থায়ী উত্তাপ, ভয়ানক

গা-বমি-বমি ও বমন; কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস, শুষ্ক খক্‌খকে কাশি (dry hacking cough)—তাহাতে গা-বমি-বমি ও বমন বাড়ে।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—অল্পস্বল্প ঘাম হয়—যদি পূর্ব্বে কুইনাইন সেবন হয়—তাহা হইলেই অধিক ঘর্ম্ম হয়। ঘর্ম্মাবস্থায় উপসর্গ ও কষ্টের বৃদ্ধি।

অভিজ্ঞতা। ডাঃ রথ বলেন—অল্পক্ষণ-স্থায়ী শীত Chill, বহুক্ষণ স্থায়ী উত্তাপ বা জ্বর—তাহাতে হাত পা ঠাণ্ডা; শ্বাসকষ্ট এমন কি নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট প্রভৃতি।

নির্ণায়ক লক্ষণ।—ধন্বন্তরি-সদৃশ লিপি বলেন—সবিরাম-জ্বরে যদি গা-বমি-বমি ও বমন প্রবল হয়, সামান্য শীত হইয়া যদি খুব উগ্র ও অনেকক্ষণ-স্থায়ী উত্তাপ হয়, তাহাতে স্বল্প পিপাসা থাকে, কিন্তু তেমন ঘাম পরে না হয়,তাহা হইলে—ইপিকাক উপযোগী। কিন্তু যে রোগীকে পূর্ব্বে কুইনাইন সেবন করান হইয়াছে, তাহার পক্ষে সামান্য শীত-শীত ভাব,তখন পিপাসা নাই তাহার পর বহুক্ষণ-স্থায়ী উগ্র উত্তাপ সেই সঙ্গে পিপাসা, গা-বমি-বমি, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, বুকে ছুঁচ-ফোটানর মত ব্যাথা, পরে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম। এক্ষণে বুঝিলে ইপিকাকে প্রচুর ঘর্ম্ম আছে আবার নাই। যে সব জ্বর কুইনাইন দ্বারা বন্ধ করা হয়, তাহাতে ইহা অধিকতর উপযোগী। আর একটি কথা স্মরণ রাখিবে যে আহারের দোষে (improprieties of diet) জ্বরের পুনরাক্রমণ ((relapse) হইলে—ইপিকাক অধিকতর উপযোগী। স্বল্পবিরাম-জ্বরেও ইহা বিশেষ উপযোগী।

এলেন বলিয়াছেন—শীত তত স্পষ্ট Marked নহে, কেবলমাত্র পৃষ্ঠের দিকে শীত শীত ভাব অথবা শীত ও উষ্ণভাবের মিশ্রন—অর্থাৎ একবার শীত শীত ভাব সেই সঙ্গেই গরম বোধ (chilliness up and

down the back or a mingling of chill and heat)—এমনকি উহাও আধ ঘণ্টার অধিক থাকে না। এই শীতাবস্থায় অত্যন্ত অবসাদ ও অবসন্নতা (Lassitude and weariness); শীতের পর গা-বমি-বমি ও বমন—ঐ বমনে প্রথমে পাকস্থলীতে যাহা থাকে উঠে পরে পিত্ত উঠিতে থাকে; উত্তাপাবস্থা অনেকক্ষণ থাকে এবং এমন কি সারাদিন সারারাত থাকে পরে অল্পস্বল্প ঘাম হয়; আবার কুইনাইন-জর্জ্জরিত রোগে প্রচুর ঘর্ম্ম ও হয়।

আর্সেনিক।	ইপিকাক।
অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য উত্তাপের পর।	অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য শীতাবস্থায়। (যেখানে আহারের দোষে Relapse.)
জলপানের পরই বমি—তত গা বমি-বমি নাই।	ভয়ানক গা-বমি-বমি তজ্জন্য বমি।
খুব পিপাসা।	তত পিপাসা নাই।
ভয়ানক ছট্‌ফটানি।	তত ছট্‌ফটানি নাই।

[ব্রনকাইটীস্-সহ তরুণ উগ্র জ্বরে ইপিকাক বিশেষ উপযোগী]

কেলি-আয়ড (Kali Iod.)

উপদংশ-সম্ভূত অথবা পারদ-দুষ্ট জ্বর—সেই সঙ্গে সর্দ্দি, কাসি, বিশেষতঃ রাত্রিকালীন পা-কামড়ানি Bone pains, periosteal pains—প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে—উহা নিতান্ত উপকারী। নাক দিয়া তরল সর্দ্দি নিঃসরণ ইহার বিশেষ লক্ষণ।

কেলি-বাইক্রম (Kali-Bichrom.)

ব্রণকাইটিস-অধ্যায় দেখ। নাকে ঘা ও তারের মত সর্দ্দি উঠা এবং viscid saliva & mucus নিঃসরণ; Sweat profuse while sitting quiet ইহার বিশেষ লক্ষণ।

কেলি-ব্রোমেটম (Kali-Bromatum.)

শিশুদিগের দন্ত নির্গমন-কালীন জ্বর—তাহাতে ভয়ানক ছট্‌ফটানি মাথা ভয়ানক গরম—সর্ব্ব শরীরে আটা আটা ঘাম। শিশু-ওলাউঠায় বিশেষ উপযোগী।

কেলি-কার্ব্ব (Kali Carb.)

নিউমোনিয়া ও ব্রনকাইটীস-অধ্যায় দেখ। তদানুষঙ্গিক জ্বরেই ইহা অধিকতর উপযোগী। সবিরাম-জ্বরে আহারান্তে শীত বা Chill; উত্তাপ অত্যন্ত অধিক; উত্তাপ কালে পিপাসা থাকে না, চক্ষু বুজাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে; বুকে Stitch pains থাকে; মধ্যে মধ্যে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা (টান) এবং Dyspnœaও থাকে—ঘাম রাত্রিকালে (রাত্রি ১২-৩টা) বেশী হয় (দিনে তত হয় না)।

বিশেষত্ব—১। কোমরে ব্যথা, ২। চক্ষুর উপরের পাতা ফোলা, ৩। পেট ফোলা। ৪। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বা টান; ৫। সর্ব্বশরীর বিশেষতঃ মুখ ও চোক ফুলো-ফুলো; ৬। শেষ রাত্রে কাশি ও সকল উপসর্গের বৃদ্ধি। হানিমান বলেন লংসের পীড়াসংযুক্ত-জ্বরে ইহা নিতান্ত উপকারী।

কেলি-সল্‌ফ (Kali-Sulph.)

———o———

পিত্তশ্লেষ্মা-জ্বর—বৈকালে জ্বরের বৃদ্ধি; পলসাটিলার ন্যায় মুক্ত-বায়ু ভাল লাগে; বদ্ধ-গৃহে কষ্ট হয়; গলায় সর্দ্দি ঘড়্‌ঘড়্‌ করে; জিহ্বার

ধারগুলি সাদা। [ব্রনকাইটীস ও নিউমোনিয়া সংযুক্ত-জ্বরে এবং সল্পবিরাম-জ্বরে বিশেষ উপযোগী।]

ল্যাকেসিস (Lachesis.)

টাইফয়েড-অধ্যায় দেখ। সবিরাম-জ্বরে ল্যাকেসিস সম্বন্ধে আমাদের বরণীয় লিপি বলিয়াছেন যে যেখানে কুইনাইন পূর্ব্বে প্রয়োগ হইয়াছে—জ্বর ১২-২টা, বা অপরাহ্নে আসিয়া সারারাত্রি থাকে—যেখানে জ্বর আসার সময় কোমরে ও গা হাত পা'য় ভয়ানক বেদনা থাকে—বক্ষে ভারবোধ থাকে (Oppression in the chest),—ভয়ানক মাথাব্যথা তাহাতে মুখ লাল হইয়া উঠে—পা ঠাণ্ডা থাকে, সমস্ত উত্তাপাবস্থায় অনুক্ষণ বকুনি থাকে—তথায়ই ল্যাকেসিস্ উপযোগী।

আবার জ্বর-ধন্বন্তরি এলেন বলিয়াছেন—শীত বা Chill কোমর হইতে আরম্ভ হয়—শীতে অগ্নিতাপ চায় তাহাতে আরাম বোধ করে অথচ তাহাতে শীত তত কমে না (ইগ্নেশিয়ায় বিপরীত); শীত বা কম্পের সময় কেহ চাপিয়া ধরিলে আরাম বোধ করে।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—কোমরে ব্যথা, মুখ থম্‌থমে, সিঁদুরের মত লাল গণ্ড, (মেলিলোটস্) বক্ষে ভারবোধ, শ্বাসকষ্ট; ন'য় খুব বকুনি নয় ঘুম। ঘর্ম্ম (sweat) উত্তাপের পর প্রচুর হয়—তাহাতে আরাম পায়; ঐ ঘামে বিছানায় হলদে দাগ ধরে। (টাইফয়েড-অধ্যায় দেখ।)

ল্যাকেসিস ও ইগ্নেশিয়ার প্রভেদ। ইগ্নেশিয়ায়—শীতাবস্থায় মুখ লাল; ল্যাকেসিসে—উত্তাপাবস্থায় সিঁদুরের মত দুই গণ্ড লাল। ইগ্নেশিয়ায়—শীতে উত্তাপ চায়—তাহাতে শীত কমে; ল্যাকে-

সিসেও চায়—তাহাতে আরাম পায় অথচ শীত কমে না। ফলতঃ ইগ্নেশিয়ায়—কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা ল্যাকেসিসে তাহা নাই; ইগ্নেশিয়ায়—উত্তাপাবস্থায় পিপাসা নাই ল্যাকেসিসে—বরং আছে। ল্যাকেসিসে ঘর্ম্ম আছে; ইগ্নেশিয়ায় নাই।

ল্যাকেসিস ও ইউপ্যাটোরিয়ম্—ইউপ্যাটোরিয়মে—প্রোড্রোমে ও শীতাবস্থায় পিপাসা—ল্যাকেসিসে তাহা নাই; ইউপ্যাটোরিয়মে—প্রথম হইতেই Bonepains হাড়ের ভিতরে ব্যথা ও কোমরে খুব ব্যথা—ল্যাকেসিসে কোমরে ব্যথা কেবল উত্তাপাবস্থায়।

ল্যাকেসিস ও পডোফাইলম। ল্যাকেসিসে—বকুনি কেবল উত্তাপাবস্থায় আর পডোফাইলমে—বকুনি শীতাবস্থার পর উত্তাপের প্রথমে ও খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে তাহার পর যখন উত্তাপের চরম বৃদ্ধি (Rises to its climax.) হয়—তখন রোগী ঘুমাইয়া পড়ে ও তাহার ঘাম হইতে থাকে।

লিডম (Ledum Palustre.)

—o—

বেতো লোকদিগের (Rheumatic) সবিরাম-জ্বরে উপযোগী। স্বয়ং হানিমান বলিয়াছেন—ভয়ানক শীত যেন গা'য় ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেয়। এই অবস্থায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় কলিক বেদনা আবার ভয়ানক উত্তাপ ও দাহ তাহাতে বিছানার গরম পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। তাহার পর টকগন্ধযুক্ত ঘাম—কপালে বেসি।

লাইকোপোডিয়ম্ (Lycopodium.)

—o—

ইহা পূর্ণবয়স্ক ও শিশুদিগের পীড়ায় সমান উপযোগী। যে সকল লোক খুব প্রখর-বুদ্ধি-সম্পন্ন তাহাদের পীড়ায়ই ইহা অধিকতর উপযোগী।

যে সকল শিশু এদিকে রোগা অথচ মাথাটি বেশ বড় developed – তাহাদের পক্ষেও ইহা উপকারী।

বিশেষত্ব—১। যাহাদের শরীরের উপরার্দ্ধ রোগা এবং নিম্নার্দ্ধ মোটা সোটা বা ফুলো ফুলো অথবা শোথপূর্ণ (semi dropsical) ২। শিশু সমস্ত দিন কাঁদে সমস্ত রাত্রি ঘুমায় (জ্যালাপা ও সোরিনমে বিপরীত অর্থাৎ দিনে না কাঁদিয়া সমস্ত রাত্রি কাঁদে অথবা দিবারাত্রিই কাঁদে)। ৩। সামান্য মাত্র আহার করিলে পরিতুষ্টি ও ক্রমে পেটভার। ৪। নাসিকা পক্ষপাখার মত নড়ে (Fanlike motion of Alæ-Nasi)। ৫। কোষ্ঠকাঠিন্য। এককালীন অক্ষুধা। ৬। প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে শিশু কাঁদিয়া উঠে। [ইহা একটি এণ্টিসোরিক, যাহাদের লিভার বা লংস আক্রান্ত হয় ইহা তাহাদের পীড়ায় অধিকতর উপকারী]। যাহাদের প্রস্রাবের সহিত লিথিক-এসিড নিক্রান্ত হয়—তাহাদের পক্ষেও অধিকতর উপযোগী।

জ্বরের সময় (Time)—প্রাতেঃ ৮-৯টা; অপরাহ্নে ৩-৪টা; সন্ধ্যার জ্বরই প্রবল (৬-৭) এবং উহা সারারাত্রি থাকে। শীতশূন্য সায়ংকালীন জ্বরে প্রত্যহ বা একদিন অন্তর একই সময়ে জ্বর আসে।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা (Prodrome)—কখন কখন উত্তাপের ছলক (flushes of heat) এবং গা বমি-বমি ও বমি (ঐ বমি টক) শীতের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়—অথচ পিপাসা থাকে না।

শীতাবস্থা (Chill)—শীতে পিপাসা থাকে না। শীতে মনে হয় যেন বরফে শুইয়া আছে, দেহের বাম-ভাগে অধিক শীত।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—এই অবস্থায় অল্প স্বল্প জল চা'য় (আর্স ও চায়না); উত্তাপাবস্থায় মুখ লাল ও ঘুমাইবার ইচ্ছা (এপিস); জল খাইলে গা-বমি-বমি বাড়ে সেজন্য বড় জল খায় না (জলপানে

গা বমি-বমির নিবৃত্তি।) টক বমন—শীত ও উত্তাপাবস্থার মধ্যভাগে অথবা কেবল উত্তাপাবস্থায় হইয়া থাকে। টক ঢেঁকুর, মুখে মিষ্ট আস্বাদ, এবং বমন, গরম জলপানের ইচ্ছা এবং গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলার ইচ্ছা।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—শীতের অব্যবহিত পরেই ঘর্ম্ম—ঘর্ম্মের পর অধিক পিপাসা। (হেপার)

(সামান্য আহারে পরিতৃপ্তি ও পেটভার এবং প্রস্রাবে লাল গুঁড়া নিক্রমণ [পলসাটিলা, নেট্রম্-সলফ, নেট্রম-ফস আর্সেনিক প্রভৃতির সহিত প্রভেদ কর]।

দ্রষ্টব্য—জ্বরের সহিত দেহের নিম্নার্দ্ধে শোথ হইলে লাইকো-পোডিয়ম উপযোগী। লাইকোপোডিয়মে—দেহের উপরার্দ্ধ শীর্ণ; হাত ও বুকের পেশী যেন শুকাইয়া গিয়াছে ; পেট ফোলা, পা ফোলা, ও পা ক্ষতে পূর্ণ এবং ঐ সকল ক্ষত হইতে অনবরত রস পড়ে। শোথের সহিত পা ফোলা ও পায় ঘা হইলে—১। রসটক্স ২। লাইকো-পোডিয়ম ৩। আর্সেনিক উপযোগী। লিভার-সংক্রান্ত পীড়া-হেতু শোথ হইলে—লাইকোপোডিয়ম অধিকতর উপযোগী। হৃৎপিণ্ডের পীড়া-হেতু শোথে আর্সেনিক—(লাইকোপোডিয়মের অন্য লক্ষণ থাকিলে উহাও উপযোগী)। বেলা ৪—রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত জ্বর ও রোগ উপসর্গের বৃদ্ধি।

ম্যাগ্নেসিয়া-মর (Magnesia-Mur)

———o———

স্ত্রীলোকের ও শিশুদিগের রোগে ইহা অধিক উপযোগী। শিশু-লিভার-রোগে (Infantile liver) ইহা অধিকতর উপকারী। (শিশু-লিভার রোগ দেখ)।

জ্বরের সময় (Time)—অপরাহ্ন ৪-৮টা। জ্বর খুব বেশী নয়; দুপুর রাত্রির পর জ্বর ক'মে—তখন ঘাম হয়।

বিশেষত্ব—কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মল লম্বা অতি কষ্টে নির্গত হয়, মল-দ্বার হইতে বাহির হইবার সময় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া নির্গত হয়। ২। শিশুদিগের দন্ত উঠিতে বিলম্ব সেই সঙ্গে পেট-ফাঁপ ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য।

ম্যালেরিয়া-অফিসিয়ানালিস (Malaria-Off)

ইহা একটি নোসোড; দুই দিন অন্তর জ্বরে অধিক উপযোগী। পুরাতন পীড়ায় যেখানে টিউবার্কিউলোসিস্ সন্দেহ হয়—সেখানে ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত। বিশেষত্ব—১। পুরাতন পীড়া। ২। শীত খুব বেশী, হাত পা'র বিশেষতঃ পা'র অত্যধিক শীতলতা। [ম্যালেরিয়া-জনিত যক্ষ্মারোগে এই ঔষধ ও ব্যাসিলিনম্ বিশেষ উপযোগী।]

দ্রষ্টব্য।—দুই দিন অন্তর জ্বরে ও বেয়াড়া ম্যালেরিয়া-জ্বরে—বিশেষতঃ ক্রমে যেখানে যক্ষ্মার সন্দেহ হইয়া পড়ে—সকল চিকিৎসককে একবার ইহা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

মার্কিউরিয়স-সল (Merc-Sol)

আমাশয়-জ্বর এবং শিশু ও পূর্ণবয়স্কদিগের সকলপ্রকার জ্বরেই ইহা উপযোগী।

বিশেষত্ব ১। বেদনা—রাত্রিকালে তাহার বৃদ্ধি ((pains worse at night)

২। গ্রন্থি-স্ফীতি (glandular swellings with or without

suppuration ; স্ফোটক বা এবসেস্ শীঘ্র যাহাতে পুঁজ হয় না (cold swellings, abscesses slow to suppurate)।

৩। প্রচুর ঘর্ম্ম হয় অথচ তাহাতে উপসর্গের কিছুই উপশম হয় না—এমন কি বৃদ্ধিই হয়। ৪। প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত লালা মুখ হইতে বাহির হয়। নাক দিয়া তরল সর্দ্দি নিঃসরণ ;

৫। শুষ্ক কাশি ও বিছানার গরমে তাহার বৃদ্ধি। ৬। অত্যন্ত পিপাসা অথচ জিহ্বা রসাল এবং মুখে প্রচুর লালা পড়ে। ৭। প্রস্রাব অধিক—যত জল খায় তাহাপেক্ষা অনেক অধিক হয়—মনে হয়।

[মার্করি—বিছানার গরমে উপসর্গের বৃদ্ধি কিন্তু বিছানায় শুইলে কতকটা উপশম।

আর্সেনিকে—ঠিক মার্করির বিপরীত ; বিছানায় শুইলে উপসর্গের বৃদ্ধি কিন্তু বিছানার গরমে উপশম]

জ্বরের সময় (Time)—সময়ের স্থিরতা নাই ; বেলা ১২-১টা।

শীতাবস্থা (Chill)—খুব শীত, মুক্ত-বায়ুতে অধিক শীত ; হাত পা সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—সামান্য নড়িলে চড়িলেই প্রায় ঘর্ম্ম হয় (ব্রাই, স্যাম্বুকস্) ; রাত্রে প্রচুর ঘর্ম্ম—ঘর্ম্ম হইয়া আঙুল অনেকক্ষণ জলে পড়িয়া থাকিলে যেরূপ হয় সেইরূপ হয় ; রাত্রে তৈলাক্ত প্রচুর ঘর্ম্ম (থুজা স্যাবাডিলা) ; ঘামে বিছানায় হলদে দাগ হইয়া যায় ল্যাকেসিস্। এত ঘাম সত্ত্বেও উপসর্গের উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি।

ঘামের লক্ষণ গুলিই ইহার নির্ণায়ক ; উত্তাপের সহিত বা পরে এইরূপ ঘাম হয় ; ডান দিক চাপিয়া শুইলে কাশি হয়—(ফস্ফোরসে

বামদিক চাপিয়া শুইতে অক্ষমতা)। [মার্ক-সল—সর্দ্দিজ্বরে, পিত্তজ্বরে, লিভার-সংযুক্ত-জ্বরে ও শিশু-লিভারে বিশেষ উপযোগী।]

মেজিরিয়ম (Mezerium)

মার্ক-সলের মত প্রচুর ঘর্ম্মই ইহার নির্ণায়ক। জ্বরের সহিত অত্যন্ত গা-চুলকানি। জ্বরের সহিত নিউর‍্যালজিয়া এবং পারদ বা উপদংশ-দুষ্ট ধাতুতে ইহা অধিকতর উপযোগী।

নেজা-ট্রিপ্ (Naja Trip).

খুব পুরাতন ম্যালেরিয়া ও সবিরাম-জ্বরে ইহা উপযোগী। জ্বরের সহিত বিরক্তিকর শুষ্ক কাশি ও শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা।

নেট্রম-মর (Natrum-Mur)

জ্বরে বিশেষ সবিরাম-জ্বরে ইহা একটি অমূল্য ঔষধ। কুইনাইনের অপব্যবহার-জনিত জ্বরে ও ইহা নির্দ্দিষ্ট। স্বল্প-বিরাম জ্বরে নিম্ন লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা অধিকতর উপযোগী। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী।

জ্বর আসার সময় (Time)—বেলা ১০টা—১১টা; প্রাতেঃ ৬-৯টা; এবং সন্ধ্যার জ্বরেও ইহা উপযোগী; ১০—১১টা এই সময়ই অধিকতর নির্দ্দিষ্ট।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা (Prodiome)—দুর্ব্বলতা, আলস্যভাব, মাথা-ব্যথা, কম্পভীতি, পিপাসা, গা-বমি-বমি, জল পান করিবার পর বমি, হাত পা ও কিড্‌নীস্থানে বেদনা।

শীতাবস্থা (Chill)—শীত অত্যন্ত,শীত বা কম্পের সহিত পিপাসা, (সময়ে সময়ে পিপাসা ও ঘর্ম্ম ; শীত বা উত্তাপাবস্থায় আবার থাকেও না) মাথা-ব্যথা—সেই জন্য অজ্ঞান অচৈতন্য ভাব, মনে হয় মাথা বুঝি ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল্লে ; মাথার যন্ত্রণায় বড়ই অভিভূত হয়। [নেট্রমে—শীত বা কম্প আঙুল বা কোমর হইতে আরম্ভ হয় ; রসটক্সে কোন একটি পায়ের উরোত হইতে শীত আরম্ভ হয় ; জেল-সিমিয়মে—নেট্রমের ন্যায় কোমর হইতে আরম্ভ হইয়া মেরুদণ্ড বাহিয়া উপরের দিকে শীত যায়।] শীতের সময় পিপাসা হইয়া অল্প অল্প জল পান করিলে নেট্রম আর ইগ্নেশিয়ায় খুব অধিক পিপাসা থাকে।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—উত্তাপাবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা ; উত্তাপা-বস্থায় মাথাব্যথায় উন্মত্তবৎ হয় ; যেন শত সহস্র হাতুড়ী কেহ মাথায় মারিতেছে। মাথাব্যথার ধমকে দৃষ্টি-হীনতা হয়। গাত্রবেদনা, কোমরে বেদনাও থাকে।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—ঘর্ম্মাবস্থায় অত্যধিক পিপাসা, ঘর্ম্ম হইয়া গাত্রবেদনার ও মাথাব্যথার উপশম হয়। নড়িলে চড়িলে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়।

দ্রষ্টব্য—ডাঃ র, এলেন, লিপি—নির্দ্দেশ করিয়াছেন—নেট্রমে—শীত উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা ; মাথাব্যথা অত্যন্ত অধিক তাহাও শীত ও উত্তাপাবস্থায় অধিকতর প্রবল এবং ঘর্ম্মাবস্থায় কম ; ঠোঁটে ফোস্কার মত জ্বর ঠুঁটো (Hydroa on the lips) ; নেট্রমে—জ্বর-ঠুঁটো মুক্তার ন্যায় জলভরা উপরের ঠোঁটেই হয়—আবার উভয় ঠোঁটেই হয় ; হেপারে—মুখের চতুর্দ্দিকে ; ইগ্নেসিয়ায়—ঠোঁটে ও ঠোঁটের কোণে ; রসটক্সে—উপরের ঠোঁটে নেট্রমের ন্যায় but not as pearly. হৃদ্‌-স্পন্দনে সমস্ত দেহ নড়ে।

[জ্বরের সময়—]

আর্সেনিকম	নেট্রম-মর	ইউপ্যাটোরিয়ম
যে সময় প্রত্যহ আসে তাহার পূর্ব্বেই জ্বরআসে; anticipating type; বেলা ১-২; বৈকালে; রাত্রি ১-২।	জ্বর যেসময় প্রত্যহ আসে ক্রমশঃ পেচিয়ে যায় receding type বেলা ১০-১১; কখন প্রাতেও জ্বর আসে।	প্রাতেঃ ৭—৯টা অথবা ১দিন প্রাতেঃ ৭—৯টার ভিতর প্রবল জ্বর হয় পরদিন বেলা দুপুরে যে জ্বর হয় তাহা পূর্ব্বদিনের জ্বরের মত প্রবল নহে।
২। শীত ও উত্তাপাবস্থায় অতিশয় পিপাসা। পিপাসা-হেতু ঘন ঘন অথচ স্বল্প পরিমাণে জল পান করে; ঘর্ম্মাবস্থায় খুব অধিক পিপাসা—তাহাতেঅধিক পরিমাণে জল পান করে। (ক) ক্ষুধার্থ; (খ) ঠোঁট ফেকাসে ও শুষ্ক এবং ফাটা ফাটা।	আর্সেনিকের ন্যায় সর্ব্বাবস্থায় পিপাসা তবে উত্তাপাবস্থায় অধিক। (ক) ক্ষুধার অভাব (খ) ঠোঁট মুক্তার ন্যায় জ্বর-ঠুঁটোয় পূর্ণ।	প্রোড্রোমে ও শীতাবস্থায় অধিক পিপাসা,যত জলপান করে তত কম্প হয়, এবং জলপানে বমন হয় অধিক জল খাইতে পারে না কারণ শীত বাড়ে; এই সময় হইতেই ব্যথা ও গা হাত পায় ও কোমরের কামড়ানিতে অস্থির হয়—শীতাবস্থাপেক্ষা উত্তাপাবস্থায় কম পিপাসা, শীতের শেষে পিত্ত বমন।
৩। জ্বরের সহিত মাথাব্যথা আরম্ভ হইয়া উহা ঘাম হইবার পর পর্য্যন্ত থাকে।	মাথা-ব্যথা শীতাবস্থায় আরম্ভ হয়,উত্তাপাবস্থায়ই বৃদ্ধি পায়; প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হইলে উপশমিত হয়।	উত্তাপাবস্থায় মাথা তুলিতে পারে না—পিপাসা কমহইয়া আসে; মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর টাটানি; এক ঢোক জল খাইলে কম্প হয়।

আর্শেনিক	নেট্রম-মর	ইউপ্যাটোরিয়ম
৪। শীতাবস্থায় পিত্ত-বমন; শীত উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় জলপান করিলেই তাহা বমন। অনেক সময়ে শীত অথবা ঘর্ম্ম হয় না।	শীতাবস্থার পর উত্তাপাবস্থারপ্রথমে পিত্ত বমন। এই লক্ষণ ইউপ্যাটোরিয়মে অধিক প্রবল। নেট্রমে উত্তাপাবস্থায় জলবৎ বমন; ইউপ্যাটোরিয়মে পিত্ত বমন।	ঘর্ম্ম হয় না যদি হয় সামান্য; শীত অধিক হইলে ঘর্ম্ম কম হয় ঘর্ম্ম অধিক হইলে শীত কম হয়। ঘর্ম্ম হইয়া গাত্র বেদনা কমে; মাথব্যথা কখন কমে কখন বাড়ে।

নেট্রম-আর্স (Natrum-Ars)

নেট্রম ও আর্সেনিকের সংমিলিত লক্ষণে ইহা উপযোগী।

জ্বরের সময়—আর্সেনিকের মত দিন ও রাত্রি (১-২) অথবা নেট্রমের মত বেলা (১০-১১) কিম্বা বেলা ১১—৪টা।

সর্ব্বাবস্থায়—পিপাসা—ঘাম বড় থাকে না; উত্তাপাবস্থায় বমন কখন থাকে আবার কখন থাকে না। ম্যালেরিয়া-জ্বরে—নেট্রমে উপকার না হইলে নেট্রম-আর্স দিয়া দেখা উচিত। (শিশু-লিভারে উপযোগী।)

নেট্রম-সল্ফ (Natrum-Sulph)

রেমিটেণ্ট, পিত্তজ, ম্যালেরিয়াল ও সর্ব্বপ্রকার সবিরাম-জ্বরে ইহা উপযোগী। জ্বরের সময়—বেলা ২—৮টা; এলেন বলেন ৪—৮টা

(পিত্তপ্রধান জ্বরে উপযোগী এই জন্য অপরাহ্নের জ্বরে অধিকতর উপকারী।) শীত শীত ভাব, কোন অবস্থায়ই পিপাসা নাই; জ্বর কখন অল্প, কখন বেশী, সময়ে সময়ে পিত্ত বমন—এই সকল লক্ষণে ইহা উপযোগী। যে সবিরাম জ্বরে—২টার পর জ্বর আসে তাহাতে স্নুসলার নেট্রম-সল্ফকে অমোঘ মনে করেন। কয়েকটী ম্যালেরিয়া-জ্বর আমি ইহা দ্বারা আরাম করি—তাহাদেরও জ্বর ২টার পর আসিত। শিশুলিভার-রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী।

দ্রষ্টব্য—পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে—যেখানে অপরাহ্নে জ্বর আসে তাদৃশ পিপাসা বা ঘর্ম্ম নাই—সেখানে ইহা বিশেষ উপযোগী। বৈকালিক ঘুঁস্‌ঘুঁসে জ্বর; পিত্তজ্বর, শিশুদিগের হাঁপানি ও জ্বর, গনোরিয়া বা মেহ-সংযুক্ত বৈকালিক জ্বর, পুরাতন মেহ-দূষিত জ্বর প্রভৃতিতে ইহা উপকারী। ম্যালেরিয়ার উগ্র জ্বর কমিয়া ঘুস্‌-ঘুসে জ্বর হইলে—তাহাতে ইহা বিশেষ উপযোগী।

অভিজ্ঞতা—উচ্চ ক্রমে বিশেষ ফল হয় না। ৩x ৬x ক্রমে অধিক ফল হয়। সময়ে সময়ে আদত ক্ষারেও (Soda Sulph) অধিক উপকার পাইয়াছি।

নাইট্রিক-এসিড (Nitric-Acid)

—o—

পুরাতন লিভার-সংযুক্ত জ্বর, গলায় ও মলদ্বারে কাটী দ্বারা খোঁচার ভাব; বাহ্যের পর মলদ্বারে জ্বালা প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ। মার্কুরির ন্যায় ঘর্ম্ম এবং তাহাতে উপশম নাই—নাইট্রিক-এসিডের ও বিশেষত্ব। পায় অধিক ঘর্ম্ম—ঘর্ম্ম-হেতু পায়ের গোড়ালি ও আঙুলে soreness। (শিশু-লিভার রোগে উপযোগী। পুরাতন জ্বরে—রোগী রক্তশূন্য হইয়া

পড়িলে এবং লিভারের অধিকতর বিবৃদ্ধি থাকিলেও উপযোগী। প্লীহার বিবৃদ্ধি। উপদংশ অথবা পারদজর্জ্জরিত ধাতুতে অধিকতর উপযোগী। প্রস্রাব অত্যন্ত কটুগন্ধ-বিশিষ্ট (Strong Smelling) ঘোড়ার প্রস্রাবের ন্যায় কুটগন্ধ (এসিড বেনজ)। মলদ্বার হইতে উজ্জ্বল রক্ত-বর্ণের রক্তস্রাব তাহাতে আদপে চপে (clot) থাকে না।

নক্স-মস্কেটা (Nux-Moschata)

——o——

[এপিস, ওপিয়ম ও পডোফাইলমের সহিত পার্থক্য নির্দ্ধারণ কর।]

শীতাবস্থা—ঘুম-ঘুম-ভাব, সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা, শীতের শেষ-ভাগে ঘুমাইয়া পড়ে।

উত্তাপাবস্থা—মুখ লাল; ঘুম-ঘুম-ভাব বা ঘুমান।

ঘর্ম্মাবস্থা—তেমন ঘর্ম্ম হয় না—ঘর্ম্মাবস্থায় ঘুমাইয়া পড়ে; উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় জিব ঠোঁট শুকায় অথচ পিপাসা নাই। সর্ব্বাবস্থায়ই গা'র কাপড় খুলিতে চা'য় না। আহারান্তে পেট-ফোঁলা, উদরাময় অথচ পেট ফাঁপ। সর্ব্বাবস্থায় অভিভূতভাবই ইহার বিশেষ-লক্ষণ।

নক্স-ভমিকা (Nux-Vomica)

——o——

স্বল্পবিরাম ও সবিরাম জ্বরের একটি ইহা প্রধান ঔষধ। Simple quotidian Tertian, quartan সকল রকম টাইপের জ্বরে ইহা উপযোগী। নেট্রম-মরের মত প্রাতঃকালিন জ্বরেই ইহা অধিক উপকারী।

টাইপ—anticipating কখন postponing; আবার Irregular অর্থাৎ টাইপের ঠিক নাই may come at any hour of the day

& return at the same hour, earlier or later. Also irregular in stage হয়তো প্রথমে উত্তাপ তাহার পর শীত এবং তাহার পর ঘর্ম্ম অথবা প্রথমেই ঘর্ম্ম, পরে শীত তাহার পর আবার ঘর্ম্ম কিম্বা বাহ্য শীত, আন্তরিক উত্তাপ অথবা উহার বিপরীত প্রভৃতি।

জ্বরের সময় (Time)—শেষ রাত্রি বা ভোর; প্রাতঃকাল ৬-৭টা; বেলা ১১টা; ১২টা; অপরাহ্ন ৪।৫।৬টা অথবা ৭—৯টা রাত্রি। শীতশূন্য জ্বর ৬—৭টা সন্ধ্যা।

শীত (Chill)—ভয়ানক শীত—তাহাতে মুখ হাত নীল হইয়া যায়। তাহার পরই ভয়ানক উত্তাপ আরম্ভ হয়। শীতের সহিত পিপাসা নাই। [প্রাতঃকালিন জ্বর যাহা এগিয়ে এগিয়ে আসে—anticipates তাহাতে প্রথমে শীত, সেই সঙ্গে হাত পা কামড়ানি; পিপাসা নাই; তাহার পর অধিকক্ষণস্থায়ী উত্তাপ—তাহাতে খুব পিপাসা (কিন্তু সদাই শীত শীত ভাব গা'র কাপড় খুলিতে চায় না; গা'র কাপড় একটু সরিয়া গেলেই শীত অনুভব করে]।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা থাকে; ভয়ানক উত্তাপ উহা বহুক্ষণ-স্থায়ী—এত উত্তাপ যে সেইজন্য আভ্যন্তরিকদাহ, কিন্তু তত্রাচ গা'র কাপড় একটু সরিলেই শীত বোধ করে—সেই জন্য সর্ব্বদা গা ঢাকিয়া রাখে। গা গরমে পুড়িয়া যাইতেছে কিন্তু রোগী গাত্র আবৃত করিয়া রাখে। এই জ্বরকালে পেটের একটি অল্পপরিসর স্থান রোগী মনে করে অত্যন্ত গরম কিন্তু তথায় হাত দিলে ঠাণ্ডা বোধ হয়।

ঘর্ম্মাবস্থা—অল্প অল্প ঘর্ম্ম—তবে খুব প্রবল জ্বর হইলে বেশী ঘর্ম্ম হয়। (ইউপ্যাটোরিয়মে, কম জ্বর অধিক ঘর্ম্ম; বেসি জ্বর—কম ঘর্ম্ম)। জ্বরের সহিত বমন প্রায়ই থাকে (gastric Symptoms are always present.)—নক্সে গা-বমি-বমি ও বমি আছে।

নেট্রম-মর।	নক্স-ভম।
Time—৫-৯ A.m. ১০-১১ A.m. ৪-৭ P.m. শীতশূন্য জ্বর ১০-১১ A.m.	৬-৭ A. m.; ১১ A. m. ৫-৯ P. m. শীতশূন্য জ্বর ৬-৭ P.m.
Type—পালাজ্বর এগিয়ে আসে (anticipates) প্রাত্যাহিক জ্বর একই সময়ে আসে; regular.	এগিয়ে আসে anticipates. Paroxysm & stages usually irregular.
Prodrome—শীত-ভীতি langour headache দৌর্ব্বল্য,মাথাব্যথা, পিপাসা,(thirst) (nausea), গা-বমি-বমি Vomiting বমন।	হাত পায় সর্ব্বাঙ্গে টেনে ধরা ব্যথা weak & paralysed; Heat & sweat before chill.
শীত (Chill)—পিপাসা, ঘনঘন অধিক পরিমাণে জল খায় এবং অতিশয় মাথাব্যথা; হাড়ে ব্যথা।	শীত—পিপাসা নাই শীতে হাত মুখ নীল; ভয়ানক শীত—কিছুতেই তাহার উপশম হয় না।
উত্তাপ Heat—ভয়ানক পিপাসা, অত্যন্ত মাথাব্যথা এমনকি অজ্ঞান আচ্ছন্নভাব।	উত্তাপ—খুব পিপাসা; কিছুতেই গার বস্ত্র খুলিতে পারে না,তাহা হইলেই শীতবোধ, গা এত গরম তবু গার কাপড় খুলিলে শীত বোধ।
ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—পিপাসা খুব; ঘর্ম্ম হইয়া ক্রমশঃ সকল উপসর্গের হ্রাস; খুব ঘাম।	ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—পিপাসা নাই—শীত শীত ভাব—সর্ব্বদা গা কাপড়দ্বারা আবৃত রাখে।

বিশেষত্ব।—১। কোষ্ঠবদ্ধ; ২ বাহ্যের চেষ্টা অথচ বাহ্যে হয় না। ৩। বমি, গা-বমি বমি। গাত্র খুব গরম তত্রাচ সর্ব্বদা গাত্র আবৃত রাখে; গার কাপড় একটু সরিলেই শীত বোধ করে।

ওপিয়ম (Opium

— o —

কুইনাইন-জর্জ্জরিত রোগীরপক্ষে ইহা উপযোগী। সকল সময়েই জ্বর আসে। শীত—থাকে, থাকেও না; উত্তাপ খুব বেসি; মাথায় খুব উত্তাপ—গাত্রের এক এক স্থলে ঘর্ম্ম।

জ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম—সেই সময় প্রচুর ঘর্ম্ম মাথায় হয়—ঘুমে Sterterous breathing,কোষ্ঠবদ্ধ তাহাতে মলত্যাগের ইচ্ছা পর্য্যন্ত হয় না। প্রস্রাব জমিয়া থাকে অথচ হয় না।

ফসফোরস (Phosphorus.)

— —o —

জ্বরাতিসার,নিউমোনিয়া,ব্রংকাইটীস প্রভৃতি রোগে ইহা অধিকতর উপযোগী—সবিরাম জ্বরেও উপযোগী। শীতে পিপাসা নাই; উত্তাপে পিপাসা, ছট্‌ফটানি, কখন আচ্ছন্নতা—উত্তাপের সহিত ঘর্ম্ম, পরে প্রচুর ঘর্ম্ম। (শিশুলিভারে উপযোগী)।

বিশেষত্ব।—১। adynamic low type fever. ২। তৃষ্ণার অভাব। ৩। ৪।৫টার সময় প্রত্যহ জ্বর আসে বা বাড়ে। ৪। জ্বরের সহিত ঘুম ঘুমভাব। ৫। কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়। ৬। বক্ষে ভারবোধ।

ফসফোরিকএসিড (Phosphoric Acid)

——o——

টাইফয়েড, স্বল্প-বিরাম, প্রভৃতি জ্বরে ইহা অধিক উপযোগী। রোগী অঘোরে পড়িয়া থাকে; অসাড়ে বাহ্যে হয়; শীতাবস্থায় সর্ব্বশরীর অপেক্ষা অঙ্গুলি ঠাণ্ডা—খুব উত্তাপ তাহাতে অঘোর ভাব, তাহার পর অতিশয় ঘর্ম্ম.এই ঘর্ম্মাবস্থায়ই কেবল পিপাসা।

পডোফাইলম (Podophyllum)

দন্ত-নির্গমন কালিন জ্বর বা উদরাময়যুক্ত জ্বর—তাহাতে শিশু ভয়ানক ছট্‌ফট করে ও মাথা নাড়ে। শিশু-লিভার-রোগে উপযোগী। পিত্ত-জ্বর, লিভার সংযুক্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর ও সর্ব্বপ্রকারের সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরে ইহা উপকারী।

জ্বরের সময়—(প্রাতঃ ৭টা।—

বিশেষত্ব—কোমরে ব্যথা; গা বমি-বমি, কাট বমি, উকি উঠা, বমন।

শীতাবস্থা—শীত—তাহাতে পিপাসা নাই কিন্তু রোগী অনুক্ষণ বকে।

উত্তাপাবস্থা—উত্তাপ আরম্ভ হইলেও শীত শীতভাব থাকে; ভয়ানক মাথাব্যথা সেই সঙ্গে পিপাসা—খুব ব'কে, (loqacity), যতক্ষণ না জ্বর যতদূর উঠিবার না উঠে ততক্ষণ বকে—তাহার পর অর্থাৎ জ্বর যতদূর উঠিবার উঠিলে রোগী ঘুমাইয়া পড়ে এবং তখন ঘামিতে থাকে।

ঘর্ম্মাবস্থা—নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম। (চায়না, এণ্টিমক্রুড, এপিস-অধ্যায়ে পার্থক্য দেখ।)

পলসাটিলা (Pulsatilla)

আমাদের দেশের অনেক সবিরাম-জ্বর পলসাটিলায়ই আরোগ্য হয়। শর্দ্দি বা পৈত্তিকজ্বর—বৈকালে বা সন্ধ্যায় আসিয়া সারা রাত্রি থাকিয়া, প্রাতেঃ ছাড়িয়া গেলে—তাহাতে পল্‌সাটিলা উপযোগী। নিম্নে বিশদ-রূপে লক্ষণ সকল বিবৃত হইল।

উপসর্গের বৃদ্ধি (Aggravation)—বদ্ধ-গৃহে, সন্ধ্যায়, গোধূলি কালে আর বাম-পার্শ্ব বা বেদনা-বিহীন স্থানে চাপিয়া শুইলে রোগের অথবা উপসর্গের বৃদ্ধি। বাহ্য-উত্তাপে বৃদ্ধি।

উপসর্গের উপশম (Amelotation)—মুক্ত-বায়ু-সেবনে অথবা বেদনা আক্রান্ত স্থানে চাপিয়া শুইলে উপশম। ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম।

জ্বরের টাইপ—(Type) সামান্য বা কঠিন; প্রাত্যাহিক দ্ব্যাহিক; ত্র্যাহিক, দ্বৌকালিন; [মাসিক পালাজ্বরে—নক্স ও সিপিয়া উপযোগী; পক্ষান্তরের পালা এবং পরিবর্ত্তনশীল পালাজ্বর বা সবিরাম-জ্বরে পল্‌সাটিলা। জ্বরের type যেমন irregular উহার ষ্টেজও সেইমত irregular]। জ্বরে অধিকক্ষণ-স্থায়ী শীতাবস্থা, অল্পক্ষণস্থায়ী উত্তাপাবস্থা, এবং সকল ষ্টেজে ঘাম বা পিপাসার অভাব। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের হোমিওপ্যাথিক মহারথীগণ পল্‌সাটিলার জ্বরের এইরূপ বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন—কিন্তু আমরা ভুয়োদর্শনে ইহাও দেখিতে পাই যে যে জ্বরে শীতাবস্থা স্বল্পক্ষণস্থায়ী অথবা এককালে থাকে না এবং উত্তাপাবস্থা অনেকক্ষণ-স্থায়ী এবং যে জ্বরে পিপাসা ও ঘর্ম্ম থাকে না—জ্বর আসার পূর্ব্বে (Prodrome) কখন পিপাসা হয়, তাহাতেও ইহা বিশেষ উপযোগী। [ইপিকাকে—অল্পক্ষণস্থায়ী শীতাবস্থা, অনেকক্ষণ-স্থায়ী উত্তাপাবস্থা, এমনকি সমস্ত দিন রাত্রি ও তাহাপেক্ষাও অধিক সময় জ্বর ভোগ করে, পিপাসা থাকে না কিন্তু জ্বর-বিচ্ছেদ-কালে ঘর্ম্ম হয়। ব্রনকাইটীসের সহিত এইরূপ জ্বরে ইপিকাক বিশেষ উপকারী। এতদ্ব্যতীত গা-বমি-বমি ও বমি ইপিকাকের বিশেষ-লক্ষণ।

জ্বরের সময় (Time)—অপরাহ্ন ১—৪; বৈকাল বা সন্ধ্যা; ৪।৫টার সময়ই প্রায় জ্বর আসে (কখন কখন শেষ রাত্রি ১টা ও বেলা ৮

বা ১১টায়ও জ্বর আসে)। সন্ধ্যায় যে জ্বর আসে প্রায়ই সারারাত্রি থাকে (লাইকোপ, নক্স ইত্যাদি)।

জ্বরের কারণ (Cause)—আহারের দোষে অথবা গরম মসলাযুক্ত কিম্বা চর্ব্বিযুক্ত অথবা ঘৃতপক্ক খাদ্য ভোজনে জ্বর হইলে কিম্বা এই রূপ আহারের অত্যাচারে জ্বর বন্ধ হইবার পর পুনঃ প্রকাশিত হইলে—ইহাই উপযোগী [এণ্টিম-ক্রুড, ইপিকাক, কেলি-মর]।

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা (Prodrome)—পিপাসা, ঘুম-ঘুমভাব, তন্দ্রা মিউকস-যুক্ত উদরাময় বা বমন। [যদি প্রাতেঃ জ্বর আসে তাহার পূর্ব্বরাত্রে প্রায়ই উদরাময় হয়—কিন্তু সেই সঙ্গে পিপাসা থাকে না।]

শীতাবস্থা (Chill)—সর্ব্ব শরীরে শীত শীত ভাব; ক্ষণকালের জন্য শীতের হ্রাস নাই। সন্ধ্যার সময় উত্তপ্ত-গৃহে থাকিলেও শীত কমে না। শীতের সময় গাত্র-বেদনা হয়; পেট ও কোমরে অধিক শীতানুভব হয়; শীতাবস্থায় আবার ঘরের হাওয়া গরম বলিয়া বোধ হয় সেই জন্য দরজা জানালা খুলিতে চাহে; হাত পা বরফের মত শীতল হয়।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা থাকে না, (কখন কখন থাকে); দেহের উপরিভাগ যদি গরম, নিচেরদিক ঠাণ্ডা—আবার ডান হাত পা যদি গরম হয়,—তাহা হইলে বাম হাত ও পা ঠাণ্ডা। ভয়ানক উত্তাপ—মনে হয় গায় যেন উত্তপ্ত জল বর্ষিত হয় (রসটক্স); রাত্রে অসহনীয় উত্তাপ ও দাহ এবং সেই সঙ্গে ভয়ানক কষ্ট (Uneasiness); সন্ধ্যাকালে—সমস্ত শরীরে শুষ্ক উত্তাপ সেই কারণ শিরা সকল যেন ফুলিয়া উঠে (distended veins) এবং ঠাণ্ডা স্থানে শুইতে চায় (সলফর ওপিয়ম, ফসফর)—এত গরম হয় যে গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয় (এপিস, ক্যাম্ফর, সিকেলি, সলফর); উত্তাপে রোগী কোথায়

(moans & groans)ও সর্ব্বদা জিব দিয়া ঠোঁট চাটে (licks the lips) কিন্তু জলপান করে না (সলফারে ঐ লক্ষণ সহ পিপাসা।)

[কখন কখন জ্বরে—বেলা ২টার সময় পিপাসা (prodromeএর সময়ে পিপাসা) তাহার পর ৪টায় chill তখন আর পিপাসা নাই, মুখ হাত পা ঠাণ্ডা, বক্ষে ভার-বোধ, তাহার পর শুইলে কোমর-ব্যথা—বহুক্ষণ পরে উত্তাপ—তাহাতেও পিপাসা নাই ; গাত্রচর্ম্ম খুব উত্তপ্ত ও তথায় দাহ, তাহার পর কেবল মুখে ঘাম তাহা ফোঁটা ফোঁটা হইয়া পড়ে। এই দাহে রোগীর ঘুম ঘুম ভাব আসে অথচ ঘুম হয় না এবং অতিশয় ছটফটানি থাকে—পর দিন প্রাতেঃ ঘর্ম্ম হয়।]

দ্রষ্টব্য—অধিক সংখ্যক লেখকই লিখিয়া গিয়াছেন যে পল্সাটিলার জ্বরের সহিত পিপাসা থাকে না—এ সম্বন্ধে স্বয়ং হানিমান ও ডন্হাম যাহা বলিয়াছেন—তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। পল্সাটিলা-উপযোগী সবিরাম-জ্বরে উত্তাপ অবস্থায় পিপাসা থাকে—কিন্তু শীতাবস্থায় এককালে থাকে না, কদাচ উত্তাপাবস্থার পরে এবং শীতাবস্থার পূর্ব্বেও থাকে। পলসটিলার জ্বরে যখন উত্তাপাবস্থায় রোগী স্বল্প মাত্র উত্তাপ অন্তরে বোধ করে—বাহিরে তত উত্তাপ বোধ করে না—তখন পিপাসা থাকে না—হানিমান (Hahnemann)।

"যখন শীত শীত ভাবের পর উত্তাপ দেখা দেয় এবং সেই উত্তাপ যদি রোগী কেবল আন্তরিক বুঝিতে পারে— অথচ গাত্র-তাপ বাহিরে তত না হয় (only subjective heat)—তখন রোগীর পিপাসা থাকে, না কিন্তু ঐ উত্তাপ রোগী যেমন অন্তরে বোঝে, তেমনি যদি বাহিরে গা'য় হাত দিয়া বোঝা যায়—(both subjective & objective heat) তখন পিপাসা থাকে এই কথা সতত স্মরণ রাখিবে—কারণ পিপাসার অভাবই পল্সাটিলার বিশেষ লক্ষণ সুতরাং পিপাসা থাকিলেও পল্-

সাটিলা উপযোগী। পিপাসার অভাব ইহাও যেমন পল্‌সাটিলার বিশেষ লক্ষণ তেমনি পূর্ব্ববর্ণীত পিপাসা অর্থাৎ "অন্তরে বাহিরে উত্তাপ আতিশয্যে পিপাসাও পল্‌সাটিলায় প্রকাশ পায়—ডনহাম (Dunham)।

পূর্ব্বে বলিয়াছি পল্‌সাটেলার জ্বরে পিপাসা থাকে না ঘর্ম্মও থাকে না, আবার বলিতেছি পিপাসা থাকে এবং ঘর্ম্মও থাকে। পিপাসা বিষয়ে মিমাংসা হইল—এক্ষণে ঘর্ম্ম বিষয়ে মিমাংসা দেখ—যেখানে অল্প স্বল্প জ্বর সেখানে পিপাসা থাকে না, যেখানে জ্বরের উত্তাপ ভিতরে ও বাহিরে খুব—সেখানে পিপাসা ও ঘর্ম্ম হয় অর্থাৎ যেখানে পিপাসা সেখানে ঘর্ম্ম ; যেখানে পিপাসা নাই সেখানে ঘর্ম্ম নাই।

পল্‌সাটিলায়—ঘাম দেহের কেবল বামভাগে বা কেবল ডান ভাগে হয়। (ঘাম সম্বন্ধে ব্রাই, চিনিনম, স্যাম্বুকস্‌, থুজা দেখ)—কখন কখন সারারাত্রি ঘর্ম্ম হয় এবং সেই সময় অর্থাৎ নিদ্রাকালে রোগী ব'কে (loquacity during stupified slumber)। [শীতাবস্থার বকুনিতে—পডো ; উত্তাপাবস্থার loquacity বা বকুনিতে—পডো, ল্যাকেসিস্‌।]

জিহ্বা (Tongue)—শ্বেত অথবা হরিদ্রা বর্ণের লেপ ; মুখে দুর্গন্ধ, তিক্তাস্বাদ।

জ্বর বিচ্ছেদ-কালে (Apyrexia)—সতত শীত শীত ভাব, মাথাব্যথা, কাশি, ক্ষুধার অভাব, তিক্ত আস্বাদ, ঢেঁকুরউঠা, গা-বমি-বমি, উদরাময়।

বিশেষত্ব—কুইনাইনের অপব্যবহারের পর ইহা অধিকতর উপযোগী, অনিয়মিত ঋতু বা ঋতু-বন্ধ হইয়া জ্বর হইলে পল্‌সাটিলা ও সিপিয়া উপযোগী। আহারের অনিয়মে রোগোৎপাদন বা তাহার (relapse) হইলে ইপিকাকও পল্‌সাটিলা। জ্বরের প্রতি পালা ও লক্ষণ সকল যেন ক্রমিক কঠিন হয় (paroxysms of increasing severity

and ever-changing symptoms) এবং কোন দুই বারের জ্বরের লক্ষণ সমতুল্য নহে and no two attacks are alike। [পাল্‌সাটিলা ও নেট্রম-সল্‌ফ—নেট্রম-সল্‌ফের লক্ষণ দেখিয়া পার্থক্য নির্দ্ধারণ কর—এণ্টিম-ক্রুড দেখ] পুরাতন পীড়ায় সিপিয়ার অনেক লক্ষণ মেলে—সিপিয়া দেখ।

সোরিনম (Psorinum)

শিশুলিভারও টাইফয়েড-অধ্যায়ে সোরিনম (Psorirum) দেখ।

পাইরোজিন (Pyrogin)

সেপ্‌টিক-জ্বর দেখ।

রস্‌টক্স (Rhus tox)

ইহা রেমিটেণ্ট (স্বল্পবিরাম) ও ইন্‌টারমিটেণ্ট (সবিরাম-জ্বরে) উপযোগী। এতদ্ভিন্ন টাইফয়েড-জ্বরে পিউরপ্যারালজ্বরে নিউমোনিয়ায় বাত-জ্বরে, ডেঙ্গুজ্বর ও সর্দ্দি জ্বরেও ইহা উপযোগী।

রকম (Type)—সকল টাইপের জ্বর ; Quotidian, tertian, double-tertian., Quartan, Double-quartan .

কারণ (Cause)—ঠাণ্ডালাগা (rheumatic exposure) ভিজিবার পর, (after getting wet, after a drenching from rains); গরম হইবার পর গায় জল লাগান (after getting wet after overheated), পুকুরে বা নদীতে স্নান-হেতু বা অনেকক্ষণ জলে

পড়িয়া থাকা হেতু। সেঁত-সেঁতে স্থানে শুইবার পর জ্বর (living in damp rooms or sleeping in damp beds)।

জ্বরের সময় (Time)--অপরাহ্ন ৫।৬।৭ বা রাত্রি ৮।৯টা। মধ্যাহ্ন ব্যতীত সকল সময়েই। প্রাতেঃ—কিন্তু প্রায় সন্ধ্যায়ই জ্বর হয় এবং উহাতে জ্বর সারা রাত্রি থাকে, (নক্স, লাইকোপ, পলস)।

প্রোড্রোম (Prodrome)—হাইতোলা, গা-হাত-পা-কামড়ানি, মুখে থুথুউঠা; শুষ্ক কষ্টদায়ক কাশি—জ্বর আসিবার আগে হইতে আসিয়া শীতাবস্থায় পর্য্যন্তও থাকে (ষ্ট্যামবুকস)। ডনহ্যাম বলিয়াছেন কেবল এই লক্ষণ (জ্বর আসার সময়—কাশী) ধরিয়া অনেক সবিরাম-জ্বর তিনি রসটক্স দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন।

শীতাবস্থা (Chill)—কম্প, গা-ভাঙ্গা ও গায় বেদনা; বেদনায় নড়িলে চড়িলে বরং উপশম (ব্রাইওনিয়ায় নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি)। ভয়ানক শীত—পানাহারে শীতের বৃদ্ধি; শীতের সময় শুষ্ককাশি—শীতাবস্থায় অত্যন্ত ছট্‌ফটানি (আর্সেনিকে সর্ব্বাবস্থায়)।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা থাকে, যেমন শীত বেশি তেমনি উত্তাপও ভয়ানক বেশী; উত্তাপ খুব বেশী হইলে পিপাসা বড় থাকে না; ভয়ানক মাথাব্যথা; কখন কখন এই উত্তাপাবস্থায় সমস্ত রাত্রি উদরাময়ের মত বাহ্যে হয়। উত্তাপাবস্থায়—কাশি থাকে না—কিন্তু আমবাত (urticaria) সমস্ত শরীরে বাহির হয় তাহাতে ভয়ানক চুলকানি এবং উহাতে হাত দিয়া ঘসিলে চুলকানি বাড়ে। The urticaria is intolerabe, appears in spots or weals over the whole body, even the palms of the hands & soles of the feet – driving the patient fanatic.—Clement Pearson. (শীতের পূর্ব্বে ও সময়ে আমবাত—হেপার; শীতের পর আমবাত—

এপিস্ ; উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় আমবাত -- রসটক্স ; কেবল উত্তাপাবস্থায় আমবাত ইগ্নেশিয়া।) উত্তাপাবস্থায় ছট্ ফটানিতে অনুক্ষণ এপাস্-ওপাস্ করা।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat) প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়, তাহাতে গন্ধ নাই এবং উহা তত দৌর্ব্বল্য-কারকও নহে। এই অবস্থায়ও আমবাত থাকে, তাহাতে ভয়ানক চুলকানি থাকে তবে ঘর্ম্মের সহিত বন্ধ হইয়া যায়। ঘাম সর্ব্বত্র হয় কেবল মুখমণ্ডলে ও মস্তকে হয় না ; ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা (পডো) ; ঘর্ম্মে বেদনার বিশেষ উপশম হয় না।

বিজ্বর অবস্থা (Apyrexia)—উপরের ঠোঁটে জ্বর-ঠুঁটো (Hydroa on upper lip)। [নেট্রমে দেখ।]

নেট্রম-মর	রসটক্স
সময়—ভোর ৪-৯, বেলা—১০-১১ অপরাহ্ণ ৪-৭ ; শীতশূন্য জ্বর ১০-১১	বেলা ১০টা ; সন্ধ্যা ৬।৭টা ; সন্ধ্যায় হইয়া সারা রাত্রি থাকে।
Prodrome-শীত-ভীতি (dreads the chill)। মাথাব্যথা, গা-বমি-বমি বমন।	Prodrome—চক্ষু-জ্বালা ; ভয়ানক গাত্রবেদনা ; কষ্টকর শুষ্ককাশি।
Chill—ভয়ানক শীত সেই সঙ্গে পিপাসা,বমন, গা-বমি-বমি।	Chill—ভয়ানক শীত সেই সঙ্গে শুষ্ককাশি।
Heat—অত্যন্ত উত্তাপ, তাহাতে ভয়ানক মাথাব্যথা, অজ্ঞানভাব, গা-বমি-বমি, বমন জ্বর-ঠুঁটো।	Heat—ভয়ানক উত্তাপের সহিত আমবাত ও অত্যন্ত ছট্-ফটানি। আর কাশি থাকে না।
Sweat—ঘামের সহিত পিপাসা, প্রচুর ঘর্ম্ম ; ঘর্ম্ম হইয়া উপসর্গের হ্রাস।	Sweat—মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্তদেহে ঘর্ম্ম ; ঘর্ম্মকালে কাঁপুনি। ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা।

স্যাবাডিলা (Sabadilla)

—o—

পূর্ণবয়স্কের রোগে ও যে সকল শিশুর কৃমি থাকে তাহাদের রোগে ইহা উপযোগী (সিনা, সাইলিসিয়া, স্পাইজিলিয়া)।

বিশেষত্ব ১। কৃমি জন্য Convulsions। ২। লক্ষণ সকল ডানদিক হইতে বামে পরিচালিত হয়। ৩। সবিরামজ্বরে ভুলবকা (delerium)। ৪। ঘন ঘন হাঁচি হওয়া তাহার পর চক্ষু দিয়া জল পড়ে ; চোক্ মুখদিয়া জলপড়া ; সর্দ্দি ; মুখ গরম, চক্ষেরপাতা লাল ও তথায় জ্বালা। (আর্স-আয়ড, এলিয়ম-সিপা, ইউফ্রে)

Type—Quotidian, Tertian, Quartan. Periodicity well-marked. [সিড্রন, জেলসিমিয়ম, ও এরেনিয়ার মত ঘড়ি ধরিয়া এক সময়ে জ্বর আসে।]

সময় (Time)—অপরাহ্ণ ৩।৪।৫ ও রাত্রি ৯-১০টা।

শীতাবস্থা (Chill)—পিপাসা থাকে না ; সময়ে সময়ে শীতের পরে উত্তাপ আর হয় না। অত্যন্ত শীত (এণ্টিম-টার্ট, রসটক্স) ; শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি সেই সঙ্গে পাঁজরায় বেদনা ও সর্ব্বশরীরে কামড়ানি-ব্যথা। (শীতের সময় ও পূর্ব্বে কাশি—রসটক্স ; শীত ও উত্তাপাবস্থায় কাশি—ব্রাই)।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—অল্প অল্প উত্তাপ—তাহাতে সামান্য পিপাসা ও গরম জল খাইবার ইচ্ছা (সিড্রন, ক্যাস্ক্যারিলা) ; উত্তাপাবস্থায় প্রলাপ ব'কা (delerium.)

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—মাথায় ও মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘর্ম্ম। পায়ের তলায় ঘর্ম্ম ; ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা (পডো, রসটক্স)।

স্যাম্বুকস (Sambucus)

—— o ——

Type :—Irregular। সময়—অপরাহ্ণ ৩।৪।৫।৬ ; অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যা।

Prodrome :—খুব শুষ্ক কাশি, প্রায় আদঘণ্টা থাকে ; সেই সঙ্গে গা-বমি-বমি ও পিপাসা (রসটক্সে কষ্টদায়ক কাশি)।

শীতাবস্থা (Chill)—খুব শীত—সেই সঙ্গে শুষ্ককাশি ; যদি প্রোড্রোমে কাশি হয়—তাহা হইলে আর শীতাবস্থায় হয় না—(রসটক্সে প্রোড্রোমে ও শীতাবস্থায় কাশি হয় ; স্যাবাডিলায়—ন'য় প্রোড্রোমে, ন'য় শীতাবস্থায় স্যাম্বুকসের ন্যায় কাশি হয়।)

উত্তাপাবস্থা—পিপাসা নাই—গা খুলিতে চা'য় না—ঢাকিয়া রাখে (নক্সে সকল অবস্থায়)। ঘুমাইয়া পড়ে বা ঘুমাইলেই শুষ্ক উত্তাপ (dry-heat on falling a-sleep) ও জাগিলেই ঘাম হয়।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—মুখমণ্ডলে খুব ঘাম হয় কিন্তু পিপাসা থাকে না। যতক্ষণ জাগিয়া থাকে—ততক্ষণ ঘাম ; যেমন ঘুমাইয়া পড়ে ঘাম বন্ধ হইয়া গাত্র উত্তপ্ত ও শুষ্ক (থুজায়—যতক্ষণ ঘুমায় ততক্ষণ ঘর্ম্ম আর যতক্ষণ জাগে—ততক্ষণ গাত্র শুষ্ক ও উত্তপ্ত)। কখন কখন রাতদিন ঘাম হয় ; (কোনায়মে—শুইলেই ঘর্ম্ম।) [ক্যাল্‌কেরিয়া সিলিসিয়া প্রভৃতি দেখ।]

সিকেল (Secale-Corn)

—— o ——

শীতাবস্থা (Chill)—ভয়ানক শীত, গা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা ; ঠোঁটও নখ নীল ; মুখ ও হাত পা ঠাণ্ডা ; ভয়ানক পিপাসা।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—অত্যন্ত ও অনেকক্ষণ-স্থায়ী উত্তাপ, ভয়ানক পিপাসা; ভয়ানক ছটফটানি।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—প্রচুর পরিমাণে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম প্রায় সমস্ত অঙ্গে হয়—কেবল মুখে নহে। [বিশেষত্ব—এত গা ঠাণ্ডা (শীত বা জ্বর-বিচ্ছেদে) তত্রাচ গা'য় কাপড় রাখে না।] স্ত্রীলোকদিগের রক্তস্রাবের সহিত এইরূপ জ্বরে ইহা উপযোগী।

সিপিয়া (Sepia)।

স্ত্রীলোক দিগের পীড়ায় ইহা অধিকতর উপযোগী। যে সকল স্ত্রীলোকদিগের ইউট্রাসের পীড়া আছে, যথা-সময়ে ঋতু হয় না, বিলম্বে ঋতু হয়; ঋতুবন্ধ কিম্বা ঋতুর অন্যরূপ গোলমাল-হেতু পীড়া হয়—এবং যাহাদের বাত রোগ আছে বা কোন constitutional পীড়া যাহাদের আছে—তাহাদের পক্ষেই ইহা অধিকতর উপযোগী।

বিশেষত্ব—১। মাথার, হৃৎপিণ্ডের এবং পেল্‌ভিসের বহুতর লক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলে বৃদ্ধি এবং পরিশ্রমে উপশমিত হয় আবার পরিশ্রমে বৃদ্ধি ও চুপ করিয়া থাকিলে উপশমিত হয় (many symptoms especially those of head, heart & pelvis are both aggravated & ameleorated by rest and exercise)

২। ইউট্রাসের প্রোলাপসস—মনে হয় যেন যোনী-পথে সব ঠেলিয়া আসিতেছে।

৩। ঋতুর অনিয়ম, কখন শীঘ্র হয়, কখন বিলম্বে প্রকাশিত হয়, কখন স্বল্প পরিমাণে হয়, কখন প্রচুর; কখন ঋতু-বন্ধ আবার কখন অতিশয় ঋতুস্রাব—তাহার সহিত ২নং লক্ষণ। ৪। মুখে ও চোখের চারিদিকে yellow saddle & patches.

সময় (Time)—বেলা ৯-১০টা ; সচরাচর ৪-৮টা।

শীতাবস্থা (Chill)—পিপাসা থাকে ; নড়িলে চড়িলেই শীতভাব অথচ বাহ্য-উত্তাপ সহ্য হয় না ; পা'র হাঁটু পর্য্যন্ত খুব ঠাণ্ডা ; প্রাতেঃ ও সন্ধ্যায় মাথাব্যথা।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—ভয়ানক উত্তাপ, যেন গরম জল গা'য় ছড়ায়—সেই সঙ্গে মুখ লাল—পিপাসা নাই, অথচ গলা শুকায় এবং অন্তর্বাতনা ও মাথাঘোরা প্রাণ-কেমন-করা।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—প্রাতেঃ খুব ঘাম ; (নিদ্রাভঙ্গের পর ঘাম স্থামবুকস)—সামান্য নড়িলে চড়িলে ঘর্ম্ম।

দ্রষ্টব্য—পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বরে বিশেষতঃ ঋতুজ পীড়ার সহিত সবিরাম-জ্বরে ইহা অধিক উপযোগী। (শিশু-লিভার রোগেও উপযোগী)। আদ্কপালে মাথাব্যথা ইহার বিশেষ লক্ষণ।

সিলিসিয়া (Silicia)।

—০—

স্ক্রোফিউলস্-ধাতুর লোকের পীড়ায়, শিশুদিগের পীড়ায় এবং পুরাতন পীড়ায়—বিশেষতঃ যদি কোন organic পীড়ায় রোগী ভোগে—তাহা হইলে সিলিসিয়া অধিকতর উপযোগী। গো-বীজ-টীকা-জনিত পীড়ায়—সিলিসিয়া ও থুজা বিশেষ উপকারী।

বিশেষত্ব—১। যে সকল শিশু রোগা অথচ পেট্টা বড়, মাথা বড় ও মাথার হাড়ের জোড় পূর্ণ হয় নাই (open fontanellis and sutures) তাহাদের বহুবিধ রোগে ইহা উপযোগী।

২। রোগীর যেন vital heat নাই—সর্ব্বদাই যেন chilly.

৩। কোষ্ঠবদ্ধতায়—মল কঠিন, খানিক নির্গত হইয়া পুনরায় ঢুকিয়া যায় ও নিঃসৃত হয় না।

সময় (Time)—দ্বিপ্রহর রাত্রি হইতে প্রাতেঃ ৮টা পর্য্যন্ত; আবার বেলা ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা কখন রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত। সন্ধ্যা কালে ৫-৬টা। শীত-শূন্য জ্বর—মধ্যাহ্ণ ১২-১টা ও রাত্রি ১২-১টা।

শীতাবস্থা (Chill)—সামান্য নড়ন চড়নে শীত। সমস্ত দিন শীত-শীত-ভাব; পিপাসা নাই; পা—এমন কি হাঁটু পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—মাথায় অধিক উত্তাপ; মুখ ঘোর লাল; সন্ধ্যার জ্বরে—রাত্রে সকল কষ্টের বৃদ্ধি। উত্তাপের সহিত catching respiration শ্বাস প্রশ্বাস আটকান।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat —রাত্রে সর্ব্বাঙ্গীন প্রচুর ঘর্ম্ম; ঘর্ম্ম মাথায় ও মুখমণ্ডলে অধিক হয়—পা'য় দুর্গন্ধ-যুক্ত ঘর্ম্ম। ধাতুজ লক্ষণই ইহার নির্ণায়ক। শিশু-লিভারে বিশেষ উপযোগী।

স্পাইজিলিয়া (Spigelia)

জ্বরের সময় (Time)—প্রাতঃকালে; প্রত্যহ একই সময়।

শীতাবস্থা Chill)—প্রত্যহ প্রাতেঃ একই সময়ে।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়ে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হয়।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—ঘাম, ঠাণ্ডা চট্‌চটে।

বিশেষত্ব—১। হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সহিত জ্বর। ২। শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা সেই জন্য কেবল ডান দিক চাপিয়া কিম্বা মাথা উচ্চ বালিসের উপর রাখিয়া শুইতে বাধ্য হয়। ৩। ছোট ছেলেদের কৃমি-জনিত প্রাতঃকালের জ্বর।

ষ্ট্র্যামোনিয়ম (Strammonium)

—o—

শিশুদিগের স্বল্পবিরাম ও সবিরাম-জ্বরে উপকারী। টাইফয়েডজ্বরে ইহা অধিকতর উপযোগী। জ্বর আসার সময়ঃ—৬-৭ A. M.; শীত-শূন্য জ্বরে মধ্যাহ্ন ১১টা বা রাত্রি ১১টা—(ক্যাকটস্)

আমরা শিশুদিগের সবিরাম-জ্বরে ইহা নিম্ন লক্ষণে ব্যবহার করিয়া উপকার পাইয়াছি।—১। জ্বরকালে নিদ্রা অথচ নিদ্রায় কাঁদিয়া উঠে, ভয় পাইয়া উঠে, হাত পা'র পেশী নাচিয়া উঠে; চক্ষু আদবুজন্ত, চক্ষু-কনীনিকা প্রসারিত; প্রস্রাব বন্ধ; ২। ঘুমন্ত অবস্থায় খুব ঘাম হয়। ৩। রোগী সর্ব্বদা গাত্র আবৃত রাখে খুলিতে চায় না। [টাইফয়েড-অধ্যায় দেখ।] শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জ্বরে উপকারী।

সলফর (Sulfur)

—o—

টাইপ (Type)—Quotidian Double-Quotidian, Tertian.

সময় (Time)—ঠিক কিছু নাই; সকল সময়েই—অর্থাৎ প্রাতেঃ, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, কিম্বা সন্ধ্যায়—এবং বেলা ৮।৯।১০।১২ A. M. ও ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২ P. M.

Prodrome—পিপাসা।

শীতাবস্থা (Chill)—তত পিপাসা নাই, মাথাব্যথা—শুইলে উহার কতকটা উপশম হয়।

উত্তাপ (Heat)—পিপাসা থাকে; হাত পায়ের তেলোয় ভয়ানক জ্বালা কিম্বা, হাত ও পা ঠাণ্ডা স্থানে রাখিতে চাহে বা দাহহেতু ঠাণ্ডাস্থানে শুইতে চায়; মুখে উত্তাপ ও মুখ লালবর্ণ; মুখমণ্ডলের কোন

বিশেষ স্থানে বা চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও ঠোঁটে জ্বালা; আভ্যন্তরিক রক্তোচ্ছাশ হইয়া হাতে ও হাতের তোলায় ভয়ানক জ্বালা (orgasm of heat)।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর অতিশয় ঘর্ম্ম; রাত্রে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম ও সেই সঙ্গে restless sleep; অক্ষিপটে প্রচুর ঘর্ম্ম; সামান্য নড়ন চড়নে বা স্বল্পমাত্র পরিশ্রমে ঘর্ম্ম; বেড়াইলে, পড়িলে বা সামান্য পরিশ্রমে ভয়ানক ঘর্ম্ম হয়। (স্বল্পবিরাম-জ্বর-অধ্যায় দেখ)। [মৎ-প্রণীত মেটিরিয়া-মেডিকায় সলফরের বিশেষ-লক্ষণ, বিশেষত্ব ও ধাতুজ লক্ষণ, স্ক্রোফিউলা-লক্ষণ প্রভৃতি দেখ]। আর্সেনিকের সহিত প্রভেদ দেখ।

ট্যারানটিউলা (Tarantula)

—o—

বিশেষত্ব ১। অত্যন্ত nervous লোক দিগের পীড়ায় উপযোগী। ২। অনুক্ষণ হাত পা সর্ব্বশরীর নাড়ে (twitching & jerking of muscles.)।

৩। ভয়ানক ছট্‌ফটানি, কোন অবস্থায় চুপ করিয়া থাকিতে পারে না—সেই জন্য অনুক্ষণ হাত পা নাড়িতে বাধ্য হয়।

৪। ভয়ানক চৈতন্যাধিক্য least excitement irritates extreme of tips of fingers.

৫। ফোড়া,কার্ব্বংকেল আঙুলহাড়া ও বড় এবসেস্ বা গ্যাংগ্রীন-ক্ষতে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক দাহ ও জ্বালা—সেই কষ্টে রাত্রির পর রাত্রি ঘুম হয় না—চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়।

সবিরাম-জ্বরে এবং হিষ্টিরিক ও নার্ভস লোকদিগের পীড়ায় অধিকতর

উপযোগী। শীতাবস্থায়—ভয়ানক Chill আবার উত্তাপাবস্থায় ভয়ানক উত্তাপ Scorching heat সেই সঙ্গে মুখ শুষ্ক, পিপাসা নাই (আবার খুব বেশি পিপাসাও থাকে)। কখন comatose condition কখন ভয়ানক উত্তেজনা, ছট্‌ফটানি এমন কি convulsions; লিভারে ব্যথা, কলিক। বমি, গা-বমি-বমি—পুরাতন জ্বরের পালার পূর্ব্বে প্রায়ই দেখা দেয়।

টেরিবিন্থিনা (Terebinth)

—o—

টাইফয়েড ও সেপ্‌টিক-জ্বরে ইহা অধিকতর উপযোগী। কখন পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বরে এবং typho-malarious জ্বরেও উপযোগী। (টাইফয়েড-জ্বর দেখ।)

বিশেষত্ব ১। মলদ্বার, প্রস্রাব-দ্বার বা অন্য স্থান হইতে রক্তস্রাব।

২। পেট ফুলিয়া দম্‌-সম্‌, পেটে হাত দিলে লাগে।

৩। রক্তবাহ্যে বা রক্ত-মিশ্রিত বাহ্যে।

৪। রক্তপ্রস্রাব—প্রস্রাবের সহিত রক্ত-মিশ্রিত।

৫। শোথ, উদরী (এই ঔষধ ও সলফিউরিক-এসিড—বিশেষ-লক্ষণ ধরিয়া ম্যালেরিয়া-জ্বরে ব্যবহার্য্য)।

থুজা (Thuya)

—o—

ইহা একটি প্রধান এণ্টি-সাইকোটিক্ ঔষধ—সেই জন্য পুরাতন পীড়া ও নানা রকম আটকানজ্বর ও শিশুলিভার রোগ ইহাতে আরোগ্য হইবে।

জ্বর আসার সময়—ভোর ৩টা [বেলা ১০টা; অপরাহ্ণ ৩টা;

সন্ধ্যা ৫।৬।৭।৭॥টা] দুপুর রাত্রির পর। [শীতশূন্য জ্বর বেলা ১০-১১ অথবা ১০-১১ রাত্রি]

শীতাবস্থা (Chill)—শীত কম্প ; কম্পকালে গাত্রাবরণ খুলিতে পারে না। আদ-কপালে মাথাধরা (সিপিয়া) ; অল্প স্বল্প পিপাসা।

উত্তাপাবস্থা (Heat)—পিপাসা থাকে ; শুষ্ক ঘর্ম্ম—বিশেষতঃ আবৃতাংশে ; ছট্‌ফটানি, মাথাব্যথা।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—কেবল আবৃতাংশে ঘর্ম্ম হয়—কিম্বা মস্তক ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম হয়। যতক্ষণ ঘুমায় ততক্ষণ ঘাম—জাগিলেই ঘাম বন্ধ হয়। (যে পাস চাপিয়া ঘুমায় না—সেই দিকে ঘর্ম্ম—বেনজিন)। শিশু-লিভারে খুজা উপকারী।

দ্রষ্টব্য—মেহ-সংক্রান্ত জ্বরে ইহা উপযোগী।

ভেরেট্রম (Veratrum Album)

---o---

জ্বরের সময় (Periodicity strongly marked—প্রাতেঃ ৬টা A. M.)—স্তন্যপায়ী শিশুর প্রত্যহ প্রাতে ৬টায় জ্বর আসে—তাহাতে coldness predominates.।

Prodrome—ঘর্ম্ম

শীত (Chill)—শীতের সহিত সমস্ত শরীর শীতল এবং পিপাসা।

উত্তাপ (Heat)—ভয়ানক উত্তাপ কিন্তু কপালে অনুক্ষণ ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্মাবস্থা (Sweat)—ভয়ানক ও প্রচুর ঘর্ম্ম ; কপালেই অধিক ; জ্বরের সহিত কলেরার মত লক্ষণে অধিকতর উপযোগী। সর্ব্বাঙ্গের শীতলতা ও সেই সঙ্গে কপালে ঘাম সকল রকম জ্বরেই ইহার নির্ণায়ক-লক্ষণ। [কলেরা-সিসনে সবিরাম জ্বর।]

রেপারটরি।

জ্বরের টাইপ (Type) ও তাহার ঔষধ।

যে জ্বর এগিয়ে এগিয়ে আসে (Anticipating)—আর্স, এণ্টিম-টার্ট, ব্রাই সিন্‌কোনা, চিনিনম, ইউপ্যাটোরিয়ম, নেট্রম, নক্স-ভম।

প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া এগিয়ে আসে (Anticipating every two hours)—ক্যামোমিলা।

একদিন	অন্তর	দুই ঘণ্টা	করিয়া এগিয়ে	আসে	—নেট্রম, নক্স।
ঐ	ঐ	একঘণ্টা	ঐ	ঐ	—আর্সেনিক।
ঐ	ঐ	বহুঘণ্টা	ঐ	ঐ	—এণ্টিম-টার্ট।

প্রতিবার জ্বর ২-৩ ঘণ্টা এগিয়ে আসে—চায়না, চিনিনম-সল্‌ফ।

যে জ্বর এগিয়ে আসে না does not anticipate—বেল,ইগ্নেশিয়া।

যে জ্বর পেছিয়ে পেছিয়ে আসে (postpones)—সিনা, গ্যাম্বোজ।

যে জ্বর পেছিয়ে আসে এবং এগিয়ে ও আসে—ব্রাই, ইগ্নে।

পিত্তজ-জ্বর (Bilious Fever)—ব্রাই, চেলিডন, ইপিকাক্, পডো, পলস, সিপিয়া, নেট্রম, নেট্রম-সলফ, সল্‌ফ, ইউপ্যাট।

সেরিব্রো-স্পাইনাল-জ্বর—সিমিসিফিউগা, বেল, ওপিয়ম, ব্রাই, রস-টক্স, সাইকুটা, জেলস, জিঙ্ক, সলফর, এপিস, হেলিবোর, টিউবার্কিউলিনম নেট্রম-সল্‌ফ, ভেরেট-ভি।

পরিবর্ত্তনশীল (Changing) জ্বর—ইগ্নে, পলস্, ইলাটে, সোরিনম্।

দুইটী জ্বরের পালা এক রকম নহে—পলস।

কুইনাইনের অপব্যবহারের পরে জ্বর – আর্নিকা, আর্স, ইউপ্যাট, ইগ্নে, ইপিকাক্।

প্রত্যহ একই সময়ে জ্বর আসে—এরেনিয়া, সিড্রন, ক্যাকটস, জেলস্, স্যাবাডিলা।

একদিন অন্তর এক সময়ে—সিড্রন, চায়না, চিনিনম, নেট্রম।

৭ দিন অন্তর জ্বর—এমন-মর, চায়না, লাইকপ।

১৪ দিন অন্তর জ্বর—আর্স,এমন-মর,ল্যাকেসিস,চায়না, সিন্‌কোনা।

২১ দিন অন্তর জ্বর—চিনিয়ম, সোরিনম, সলফর।

মাসান্তর জ্বর—নক্স, সিপিয়া, পলস, সলফর।

তরুন সবিরাম জ্বর (Acute Intermittent)—আর্স, ব্যাপটে, ব্রাই, চিনিনম, চায়না, জেলস্, ইগ্নে, নেট্রম, নক্স, ইউপ্যাট্।

পুরাতন সবিরাম-জ্বর (Chronic)—এপিস, হেপার, আর্নিকা, ল্যাকেসিস্ লাইকপ্ নেট্রম, নক্স, সোরিনম, সিপিয়া, সিলিসিয়া, সলফর।

শিশুদিগের সবিরাম জ্বর—আর্স, ক্যামো, সিনা, জেলস্, ল্যাকে-সিস্, ওপিয়ম, সোরিনম নেট্রম-সল্‌ফ।

ম্যালেরিয়া-জ্বর - এল্‌ষ্টোনিয়া,আর্নিকা, কার্ব্বলিক-এসিড, চিনিনম, চায়না, চেলিডন, ইউক্যালিপটস, ইউপ্যাটোরিয়ম, জেলস, ইপিকাক, নেট্রম-আর্স, নেট্রম-মর, ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স, ল্যাকেসিস্ নক্স, পডো, সোরিনম, সলফিউরিক-এসিড, টেরিবিস্থ, টিউবার্কুলিনম নেট্রম-সল্‌ফ।

জ্বর আসার সময় (Time) অনুসারে ঔষধ।

জ্বর প্রাতঃকালে (Morning) আর্নিকা আর্স, এপিস, ব্রাই, বোভিষ্টা, ক্যালকেরিয়া, সিড্রন, কোনায়াম, ইউপ্যাট, ফেরম, জেলস, হেপার, লাইকপ, নেট্রম-মর, নাইট্রিক-এসিড, নক্স-ভম, পডো, সিপিয়া, স্পাইজিলিয়া, সালফর, ভেরেট্রম।

জ্বর মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে (Forenoon)—এণ্টিম-ক্রুড, আর্ণিকা, আর্স, ক্যাকটস, ক্যালকেরিয়া-আর্স, ক্যালকেরিয়া, চিনিনম-আর্স, চায়না, ড্রোসেরা, ইউপ্যাট, নেট্রম-মর, নক্স-ভম, সলফর।

জ্বর মধ্যাহ্নে (Noon)—এণ্টিম-ক্রুড, আর্ণিকা, ক্যাল্কে, আর্স, ইলাট, ইলাপ্স, ইউপ্যাট, লাইকপ, নেট্রম-মর, নক্স, পলস, সিলিসিয়া।

জ্বর অপরাহ্নে (Afternoon)—আর্জ্জেণ্টম, এপিস, আর্স, ব্রাই, কার্ব্বো-এনি, চায়না, চিনিনম, ফেরম, জেলস, ল্যাকেসিস, লাইকপ, নাইট্রিক-এসিড, নেট্রম-সলফ, নক্স-ভম, পলস, রসটক্স, স্যাবাডিলা, সিপিয়া, সিলিসিয়া, ষ্ট্র্যামোনিয়ম, সলফর, থুজা।

জ্বর সন্ধ্যায় (Evening)—এলুমিনা, এমন-কার্ব্ব, এমন-মর, এপিস, আর্ণিকা, আর্স, ব্রাই, বেল, ক্যাপসিকম, ক্যানথারিস, কার্ব্বো-ভেজ, সিড্রন, চেলিডন, সিনা, চায়না, হেপার, জেলস, ইগ্নেসিয়া, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকেসিস,লাইকপ, ম্যাগনেসিয়া-মর, মার্ক, নেট্রম-সলফ, নাইট্রিক-এসিড, ফসফোরস, পলস, রসটক্স, সিপিয়া, সলফর।

জ্বর রাত্রিকালে (Night)—আর্স, বেল, এলুমিনা, এপিস, কষ্টিকম, ইউপ্যাট, ফেরম, হেপার, মার্ক, নক্স-ভম, ওপিয়ম, ফস, সলফর।

জ্বর দ্বিপ্রহর রাত্রিতে (Midnight) - কষ্টিকম, আর্স, সিলিসিয়া,ক্যাল্কেরিয়া-আর্স।

" দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে (Before midnight)—আর্স,কেলি-কা।

" দ্বিপ্রহরের পর (After midnight)—আর্স, কেলি-কার্ব্ব, ওপিয়ম, থুজা।

ঘড়ি ধরিয়া প্রত্যহ যে সময় জ্বর আসে সেই সময় অনুসারে ঔষধ।

রাত্রি ১টা A. m. আর্স, ক্যাম্ফ, নেট্রম, সিলিসিয়া।
„ ১টা-২টা „ আর্স, এলোস, ডায়স্কোরিয়া, ঐ।
„ ২টা „ আর্স, কষ্টিকম, হেপার, ক্যান্থারিস, সিলিসিয়া।
„ ২টা-৪টা „ কেলি-কার্ব্ব, ক্যালকেরিয়া-আর্স, বোরাক্স।
„ ৩টা „ সিড্রন, ক্যালকেরিয়া-আর্স, থুজা।
ভোর ৪টা „ এলুমিনা, আর্ণিকা, সিড্রন, সিলিসিয়া, ক্যালকেরিয়া-আর্স।
„ ৫টা „ এপিস চিনিনম, নেট্রম, সিলিসিয়া।
„ ৪-৫টা „ নক্স, সলফর, আর্ণিকা।
„ ৪টা ও অপরাহ্ণ ৪টা P. m. সিড্রন।
প্রাতেঃ ৬টা A. m. আর্ণিকা, হেপার, ফেরম, নক্স, ভেরেট, ক্যাল·
„ ৬-৯ A. m. বোভিষ্টা, চিনিনম, নক্স, ইউপ্যাট নেট্রম।
„ ৭টা A. m. বোভিষ্টা, ইউপ্যাট, পডো, নক্স, সিলিসিয়া লাইকপ।
„ ৭-৯টা A. m. ইউপ্যাট, পডো, নেট্রম-মর।
„ ৭টায় একদিন (বেশী জ্বর) পরদিন বেলা ১২টায় (কমজ্বর) ইউপ্যাট।
„ ৮টা " চিনিনম, ইউপ্যাট, লাইকপ, নেট্রম, পডো, সলফ।
„ ৮-৩০ " (বেশীজ্বর) চিনিনম-আর্স।
„ ৮-৯টা " ইউপ্যাট।
„ ৯টা A. m. এণ্টিমটার্ট, নক্স ইউপ্যাট, সলফর ক্যামো।

প্রাতেঃ ৯-১০ A. m. নেট্রম, ইউপ্যাট, রসটক্স।

„ ৯-১১ A. m. এলষ্টোনিয়া. নেট্রম, ষ্ট্যানম।

„ ১০টা A. m. গোবিলিয়া, ষ্ট্যানম, নেট্রম।

„ ১০-৪ P. m. সলফর।

„ ১০-৩০ A. m. ক্যাপসিকল, ক্যাকটস, নেট্রম রসটক্স।

„ ১০-১১ A. m. আর্স, চিনিনম-সল, চিনিন-আর্স নেট্রম, নক্স।

„ ১১টা „ ব্যাপটিসিয়া, ক্যাকটস, চিনিনম, ইপিকাক্, নেট্রম, নক্সভম, সিপিয়া, সিলিসিয়া, ক্যালকেরিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স।

„ ১১-১২ A. m. ক্যাকটস, নেট্রম, কেলিকার্ব্ব, ইপিকাক, সলফর।

„ ১১টায় একদিন ৪টা P.m. পরদিন ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, আর্জ্জেণ্টম্।

„ ১১টা বেলা ও ১১ P. m. রাত্রে—ক্যাকৃটস।

১২টা (দ্বিপ্রহর) এণ্টিম-ক্রুড, চিনিনম, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকেসিস, নেট্রম, সিলিসিয়া, সলফর।

মধ্যাহ্ণ ১২—২টা আর্স, ল্যাকেসিস।

” ১১—৪টা জেলস ইপিকাক্।

” ১টা P. m. আর্স, ক্যাকটস, সিনা, ল্যাকেসিস, পলস সিলিসিয়া।

” ১টা—২টা P. m. আর্স, নেট্রম, পলস।

” ২টা ” আর্স, ক্যাল্‌কেরিয়া, ক্যালকেরিয়া-আর্স ল্যাকেসিস, ইউপ্যাট, নাইট্রিক-এসিড, ইপিকাক, সালফুর, সিলিসিয়া জেল্‌স।

” ২—৩টা P. m. ল্যাকেসিস পল্‌স এপিস।

” ২—৪টা ” জেলসিমিয়ম্ নেট্রম-সল্‌ফ।

” ২—২॥০ ” লিডম-প্যালস্টার।

অপরাহ্ণ ৩টা P. M.—এনগসটুরা, এণ্টিম-টার্ট, এপিস, আর্স, বেল, সিড্রন, চিনিনম-সলফ, স্যামবুকস, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া, থুজা।

" ৩টায় আরম্ভ হইয়া ১২ঘণ্টা জ্বর-ভোগ (tertian)—ক্যান্থারিস।

" ৩–৪টা P. M. এপিস, পলস, ল্যাকেসিস।

" ৩—৫টা " এপিস, কোনায়ম, পলস, নেট্রম-সলফ।

" ৩—৬টা " আর্স, ফেরম, নেট্রম-সলফ।

" ৪টা " এপিস, সিড্রন, হেপার, লাইকপ, নক্স-ভম, পলস, নেট্রম-সলফ, এনাকার্ডিয়ম।

" ৪—৫টা " এপিস, কোনায়ম, লাইকপ, পলস, নেট্রম-সল্‌ফ।

" ৪—৬টা " আর্স, নেট্রম-সলফ, পলস, সলফর।

" ৪—৮টা " লাইকপ, নেট্রম-সলফ, হেপার, বোভিষ্টা।

" ৫টা " সিড্রন, রস, থুজা, হেপার, কেলি-কার্ব্ব, লাইকপ, পলস, নেট্রম-সলফ।

" ৫—৬টা " সিড্রন, কেলি-কার্ব্ব, থুজা, পলস, সলফর, ফস, নেট্রম-সলফ।

" ৫টা বেলায় ও প্রাতেঃ ৯টায়—কেলি-কার্ব্ব।

" ৫—৭টা P. M. হেপার, রস, ক্যান্থারিস, পলস, নেট্রম-সল্‌ফ।

৫—৮টা রাত্রি—রস, হেপার, কার্ব্বো-এনি, নেট্রম-মর, নেট্রম-সলফ।

সন্ধ্যা ৬টা P. M. সিড্রন, হেপার, কেলি-কার্ব্ব, নক্স, সিলিসিয়া, পলস।

" ৬—৭টা " হেপার, রস, পলস।

" ৬—৮টা " হেপার, রসটক্স, সলফর।

" ৬টা হইতে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত—হেপার।

সন্ধ্যা ৭টা—সিড্রন, হেপার, লাইকপ, রসটক্স, পলস, সলফর, ট্যারেন-টিউলা, আর্স।

রাত্রি ৮টা P. M. হেপার, রসটক্স, সলফর, পলস।

" ৯টা " আর্স, সলফর, পলস, ব্রাই।

" ৯—১০টা " ম্যাগ্নেসিয়া-মব, সলফ, থুজা, আর্স।

" ১১টা " ক্যাক্‌টস্।

" ১১টা হইতে পরদিন বেলা ১১টা পর্য্যন্ত অথবা বেলা ১১টা হইতে সেই দিনের রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত—ক্যাক্‌টস্।

" ১২টা " আর্স, সলফর, সিলিসিয়া।

শীত-শূন্য জ্বর—যখন আসে এবং তাহার ঔষধ।

—০ঃ০—

দ্বিপ্রহর রাত্রি—সিলিসিয়া, আর্স, ষ্ট্র্যামোনিয়ম, রসটক্স।

রাত্রি ১২—৩টা—আর্স, সিলিসিয়া, ক্যালকেরিয়া-আর্স, সলফর।

" ১—২টা—আর্স, ক্যালকেরিয়া-আর্স।

" ২-৪টা—কেলি-কার্ব্ব।

" ৩টা—থুজা, আর্ণিকা।

" ৪টা—আর্ণিকা।

ভোর ৬—১০টা—রসটক্স।

প্রাতেঃ ৭টা—পডোফাইলম।

প্রাতঃকালে—নক্স-ভম।

" ৯টা—১১টা—নেট্রম, জেলস।

মধ্যাহ্ন ১১টা—নেট্রম, এণ্টিম-ক্রুড, ক্যামো, জেলস, ক্যাকটস।

" ১২টা—আর্স, সিলিসিয়া, সলফর।

বেলা ১—২টা—আর্স, সিলিসিয়া, ক্যালকেরিয়া-আর্স, ল্যাকেসিস।

" ২টা—পলস।

" ৩টা—এপিস, আর্স, লাইকপ, নেট্রম-সলফ, নক্স-ভম।

অপরাহ্ন ৩—৪টা—এপিস, লাইকপ।

" ৪টা—এনাকার্ডিয়, নেট্রম-সলফ।

" ৪—৮টা—লাইকপ।

" ৫টা—পলস, আর্স, নেট্রম-সলফ।

" ৬টা—নক্স, পলস।

রাত্রি ৭টা—ক্যালকেরিয়া, বস, জেলস্, কেলি-সলফ।

" ৮টা—এণ্টিম-টার্ট, সলফর, জেলস, পলস।

" ৯টা—পলস, সিড্রন, হেপার, বসটক্স।

" ১০টা—আর্স।

" ১১টা—ক্যাক্টস্, ক্যালকেরিয়া।

দুইবার জ্বর দিনে—৩-৪ A. M. এবং ৩-৪টা P. M.—এপিস।

ঐ ঐ প্রাতেঃ ৯টা ও অপরাহ্ণে ৫টায় জ্বর—এপিস, কেলি-কার্ব্ব।

প্রাতেঃ জ্বর—আর্ণিকা, নক্স, পডো, পলস, এপিস, আর্স।

মধ্যাহ্ণে জ্বর—নেট্রম-মর, ক্যামো, এণ্টিম-ক্রুড ও টার্ট, ইউপ্যাট।

অপরাহ্নের জ্বর—এপিস, আর্স, বেল, ব্রাই, চেলিডন, চিনিনম-আর্স, চিনিনম-সলফ, জেলস, ইগ্নেসিয়া, ল্যাকেসিস, নেট্রম-সলফ, ফসফোরস, নাইট্রিক-এসিড, পলস, লাইকপ।

সন্ধ্যায় জ্বর—একন, আর্স, বেল, চিনিনম, চায়না, সিনা, হেপার, লাইকপ, ল্যাকেসিস, ফসফোরস, পলস, রসটক্স, সিপিয়া, সিলিসিয়া, সলফর।

রাত্রে জ্বর—এপিস, ব্যাপ্‌টিসিয়া, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, সিনা, কলচিকম, ল্যাকেসিস্‌, মার্ক-সল, ফসফোরস, রসটক্স, পলসাটিলা, সিলিসিয়া, সলফর, স্যাবাডিলা।

জ্বর—তাহার কারণ ও ঔষধ।

[Cause—Attack brought on by.]

খোলা হাওয়া লাগিয়া জ্বর—জিন্‌ক্‌, ডল্কা, একন, রস।

টক্ জিনিস খাইবার পর—" ———————ল্যাকেসিস।

মদ্যপানের পর " নক্স, ক্রোটালস, লিডম।

ক্রোধের পর " নক্স, ক্যামো, ককুলস, ব্রাই।

জীবনী-উত্তাপের-হ্রাস হেতু " (Animal heat want of) — লিডম, সিপিয়া, সিলিসিয়া টিউবার্ক।

টিস্যু সকলের ক্ষয়-হেতু " Decayed animal tissue. — আর্স, এন্‌থ্রাক্স, পাইরোজিন্‌॥

এন্‌থ্রাক্স বা কার্ব্বংকেল-হেতু " আর্স, এন্‌থ্রাক্স, কার্ব্বলিক-এসিড, ক্রোটেলস, ল্যাকেসিস, পাইরোজিন, ট্যারেনটিউলা।

আর্সেনিক বা সেঁকোর (এলোপ্যাথিক বা কবিরাজী চিকিৎসায় অথবা অন্যপ্রকারে) অপব্যবহার-হেতু জ্বর—ইপিকাক্।

ভাবনা (anxiety) হেতু "—আর্স, জেলস।

কলেরা লক্ষণ সহ অথবা কলেরা

এপিডেমিকের সময় " ইলাটিরিয়ম, ভেরেট্রম।

আহার বা পথ্যের দোষ-হেতু " এণ্টিম-ক্রুড, ইপিকাক, পলস সাইক্লামেন

আহার বা পথ্যের দোষ-হেতু জ্বরের পুনরাক্রমণ—এণ্টিম-ক্রুড, ইপিকাক্

মিষ্ট পিষ্টক আহার হেতু " সিনা, ইপিকাক, পলস।

বিলম্বে ও অসময়ে আহার হেতু" নক্স-ভম।

কোন ক্ষত কাটার সময় নিজের দেহে ক্ষত হইয়া ঐ বিষ ঢুকিয়া জ্বর } আর্স, এন্থ্রাক্স, ল্যাকেসিস্, পাইরোজিন, ক্রোটেলস।

জলপানের পর জ্বর—আর্স।

আহারের পর জ্বর—নক্স, আর্স, কার্ব্বো, কেলি-কার্ব্ব।

শারীরিক পরিশ্রমের পর জ্বর—আর্স, আর্ণিকা, সিলিসিয়া, সলফর।

অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম ও স্বল্প শারীরিক পরিশ্রমান্তে জ্বর—নক্স।

ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর—একন, এরেণিয়া, ক্যাল্কেরিয়া, সিড্রণ, চিনিনম-সল্ফ, হেপার, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকেসিস, রসটক্স, নেট্রম-সল্ফ, ডল্কেমারা।

ঘন ঘন স্নানহেতু জ্বর—রসটক্স, ডল্কা।

ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া জ্বর—একণ, হেপার, ডল্কা।

গরম হইবার পর ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর—একন ডল্কা, রস।

জলে দাঁড়াইবার দরুণ জ্বর—ক্যাল্কেরিয়া, রসটক্স।

জলে ভিজিবার পর জ্বর—একন, ব্রাই, রসটক্স, সিপিয়া।

গরম হইবার পর জলে ভিজিয়া জ্বর—একন, রসটক্স।

বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাজ করিবার জন্য জ্বর—রসটক্স, এরেণিয়া।

বৃষ্টির সময় জ্বর হইলে—এরেণিয়া, সিড্রণ, ডল্কামারা।

রৌদ্রে থাকার পর জ্বর—ক্যাকটস, গ্লোনয়িন নেট্রম-কার্ব্ব, ল্যাকেসিস, কার্ব্বো-ভেজ।

অগ্নির উত্তাপ লাগা হেতু-জ্বর— ঐ ঐ

ভীতি-হেতু জ্বর—একন, জেল্‌স, ওপিয়ম।

প্রমেহ (Gonorrhœa)-হেতু জ্বর—ক্লিমেটিস, নেট্রম-সল্‌ফ, মেডো-রিনম, থুজা।

শোকহেতু জ্বর—জেল্‌স, ইগ্নেসিয়া।

খুব গরম হইবার পর জ্বর (after getting heated.) } এণ্টিম-ক্রুড, কার্ব্বো, গ্লোনয়িন।

রক্তস্রাব-জনিত জ্বর—ক্রোটেলস, ল্যাকেসিস, ফস, সিকেলি, ফেরি-ফস, মিউরিয়াটিক-এসিড, নাইট্রিক-এসিড।

সেপ্‌টিক-বিষ-হেতু জ্বর—এনথ্রাসিন, ক্রোটেলস, ল্যাকেসিস, পাইরো-জিনম, সেপাটিসিনম্‌।

আঘাত লাগা হেতু-জ্বর Mechanical injuries from } আর্ণিকা, বেলিস্‌, হ্যামামেলিস্‌, হেপার, রসটক্স, মিলিফোলিয়ম।

ঘর্ম্ম-বন্ধ-হেতু জ্বর—একন, সিলিসিয়া।

ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া ঘর্ম্ম-বন্ধ-হেতু জ্বর—একন।

পায়ের ঘাম বন্ধ হইয়া জ্বর—সিলিসিয়া, কুপ্রম।

পূঁজ—রক্তের সহিত absorbed হইয়া জ্বর—আর্স, ল্যাকেসিস্‌, পাইরো-জিন, এন্‌থ্রাসিন।

কুইনাইনের অপব্যবহার-হেতু জ্বর—আর্ণিকা, আর্স, এলষ্টোনিয়া, কার্ব্বো-ভেজ, ইপিকাক, ল্যাকেসিস, নেট্রম, পলস, ষ্ট্যানম।

বাতহেতু জ্বর—একন, এরেণিয়া, ব্রাই, লিডম, রসটক্স, স্পাইজিলিয়া, সলফর, ফেরম-ফস।

দুর্ব্বলতার কারণ জ্বর—আর্স, কার্ব্বো, ক্রোটেলস, সোরিণম।

সেঁত-সেঁতে ও বর্ষার ঠাণ্ডায় জ্বর—এরেণিয়া, ডল্কা, রস, নেট্রম-সলফ।

Weather damp, suddenly becoming Cold সময়ে জ্বর—ডল্‌কা।

Dry weather—hot or cold সময়ে জ্বর—ব্রাই।

Dry & cold weather সময়ে জ্বর—একন, হেপার।

Storm approach of সময়ে জ্বর—ফস, সোরিনম, জিন্‌ক।

Every change from dry to wet সময়ে জ্বর—নেট্রম-সল্‌ফ।

Hot days & cold nights সময়ে জ্বর—একন, কল্‌চিকম।

During warm weather জ্বর—এণ্টিম-ক্রুড,আর্স,ক্যাপসিকম্,বেল, ক্যালকেরিয়া, সিনা, ইপিকাক, ল্যাকেসিস, সলফর।

হুপিংকফের সময় জ্বর—ড্রোসেরা, কেলি-কার্ব্ব।

পেটে কৃমি বা অন্যরূপ intestinal irritation-হেতু জ্বর—সিনা, স্পাই-জিলিয়া, সাইলিসিয়া, মার্ক-সল।

—— o ——

জ্বরের পূর্ব্বাবস্থার লক্ষণ ও তাহার ঔষধ।

(Prodrome.)

[শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় এই সকল লক্ষণের ঔষধ দেখ।]

—— o ——

অক্ষুধা (loss of appetite)—হাইড্রাসটিস্।

কোমরে ব্যথা ও কাম্‌ড়ানি (Backache) ইউপ্যাট, পডো, রসটক্স।

ভয়ানক ব্যথা কোমরে ও তাহার উপরে (in lumbar region)—ইসকুলস্, পডো।

পিত্তজ লক্ষণের আধিক্য (bilious symptoms marked.) পডো।

হাড়ের ভিতর ব্যথা (Bone pains)—ইউপ্যাট, নেট্রম, চায়না।

" " হাতে ও পায় of extremeties—ইউপ্যাট-পরফিউরম।

" " " " যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে—ইউপ্যাট।

মলদ্বারের ভিতর ব্যথা—আর্স, ইলাট, নক্স, কলোসিন্থ ইসকুলস্।
" " " যেন ছুরি দিয়া কাট্‌চে—আর্স।
কাশি—এপিস, রসটক্স, স্যামবুকস, রিউমেক্স।
" কষ্টদায়ক ও বহুক্ষণ ধরিয়া—রসটক্স।
থাকিয়া থাকিয়া খেকুখেকে কাশি—ইউপ্যাট-পর।
শুষ্ক গভীর কাশি—প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা স্থায়ী এবং সেই সঙ্গে গা-বমি বমি ও পিপাসা—স্যাম্বুকস।
গাত্রাবৃত রাখিতে ইচ্ছা—ইউপ্যাট, নক্স-ভম, টিউবাকুলিনম।
জ্বর আসিবে ভয় (dreads the attack),—নেট্রম-মর।
উদরাময় (diarrhœa) আর্স, সিনা, পলস, ভেরেট।
" মানসিক কষ্ট-হেতু mental emotions from—জেল্‌স।
" মিউকস-যুক্ত ও রাত্রিতে—পলসাটিলা।
" অতিশয় প্রাতেঃ—ফেরম, সলফর, পডো, এলোস।
" পূর্ব্বরাত্রে তাহাতে পিপাসার অভাব—পলস।
পিপাসায় জলপান করিতে পারে—(শীত ও উত্তাপ দেখ) সাইমেক্স।
" জলপান অধিক করিতে পারে না—ইউপ্যাট।
" জলপান করিবার ইচ্ছা—কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতে—ক্যাপসিকম, ইউপ্যাট, চায়না।
জলপানে—গা-বমি-বমি করে ও শীত শীঘ্র আনে—ইইপ্যাট, নক্স।
জলপানের অব্যবহিত পরে শীত ও গা-শীড়্-শীড়্ করা—আর্স, ক্যাপ্।
" পর বমন—আর্স ইউপ্যাট, নেট্রম।
জলপানে আরাম (refreshes)—আর্ণিকা।
মানসিক উত্তেজনা (mental excitement)—সিড্রন।
হঠাৎ কোনরূপ মানসিক উত্তেজনা-হেতু শীত ও জ্বর—জেল্‌স।

মুখে ও কপালে উদ্ভেদ (miliary eruptiou)—এলানটস্।
চক্ষের ধারে নীল রঙের কালিমা—সিনা, ফস।
চক্ষু-জ্বালা—রসটক্স।
চক্ষু-তারকায় বেদনা (painful soreness in eye-ball) ইউপ্যাট, সিমিসিফিউগা, পাইরোজিন।
মুখমণ্ডলে উত্তাপ—ষ্ট্রামোনিয়ম।
" উত্তেজনা (animation),—সিড্রন।
" ফেঁকাসে রঙ paleness—আর্স, সিনা, ফেরম।
পা ঠাণ্ডা - কার্ব্বো-ভেজ।
ভয়ে—শীত বা জ্বর শীঘ্র আসে—জেল্স্।
gastric disturbances—এণ্টিম-ক্রুড, ইপিকাক, পলস।
শোক-হেতু জ্বর শীঘ্র আসে—জেল্স, ইগ্নেসিয়া।
মাথাব্যথা (Headache)—ইস্কুলস, ব্রাই, নেট্রম।
" যেন মাথা ফেটে যায়—ব্রাই।
বুক-ধড়ফড়ানি—সেই সঙ্গে উদ্বেগ (anxiety)—চায়না।
ক্ষুধা—সিনা, চায়না, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।
অসুখ ভাব—অত্যন্ত - চায়না।
সন্ধিস্থানে কামড়ানি—ক্যাল্কেরিয়া।
" " in kness, ankles, elbows,& wrists—পডো, ক্যামো।
অকর্ম্মন্য দুর্ব্বলভাব (langour)—আর্স, ব্যাপটি, নেট্রম।
ঐ জন্য অনুক্ষণ শুইতে চায়—ব্যাপটিসিয়া।
কামড়ানি—সমস্ত অঙ্গে—আর্স, ব্রাই, নক্স, রস, ব্যাপটিসিয়া।
" উপরাঙ্গে—আর্স।
" পায় ও উরুতে—নক্স।

কামড়ানি—সেই জন্য আড়ামোড়া খাওয়া—পডো, নক্স, আর্স।
গা হাত পা'য়ের অসাড় দুর্ব্বলতা paralytic weakness—নক্স।
" টাটানি—ইলাট।
উপরের ঠোঁট হাজিয়া যাওয়া—আর্স।
লিভার-স্থানে সদা বেদনা ও সেই সঙ্গে বমি ও বিবমিষা—ট্যারাক্স।
মনের নিস্তেজতা (Melancholy) এণ্টিম-ক্রুড, সিড্রন, পল্‌স।
Spiits depressed—senses dull—সিড্রন।
না'ক হাজিয়া যাওয়া—আর্স।
মন্দসংবাদে পীড়ার বৃদ্ধি—জেল্‌স।
বিবমিষা (nausea)—সিনা, ইউপ্যাট, ইপিকাক, স্যাম্বুকস্‌।
" ও পিপাসা পূর্ব্বরাত্র—ইউপ্যাট।
" ও " এবং বমন—লাইকপ, নেট্রম।
" ও " এবং কাটবমি—ইপিকাক পডো।
ভয়ানক কাটবমি (retching)—ইপিকাক পডো।
ভয়ানক দুঃখিতভাব (sadness) এণ্টিম-ক্রুড।
লালা নিঃসরণ—ইপিকাক, রসটক্স।
কম্পন (shuddering) ইগ্নেশিয়া, ল্যাকেসিস্‌।
" জলপানের পর—ক্যাপ্‌সিকম্‌।
নিদ্রা—ছটফটানির সহিত—চায়না, আর্ণিকা, এন্‌থ্রাক্স।
" " " জ্বর আসার পূর্ব্বরাত্রি—চায়না।
ঘুমঘুমভাব—আর্স, পল্‌স।
" ও আচ্ছন্নভাব সমস্ত দিন—পল্‌স।
" পূর্ব্বরাত্রে—আর্স।
অনিদ্রা (sleeplessness) এমন-মর।

অনিদ্রা পূর্ব্বরাত্রি—চায়না।

গাত্র-টাটানি—আর্ণিকা, রস, ব্যাপটিসিয়া, পাইরোজিন্।

" যে দিক চাপিয়া শো'য়—ব্যাপটিসিয়া পাইরোজিন্।

গা-ভাঙা ও গায়ে কাম্‌ড়ানি—রসটক্স।

ঘর্ম্ম—নক্স, ভেরেট।

আস্বাদ তিক্ত—মুখে—কয়েক ঘণ্টা আগে হইতে—হেপার।

পিপাসা—আর্ণিকা, আর্স, ব্রাই, চায়না, ইউপ্যাট, পলস, সলফর, ল্যাকেসিস্।

" ও হাড়ে ব্যথা অনেকক্ষণ পূর্ব্ব হইতে—ইউপ্যাট, নেট্রম।

" কিন্তু গিলিতে কষ্ট—জেল্‌স।

" অনেক পূর্ব্ব হইতে—ক্যাপ্‌সিকম্, নেট্রম।

" অধিক পরিমাণে জল খাইবার—আর্ণিকা, ব্রাই, ইউপ্যাট।

" গরম জল খাইবার—সিড্রন, ক্যাসকারিলা, ইউপ্যাট।

পিপাসা অথচ জলপানে কম্প—ল্যাকেসিস্ ক্যাপ্‌সিকম্।

দন্তশূল (toothache), কার্ব্বোভেজ, এণ্টিম-ক্রুড।

প্রস্রাব-ধারণে অসামর্থ্য—জেল্‌স।

আমবাত এবং তাহাতে Itching and stinging—হেপার।

মাথাঘোরা (vertigo) আর্স, ব্রাই, নেট্রম।

বমন—সিনা, এপিস, ইউপ্যাট, ফেরম, লাইকপ, পল্‌স।

" পিত্তের—ইউপ্যাট, সিনা।

" ingesta—সিনা, ইউপ্যাট, ফেরম, নেট্রম।

" mucus—পল্‌স।

" sudden—এপিস।

" টক sour—লাইকপ, রোবিনিয়া।

হাই-উঠা (yawning)—ইস্‌কুলস্‌, এণ্টিম-টার্ট, ইউপ্যাট।

হাই উঠলে খানিকক্ষণ মুখ খোলা থাকে বন্ধ হয় না—এণ্টিম-টার্ট।

---o---

শীত (Chill) স্থান ও তাহার ঔষধ—

[Chill begins in location]

---o---

শীত—পেটে আরম্ভ—এপিস, ব্রাই, ইগ্নেসিয়া।

" " " হইয়া অঙ্গুলিতে বিস্তৃত হয়—ক্যালেডিয়ম।

শীত—between knees & ankles—ল্যাকেসিস, চায়না।

" বাহুতে—বেল্‌, হেলেবোরস, ইগ্নেশিয়া।

" দুই বাহুতে—বেল।

" উপর বাহুতে—পরে বুকে ও পৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়—ইগ্নেশিয়া।

" কোমরে (Back) আরম্ভ—ক্যাপস, ইউপ্যাট, ল্যাকেসিস।

" " পরে উপর দিকে বিস্তৃত হয়—ক্যান্থারিস।

বাম বাহুতে শীত—কার্ব্বো-ভেজ নক্স-মস্কাটা।

ডান " " মার্করি।

শীত ক্রমে উপরে উঠে (ascends)—একন, আস´, জেল্‌স, চায়না।

" " পা হইতে বুকে উঠে—একন।

" ascends from upper part of the body to head—সিনা।

শীত—কোমরে—ক্যাকটস্‌, ক্যাম্ফর, ক্যান্থারিস, ইউপ্যাট, ইউপ্যাট-পর, জেলস, ল্যাকেসিস, লিডম্‌, লাইকপ, নেট্রম, নক্স, পলিপোরস, পল্‌স, সলফর।

শীত,—সমস্ত দেহে—ক্যাম্ফর, কার্ব্বো, চিনিনম, চায়না, ইগ্নেসিয়া, ল্যাকেসিস্‌, লাইকপ, মেজিরিয়ম, নক্স-মস্কেটা, নক্স-ভম, পলস, রসটক্স সিপিয়া, ষ্ট্র্যামোনিয়ম, ভেরেট্রম।

শীত—সমস্তদেহে এবং মাথায়, সেই সঙ্গে মুখমণ্ডলের আরক্তিম-ভাব ও উত্তাপ—আর্ণিকা।

" alternating with heat of face—ক্যাম্ফো।

" সেই সঙ্গে মুখমণ্ডলে দাহ-জনক উত্তাপ—যেন চক্ষু দিয়া আগুন বেরোয়—ক্যাম্ফো, সলফর।

শীত—দেহের এক ভাগে—ব্রাই, কার্ব্বো-ভেজ, কষ্টিকম, লাইকপ, ফস, সিপিয়া, সিলিসিয়া, রসটক্স, ভেরেট।

শীত—দেহের বাম ভাগে—কার্ব্বো, কষ্টিকম, লাইকপ, ল্যাকেসিস্, রস, থুজা।

" " দক্ষিণ ভাগে—ব্রাই, রস, থুজা।

" " " বামভাগে গরম—রসটক্স।

" " যে ভাগ চাপিয়া শো'য়—আর্ণিকা।

" বক্ষে—এপিস, ইগ্নেশিয়া, সলফর।

শীত—নিম্নগামী—ভেরেট্রম।

শীত—পদে—সাইলিসিয়া, সিপিয়া, মেজিরিয়ম্।

" পায়ের তলায়—কল্‌চিকম, ডিজিটেলিস।

" " যেন ঠাণ্ডা জলে ভেজা—সিপিয়া, মেনিয়াস্থিস্ লিডম।

" পাকস্থলীতে—আর্ণিকা।

———o———

শীত তাহার বৃদ্ধি ও তাহার ঔষধ—
[Chill aggravated]

——o——

শীতের বৃদ্ধি, হাওয়া লাগিয়া—নক্স, ক্যাপসিকম।

" " মুক্তবায়ুতে—আর্স,হেপার,মার্ক-সল,নক্স-ম,নক্স-ভম, পল্‌স।

" " নিদ্রা হইতে যতবার জাগে—এমন-মর।

শীতের বৃদ্ধি—বিছানা হইতে উঠিলে—নক্স, ক্যাম্ফ, সিলিসিয়া।

„ „ dampness exposure হেতু—এরেনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া, রস।

„ „ days cold during—একন, এরেনিয়া।

„ „ days rainy during—রস, ঐ

„ „ জলপানে—আর্স, ক্যাপ্সিকম, ক্রোকস, ইউপ্যাট, লোবিলিয়া, নক্স, রসটক্স ভেরেট।

„ „ আহারান্তে—বেল, গ্র্যাফাইটাস, রসটক্স।

„ „ আহারান্তে ও পানান্তে—ট্যারাক্সেকম।

„ „ আহার কালে—রসটক্স, লাইকপ ফেরম।

„ „ সন্ধ্যাকালে—পলস, কেলি-কার্ব্ব, লাইকপ, সিপিয়া, রসটক্স, সলফর।

„ „ নড়ন চড়নে motion by—একন, এণ্টিম-টার্ট, এপিস, চেলিডন, ব্রাই, ক্যাম্ফর, ক্যান্থারিস, হেপার, কেলি-কার্ব্ব, মার্ক-কর, নাইট্রিক-এসিড, নেট্রম-মর, নক্স-ভম, রসটক্স, সাইলিসিয়া থুজা।

„ „ নড়ন চড়নের পর after motion—আর্স, ব্রাই, পল্‌স, রসটক্স।

„ „ during rest—রসটক্স।

„ „ ঘরের ভিতর—এপিস, ব্রাই, ইপিকাক্।

„ „ গাত্র-স্পর্শনে—একন।

„ „ গাত্র খুলিলে—একন, এমন-মর, নক্স-ভম।

শীত—তাহার উপশম ও ঔষধ।

Chill Ameliorated By

———o———

শীতের উপশম— মুক্ত-বায়ুতে—ইপিকাক, গ্র্যাফাইটীস।

„ „ বিছানায় শুইয়া মুড়ী দিলে—পডো।

„ „ জলপানের পর—কষ্টিকম, ইপিকাক।

„ „ চাপিয়া ধরিলে—জেলস, ল্যাকেসিস।

„ „ খোলা বাতাসে বেড়াইলে—ক্যাপসিকম।

„ „ নড়িলে চড়িলে—ক্যাপসিকম্

„ „ external warmth from—আর্স, ইগ্নেশিয়া।

Alternating Heat & Chill—এমন-মর, আর্স, বেল, ক্যাল্‌কেরিয়া, এন্টিম, চায়না, হেপার, নক্স, মার্করি, রসটক্স, সলফর, সিপিয়া।

chill alternating with dry burning heat—বেল, ম্যালেরিয়া, পাইরোজিন।

Do—Do with thirst, then sweat—স্বাবাডিলা।

শীতাবস্থার লক্ষণ ও তাহার ঔষধ।

[Chill—symptoms during]

———o———

শীতাবস্থায়—পেট-ফোলা—কেলি-কার্ব্ব, সিনা।

„ ছটফটানি ও পেটেভার-বোধ—মার্ক-সল।

„ বায়ু অত্যন্ত উষ্ণ বোধ হয়—পলস, সিপিয়া।

„ ঘর অত্যন্ত গরম বোধ হয়—এপিস, পলস, সিপিয়া।

শীতাবস্থায় sensitiveness to cold—ক্যাম্ফর, ব্যারাইটা, ক্যান্থারিস, ডিজিটেলিস, কষ্টিকম, হেপার, সিলিসিয়া, মেজিরিয়ম, পেট্রোলিয়ম, ষ্ট্র্যামোনিয়ম থুজ।

" sensitiveness to open air—ব্যাপ্‌টিসিয়া, ক্যাপ্‌সিকম, হেপার, মার্ক, নক্স,

" ঠাণ্ডা হাওয়া গরম বোধ হয়—থুজা।

" পায়ের গাঁট-ফোলা (ankles swollen)—চিনিনম-সল্‌ফ।

" রাত্রে সমস্ত শরীরে যেন পিপীলিকা কামড়ায়—গ্যাম্বোজিয়া।

" অন্তর্যাতনা ও উদ্বেগ (anxiety)—একন, আর্স, ক্যাপসিকম,

" ক্ষুধা—বেস্—চিনিনম-সল্‌ফ।

" বাহু ঠাণ্ডা—বেল, ডিজিটেলিস, হেলিবোর, মেজিরিয়ম।

" বাহুতে পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা—ফস্‌ফোরিক-এসিড।

" বাহুর শিরা সকল ফোলা—চেলিডন।

" কোমর-ভাঙা (lameness of the small of the back) ককুলস।

" " ও টাটানি—লেপ্‌টাণ্ড্রা এণ্টিম-টার্ট।

" কোমরে তাপ দিতে বলে—ক্যাপসিকম, ইউপ্যাট।

" " " " অথচ উপশম বোধ করেনা—ইউপ্যাট।

" কোমরে যেন ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিয়াছে বোধ—এলুমেন।

" " ব্যথা—বেল, ক্যাপসিকম, চিনিনম-সল্‌ফ, ইউপ্যাট, নক্স-ভম, পডো, পলিপোরস।

" যেন রক্তের চলাচল হয় না বোধ—লাইকপ।

" রক্ত যেন ঠাণ্ডা—রসটক্স।

" দেহ ঠাণ্ডা অথচ অন্তরে গরম—ইউফরবিয়া, সিকেলি।

শীতাবস্থায় মুখমণ্ডল রক্তিম ও ফোলা-ফোলা—বেল, এমন-মর।
" " জ্বালা—মিউরিয়াটিক-এসিড।
" " জ্বালা ও ফুলো-ফুলো—লাইকপ্।
" " নীলাভ—নেট্রম, নক্স, ষ্ট্র্যামোনিয়ম।
" " নীলাভ ও ঠাণ্ডা—ক্যাম্ফর, সিনা, ড্রোসেরা, হেপার, নক্স-ভম, পেট্রোলিয়ম, পল্স, রস, সিকেলি, ষ্ট্র্যামো, ভেরেট।
" " flushed—গ্লোনয়িন, বেল।
" " গরম (hot) একন, এপিস, আর্ণিকা, বেল, ফেরম, হায়স, নক্স, রস টক্স, ষ্ট্র্যামোনিয়ম।
" " ঐ ও রক্তিম—আর্ণিকা।
" " ঐ অন্য অঙ্গ ঠাণ্ডা—আর্ণিকা, ডিজিটেলিস।
" " pale রক্তশূন্য—ক্যাম্ফর, সিনা, হেপার, নক্স ম, পলস, ভেরেট।
" মুখ pale যখন শুইয়া থাকে, কিন্তু উঠিয়া বসিলে লাল—বেল।
" মুখমণ্ডলের দক্ষিণার্দ্ধ (right half) গরম ও শুষ্ক—ড্রোসেরা।
" মুখমণ্ডল লাল (red)—এমন-মর, বেল, হাইয়স, ইগ্নেশিয়া, নক্স, রস, সলফর, মেলিলোটস।
" মুখমণ্ডল red and pale পর্য্যায়ক্রমে alternately—রসটক্স।
" মুখমণ্ডলের twitching এবং উহা বামদিকে অধিক—ট্যারেন টিউলা।
" মূর্চ্ছার ভাব (fainting)—ভ্যালেরিয়ান।
" " " মৃত্যুতুল্য (death-like) এলুমিনা।
" অনবরত পাখার হাওয়া খাইবার ইচ্ছা—কার্ব্বো-ভেজ।

শীতাবস্থায় পা'য় জ্বালা ও পর্য্যায়ক্রমে ঠাণ্ডা—গ্র্যাফাইটীস্।

" পা ঠাণ্ডা—একন, এপিস, ব্যারাইটা, বেল, ক্যান্থারিস, কার্ব্বো, কষ্টিকম, চায়না, ফেরম, হেপার, হাইয়স্, লাইকপ, মেনিয়াস্থিস; মের্কিরিয়ম, নাইট্রিক-এসিড, ওপিয়ম, ফস, সোরিনম, পল্‌স, স্যাম্বুকস, সিপিয়া, সিলিসিয়া, ষ্ট্র্যামো, থুজা, ভেরেট্রম্।

" পা ঠাণ্ডা ও বক্রী শরীরে ঘর্ম্ম—এণ্টিম-ক্রুড, কার্ব্বো-ভেজ।

" পা'য় ঠাণ্ডা ঘাম—মিউরিয়াটিক-এসিড।

" পা'য় Stinging & Pricking—এপিস্, ইউপ্যাট।

" পা ঠাণ্ডা সেই সঙ্গে oppressed breathing—এপিস।

" পা'য় খিল-ধরা (Cramps)—কুপ্রম, সিকেলি, ম্যাগ্নেসিয়া-ফস, নক্স, জ্যাট্রোফা।

" পা'য় dead-feeling—পল্‌স, সিড্রন।

" " শোথের মত ফোলা—কেলি-আয়ড, ইউপ্যাট, লাইকপ., আর্স।

" পা বরফের মত ঠাণ্ডা icy cold—এণ্টিম-ক্রুড, ক্যালাড., মেনিয়াস্থিস, ফস, ভেরেট, কার্ব্বো-ভেজ।

" পায়ের তলা ঐ—নাইট্রিক-এসিড, ফাইটোলক্কা।

" হাত ও পায়ের " ঐ—ক্যান্থারিস, কার্ব্বো-ভেজ।

" এক পা ঠাণ্ডা এক পা গরম—পল্‌স, লাইকপ, চেলিডঁন।

" পা এত ঠাণ্ডা যে মনে হয় জলে ভেজান—সিপিয়া, লিডম, ক্যাল্ক।

" আঙুল—নীল—নেট্রম, নক্স, ট্যারেনটিউলা।

" ঐ ঠাণ্ডা—এপিস, ক্যাক্টস, নেট্রম, সিপিয়া, ট্যারাক্সেকম্।

শীতাবস্থায় আঙুল যেন জলে ভিজে কুঁক্‌ড়ে সিটে ধরা (Shrivelled) ক্যান্‌চালাগুয়া।

" ঐ শক্ত হওয়া Stiff—ফেরম, ষ্ট্যানম।

" খাদ্যে অনিচ্ছা—ককুলস, কলচিকম্‌, কেলি-কার্ব্ব।

" খাদ্যে স্বাদ পায় না (tasteless)—আস´।

" কপালে ঠাণ্ডা ঘাম—সিনা, চায়না ভেরেট।

" " গরম „ (hot)—একন, লিডম, ক্যালকেরিয়া।

" " ঘাম—ব্রাই, চায়না, সিনা, ডিজিটেলিস্‌।

" " বেদনা—নেট্রম।

" হাই-উঠা (gaping)—ইলাট, নক্স, এলুমিনা, লাইকপ।

" " যেন ঘোড়ার ডাকের শব্দের ন্যায়—ইলাট।

" হাত—নীল—জেল্‌স, নক্স, নেট্রম, ষ্ট্র্যামো।

" " মুঠা বাঁধে—সাইমেক্স, কুপ্রম, ইথুজা, গ্লোনয়িন।

" " ঠাণ্ডা—আর্ণিকা, ক্যাক্‌টস, ক্যাম্ফর, ক্যান্থা, কার্ব্বো, চেলিডন, ফেরম, হেপার, হাইয়স, ইপিকাক, লিডম, লাইকপ, মেনিয়ান্থিস্‌, মার্ক-সল, মেজি, নেট্রম, নাইট্রিক-এসিড, নক্স, ওপিয়ম্‌, ফস, পলিপোরস্‌, পল্‌স, রস, স্যামবুকস, সিপিয়া, ষ্ট্যানম্‌, সিকেলি, ট্যারাক্স, থুজা, ভেরেট্রম।

" হাত গরম—এপিস।

" „ ঠাণ্ডা ও চট্‌চটে—সিপিয়া।

" এক হাত ঠাণ্ডা অপর হাত গরম—চায়না, লাইকপ, ডিজি, চেলিডন্‌।

" হাতের অসাড়-ভাব numbness—পলস্‌, সিপিয়া।

" হাতের তেলো ভিজে চট্‌চটে moist—ষ্টিক্‌টা।

শীতাবস্থায় হাতের তেলো stiff—কেলি-কার্ব্ব।
" হাতে ঠাণ্ডা ঘাম—সিনা।
" হাত মনে করে ভিজা—ইপিকাক।
" মাথা গরম—আর্ণিকা, বেল, ষ্ট্র্যামোনিয়ম।
" " " কিন্তু হাত পা ঠাণ্ডা—নেট্রম-কার্ব্ব, আর্ণিকা, ওপিয়ম।
" " " কেবল—আর্ণিকা, ওপিয়ম।
" মাথা গরম কিন্তু বক্রী দেহ ঠাণ্ডা—আর্ণিকা।
" মাথায় বেদনা—বেল, গ্লোনয়িন, নেট্রম, সিপিয়া।
" মাথায় বেদনা extrernally—হেলিবোর।
" মাথা যেন গজাল দিয়া বদ্ধ Screwed up—গ্লোনয়িন, ইগ্নে।
" মাথায় ফোঁটান-ব্যাথা Stinging—এরেনিয়া।
" মাথায় প্রচুর ঘর্ম্ম—ওপিয়ম।
" মাথা-কাঁপা—ককুলস।
" মাথা-ব্যথা—এরেনিয়া, বেল, ইউপ্যাট, ইগ্নেশিয়া, নেট্রম, পল্‌স, সিপিয়া, সলফর।
" মাথা-ব্যথা—মুক্তবায়ুতে তাহার একেবারে উপশম—এরেনিয়া।
" মাথা-ব্যথা—কপালে অধিক—নেট্রম, ইউপ্যাট।
" বক্ষে palpitation বুক-ধড়ফড়ানি—জেল্‌স, ফস, লিলিয়ম্।
" " বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ—কেলি-কার্ব্ব, নেট্রম।
" " spasms & pains—ক্যাল্‌কেরিয়া।
" শীতে কেহ চাপিয়া ধরিয়া রাখে ইচ্ছা করে—জেল্‌স, ল্যাকেসিস্।
" " জোরে ঐ ঐ —ল্যাকেসিস।
" গলাভাঙা (hoarseness)—হেপার, কষ্টিকম্।
" ক্ষুধা—সিনা, সিলিসিয়া,

শীতাবস্থায় শীতের প্রথমভাগেই ক্ষুধা—ফাইটোলক্কা।
" মূর্চ্ছা (Hysteria)—ইউপ্যাট-পর।
" গরম জল পানেচ্ছা—ক্যাস্‌কেরিলা, সিড্রন।
" বদ্‌-মেজাজ ill-humor—ইগ্নেশিয়া।
" মনে করে যেন বরফে শো'য়—লাইকপ।
" jerkings—ষ্ট্র্যামো।
" সন্ধিস্থানে বেদনা—পডো, সিমিসিফিউগা।
" বাম কিড্‌নীতে বেদনা—মিলিফোলিয়ম।
" হাঁটু ঠাণ্ডা—এপিস, কলচিকম, কার্ব্বো-ভেজ, ইগ্নেশিয়া, সিলিসিয়া।
" চক্ষু দিয়া জলপড়া—ইলাট,ইউফ্রেসিয়া নেট্রম,এলিয়ম্‌-সিপা।
" শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা—ল্যাকেসিস, সিপিয়া, সিলিসিয়া।
" অগ্নির নিকট শুইতে ইচ্ছা—ল্যাকেসিস।
" ঠোঁট নীল—চিনিনম, নেট্রম, নক্স, সিকেলি, ইউপ্যাট।
" লিভার-স্থানে বেদনা—ব্রাই,চায়না, নক্স, পডো।
" বকুনি—পডো।
" Moaning—ইউপ্যাট।
" মুখ-শোষ (Dryness)—মেজি, পেট্রো, থুজা।
" " " অথচ পিপাসার অভাব—বার্ব্বেরিস্‌, নক্স-মস্কেটা।
" মুখে গেঁজ্‌লা (Foam)—সিনা, থেরিডন।
" বমন মিউকস—পল্‌স।
" পেশীতে বেদনা—আর্ণিকা, ব্যপ্‌টিসিয়া।
" পেশী সকলের অসাড়ে স্পন্দন Involuntary movement —ট্যারেনটিউলা।

শীতাবস্থায় নখ নীল—কার্ব্বো, চায়না, ইউপ্যাট,নেট্রম,নক্স,পেট্রোলিয়ম, থুজা।
„ নখ শাদা—সিলিসিয়া।
„ বিবমিষা (Nausea)—আর্স, ইপিকাক, লাইকপ, নেট্রম, স্যাবাডিলা।
„ বিবমিষা জলপানের পর—আর্স, ইউপ্যাট।
„ „ জলপানে উপশম—লোবিলিয়া।
„ গোলমাল-ভীতি (Noise-dread)—ক্যাপ্সিকম, হায়স।
„ নাক ঠাণ্ডা—প্লম্বম, পলিপোরস, ট্যারাক্স।
„ নাকের আগা ঠাণ্ডা—সিড্রণ।
„ নাক লাল—বেল।
„ নাকে ঠাণ্ডা ঘাম—সিনা।
„ চক্ষু-কনীনিকা Contracted—একন, জেল্স।
„ Dilated—একন, বেল, ইপিকাক।
„ শ্বাস-প্রশ্বাসে অসামর্থ্য—এপিস, থুজা, কেলি-কার্ব্ব।
„ ছট্ফটানি—আর্স, ক্রিয়োজোট।
„ সমস্ত শরীরে বাতের মত বেদনা—আর্ণিকা পাইরোজিন,রস, টিউবাকু লিনম্।
„ অঙ্গে সাড় থাকেনা Loss of sensation—ল্যাকেসিস।
„ গাত্র-চর্ম্মে চুলকানি—হেপার, পেট্রোলিয়ম।
„ নিদ্রা—এপিস, কেলি-আয়ড, নেট্রম, মেজি, ওপিয়ম।
„ গভীর ঘুম ও নাকডাকা—ওপিয়ম, ন্যরোসিরেসস।
„ ঘুমঘুমভাব (sleepiness)—এণ্টিম-টার্ট, নেট্রম, নক্স-মস্কেটা, ওপিয়ম, ফস।

শীতাবস্থায় হাঁচা—সোরিনম।

„ মেরুদণ্ডে ব্যথা—চিনিনম।

„ প্লীহায় বেদনা—ব্রাই, চিনিনম, ইউপ্যাট, পডো, ইউক্যালিপ্‌টস্‌, সিয়ানোথস।

„ দেহ Rigid—ওপিয়ম।

„ ঘর্ম্ম সমস্ত দেহে, যেন প্রত্যেক চুলে ঘাম ফোঁটা ফোঁটা—হেলিবোরস।

„ আস্বাদ-তিক্ত—হেপার।

„ ঘর্ম্ম—শীতের সহিত—একন, ক্যাল্কেরিয়া, ক্যামো, চায়না, ইউপ্যাট, লিডম, ওপিয়ম, পলস, রসটক্স, ভেরেট।

„ পিপাসা—এপিস, আর্ণিকা, আর্স, ব্রাই, ক্যাল্‌কেরিয়া, ক্যাপ্‌সিকম, কার্ব্বো, চিনিনম, ইউপ্যাট, ইউপ্যাট-পর, ফেরম, ইগ্নেসিয়া, লিডম, নেট্রম, রস, সিকেলি, সিপিয়া, ভেরেট্রম।

„ পিপাসা অত্যধিক—এপিস, আর্ণিকা, ব্রাই, ক্যাপ্‌সিকম ইউপ্যাট, ইগ্নেসিয়া নেট্রম।

„ পিপাসায় প্রচুর পরিমাণে জল পান করে—ব্রাই, নেট্রম।

„ পিপাসায় অল্পপরিমাণে ঘন ঘন জল খায়—আর্স, ইউপ্যাট।

„ পিপাসার অভাব—এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, এরেনিয়া, বেল, ক্যাকটস, ক্যাম্ফর, ক্যান্থারিস, কার্ব্বো-এন, সিড্রন, ক্যামো, সিমি, সিনা, চায়না জেল্‌স, ইপিকাক, পল্‌স।

„ দন্তশূল—কার্ব্বো-ভেজ, রস।

„ Trismus খেঁচুনি—ল্যাকেসিস।

„ অজ্ঞান-ভাব (Unconsciousness)—বেল, হেপার, নেট্রম।

„ গাত্র অনাবৃতে বেদনা-বোধ—ষ্ট্যামোনিয়ম।

শীতাবস্থায় গাত্র অনারৃত করিলে শীত অথচ আবৃত করিলে দম আটকায়—আর্জ্জেণ্টম-নাইট্রাস্।

" প্রস্রাব-নালিতে ব্যথা—ক্যান্থারিস,সার্স্া, পেট্রোসিলিনিয়ম।

" প্রস্রাব ঘন ঘন—ক্যান্থা, সলফর ঐ।

" জরায়ুতে (Uterus) বেদনা—ক্যাল্কেরিয়া-ফস।

" আমবাত (Urticaria)—হেপার, এপিস।

" আমবাত—শীত বদ্ধ করিলে, সমস্ত দেহে—ইলাট।

" বমন—ইউক্যাল, ভেরেট, আর্স, ইউপ্যাট, ইপিকাক, নক্স, লাইকপ।

" বমন পিত্ত—আর্স, ইউপ্যাট, ইপিকাক্,।

" বমন জলপানের পর—আর্স, আর্ণিকা, ইউপ্যাট, নক্স।

" Of ingesta—ফেরম, ইগ্নেশিয়া।

" " মিউকস—ক্যাপ্‌সিকম্, ইগ্নে, পল্‌স।

" " শাদা কিন্তু Transparent নহে—কেলি-মর।

" " টক—লাইকপ, রোবিনিয়া, নেট্রম-ফস, সলফিউরিক-এসিড।

শীতে গরম চাহে—সিকুটা, কোনায়ম, ল্যাকেসিস।

" স্র্য্যের গরম (রৌদ্র) চাহে—কোনায়ম।

" বাহ্যিক গরম সহ্য করিতে পারে না—এপিস, ইপিকাক, পলস, সিপিয়া।

শীতাবস্থায় বেদানায় হাতের কব্‌জি যেন ছিঁড়িয়া ফেলে—পডো।

শীতের পরে লক্ষণ ও তাহাদের ঔষধ।

—o—

শীতর পরে বুকে Spasmodic pain—কেলি-কার্ব্ব।
" পেটে কলিক—এন্থ্রাসিন্।
" কোলাপ্স— ঐ কেলি-সায়ানাইড
" কাশী শুষ্ক ও অবিরাম এবং গলায় শুড়শুড়ি সহ—রস-টক্স, সাইমেক্স।
" চক্ষুর পাতায় চুলকানি—সিড্রন।
" ঐ ঐ লাল —ঐ।
" মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণের—ডিজিটেলিস।
" পা'য় শীতলতা (Coldness)—পেট্রোলিয়ম।
" জ্বর খুব Low সেই সঙ্গে *bronchial* বা শ্বাসযন্ত্রের অন্য পীড়া—ষ্ট্যানম্।
" হাতে-শীতলতা—সিড্রণ।
" মাথাব্যথা—সামনের দিকে (frontal)—এণ্টিম-টার্ট, সিড্রণ, চিনিনম-সল্ফ, মার্ক-সল, নেট্রম।
" ঐ—দপ্দপানি পশ্চাৎদিকে (occipital)—ড্রোসেরা।
" ঐ—অত্যধিক, সেই সঙ্গে লংসে টাটানি-ব্যথা—এলাণ্টস্।
" হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে বরফের ন্যায় শীতলতা—নেট্রম-মর।
" Heat-flushes—নেট্রম-ফস্।
" Heat-flushes সেই সঙ্গে পিপাসা ও ঘর্ম্ম—এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, ক্যাপ্সিকম্।

শীতের পরে—গাত্র-চুলকানি ভয়ানক—পেট্রোলিয়ম।

" মুখ-শোষ Dryness of the mouth—কেলি-বাইক্রম।

" বিবমিষা (Nausea)—একন, এনথ্রাসিন, ইউপ্যাট, কেলি-কার্ব্ব।

" কাট্‌বমি—জলপানের পর—এণ্টিম-টার্ট আর্স।

" নাকের ডগা অতিশয় শীতল—অথচ মুখমণ্ডলে খুব তাপ ও জ্বলন—সিড্রণ।

" অত্যন্ত অবসাদ Prostration—আর্স, নেট্রম।

" ছট্‌ফটানি—এপিস, ক্যাম্ফর।

" কাঁপুনি—আহার ও পানের পর—ক্যাপ্‌সিকম, লাই-কপ্‌।

" ঐ প্রত্যেকবার জলপানের পর—ক্যাপ্‌সিকম।

" নিদ্রা—এপিস, নক্স-ম।

" ঘর্ম্ম—আর্স,ক্যাপসিকম,ব্রাই, কষ্টিকম, ইউপ্যাট, ইগ্নেশিয়া, ইপিকাক, লাইকপ, মেজি, নক্স, পেট্রোলিয়ম, পল্‌স্‌, ভেরেট।

" ঘর্ম্ম—ঠাণ্ডা—এন্থ্রা, আর্স, পাইরোজিন, ভেরেট।

" ঐ টক্—লাইকপ।

" স্বাদ—তিক্ত—ডিজিটেলিস, ব্রাই, পল্‌স।

" পিপাসা—আর্স,চায়না, সিমিসিফিউগা, ড্রোসেরা, স্যাবাডিলা।

পিপাসা সেই সঙ্গে উত্তাপের অভাব—ক্যান্থারিস।

ঐ তত্রাচ জলপান করিতে পারে না, জলপান করিলে অসহনীয় মাথাব্যথা হয়—স্নাইমেক্স।

শীতের পরে আমবাত (Urticaria)—এপিস।
" বমন—এণ্টিম-টার্ট, ইউপ্যাট, লাইকপ, নেট্রম।
" ঐ সেই সঙ্গে বক্ষে Spasmodic pain—কেলি-কার্ব্ব।
" ঐ পিত্তের—ইউপ্যাট; কেলি-কার্ব্ব, নেট্রম।
" ঐ টক—লাইকপ, নক্স।
" ঐ ঐ ও চাপ চাপ—নেট্রম-ফস্।
" ঐ প্রতিবার জলপানের পর—ইউপ্যাট।
" দুর্ব্বলতা—আর্স, লাইকপ্।

দ্রষ্টব্য।—উপরি-উক্ত লক্ষণ সকল শীতাবস্থার বা শীতের পরে অথচ উত্তাপাবস্থার অথবা উত্তাপ প্রকাশের পূর্ব্বে বা প্রথমভাগেই প্রকাশিত হয়—ইহা স্মরণ করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে।

উত্তাপ (Heat)।

[উত্তাপের বৃদ্ধি (aggravation.)]

উত্তাপের বৃদ্ধি—মুক্তবায়ুতে—নক্স।
" বিছানায়—মার্ক-সল।
" গাড়ীতে চড়িলে ও চলিলে—গ্র্যাফাইটীস, সোরিনম।
" জলপানে—ক্যাল্কেরিয়া, ককুলস।
" আহারের পর—এমন-কার্ব্ব, কষ্টিকম, সিপিয়া।
" পরিশ্রম করিলে (exercising when)—এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, ক্যাম্ফর, চায়না, নক্স, সিপিয়া, ষ্ট্র্যামো।
" রাত্রি দ্বি-প্রহরের পর—ড্রোসেরা, আর্স, সিলিসিয়া।

উত্তাপের বৃদ্ধি—নড়াচড়ায় (motion)—ক্যাম্ফর, চায়না, সিপিয়া, ষ্ট্র্যামো।

" রাত্রে—সিনা, সিলিসিয়া।

" গোলমালের পর (noise after)—নক্স, কোনায়ম।

" চুপ করিয়া যখন বসিয়া থাকে—ফস, সিপিয়া।

" নিদ্রাকালে—স্যাম্বুকস, পেট্রো।

" নিদ্রার পর—সিনা, ল্যাকেসিস।

" বেড়াইলে (walking when) ক্যাম্ফর, চায়না।

" অগ্নির উত্তাপে—এপিস, ব্রাই, ইগ্নেসিয়া, পলস, কার্ব্বো, গ্লোনয়িন।

" বদ্ধ ঘরের উত্তাপে—এপিস, ইপিকাক, নেট্রম।

" সেঁত-সেঁতে কালে (Damp weather)—ডল্কা, রসটক্স।

উত্তাপের উপশম (Amelioration)

—o—

উত্তাপের উপশম—মুক্ত-বায়ুতে—নেট্রম।

" " গাড়ী চড়িলে—নাইট্রিক-এসিড।

" " আহারের পর—এনাকার্ডিয়ম, চায়না ফেরম।

" " কৃত্রিম উত্তাপে (artificial heat) আর্স, ইগ্নেসিয়া।

" " নড়িলে চড়িলে (motion by) ক্যাপ্সিকম, ফেরম।

উত্তাপের উপশম বসিয়া থাকে যখন—ব্রাই, নক্স।
" " অনাবৃত থাকিলে—একন, আর্স, ইগ্নে, পলস, সল্ফ।
" " বেড়াইলে (walking) ক্যাম্ফর।

উত্তাপ—অবস্থিতি।

—o—

উত্তাপ-অবস্থিতি—ইসকুলস, এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, একন, এপিস, আর্নিকা, আর্স, ব্যাপ্‌টি, বেল, ব্রাই, ক্যাক্‌টস, ক্যাল্‌কেরিয়া, ক্যান্থারিস, ক্যাপ্‌সিকম্‌, কার্ব্বো, সিড্রন, চেলিডন, কোনায়ম, চিনিনম, সিনা, চয়না, ইউ-ক্যালিপটস, ইউপ্যাট, ফেরম, ফেরম-ফস, জেলস, গ্র্যাফাইটিস, হেলেবোর, ইগ্নেশিয়া, ইপিকাক, কেলি-কার্ব্ব, কেলি-আয়ড, ল্যাকেসিস্‌, লাইকপ, মার্কসল, মেজিরিয়ম, নেট্রম, নাইট্রিক-এসিড, নক্স, ওপিয়ম, ফস, পলস, পডো, পাইরোজিন, রসটক্স, সামবুকস, সিকেলি, স্পঞ্জিয়া, সিপিয়া, স্কুইল, ষ্ট্র্যামোনিয়ম, সিলিসিয়া, ভেরেট, ভেরেট্রম-ভাইরাইড।

উত্তাপ—অভাব।

—o—

উত্তাপ অভাব—এরেনিয়া, ক্যাম্ফর, ক্যাপসিকম, কষ্টিকম, সাইমেক্স, এসিড-ফস, রস, থুজা।

উত্তাপাবস্থার লক্ষণ সমূহ ও তাহার ঔষধ।

—— o ——

উত্তাপাবস্থায়—পেটফোলা (distended abdomen)—আর্স।

" পেটে উত্তাপ (heat in abdomen)—এপিস্, আর্স, ক্যাক-টস্, ক্যান্থারিস, সাইকুটা, রস-টক্স।

" পেটে বেদনা—আর্স, ক্যাপ্সিকম্, কার্ব্বো-ভেজ, সিনা, ইগ্নে, নক্স, লেপ্টাণ্ড্রা, রসটক্স।

" পেট যেন ফুলিয়া থাকে (puffed-up sensation as if)—ক্যাল্কেরিয়া-আর্স।

" পেটে দপ্দপানি—কেলি-কার্ব্ব।

" উত্তেজনা ও উদ্বেগ—একন।

" " " সেই সঙ্গে বক্ষে ভার-বোধ (anguish with oppression in the chest—একন।

" গৃহের বাতাস (air) অসহনীয়-বোধ।—এপিস।

" ক্ষুধার লোপ (loss of appetite)—চায়না, ল্যাকেসিস।

" ভেবাচাকার মত মুখ (besotted)—জেলস,ব্যাপটিসিয়া।

" মুত্র-নলীতে বেদনা—ক্যাকটস্, এপিস, ক্যান্থারিস, কষ্টিকম্।

" দেহের রক্ত গরম হইয়াছে মনে হয়—আর্স, বেল, রসটক্স।

" Blood vessels distention of—বেল, চিনিনম, চায়না।

" সমস্ত শরীর লাল—ক্যান্থারিস, বেল, মেলিলোটস,ফেরম্-ফস্, রস।

" হাড়ের ভিতর বেদনা—আর্স,ইউপ্যাট, ইউপ্যাট-পর, নেট্রম।

উত্তাপাবস্থায়—নিঃশ্বাস গরম (hot breath)—ক্যাল্কেরিয়া-ফস ও আর্স।

" শ্বাস দ্রুত ও উদ্বেগপূর্ণ (breathing anxious and rapid) —একন, পল্‌স।

" শ্বাস deep—ল্যাকেসিস্।

" শ্বাস oppressed— এপিস্, আর্স, সিমিসি, ক্যাকটস, কার্ব্বো, ইপিকাক, কেলি-কার্ব্ব।

" শ্বাস—short—সিনা, সিলিসিয়া।

" সমস্ত দেহে টাটানি Bruised feeling—আর্নিকা, ব্যাপটিসিয়া, রসটক্স পাইরোজিন।

" পা ছাড়া সমস্ত শরীরে জ্বালাকারী বেদনা—মার্ক-সল, এপিস।

" ভয়ানক জ্বলন ও দাহ—জেল্‌স।

" পায়ের ডিমে খিলধরা (cramps in the calves)—ম্যাগনে-

" সিয়া-ফস।

" ক্যারোটিড আর্টারীর অর্থাৎ কপালে দপ্-দপানি (throbbing of carotids) —বেল, হাইপারিকম্।

" এক গণ্ডে আরক্তিমতা ও উত্তাপ—ইগ্নে, ইপিকা, ক্যামো।

" বাম গণ্ডে খানিকটা স্থল লাল (red spot)—লাইকপ।

" ডান গণ্ডে ঐ ঐ ঐ —ল্যাক্‌নানথিস্।

" একগণ্ড লাল অপর গণ্ড pale—একন, ক্যামো, ইপিকাক, পলস।

" দুই গণ্ডে ভয়ানক আরক্তিমতা ও উত্তাপ—সিনা, ইউপ্যাট, ভেরেট।

" দুইগণ্ডে উত্তাপ ও আরক্তিমতা আভ্যন্তরিক-(subjectively) ভাবে বোধ কিন্তু বাহ্যিক,(objectively) দৃষ্ট হয় না—চায়না।

উত্তাপাবস্থায়—বক্ষে দাহ (chest burning)—এপিস।

" বক্ষে oppression—একন, এপিস, ইপিকা, কেলি-কার্ব্ব ল্যাকেসিস।

" বক্ষে stitches—একন, ব্রাই, কেলি-কার্ব্ব, নক্স।

" সম্পূর্ণ অজ্ঞান অচৈতন্যভাব (Coma)—আর্ণিকা, ইগ্নে, ওপিয়ম, নক্সমস্কেটা, লরোসিরেসস।

" প্রায় জ্ঞানলোপ (consciousness almost loss of)—এসিড-ফস।

" কোষ্টবদ্ধতা (constipation)—লাইকপ, ব্রাই, নেট্রম, নক্স, সিপিয়া, সিলিসিয়া, ওপিয়ম।

" তড়্কা (convulsions)—হায়স, নক্স, ওপিয়ম, বেল, ষ্ট্র্যামোনিয়ম ইগ্নেশিয়া, গ্লোনয়িন।

" কাশি (cough)—একন, ব্রাই, ড্রোসেরা ইপিকাক, লোবিলিয়া, ফেরম-ফস, সলফর, আর্স।

" কাশি with pleuritic stitches—ব্রাই, একন, কেলি-কার্ব্ব।

" " Short hacking cough from tickling in throat-pit—লোবিলিয়া, সাইমেক্স।

" কাশি যাহাতে বমন ও বিবমিষা উত্তেজিত হয়—ইপিকাক।

" কাশিতে যেন বুক ছিঁড়ে গেল—হায়স।

" কাশি শুষ্ক—বেল।

" চক্ষু ন্যবার মত হলদে (jaundiced hue of)—চিনিনম।

" প্রলাপ-বকা-(Delerium)—এলান্টস, এন্টিম-টার্ট, আর্ণিকা,

আর্স, বেল, কার্ব্বো, চিনিয়ম, সিনা, চায়না, জেল্‌স, ইগ্নে, ল্যাকেসিস, নেট্রম-মর, নক্স, ওপিয়ম, পডো, সোরিনম পাইরো ষ্ট্র্যামোনিয়ম, ভেরেট, ভেরেট-ভিরিডি।

উত্তাপাবস্থায় উদরাময়—সিনা, রসটক্স।

" " পিত্তজ—আইরিস (টাইফয়েড-জ্বরে উদরাময়-অধ্যায় দেখ)।

" " কালবর্ণের—লেপটাণ্ড্রা, ভেরেট-ভিরিডি।

" " যেদিন জ্বর থাকেনা—আয়ড।

" " তাহাতে জলপানে অনিচ্ছা—কোনায়ম, হেলিবোর, নক্স, পল্‌স।

পানিয়জল অতিশয় ঠাণ্ডা বোধ হয়—বেল।

" ঠাণ্ডা জলপানে গা-বমি-বমি—লাইকপ্‌।

" স্বল্প-পরিমাণে জলপান করে—আর্স, চায়না, লাইকপ্‌।

" গরম জলপানে ইচ্ছা—সিড্রণ, ক্যাসকেরিলা, ইউপ্যাটপর।

" ঘোর-ঘোর-ভাব (Drowsiness)—এপিস, এণ্টিম-টার্ট, বিসমথ, ফসফোরিক-এসিড, নক্স-মস্কেটা।

" শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা (Dyspnœa)—একন, এপিস, আর্ণিকা, আর্স, ক্যাক্‌টস্‌, ক্যাম্ফর, কার্ব্বো, কেলি-কার্ব্ব, ফস, সিপিয়া।

" এক সঙ্গে উত্তাপ ও দাহ (গাত্র জ্বালা)—ইগ্নেশিয়া।

" কাণ ঠাণ্ডা—ইপিকাক

" কাণে উত্তাপ (Heat)—ক্যাপসিকম, ল্যাকেসিস, চায়না, সল্ফ

" " humming—এসিড-বেনজ, নক্স।

উত্তাপাবস্থায় কানে বেদনা—বেল, ফেরম-ফস, ক্যালাড।

" " ringing in—চিনিনম।

" " Roaring in—নক্স।

" নাক দিয়া রক্ত পড়া (Epistaxis)—ক্রোটেলস্, ফস।

" ঢেঁকুর (টক্) উঠা—রোবিনিয়া, লাইকপ।

" মৃগী (Epilepsy)—হায়স, ষ্ট্রামোনিয়ম।

" উত্তেজনা (excitability)—একন, কোনায়ম।

" হাতে পায়ে (extremeties) বেদনা—ইউপ্যাট্, ইউপ্যাট-পর।

" " " twitchings—জেলস, হায়স, ইগ্নে, বেল।

" " " ঠাণ্ডা চট্‌চটেভাব—মার্ক কর।

" " ভয়ানক দুর্ব্বলতা—ভেরেট-ভাই।

চক্ষুর পাতা খুলিতে যেন পারে না—জেল্‌স্, সিপিয়া, কষ্টিকম্।

" চক্ষুর উপর পাতা ফোলা—কেলি-কার্ব্ব, এপিস্ আর্স।

" নিম্নপাতা " " এপিস, আর্স।

" চক্ষুর কণীণিকা সঙ্কুচিত (pupils contıacted)—জেলস, ওপিয়ম, ফাইসস্টিগমা।

" চক্ষুর কণীণিকা dilated—বেল, সিনা, হেলেবোর।

" চক্ষু কেবল রগ্‌ড়ায়—সিনা।

" চক্ষুর দুর্ব্বলতা—নেট্রম, কার্ব্বো, সিপিয়া।

" চক্ষু-জ্বালা—এন্‌থ্রা, চায়না সলফর আর্স, একন।

" চক্ষু উজ্জ্বল (brilliant)—জেল্‌স।

" মুখমণ্ডলে জ্বালা যেন এখুনি ঘাম হইবে—ব্যাপ্‌টিসিয়া।

" " " জ্বালা অথচ দেহ ঠাণ্ডা—জিন্‌কম্।

" মুখমণ্ডল ফুলো Bloated—ব্যাপ্‌টি, ষ্ট্র্যামো।

উত্তাপাবস্থায় মুখমণ্ডল কেবল ধুইতে চায়—এসিড-ফ্লুরিক।

" মুখমণ্ডলের Coldness—ইপিকাক।

" Flushed ভাব—বেল, গ্লোনয়িন।

" মুখমণ্ডল—গরম (Hot)—বেল, সিনা, ইউপ্যাট, জেলস, লাইকপ, ইপিকাক্ ল্যাকেসিস, স্যামবুকস, ভেরেট, ভেরেট-ভির, ফেরম-ফস, কেলি-সল্‌ফ।

" মুখমণ্ডলে হ্যাবার রঙ Jaundiced hew of—চিনিনম।

" " Paleness—আওডিন্, ব্রাই সিনা, ইপিকাক।

" " ঐ উঠিয়া বসিলে—একন, ভেরেট-ভাই।

" " রক্তিমবর্ণ (Red)—একন, বেল, ক্যাকটস্, ক্যাপ্সিকম, কার্ব্বো, চিনিনম, চায়না ফেরম, গ্লোনয়িন ইগে, নক্স, ফেরম, ফস্, নক্স-ম ওপিয়ম, পেট্রোলিয়ম, পল্‌স, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, ষ্ট্র্যামোনিয়ম, সলফর।

" মুখমণ্ডল Red and pale alternately—একন, বেল, ইপি-কাক, ক্যাপ্‌সিকম, নক্স, ওপি, ফস, পল্‌স।

" ঐ Red and flushed—বেল, গ্লোনয়িন, মেলিলোটস ক্রোটেলস্।

" " " " যখন শুইয়া থাকে—একন।

" " " " এবং জ্বলন কিন্তু One side only—ইগ্নে।

" মুখমণ্ডল লাল ও চক্ষু-জ্বালা—জিন্‌ক।

" মুখমণ্ডল লাল কেবল ডানদিকে—স্যাক্‌নানথিস।

" " ঘোর (কালচে ভাবের)—ল্যাক্‌নানথিস্ সিলিসিয়া।

" Face red dark and distention of blood vessels—ক্যাম্ফো, চায়না, ক্রোকস্, গ্লোনয়িন।

উত্তাপাবস্থায় Face red mahogany hue—ক্রোটেলস, ইউপ্যাট।

" মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা ঘাম—ডিজিটেলিস, ভেরেট।

" মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণের—আর্স, সিনা, ইউপ্যাট, নেট্রম।

" মূর্চ্ছাভাব (Fainting)—একন, আর্ণিকা, বেল, নেট্রম, নক্স, ওপি, ফস্।

" Fainting when rising—একন।

" কেবল ভয় ক'রে প'ড়ে যাবে—জেলস্, বোরাক্স।

" মনে করে যেন পড়ে যাবে—জেলস্।

" পাখার হাওয়া খাইতে চা'য় Wants to be fanned—ব্যাপটিসিয়া, কার্ব্বো ভেজ, পাইরো, জিঙ্ক।

" মুখশোষ—চিনিনম্।

" ভীতি Fear—ব্যাপটি, কার্ব্বো, পইরোজিন।

" পা ঠাণ্ডা (Feet coldness of)—আর্ণিকা, ষ্ট্র্যামোনিয়ম, সলফর, ক্যাপসিকম্, চায়না, কেলি-কার্ব্ব।

" পায়ের তেলোয় দাহ—ল্যাকেসিস, সলফর।

" হাড়ে ব্যথা—এরেনিয়া, আর্ণিকা, আর্স ইউপ্যাট, ইউপ্যাট পর, নেট্রম, নক্স, রস, স্যাবাডিলা।

„ হাড়ের ভিতর কামড়ানি—আর্ণিকা, ইউপ্যাট।

„ aching in bowels ইথুজা, ইস্কুলস্।

„ pain in bowels—গ্যাম্বোজ।

„ নিঃশ্বাস ঠাণ্ডা—কার্ব্বো, ভেরেট।

„ টানিয়া শ্বাস লইবার ইচ্ছা desire to take long breath } সাইমেক্স, ক্যাম্ফর।

„ গরম নিঃশ্বাস—রসটক্স, ক্যামো।

উত্তাপাবস্থায় চাপা শ্বাস (oppressed breathing) এপিস, ক্যাকটস, ল্যাকেসিস, আর্স, ব্রাই, নক্স, নেট্রম।

" গাত্রে টাটানি-ব্যথা (bruised pain) আর্ণিকা, ব্যাপটিসিয়া পাইরোজেন, রসটক্স।

" এক গণ্ড উষ্ণ—একন, আর্ণিকা ক্যামো।

" " " রক্তিম—ঐ ঐ ঐ

" " " " ও উষ্ণ ঐ

" " " " অন্য গণ্ড ঠাণ্ডা ও রক্তশূন্য—একন, ক্যামো।

" বক্ষে ভার-বোধ—এপিস, ব্রাই, ল্যাকেসিস, নেট্রম, পল্স মেজি।

" fullness of chest—এণ্টিম-টার্ট।

" বক্ষে বেদনা—আর্স, বেল, স্যাবাড, রস, ল্যাকেসিস কুইনাইন।

" " টাটানি (soreness)—ল্যাকেসিস।

" " ফোটান-ব্যথা (stitches) ব্রাই, কেলি-কার্ব্ব, রস, রিউমেক্স।

" সমস্ত দেহ ভয়ানক ঠাণ্ডা—ক্যাম্ফর।

" পেটে colic ব্যথা—ককুলস, লিডম, মার্ক-কর।

" *এক দিন colic পর দিন শীতবোধ—ইউপ্যাট।*

" বিকারাচ্ছন্নভাব (coma)—বেল, হেপার, নেট্রম।

" তড়্কা (Convulsions) বেল, ল্যাকেসিস, নক্স।

" " choreaic—ট্যারেনটিউলা।

" তড়্কা—শান্তিদিবার পর—ইগ্নেশিয়া, ট্যারেনটিউলা।

" কাশি—এপিস, ব্রাই, ক্যাল্কেরিয়া-ফস, সোরিনম, রস, স্যাবাডিলা স্যামবুকস, সাইমেক্স।

উত্তাপাবস্থায় কাশি জল খাইলে—সোরিনম।

„ „ জল খাইবার পর গলা শুড় শুড় করিয়া অনবরত শুষ্ককাশি —সাইমেকৃস্।

„ কিছুতেই গাত্র আবৃত রাখেনা—ক্যাম্ফর।

„ সর্ব্বদা গাত্র আবৃত রাখিতে চাহে—আর্ণিকা, ইউপ্যাট, নক্স, ষ্ট্র্যামো।

„ গাত্র আবৃত করিয়া কোন উপশম পায় না— নক্স, ফস।

„ খিলধরা (Cramps)—সিলিসিয়া, সিকেলি, ম্যাগনেসিয়া-ফস।

„ প্রলাপ-বকা (Deliriem)—আর্ণিকা, বেল, নেট্রম, নক্স, ভেরেট ভেরেট-ভি, রসটক্স, ব্যাপ্টিসিয়া।

„ উদরাময় (Diarrhœa)– আর্স, ইলাট,ফস,এসিড-ফস রস-টক্স।

„ শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা (Dyspnœa)—এপিস,সিনা,নেট্রম,কেলি-কার্ব্ব।

„ কান-কট্‌কটানি (Ear-ache)—গ্র্যাফাইটীস, গ্যাম্বোজ।

„ „ ঠাণ্ডা—নেট্রম, সাইকুটা।

„ „ গরম—একন, ইগ্নেশিয়া।

„ „ ভোঁ ভোঁ করা (buzzing in)—গ্লোনয়িন।

„ „ লাল—বেল, ইগ্নেশিয়া।

„ „ ringing in—সিড্রন, চিনিনম।

„ „ stitches in—গ্যাম্বোজিয়া।

„ কাণের নিচে গ্ল্যাণ্ড ফোলা—সিস্‌টস, ফাইটো।

„ নাক দিয়া রক্ত পড়া (Epistaxis) ক্রিয়োজোট, ফেরম-ফস।

„ ঢেঁকুর উঠা—গ্যাম্বোজ।

„ হাত পা ঠাণ্ডা ও নীল—ক্যাম্ফর, ভেরেট, কার্ব্বো-ভেজ।

„ হাত পা'য় খিল-ধরা (উপরে দেখ)—কুপ্রম, সিড্রন।

উত্তাপাবস্থায়—হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা—ক্যাম্ফর, ক্যান্থারিস, কার্ব্বো, সিড্রন, নেট্রম, নক্সভম, ফস্ফোরস,ষ্ট্রামো, ভেরেট্রম।

" চক্ষের পাতায় টিব্‌লি—একটাকস, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া।

" চক্ষুর তারায় ব্যথা—সিমিসিফিউগা।

" চক্ষে বেদনা -সেনেগা।

" হাত ও পা'য়ের তেলোয় দাহ—সদাই সেইজন্য অনাবৃত রাখে—ফেরম, ফস, ল্যাকেসিস, সলফর।

" Flushes of Heat—এমিল-নাইটার, ল্যাকেসিস্।

" খাদ্যে অনিচ্ছা ও অরুচি—চায়না, কল্‌চিকম্।

" খাদ্যের নামে বা দর্শনে বমন—কল্‌চিকম্ ককুলস।

" কপাল (Forehead) ঠাণ্ডা—সিনা, চায়না, পল্‌স।

" ঐ গরম (hot) ষ্ট্র্যামোনিয়ম আর্ণিকা।

" কপালে ঘাম—এণ্টিম-টার্ট, ইপিকাক, ভেরেট।

" কাটবমির সহিত উকি উঠা (gagging)—সাইমেক্স, কেলি-কার্ব্ব।

" হাত ঠাণ্ডা—আর্ণিকা, থুজা, ক্যান্থারিস, ক্যাপ্‌সিকম।

" হাতে উত্তাপ (Heat of hands)—বেল, লিডম, নাইট্রিক-এসিড, নক্স পল্‌স, সলফর,ফস।

" হাতের তেলোয় তাপ -ফেরম, ল্যাকেসিস,সলফর,ফস।

" হাতে ঠাণ্ডা ঘাম—নাইট্রিক-এসিড।

" বিছানায় শুইলে উহা বড়ই শক্ত বোধ হয়—আর্ণিকা, ব্যাপটিসিয়া, মিউরিয়াটিক-এসিড, পাইরোজিন।

" মাথা ঠাণ্ডা cold—বেল, কার্ব্বো।

" ঐ গরম hot—আর্ণিকা বেল, ক্যাল্‌কেরিয়া, চেলিডন,

ক্রোকস, ইপিকাক, ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব, পেট্রোলিয়ম, রসটক্স।

উত্তাপাবস্থায় মাথা গরম দেহ ঠাণ্ডা—আর্ণিকা, হেলিবোর।

" মাথাব্যথা (Headache)—আর্ণিকা, আর্স, বেল, চায়না, হেপার, ইগ্নেশিয়া, নেট্রম, ইউপ্যাট, নক্স, পডো, রস, আর্জ্জেণ্টম, সিলিসিয়া।

" ঐ আদ্কপালে—স্পাইজিলিয়া, সিপিয়া, সিলিসিয়া, থুজা।

" রগে ফোটান-ব্যথা (Stitches in the temples)—নক্স, পল্স।

" মাথাব্যাথায় রগ যেন ফাটিয়া যাইবে—বেল, গ্নোনয়িন।

" হৃৎপিণ্ডের গতি ভয়ানক Heart beats violently—কেলি-মব।

" হৃৎপিণ্ডে সেঁটেধরা Constriction—লিলিয়ম-টিগ্।

" বুক-ধড়্-ফড়ানি Palpitation of Heart—একন, ক্যাকটস, স্পাইজিলিয়া, এমিল, গ্নোনয়িন, ফস।

" উরুতে বেদনা (Pain in hips)—রসটক্স।

" ভয়ানক ক্ষুধা—সিনা, চায়না, ফস।

" ন'য় ভয়ানক ক্ষুধা ন'য় খাদ্যে অনিচ্ছা—চায়না।

" স্বরবদ্ধ (Hoarseness)—হেপার, কষ্টিকম্।

" চক্ষু দিয়া জলপড়া—ফেরম্-ফস, ইউফ্রেসিয়া, সিপা, নেট্রম।

" এক পায় বেদনা—জেল্‌স।

" পায় শীতলতা (coldness)—ষ্ট্র্যামোনিয়ম।

" " উত্তাপ—লিডম।

" " অসাড়-ভাব সিড্রন।

" " Distended veins—চিনিনম।

উত্তাপাবস্থায় কেবল মনে হয় শুই—নেট্রম।

„ চুপ করিয়া শুইয়া থাকার ইচ্ছা—ব্রাই, জেল্‌স।

„ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠাণ্ডা—ষ্ট্র্যামোনিয়ম।

„ দেহ উত্তপ্ত কিন্তু মনে করে ঠাণ্ডা—ব্যাপ্‌টিসিয়া।

„ দেহে বেদনা (pain in limbs)—আর্স, ব্রাই, ইউপ্যাট, ল্যাকেসিস, রস, সিপিয়া সলফর পল্‌স্।

„ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নাচুনি twitchings of—জেল্‌স,ওপিয়ম,হায়স।

„ ওষ্ঠে জ্বালা—চায়না সলফর।

„ „ শুষ্কভাব—রসটক্স।

„ „ জ্বর ঠুঁটো (Fever Blisters) হেপার, ইগ্নে, নেট্রম, নক্স, রসটক্স।

„ „ জ্বর-ঠুঁটো উপরের ঠোঁটে—রসটক্স।

„ ওষ্ঠ চাটে অথচ জলপান করে না—Licks but does not drink—পল্‌স।

„ ঐ চাটে ও জলপান করে—সলফর।

„ লিভার স্থানে বেদনা—আর্স, চায়না, নক্স।

„ বকুনি (Loquacity)—কার্ব্বো, জেল্‌স, ল্যাকেসিস, পডো।

„ Moaning—একন, ইউপ্যাট পল্‌স।

„ মুখে দাহ (burning of mouth)—পেট্রোলিয়ম।

„ „ শুষ্কভাব (Dryness of)—আর্স নক্স-ম,সিনাবার।

„ মুখের চারিদিকে জ্বর-ঠুঁটো—হেপার, ইগ্নে, নেট্রম, নক্স, রসটক্স।

„ মুখ খোলা থাকে (open mouth)—ওপিয়ম।

„ মুখের চারিদিকে রক্ত-হীনতা paleness—সিনা।

উত্তাপাবস্থায় পেশী সকলের নাচুনি twitching of muscles জেল্‌স, ইগ্নে, হায়স, ওপিয়ম।

" বিবমিষা (nausea)—কার্ব্বো, বিসমথ, আর্স, এণ্টিম-টার্ট, ইলাট, ইউপ্যাট, ইপিকাক নেট্রম, লাইকপ, নক্স পডো, থুজা, ভেরেট।

" ঐ সামান্য নড়িলে চড়িলে—কল্‌চিকম, ফ্লুরিক-এসিড।

" হাতের আঙ্গুল নাড়া nervous moving of fingers—লিডম।

" গোলমাল শব্দ শুনিলে কষ্ট noise sensitive to—বেল, ক্যাপ্‌সিকম, জেল্‌স, থেরিডিয়ন, এসিড-নাইট্রিক।

" নাসিকা ঠাণ্ডা—ইগ্নেশিয়া।

" নাকের আগা গরম—ক্যাপ্‌সিকস, চেলিডন।

" নাকের আগা অত্যন্ত ঠাণ্ডা—প্লম্বম।

" নাকের চারিদিকে রক্তহীনতা paleness around—সিনা।

" নাক অনবরত খোঁটা—সিনা।

" পৃষ্ঠ হইতে ঘাড় পর্য্যন্ত যেন জল যাইতেছে—গ্লোনয়িন।

" পৃষ্ঠে অসাড় ভাব Numbness—সিড্রন, সিপিয়া।

" ইসোফিগসে ভারবোধ pressure in œsophagus—সাইমেক্স।

" বক্ষে ভারবোধ ও উদ্বেগ Oppression and anxiety—একন।

" যে দিক চাপিয়া শোয় সেইদিকে বেদনা—ব্যাপ্‌টিসিয়া, পাইরোজিন ফস্‌ফোরিক-এসিড আর্ণিকা, রসটক্স।

উত্তাপাবস্থায় যে দিকে বেদনা সেই দিক চাপিয়া শোয়—ব্রাই।

" গায় হাত ঠেকাইলে বেদনানুভব—পল্স, ষ্ট্র্যামোনিয়ম।

" গাত্রে বেদনা—যখন গাত্র অনাবৃত করে—নক্স ঐ

" বক্ষে উত্তাপ ও বুক-ধড়্-ফড়ানি—ক্যাল্কেরিয়া-আর্স।

" আলোক-ভীতি (Photophobia)—হেপার, সোরিনম্।

" কেবল পাস্ বদ্লাইতে চা'য় (desire to change position)
—আর্ণিকা, আর্সনিক ব্যাপটিসিয়া, রসটক্স।

" " কারণ বিছানা শক্ত বোধ করে—আর্ণিকা পাইরোজিন।

" " বেদনার উপশম আশায়—রসটক্স।

" " বিছানার ঠাণ্ডাভাগে নড়িতে চাহে—ব্যাপটিসিয়া, ওপিয়ম সলফর।

" ভয়ানক অবসাদ violent prostration - ভেরেট্রম-ভাই।

" নাড়ী Pulse full—একন, নাইট্রিক-এসিড, সিড্রন।

" " " hard—কর্ণস।

" " " irregular—চায়না, কেলি-ফস, নাইট্রিক-এসিড।

" " " quick—একন, চায়না, রসটক্স; ফেরি-ফস, কেলি-সল্ফ।

" " " slow—ফেরম, হেলিবোর।

" " " weak—এণ্টিম-টার্ট, আয়ড।

" " " beat felt thr'o whole body—ককুলস নেট্রম-মর, নেট্রম ফস।

" " " full, round, not rope-like—ফেরম-ফস।

উত্তাপাবস্থায় নাড়ী (Pulse) rapid—ফেরম-ফস, নেট্রম-মর।

" Respiration Snoring—ওপিয়ম, লরোসিরেসস।

" ছটফটানি Restlessness)—একন, আর্ণিকা, আর্স, ক্যাম্ফো, কার্ব্বলিক-এসিড, সিনা, জেল্‌স, পল্‌স, রস্‌,সলফর।

" ডানদিকের দাবনায় স্ক্যাপুলি-অস্থির পাসে বেদনা—চেলিডন, নক্স, পডো।

" বামদিকের " ঐ ঐ —স্যান্‌গুইনেরিয়া।

" গাত্র অনাবৃত করিলে শীতবোধ—এপিস, আর্ণিকা, নক্স, ষ্ট্র্যামো।

" দুই কাঁদের মধ্যে শীতবোধ (between the two shoulders)—রসটক্স।

" কাঁদ গরম—ক্যালেনডুলা।

" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা Sighing -ইগ্নেসিয়া, পল্‌স।

" দৃষ্টিশক্তি ঘোলা মারিয়া যায়—নেট্রম, পল্‌স।

" গাত্রচর্ম্ম—চুলকানি—এপিস, ইগ্নেশিয়া, রসটক্স,পেট্রো।

" " " ঘসিলে আরো বেশী—রসটক্স।

" নিদ্রা—এণ্টিমটার্ট, এপিস, চায়না, ইউপ্যাট, জেল্‌স, ইগ্নে, ল্যাকেসিস, মেজিরিয়ম, নেট্রম, নক্স-মস্কাটা, ওপিয়ম,পডো,রোবিনিয়া,স্যাম্বুকস, ষ্ট্র্যামোনিয়ম।

" নিদ্রা—যখন জ্বর যতদূর উঠিবার উঠে তখন—at the climax of heat—পডো।

" নিদ্রা—ঘোর নাক ডাকাইয়া—ইগ্নে, ওপিয়ম, রোবিনিয়া, লরোসিরেসস্‌।

" নিদ্রা অঘোর ভাবের সহিত (Soporous) ওপিয়ম,হেলি।

উত্তাপাবস্থায় নিদ্রায় চম্‌কানি Startnig in Sleep—ক্যামো, চিনিনম, জেল্‌স, ল্যাকেসিস্।

" নিদ্রার প্রথম মুখে চম্‌কানি—ইগ্নে, পল্‌স, ল্যাকেসিস।

" ঘুম ঘুম ভাব (sleepiness)—এপিস, জেল্‌স, ইগ্নে নক্স-ম ওপিয়ম, ফস, ফসফোরিক-এসিড, রস, ষ্ট্র্যামো, ভেরেট্রম, ভেরেট্রম-ভাইরাইড।

" অনিদ্রা Sleeplessness—একন, আর্স, কফিয়া, কোনায়ম, হায়স, পল্‌স।

গলা চাপিয়া দম্-আটকান ভাব Smothering sensation —এপিস কার্ব্বো, সাইমেক্স, নেট্রম, সিপিয়া।

" অসংলগ্ন কথা কওয়া (incoherrent speech)—ভেরেট্রম, আর্ণিকা, ব্যাপটিসিয়া, জেল্‌স, নেট্রম, ওপিয়ম।

" মেরুদণ্ডে টিপিলে বেদনা—চিনিনম।

" উত্তাপ অক্সিপট অস্থি হইতে (মাথার পশ্চাৎভাগ) মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত—স্পিরিট-নাই-ডল্‌সিস।

" প্লীহা-স্থানে বেদনা—আর্স, কার্ব্বো, ইউক্যালিপটস, নক্স, পডো, সিযানোথস, রেবিনিয়া, এসিড-কার্ব্বলিক।

" একদৃষ্টে ফেল্ ফেলিয়ে চাওয়া—Staring wild look—হাইপারিকম, এসিড-হাইড্রো।

" পাকস্থলীতে উত্তাপ—চিনিনম্, ল্যাকেসিস।

" পাকস্থলী হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে—কাষ্টিকম, আর্স, ম্যান্‌সিনেলা।

" পাকস্থলীতে বেদনা—আর্স, কার্ব্বো, সিনা, কেলি-কার্ব্ব, রস, সিকেলি, সিপিয়া।

উত্তাপাবস্থায় পাকস্থলী—বমি হইয়া আরো ফোলে—ফেরম-ফস।

" বাহ্যে (Stool) ঘন ঘন (frequent) ল্যাকেসিস।

" বাহ্যের বেগ (urgency to)—ক্যাপসিকম্।

" আচ্ছন্নভাব ও সেই সঙ্গে বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকা Stupor & muttering delirium—আর্ণিকা, ব্যাপটিসিয়া, ব্রাই, হায়স, রস, ওপিয়ম, টেরিবিন্থ।

" কতকটা আচ্ছন্ন ভাবের মত State of stupor apparent—এসিড-ফস, ককুলস।

" ঘন ঘন ঢোক গিলিতে ইচ্ছা—ইস্‌কুলস।

" ঢোক গিলিতে কষ্ট—সাইকুটা, সাইমেক্স, ইগ্নেসিয়া।

" ঘাম—এমন-মর, এণ্টিম-ক্রুড, ক্যাপসিকম, কল্‌চিকম।

" ঘাম প্রচুর—কল্‌চিকম, সোরিনম।

" " কপালে—ম্যাগ্নেসিয়া-সল্‌ফ, ভেরেট।

" " কপালে ও মাথায়—বেলাডোনা সিলিসিয়া।

" Sensitive to change of temperature—হেপার, সোরিনম্ ব্যারাইটা।

" টেম্‌পারেচার subnrormal—এন্থ্রা, কার্ব্বো, পাইরো।

" উত্তাপাবস্থায় পিপাসা—একন, আর্ণিকা, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাম্ফ ক্যান্থা, সিড্রন, ক্যামো, চিনিনম, সিনা, চায়না, কফিয়া, ইউপ্যাট-পর, হেপার, হায়স, ইপিকাক, ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব্ব, নেট্রম, নক্স, ফস, পডো, সোরিনম পল্‌স, রস, সিকেলি, সিপিয়া, সিলিসিয়া, থুজা ভেরেট।

" পিপাসায় গরম জলপানের ইচ্ছা—আর্স, সিড্রন, ক্যাস্‌ ক্যারিলা, ইউপ্যাট-পর, স্যাবাড।

উত্তাপাবস্থায় পিপাসায় প্রচুর পরিমাণে জলপান করিতে চা'য়—একন, এলষ্টোনিয়া ব্রাই, বেল, নেট্রম-ফস, সলফর, ভেরেট ফেরম-ফস।

" পিপাসা জলপানে উপশম হয়—নেট্রম।

" পিপাসায় জল পানের ইচ্ছা—কিন্তু জলপানে অক্ষম—সাইমেক্স।

" পিপাসা অত্যন্ত—আর্ণিকা, আর্স, ব্রাই, হেপার, নেট্রম।

" " সামান্য—স্যাবাড, ক্যাকটস্।

" পিপাসা—গাত্র অনাবৃত করিলে বৃদ্ধি - ব্যারাইটা।

" পিপাসায় জলপান করিলে বমন ও পুনরায় পিপাসা—আর্স, ফস।

" পিপাসার অভাব—ইথুজা, এলুমিনা, এণ্টিম-টার্ট, এপিস, ক্যাল্‌কেরিয়া, ক্যাম্ফর, ক্যাপসিকম, কার্ব্বো-ভেজ, কষ্টিকম, সাইমেক্স, চায়না, ড্রোসেরা, ফেরম, ইগ্নেসিয়া, কেলি-কার্ব্ব, লিডম্, নক্স-ম, ফস্‌ফরিক-এসিড, পল্‌স, রস স্যামবুকস, সিপিয়া, ট্যারাক্সেকম।

" গলার ভিতর বেদনা—সিপিয়া, ফস্‌ফোরিক-এসিড, ফস।

" " " শুষ্কতা, জ্বলন, ও Constriction—ইস্‌কুলস।

" পিপাসার অভাব অথচ জিহ্বা শুষ্ক—ক্যাল্‌কে-ফস্, নক্স-ম।

" দন্তশূল—কার্ব্বোভেজ, এণ্টিম-ক্রুড।

" পেটফোলা Tympanites—টেরিবিন্থ, লাইকপ।

" গাত্র অনাবৃত করিতে অবিরাম ইচ্ছা—একন, আর্স, চায়না, ইউপ্যাট, হেপার, ল্যাকেসিস, নেট্রম, ওপিয়ম, পেট্রো, পল্‌স।

" গাত্র অনাবৃত করিতে অনিচ্ছা (আবৃত করিতে ইচ্ছা)—

এপিস, আর্জ্জেণ্টেম-নাই, বেল, হেলেবোর, হেপার, ম্যাগেসিয়াকার্ব্ব, নক্স-ম, নক্স-ভম, স্যামবুকস, ষ্ট্র্যামোনিয়ম।

উত্তাপাবস্থারগাত্র অনাবৃত করিলে শীতানুভব—আর্জ্জ-ম, চায়না, নক্স, পলস।

" প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা জলপানের পর—সাইমেক্স, ইউপ্যাট-পর।

" প্রস্রাব ঘন ঘন (frequent)—আর্জ্জ, বেল, লাইকপ, ফস-ফোরিক-এসিড, রস, ষ্ট্র্যামো, এপিস।

" " অসাড়ে (involuntary) সল্‌ফিউরিক-এসিড, এপিস।

" প্রস্রাবে ইটের গুঁড়ার মত তলানি—লাইকপ, ফস, সার্স।

" " সাদা তলানি—ফস, এসিড-ফস, সিপিয়া।

" প্রস্রাব জলের মত—সিড্রন, ক্যামো।

" প্রস্রাব—ঘন ঘন এবং প্রচুর পরিমাণে—ফস্‌ফোরিক-এসিড, এসেটিক এসিড।

" " প্রচুর পরিমাণে—আর্জ্জেণ্টম, এণ্টিম-টার্ট, সিড্রন, ক্যামো, ইউপাট-পর, ফস্, ষ্ট্র্যামো, স্থইলা।

" প্রস্রাব—লালবর্ণের—নক্স।

" " বদ্ধ —ক্যাকটস্ নক্স, সলফর।

" " ঘোলা (turbid)—বার্ব্বেরিস, ফস।

" আমবাত—(Urticaria) এপিস, ইগ্নেসিয়া রসটক্স।

" ঐ উত্তাপাবস্থায় কিন্তু ঘামের সহিত তিরোহিত হয়—ইগ্নে

জরায়ুস্থানে বেদনা—ক্যাকটস, সিপিয়া, বেল, লিলিয়ম।

" শিরায় যেন রক্ত জ্বলিয়া যায় blood burns in veins—আর্স, হায়স, মেডো।

উত্তাপাবস্থায় শিরায় যেন রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়—ভেরেট্রম

" " যেন গরম জল ছুটিতেছে—রস্‌টক্স, পাইরোজিন।

" শিরা যেন distended—এগার, বেল, ক্যাম্ফর, চিনিনম, চায়না, হায়স, লিডম, মার্ক, স্পিরিট-নাইটার-ডল, পল্‌স।

" মাথার চাকীতে গরম বোধ—সলফর, নেট্রম-সলফ।

" মাথা-ঘোরা (vertigo)—আর্স, বেল, বিস, কার্ব্বো, জেল্‌স, ইগ্নে, ইপিকাক, নেট্রম, নক্স, ফস, সিপিয়া, ষ্ট্র্যামোনিয়ম, ভেরেট।

" মাথা তুলিতে গেলে মাথাঘোরা সেইসঙ্গে উত্তাপ এবং কপালে ঘাম—ম্যাগ্‌নেসিয়া-সল্‌ফ, ব্রাই।

" দৃষ্টি-শক্তি ঝাপসা—চিনিনম।

" বমন—একন, এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, আর্স, এপিস, এপোমর্ফিয়া, বিসমথ, ব্রাই, ক্যাক্টস, ইথুজা, ক্যামো, সিনা, ইলাট, ইউপ্যাট, ফেরম-ফস্‌, ইপিকাক, কল্‌চিকম্‌, ল্যাকেসিস, লাইকপ, নেট্রম্‌, নক্স, পলস, লোবিলিয়া, থুজা, কুপ্রম্‌, আইরিস্‌, ফস্‌, ট্যাবেকম্‌, সলফর, ভেরেট-ভাই।

" বমন পিত্তজ—ক্যামো, সিনা, ইউপ্যাট, নেট্রম্‌, এণ্টিম-ক্রুড, আর্স্‌, ব্রাই, চেলি, কল্‌চিকম, ইপিকাক, মার্ক, নক্স, ফস্‌ পলস, সিপিয়া, ভেরেট।

" বমন তিক্ত—ইউপ্যাট, নেট্রম, নক্স, ফস, স্যান্‌গুই।

" " কাল রঙের—আর্স, সলফিউরিক-এসিড, ক্যাড মশ্বম, নক্স, ফস, ভেরেট।

" " জলপানের পর—আর্স, এণ্টিমক্রুড, বিসমথ, ফস, ভেরেট।

উত্তাপাবস্থায় বমন—ঠাণ্ডা জলপানের পর—লাইকপ।
" " ফেনার মত—ইলাট, ক্রিয়োজোট, ভেরেট।
" " ingesta—সিনা, ইউপ্যাট, ফেরম, নক্স।
" " টক—লাইকপ, রোবিনিয়া, নক্স, সলফর, কষ্টিকম এসিড্-সলফিউরিক।
" " জলের মত—আর্স, ব্রাই, ক্রোটন-টিগ্।
" " হলুদে রঙের—আর্স, আর্জেন্টম, ইপিকাক, ফস, ভেরেট।
" বমন—ভয়ানক,উঠিয়া বসিতে গেলেই তাহার বৃদ্ধি—ভেরেট-ভি। [কন্‌টিনিউড,রেমিটেণ্ট,অথবা সর্ব্বপ্রকার উগ্রজ্বর সেই সঙ্গে বমন—উঠিতে গেলে তাহার বৃদ্ধি ও জিহ্বার মধ্যভাগে রাঙা দাগ—ভেরেট-ভি।]

—০—

উত্তাপ—বিশেষত্ব।

উত্তাপের পর শীত—Heat followed by chill—বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কেরিয়া, নক্স, ফস, পলস, সিপিয়া, ষ্ট্যানম, টিউবার্কুলিনম, এণ্টিম-ক্রুড।
উত্তাপের পর মাথাব্যথা—কার্ব্বো, ইউপ্যাট, নেট্রম।
" " নিদ্রা,—এপিস, ওপিয়ম।
" " পিপাসা—চায়না, ওপিয়ম, নক্স।
" " বমন—ইউপ্যাট।

উত্তাপ এগিয়ে আসে anticipating—আর্স, নক্স।

„ দাহজনক burning—একন, আর্নিকা, এপিস, আর্স, বেল. হেপার, হায়স, ওপিয়ম, পলস, সলফর।

উত্তাপে হাত পায়ের তেলো জ্বলে—ল্যাকেসিস, এসিড-মর, সলফর, স্যান্গুইনেরিয়া, ফস।

„ „ „ যে পাস চাপিয়া শো'য়—লিসিন।

উত্তাপে দাহ প্রথম হইতেই ভয়ানক—ক্রোটেলস্।

„ „ গলার ভিতর—ইস্কুলস।

„ „ মুখে— ঐ

„ „ এমনকি যখন ঘামে তখনো—ওপিয়ম।

„ „ বক্ষদেশে—এপিস।

উত্তাপের সহিত শীত-শীত-ভাব—এপিস, আর্নিকা, কষ্টিকম, মার্ক, পডো, পলস রসটক্স, সিপি।

উত্তাপ ভয়ানক (Intense)—একন, এন্টিম-টার্ট, আর্স, বেল, ভেরেট-ভি, নেট্রম, নক্স, ওপিয়ম, রসটক্স, সিকেলি, সিলিসিয়া।

উত্তাপের সহিত মস্তিষ্কের উত্তেজনা এবং তড়কার সম্ভাবনা—*Heat with brain irritation with tendency to convulsions*—ভেরেট-ভিরাইড।

উত্তাপ আভ্যন্তরিক—একন, আর্ণিকা, আর্স, বেল, পল্‌স, রসটক্স।

„ „ অথচ বাহিরে ঠাণ্ডা—বেল, ফস।

আভ্যন্তরিক দাহ অথচ বাহ্যিক শীতলতা—মেজি।

অনেকক্ষণ-স্থায়ী উত্তাপ—একন, এন্টিম-টার্ট, ইপিকাক্, সিকেলি, সিলিসিয়া, সলফর।

উত্তাপ—দুপুর রাত্রে—রসটক্স, ষ্ট্র্যামো, সলফর, আর্স।

উত্তাপ দুপুর রাত্রের পূর্ব্বে—এণ্টিম-ক্রুড।
" " পরে—আর্স, কেলি-কার্ব্ব, থুজা।
" দুপুর রাত্রে ও দুপুর বেলায়—ষ্ট্র্যামো।
" প্রাতেঃ—আর্নিকা, নক্স, সলফর।
" রাত্রে—এলুমিনা, ব্যাপ, বেল, ব্রাই, ল্যাকেসিস্, পলস, ফস, রসটক্স, সিলিসিয়া, সলফর।
উত্তাপের সহিত ঘাম—এলম, এণ্টিম-ক্রুড, বেল, কোনায়ম, কেলি-আয়ড, মেজি, হেপার, মার্ক, ওপি, ফস, পডো, সোরিনম, পলস, রস, ভেরেট, টিউবার্ক।

ঘর্ম্মাবস্থা (SWEAT.)

ঘর্ম্ম—তাহার বৃদ্ধি Sweat aggravated

ঘর্ম্মের বৃদ্ধি—মুক্ত বায়ুতে পরিশ্রম করিলে—ব্রাই কষ্টিকম, চায়না।
" " মুক্ত-বায়ুতে—ব্রাই, কার্ব্বো, কষ্টিকম, চায়না, সোরিনাম।
" " বিছানার বাহিরে আসিলে—ল্যাকেসিস।
" " বিছানায় শয়নাবস্থায়—নাইট্রিক-এসিড।
" " " আবার উত্তাপ প্রয়োগে শীতানুভব—আর্জ্জেণ্টম্।
" " গাত্রাবৃত করিলে—চায়না, নাইট্রিক-এসিড, একন, বেল, টিউবার্কুলিনম্।
" " জলপান করিলে—ককুলস
" " আহার করিলে—কার্ব্ব-এ, বেনজিয়ক-এসিড, কার্ব্বো-ভেজ, কোনায়ম, কেলি-কার্ব্ব, মার্ক, নেট্রম, নাইট্রিক-এসিড, পল্‌স, সিপিয়া।

ঘর্ম্মের বৃদ্ধি পরিশ্রমে—ব্রাই, ক্যাল্কেরিয়া, চায়না, ককুলস, ফেরম, জেল্স, গ্র্যাফাইটীস, হেপার, আয়ড, লাইকপ, মার্ক, নেট্রম-কার্ব্ব, নেট্রম-মর, নাইট্রিক-এসিড, ফস, সোরিনম, রসটক্স, সিপিয়া, সিলিসিয়া, সলফর।

" " মানসিক পরিশ্রমে—কেলি-কার্ব্ব, সোরিনম, সিপিয়া, সলফর, হেপার।

" চক্ষু বুজিলেই—কোনায়ম।

" শুইলে—ক্যাপ্সিকম কোনায়ম, ফেরম, ম্যাগ্-স, মেনিয়াস্থিস, রসটক্স, স্যামবুকস, সিপিয়া।

" নড়িলে চড়িলে—ব্রাই, বেল, ক্যাল্কেরিয়া, কার্ব্বো-এ, কষ্টিকম, চিনিনম, ককুলস, জেলস, ফেরম, গ্র্যাফাইটীস, হেপার, কেলি-কার্ব্ব, ইপিকাক্, মার্ক, নেট্রম, নাইট্রিক-এসিড, নক্স-ভম, সোরিনম, সিপিয়া, ষ্ট্র্যামো, ষ্ট্যানম, সলফর, ভেরেট, জিন্ক।

" চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে—কেলি-বাই, আর্স, ক্যালকেরিয়া, এনাকার্ডিয়ম।

" নিদ্রাকালে—আর্স, বেল, এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, ক্যামো, চায়না, কোনায়ম, হায়স, মার্ক, মেজি, ফস ফস্ফোরিক-এসিড, প্ল্যাটিনা, পডো, পলস, রসটক্স স্যাবাড, সিলিসিয়া, থুজা।

" নিদ্রার আরম্ভে—ক্যাল্কেরিয়া, কোনায়ম, আর্স, মার্ক, মিউরিয়াটিক-এসিড, সলফর, থুজা, ট্যারেক্সেকম, সিপিয়া।

" " প্রতিবার বাহ্যের পর—ভেরেট।

ঘর্ম্মের বৃদ্ধি বমনের পর—এণ্টিম-টার্ট. ভেরেট।

ঘর্ম্মাবস্থার সকল লক্ষণের বৃদ্ধি—আর্স, ব্রাই, কষ্টিকম, ক্যামো, মার্ক, ওপিয়ম, রস, সিপিয়া, ষ্ট্র্যামো, সলফর, ভেরেট।

ঘর্ম্ম—তাহার উপশম—Sweat ameliorated

——— o ———

ঘর্ম্মের উপশম—মুক্তবায়ুতে,—গ্র্যাফাইটীস্,

" বিছানা হইতে উঠিয়া বাহির হইলে—হেলেবোর।

" গাত্রাবৃত করিলে—একন।

" জলপানের পর—চিনিনম।

" আহারান্তে—চায়না, ল্যাকেসিস্, ফস।

" আহার করিলে—এনাকার্ডিয়ম।

" গরম খাদ্য আহারে—ফস, কেলি-কার্ব্ব, সলফিউরিক-এসিড।

" নড়িলে চড়িলে—ক্যাপসিকম।

" নিদ্রা যাইলে—মার্ক, নক্স-ভম, ফস, স্যামবুকস।

[ঘুমন্ত অবস্থায় উত্তাপ আর জাগ্রত হইলেই ঘর্ম্ম—স্যামবুকস। থুজায় ইহার বিপরীত অর্থাৎ ঘুম অবস্থায় ঘাম ও জাগ্রতাবস্থায় উত্তাপ।]

জাগিলেই ঘাম—স্যামবুকস, সিপিয়া সলফর।

জাগিলেই ঘামের উপসম—নক্স, ফস, পলস, থুজা।

ঘর্ম্ম হইলে সকল লক্ষণের উপশম—একন, বোভিষ্টা, ব্রাই, কুপ্রম, নেট্রম-মর, রসটক্স।

ঘর্ম্ম হইলে সকল লক্ষণের উপশম মাথাব্যাথা ব্যতীত—নেট্রম-মর।
" " " " মথাব্যাথার বরং বৃদ্ধি—ইউপ্যাট।

ঘামের পরের লক্ষণ—Sweat followed by

ঘামের পর—শীত chill—কার্ব্বো, হেপার, নক্স, এণ্টিম ক্রুড।
" শীত তাহার পর আবার ঘাম—নক্স ঐ।
" শীত তাহার পর ঘাম কিন্তু সেই সঙ্গে উত্তাপ—নক্স, ঐ।
" কাশি—সিলিসিয়া, ইউপ্যাট।
" উদারাময়—পলস।
" উত্তাপ ও পিপাসা—এণ্টিম-ক্রুড।
" ক্ষুধা—সিনা।
" পাগলের ভাব—কুপ্রম, ভেরেট।
" অবসাদ ও দুর্ব্বলতা—আর্স, কার্ব্বো।
" নিদ্রা—লাইকপ, নক্স-মস্কেটা, স্থাবাডিলা।
" বমন—সিনা।

ঘামের বৃদ্ধি সময়ানুসারে।

ঘামের বৃদ্ধি—দিবসে—এণ্টিম-টার্ট, ক্যাল্‌কেরিয়া, চিনিনম, কোনায়ম, ফেরম, হেপার, কেলি-কা, লাইকপ, মার্ক নেট্রম-মর, ফসফোরিক-এসিড, সিপিয়া, সলফর, ষ্ট্র্যামো।

ঘামের বৃদ্ধি—দিবারাত্রি অথচ রোগ-লক্ষণের উপশম নাই—হেপার।

„ „ যখন জাগ্রত হয়—স্যামবুকস।

„ „ যখনই চক্ষু বুজায়—কোনায়ম।

„ „ দিবসে কিন্তু বিবমিষা ও langour সহ—মার্ক।

„ „ —প্রাতেঃ—এন্টিম-ক্রুড, আর্জ্জেণ্টম, আর্স, ক্যাল্-কেরিয়া, কার্ব্বো কষ্টিকম, চায়না, ফরম, হেপার, মার্ক, ম্যাগ্নেসিয়া-কা, নাইট্রিক-এসিড, ফস, স্যামবুকস, ভেরেট ফস্ফরিক-এসিড, রসটক্স, ষ্ট্যানম্।

„ „ একদিন অন্তর প্রাতে একই সময়ে—এন্টিম-ক্রুড।

„ „ মধ্যাহ্নে—ফেরম্।

„ „ অপরাহ্নে—হেপার, নক্স।

„ „ সন্ধ্যাকালে—মার্ক, ফস, সল্ফ।

„ „ রাত্রে—আর্স, এমন-মর, কার্ব্বো-এ, কার্ব্বো-ভেজ, কোনায়ম, চায়না, হেপার, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকেসিস, মার্ক, স্যামবুকস, সিপিয়া, সিলিসিয়া, সলফর, ট্যারেক্সেকম, থুজা।

„ „ একরাত্রি অন্তর একরাত্রি—নাইট্রিক-এসিড।

„ „ সারারাত্রি অথচ কোন উপশম নাই—মার্ক, হেপার।

„ „ সারারাত্রি সেই সঙ্গে বকুনি—পল্স।

„ „ প্রত্যহ ভোর তিনটার সময়ে—সোরিনম, ষ্ট্যানম।

„ „ নিদ্রাকালে—ক্যামো, চায়না, কোনায়ম, পল্স, থুজা, স্যাবাড।

ঘর্ম্ম স্থানানুসারে (Location of Sweat.)

ঘর্ম্ম—পেটে—এনাকার্ডিয়ম, ড্রোসেরা।
„ বাহুতে—ইপিকাক, মার্ক।
„ বগলে—কেলি-কার্ব্ব, পেট্রোলিয়ম।
„ পৃষ্ঠে—চায়না, সিপিয়া, সলফর।
„ সমস্ত দেহে—এণ্টিম-টার্ট, কষ্টিকম, নেট্রম, মার্ক, লাইকপ, ফস, সি লি সয়া, ষ্ট্র্যামোনিয়ম।
„ „ „ মস্তক ব্যতীত—থুজা।
„ „ „ মুখমণ্ডল ব্যতীত—রসটক্স।
„ মুখমণ্ডলে—ড্রোসেরা, পডো, সোরিনম, পল্‌স, সিলিসিয়া, ষ্ট্র্যামো।
„ „ মুক্তার ন্যায়—আর্জ্জেণ্টম।
„ মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা ঘাম—ভেরেট, ভেরেট-ভাইরাইড।
„ পদে—কার্ব্বো, ফস, সিলিসিয়া, নাইট্রিক-এসিড—(পার তেলোয়)।
„ পদে দুর্গন্ধজনক—গ্র্যাফাইটীস, সোরিনম, সিলিসিয়া, জিন্‌ক।
„ পদে ও হাতে—ল্যাকটিক-এসিড, হাইপারিকম্।
„ কপালে (Forehead)—সিনা, ভেরেট।
„ „ ও মুখমণ্ডলে হইয়া সমস্ত দেহে বিস্তৃত হয়—জ্যাবোরাণ্ডি।
„ হাতে—সিনা, কেলি-বাইক্রম, টিক্টা।
„ হাতের তেলোয়—সিপিয়া, সোরিনম।
„ হাতের পশ্চাৎভাগে—লিথিয়ম-কার্ব্ব।
„ মস্তকে—ওপিয়ম, সিলিসিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া।
„ মস্তকের পশ্চাৎভাগে—সলফর, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব।

ঘর্ম্ম মস্তকের চতুর্দ্দিকে—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, ওপিয়ম, সিলিসিয়া।
" কেবল মাথায়—সিলিসিয়া।
" প্রদাহিত স্থানে—গ্র্যাফাইটীস্।
" ঘাড়ে—ষ্ট্যানম।
" নাকে—সিনা।
" পীড়াক্রান্ত অংশে—এণ্টিম-টার্ট, সিলিসিয়া।
" " ধারে (Side)—এম্ব্রা, ব্রাই।
" দেহের আবৃত ভাগে—একন, বেল, চায়না।
" দেহে—কাপড় দিয়া চাপা থাকিলে—চিনিনম।
" অনাবৃত অংশে—থুজা।
" অণ্ডকোষে—থুজা।
" শরীরের বামভাগে—পলস।
" শরীরের যে ধার চাপিয়া শোয়—একন, নাইট্রিক-এসিড, ব্রাই, চায়না।
" শরীরের যে ধার চাপিয়া শোয় না—এসিড-বেনজিন, থুজা।

ঘর্ম্মাবস্থার লক্ষণ সমূহ ও তাহাদের ঔষধ।

ঘর্ম্মাবস্থায় পেটফোলা—ষ্ট্র্যামো।
" মুক্ত-বায়ুতে বেড়াইবার সময়—জিন্‌ক।
" ক্ষুধা বেস,—ষ্ট্র্যামোনিয়ম।
" মানসিক উদ্বেগ (anxiety)—আর্ণিকা, ব্রাই, ক্যালকেরিয়া, নক্স, পলস, ফস, সলফর, সিপিয়া।

ঘর্ম্মাবস্থায় কোমরে ব্যথা (pain in back)—কার্ব্বো-ভেজ।

" দেহের নিম্নার্দ্ধভাগ উত্তপ্ত ও শুষ্ক—ওপিয়ম।

" সমস্ত দেহ লাল, উত্তপ্ত ও শুষ্ক—ষ্ট্রামোনিয়ম।

" নিদ্রা যাইলেই সমস্ত দেহ উত্তপ্ত ও শুষ্ক—অথচ জাগ্রত হইলেই ঘর্ম্ম—স্যাম্বুকস।

" উহার বিপরীত অর্থাৎ জাগ্রত হইলেই সমস্ত দেহ উত্তপ্ত ও শুষ্ক ও নিদ্রা যাইলেই ঘর্ম্ম—থুজা।

" হাড়ে বেদনা—ইউপ্যাটোরিয়ম।

" শ্বাস ঘড়ঘড়ে (Sterterous)—ওপিয়ম।

" শীত—(Chill)—এমিল-নাইটার।

" শীত-উত্তাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে - গ্লোনয়িন।

" বক্ষে বেদনা—ব্রাই।

" পেটে কলিকবেদনা—নক্স-ভম, ষ্ট্রামো, ম্যাগ্নেসিয়া-ফস, কলোসিন্থ।

" একবার শীত পরক্ষণেই উত্তাপ-বোধ অথবা উত্তাপ ও পরক্ষণেই শীতবোধ—সিড্রন।

" তড়কা (Convulsions)—নক্স-ভম।

" খিলধরা (Cramps)—ফেরম।

" কাশি (Cough)—আর্জ্জেণ্টম-না, আর্স, ব্রাই, ড্রোসেরা, ইপিকাক।

" কাশি (Spasmodic)—ড্রোসেরা।

" গাত্র আবৃত রাখিতে চাহে—একন, নক্স-ম, নক্স-ভম,

" স্যাম্বুকস, ষ্ট্র্যামোনিয়ম।

" দুর্ব্বলতা (Debility)—বেনজয়িক-এসিড, কার্ব্বো-এনি,

চায়না, চিনিনম, ফেরম, মার্ক-সল, ফস, সোরিনম, সিলিসিয়া।

ঘর্ম্মাবস্থায়—প্রলাপবকা-থুজা, ক্যাম্ফর।

” ঘর্ম্ম হইয়া প্রলাপ বকার উপশম—ইথুজা, এগারিকস্।

” উদরাময়—একন, চায়না চিনিনম, ষ্ট্যামো, সলফর।

” ” রাত্রিকালে—চিনিনম, চায়না, সলফর।

” স্বপ্ন—পলস।

” ঘোর-ঘোর ভাব—(Drowsiness) এসাফিটিডা।

” শ্বাসকৃচ্ছ্রতা (Dyspnœa)—এনাকার্ডিয়ম, ক্যাকটস, মার্ক, কেলি-কার্ব্ব।

” কান্ কট্-কটানি (Earache)—ইগ্নেশিয়া।

” কান ভোঁ ভোঁ সোঁ সোঁ করা—আর্স, ইগ্নেশিয়া।

” নাক দিয়া রক্তপড়া—সলফিউরিক্-এসিড।

” ইরপসন নিষ্ক্রমণ—কোনায়ম।

” ঘর্ম্ম হইয়া স্নায়বিক উত্তেজনার উপশম—একন।

” অবসাদ (Exhaustion)—ক্যাম্ফর, কার্ব্বো-এনি, চায়না।

” হাত পায় বেদনা—সিড্রন।

” যে দিক চাপিয়া শো'য়—তথায় হাজিয়া যাওয়া—প্যাইরোজিন, ফ্লুরিক-এসিড।

” চক্ষুজ্বালা করা—চায়না, ষ্ট্র্যামো।

” মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা—ল্যাকেসিস, নক্স, ক্যান্‌চালাগুয়া।

” ” শুষ্ক—কেলি-বাই।

” ” ” ও উত্তপ্ত—বেল, নক্স, স্পাবাড।

” ” ” ও মৃতবৎ ফেঁকাসে—ভিরেট-ভাই।

ঘর্ম্মাবস্থায় মুখমণ্ডল লাল—বেল, কোনায়ম, সিপিয়া মেলিলোটস্‌

„ মূর্চ্ছার ভাব (Fainting)—এপিস, আর্স, ইগে, সলফর।

„ পা ঠাণ্ডা—সিড্রন, আয়ড।

„ পায় খিলধরা (cramps)—পল্‌স।

„ ঐ বেদনা—নাইট্রিক-এসিড।

„ ঐ টাটানি (soreness)—গ্র্যাফাইটীস, সিলিসিয়া।

„ পায়ের ডিমে বেদনা—নাইট্রিক-এসিড।

„ আঙুল কুঁকড়ে চোপ্‌সান—(like shrivelling of from long dipping in water)—এণ্টিমক্রুড, ক্যান্‌চালাগুয়া, ভেরেট।

„ হাত ঠাণ্ডা—নাইট্রিক-এসিড, সিড্রন, ক্যানচালা।

„ „ গরম—নক্স-ভম।

„ মস্তকে রক্তের সঞ্চার Congestion of blood to the head—থুজা।

„ মাথা ভার—আর্স, কষ্টিকম।

„ Roaring in head—কষ্টিকম।

„ মাথাব্যথা (Headache)—এণ্টিম-ক্রুড, আর্ণিকা, ইউপ্যাট, ফেরম, নেট্রম, রস, থুজা।

„ মাথাব্যথা হইয়া ঘর্ম্ম আরম্ভ হয়—ফেরম।

„ ঘর্ম্ম হইয়া ক্রমশঃ মাথাব্যথার উপশম—নেট্রম, সোরিনম্‌।

„ পিপাসা হইয়া মাথাব্যথার উপশম—চিনিনম।

„ বুক ধড়্‌-ফড়ানি (Palpitation)—সিড্রন, মার্ক।

„ ক্ষুধা—সাইমেক্স, সিনা।

„ গা চুলকানির সহিত ঘাম—বেনজয়িক-এসিড।

ঘর্ম্মাবস্থায় গা চুলকানি ও গায় যেন কি চলিয়া বেড়াইতেছে, সেই সঙ্গে ঘাম—রডোডেনড্রন।

" পা'য় বেদনা (pain in legs)—কার্ব্বো-ভেজ।

" পা'র দুর্ব্বলতা—আর্স, আয়ড।

" হাত পা ঠাণ্ডা—সিকেলি।

" বকুনি—পল্‌স।

" মুখ শুষ্ক—সিড্রন।

" মুখ খোলা (open)—ওপিয়ম।

" নখের নীল রঙ হওয়া—নাইট্রিক-এসিড।

" গা-বমি-বমি—ড্রোসেরা, ইপিকাক, মার্ক, থুজা।

" ঘর্ম্ম হইয়া গা-বমি-বমির উপশম—গ্লোনয়িন।

" গাত্র আনাবৃত করিলে বেদনা—ষ্ট্র্যামো।

" সর্ব্বাঙ্গে বেদনা—ইউপ্যাট, কেলি-কার্ব্ব, ল্যাকেসিস, নেট্রম, নক্স, পল্‌স, রসটক্স।

" ঘর্ম্ম হইয়া বেদনার উপশম—আর্ণিকা, ব্রাই, ল্যাকেসিস, নেট্রম-মর, নক্স।

" ঘর্ম্ম হইয়া সকল বেদনার উপশম—মাথাব্যথা ব্যতীত—ইউপ্যাট।

" ঘর্ম্ম হইয়া ক্রমশঃ বেদনার উপশম—বেল, নেট্রম, সোরিনম্।

" pain in pereosteum—আর্ণিকা, কেলি-আয়ড।

" অবসন্নতা (prostration)—আর্স, মিউরিয়াটিক-এসিড।

" নাড়ী—intermittent—সিকেলি।

" " দুর্ব্বল—weak—চিনিনম, পাইরোজিন, সিকেলি।

" শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত Respiration hurried—সিড্রন।

ঘর্ম্মাবস্থায় ছট্‌ফটানি (Restlessness) —ব্রাই, ল্যাকনানথিস।

" বাতজ বেদনা—এণ্টিম-টার্ট।

" Sighing—ব্রাই।

" চর্ম্ম Skin biting of—ট্যারাক্স।

" biting, itching, Compelling Scratching—প্যারারা।

" burning of skin—মার্ক, ওপিয়ম।

" চর্ম্ম চুলকানি (itching) সহ—এপিস, রডো, রসটক্স।

" চর্ম্মে Smarting of পোড়াহাজা—ক্যাপ্‌সিকম ক্যাম্মো, কোনায়ম।

" নিদ্রা—আর্ণিকা, আর্স, বেল, কার্ব্বো-এ, চেলিডন, সিনা চায়না, ফেরম, হায়স, ইগ্নেশিয়া, কেলি-কার্ব্ব, লোবিলিয়া, মিউরিয়াটিক-এসিড, নাইট্রিক-এসিড, নক্স-ম, ওপিয়ম, ফস্‌ফোরিক-এসিড, পডো, পল্‌স, রসটক্স।

" ঘোর নাকডাকার সহিত নিদ্রা (deep snoring)—ওপিয়ম।

" Sleepy—ক্যালাড।

" Sleepless from profuse sweat—কর্ণস।

" প্লীহায় বেদনা—ট্যারাক্সেকম, সিয়ানোথস্।

" মেরুদণ্ডে টিপিলে বেদনা—চিনিনম।

" আড়ামোড়া খাওয়া—কষ্টিকম।

" ঘর্ম্মকালে রোগলক্ষণ সমূহের বৃদ্ধি—ফেরম, ইপিকাক, মার্ক, ওপিয়ম।

" " " " উপশম—এসিড-ফ্লুরিক, নেট্রম, সোরিনম্।

ঘর্ম্মাবস্থায় ঘর্ম্মকালে Cessation of previous symptoms—আর্স, জেল্‌স, ইসকুলস, সাইমেক্স, নেট্রম, সোরিনম, স্যামবুকস।

" ক্রমিক উপশম (gradual)—নেট্রম।

" Taciturn—মিউরিয়াটিক-এসিড।

" Tenesmus—সলফর।

" পিপাসা—একন, আর্স, ক্যাকটস, সিড্রন, চায়না, চিনিনম, কোনায়ম, জেল্‌স, হেপার, নেট্রম এসিড-ফস, রসটক্স, সিকেলি, ষ্ট্র্যামোনিয়ম, ট্যারাক্স, থুজা।

" পিপাসার সহিত ঘর্ম্মের আরম্ভ—থুজা, কফিয়া।

" পিপাসার অভাব—এপিস, ক্যাল্‌কেরিয়া, ক্যাপসিকম, সাইমেক্স, সিনা, ইউপ্যাট, ইগ্নে, নক্স-ভম, নেট্রম-সল্‌ফ স্যামবুকস, ষ্ট্র্যামো, পল্‌স, ভেরেট।

" Toes soreness of—নাইট্রিক-এসিড।

" জিহ্বার স্বাদ taste clammy and feverish—জেল্‌স।

" দন্তশূল (Toothache)—কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, কফিয়া।

" " relieved by holding cold water in the mouth and returns when the water becomes warm—ব্রাই, কফি, পল্‌স, সিপিয়া।

" কাঁপুনি (Trembling)—এপিস, আর্স, নক্স, রসটক্স।

" গাত্র অনাবৃত করিতে ইচ্ছা (desire to be uncovered) —একন, ইউপ্যাট, নেট্রম, ওপিয়ম, ভেরেট, জিঙ্ক।

" গাত্র অনাবৃত করিতে অনিচ্ছা—ক্লিমেটিস, নক্স।

" প্রস্রাব প্রচুর (profuse)—একন, ডল্কেমারা, ফস।

" " high colored—সিড্রন।

ঘর্ম্মাবস্থায় প্রস্রাব পরিমাণে অত্যধিক—ডল্কেমারা, এণ্টিম-টার্ট।
" " দুগ্ধবৎ milky—ফস।
" " কম পরিমাণে (Scanty)—সিড্রন।
" " ঘোলা (turbid)—ইপিকাক, ফস।
" আমবাত—এপিস, রসটক্স।
" veins swelling of—এগারিকস, চায়না।
" vision dimness of—ষ্ট্র্যামো।
" বমন—আর্স, ক্যাম্ফর, সিনা, চায়না, ড্রোসেরা, ইউপ্যাট, ইপিকাক, সলফর।
" " তিক্ত—ইউপ্যাট।
" " vomit after cold drinks—আর্স, চায়না।
" " যখন face cold—ক্যাম্ফর।

জ্বর-বিচ্ছেদ কালের লক্ষণসমূহ ও তাহার ঔষধ।

[Apyrexia ; Symptoms during.]

জ্বর-বিচ্ছেদ-কালে পেট-ফোলা—আর্স, চায়না, নেট্রম, সিলি।
" পেটে খেঁচুনি-খিলধরা (Cramps)—ভেরেট।
" পেট আহারান্তে ফোলা—কার্ব্বো, লাইকপ, কলি-কার্ব্ব।
" পেটে বেদনা—এণ্টিম্-টার্ট, কলোসিন্থ, নক্স, সলফর।

অববিচ্ছেদকালে টক্‌জিনিস খাইবার ইচ্ছা—এণ্টিম-ক্রুড,আর্স,আর্ণিকা, ডিজিটেলিস ইউপ্যাট, কেলি-বাই, পলস, সিকেলি।

" টক্ জিনিস বিশেষতঃ আচার ও মোরব্বা খাইবার ইচ্ছা—এণ্টিম-ক্রুড।

" ঠাণ্ডা হাওয়া সহ্য হয় না (sensitiveness to cold air)—ব্যারাইটা, হেপার, নক্স-ম।

" একক থাকিতে চাহে না—আর্স, বিসমথ, কেলি-কার্ব্ব, লাইকপ, ভেরেট।

" একক থাকিতে চাহে—চায়না, নক্স, ইগ্নেসিয়া।

" একক থাকিতে ভয় করে অথচ ভদ্রসমাজ ত্যাগ করে (avoids society)—কোনায়ম।

" অত্যন্ত রক্তহীনতা anæmia—আর্স, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, ফেরম, ইউপ্যাট।

" কম্পজ্বরের পর সর্ব্বাঙ্গীন শোথ (Anasarca after ague)—ডক্কামারা।

" অত্যন্ত উদ্বেগ—(anxiety)—একন, ক্যাম্ফর।

" বেস ক্ষুধা—এলম, ক্যাপসিকম, সিনা।

" ক্ষুধার অভাব—এণ্টিম-ক্রুড, এপিস,আর্ণিকা, আর্স,ব্রাই, ক্যাপসিকম, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, কর্ণস্,ইগ্নে,ইপিকাক, নেট্রম, নক্স-ভম, পডো, পলস, রস।

" কোমরে ব্যথা (Backache)—ইস্কুলস, ইউপ্যাট, রসটক্স।

" সর্ব্বদা বিছানায় শুইয়া থাকিতে চাহে—(must be in bed)—ক্যান্থারিস।

জ্বরবিচ্ছেদকালে বিয়ার মদ্য খাইবার ইচ্ছা—নক্স, পল্‌স।

" সকলই কাল রঙের দেখে (looks every thing black)—নক্স।

" জলপানে মূত্র-থলীতে বেদনা (Pain in bladder from drinking)—ক্যান্থারিস, লিসিন, মেডোরিনম।

" গাত্রের প্রত্যেক স্থানে টিপিলে বেদনা-বোধ—ব্যাপটিসিয়া, বেলিস, পাইরোজিন, ব্রাই।

" হাড়ে বেদনা (Pain in bones)—আর্ণিকা, ব্রাই কষ্টিকম, ইউপ্যাট, নক্স, রসটক্স, টিউবার্কুলিন।

" পেট ডাকা (Bowels rumbling)—কার্ব্বো, লাইকপ, পডো।

" মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য-হেতু বিকার লক্ষণ—একন, আর্ণিকা, বেল, চায়না, হেলিবোর, হায়স, লাইকপ, নক্স-ভম, ওপিয়ম, ফস, সিপিয়া, সলফর, ষ্ট্রামোনিয়ম, ভেরেট ভাইরাইড।

" ব্রাণ্ডি মদ খাইবার ইচ্ছা—নক্স, পল্‌স।

" রুটী খাইতে অনিচ্ছা—নেট্রম, ইগ্নে, কেলি-কার্ব্ব লাইকপ, নাইট্রিক-এসিড, পল্‌স, রস, সিপিয়া সলফর বেল, কোনায়ম।

" নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ (breath offensive)—পডো, সোরিনম পলস।

" নিঃশ্বাসে পচাগন্ধ (breath fœtid)—জেলস, পডো, সোরিনম।

" নিঃশ্বাসে এত দুর্গন্ধ যে রোগী নিজেই বুঝে—হেপার।

জ্বরবিচ্ছেদকালে নিঃশ্বাসে এত দুর্গন্ধ যে রোগী বোঝে না—পলস,পডো।

" নিঃশ্বাস-স্বল্পতা (Shortness of breath)—ক্যাল্কেরিয়া।

" নিঃশ্বাসে প্রস্রাবের গন্ধ—গ্র্যাফাইটীস্।

" " টকগন্ধ—আর্ণিকা, নক্স, রোবিনিয়া, সলফিউরিক-এসিড।

" অঙ্গে টাটানি-বোধ (*Bruised feeling*)—আর্ণিকা, ব্যাপটিসিয়া বেলিস, নক্স-ম, পাইরোজিন।

" গাত্রদাহ ভয়ানক (Burning intense) এন্থ্রাসিন, আর্স, ইউফর্বিয়া, ফস, সলফর, ট্যারেনটিউলা।

" মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত দাহ এবং সেই সঙ্গে পিত্তজ উদরাময় (Burning from mouth to Anus with bilious diarrhœa)—আইরিস।

" অনবরত কোলে বেড়াইতে চাহে (*desire to be* carried)—আর্স, ক্যামো, সিনা, পলস।

" মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চারের লক্ষণ (Symptoms of cerebral congestion)—বেল, হেলিবোর, মেলোসিরেসস, ওপিয়ম।

" বক্ষদেশে সেঁটে ধরার ভাব (chest constricted feeling of)—আর্স, ক্যাপস, ক্যাক্টস, কার্ব্বোভেজ, ককুলস, ইগ্নেসিয়া, কেলি-কার্ব্ব, নেট্রম, স্যামবুকস, স্যাবাডিলা, স্পাইজিলিয়া, ষ্ট্র্যামো, সলফর, ভেরেট।

" বক্ষে বেদনা—স্যাবাডিলা।

" বক্ষে ভার বা চাপ সহ্য করিতে পারে না—ল্যাকেসিস।

" বক্ষে দুর্ব্বলতা-বোধ—ডিজিটেলিস, ষ্ট্যানম।

জ্বরবিচ্ছেদকালে সর্ব্বদাই শীত-বোধ (Constantly chilly)—এনাকার্ডিয়ম, আর্স, ব্রাই, ক্যাপসিকম, ককুলস, ডিজিটেলিস, হেপার, লিডম, নেট্রম, পল্‌স, স্যাবাডিলা, সিলিসিয়া, ভেরট।

” সহজেই ঠাণ্ডা লাগে (takes cold easily)—ব্যারাইটা, ক্যাল্‌কেরিয়া কষ্টিকম, ডল্কা, হেপার, সোরিনম, টিউ-বার্কুলিনম।

” দেহ খোলসা নহে (not clear)—একন, ক্যাল্‌কেরিয়া, কার্ব্বো-এ, চেলিডন, সিনা, কল্‌চিকম, ইউপ্যাট, জেল্‌স, ইপিকাক, নেট্রম, রস, সিপিয়া, সিলিসিয়া, সলফর, থুজা।

” পেটে কলিকবেদনা—ক্যামো, কলোসিন্থ, ডায়োস্কোরিয়া, ম্যাগ্‌নেসিয়া-ফস্‌, নক্স, পডো।

” চক্ষু স্যাবার ন্যায় হরিদ্রাভ (conjunctiva jaundiced) চেলিডন, ইউপ্যাট, ফেরম, লাইকপ, মার্ক-সল, পডো, স্যাবাডিলা।

” তড়কা (convulsions) এলম, আর্স, বেল, ক্যাল্‌-কেরিয়া, ক্যাম্ফর, কষ্টিকম, ক্যামো, সিনা, ডিজিটেলিস, হায়স, ইগ্নেশিয়া, নক্স, ওপিয়ম, ফস্‌ফোরিক-এসিড, ষ্ট্যানম, ষ্ট্র্যামোনিয়ম, ভ্যালেরিন, ভেরেট্রম, ভেরেট্রম-ভাই, জিন্‌কম।

” কোষ্ঠবদ্ধ (constipation)—ইস্কুলস, এলুমিনা, এনা-কার্ডিয়ম, এণ্টিম-ক্রুড, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, ককুলস, কোনায়ম, ফেরম, গ্র্যাফা-

ইটীস, ইগ্নেশিয়া, লিডম, লাইকপ, ম্যাগ্নেসিয়া-মব, নেট্রম-মর, নক্স, ওপিয়ম, স্যাবাড্, ফস, সিলিসিয়া, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া, সলফর, ভেরেট্রম।

জ্বরবিচ্ছেদকালে কাশি (cough)—এণ্টিম-টার্ট, এপিস, আর্নিকা, আর্স, বেল, ব্রাই, চায়না, সিনা, ককুলস, কোনায়ম, ড্রোসেরা, ইউপ্যাট, হেপার, হাইয়স, ইগ্নেসিয়া, ইপিকাক, লাইকপ, মার্ক-সল, নেট্রম-মর, নক্স-ম, নক্স-ভম, ওপিয়ম, ফস, পল্স, সিপিয়া সিলিসিয়া, স্পন্জিয়া, ষ্ট্যানম, সলফর।

" চেহারা ফেকাসে (countenance sallow)—চায়না, ইউপ্যাট, আয়ড, লাইকপ, নেট্রম, সিপিয়া, সিকেলি।

" সর্ব্বদা গাত্রাবৃত রাখিতে চাহে (must be covered)—হেপার, নক্স, সোরিনম।

" গাত্র আবৃত রাখিতে অনিচ্ছা (aversion to covering)—ক্যাম্ফর, সিকেলি।

" দুর্ব্বলতা (debility)—সিড্রন, চায়না, নেট্রম, ইউপ্যাট, লোবিলিয়া।

" উদরাময় (Diarrhœa)—এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, আর্স, ক্যাল্কেরিয়া, ক্যাপ্সিকম্, কার্ব্বো-এনিমেলিস, ক্যামো, সিনা, চায়না, ডল্কেমারা, জেলস, ইগ্নেশিয়া, আয়োডিয়ম, মার্ক-সল, ম্যাগনেসিয়া-কার্ব্ব, নাইট্রিক-এসিড, নক্স, ওপিয়ম, ফস্ফোরিক-এসিড, ফস, পল্স, রসটক্স, সিলিসিয়া, সলফর, ভেরেট্রম।

" উদরাময় অতিশয় প্রত্যুষে (early morning)—এলোস, পডো, রিউমেক্স, সলফর।

জ্বরবিচ্ছেদকালে উদরাময় অবসাদ-কারক—কার্ব্বো-এনি।

" " " ঠাণ্ডা লাগিয়া—ডল্কেমারা, মার্ক-সল।

" " " বেদনা জনক (painful)—মার্ক,নক্স,ভেরেট।

" শীতল জল পানের ইচ্ছা (Desire for cold drinks)—আর্স, ডলকেমারা, পাইরোজিন।

" উদরী ও শোথ (Dropsy)—আর্স, এপিস, এসেটিক-এসিড, এপোসাইনম, চায়না, ফেরম, ডিজিটেলিস, ইউপ্যাট।

" " " ঘর্ম্ম বা কোন উদ্ভেদ বন্ধ হইবার দরুণ—ডল্কেমারা, মার্ক-সল, সাইলিসিয়া, সলফর।

" অজীর্ণ (Dyspepsia) সবিরাম—একদিন অন্তর—ইপিকাক।

" কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ হওয়া (ringing in ears)—চায়না, চিনিনম-সল্ফ।

" শীর্ণতা (emaciation)—আর্স, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, ফেরম, আয়োডিয়ম, মার্ক-সল, নেট্রম, নক্স, ওপিয়ম, ফসফোরিক-এসিড।

" ঢেঁকুর উঠা (eructations)—এলুমিনা, এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, আর্ণিকা, চায়না, লাইকপ, পলস, নক্স-ভম।

" চক্ষুতারকায় বেদনা—যেন মাথার পশ্চাৎদিকে আকর্ষিত হইতেছে—হেপার, প্যারেরা,ওলিয়াণ্ডার,সিমিসিফিউগা।

" চক্ষুরপাতা পিঁচুটিতে জুড়িয়া যাওয়া—(agglutination of Eye-lids)—কেলি-কার্ব্ব, গ্র্যাফ।

জ্বরবিচ্ছেদকালে চক্ষুর পাতা আদবুজন্ত (half open)—পডো, ষ্ট্র্যামো-নিয়ম, সলফর।

" চক্ষুর উপরের পাতায় ফোলা (swelling of Upper Eye-lid)—এপিস, কেলি-কার্ব্ব

" চক্ষুর নিচের পাতা ফোলা—এপিস, কেলি-কার্ব্ব, আর্সেনিক।

" চক্ষু-কনীনিকা প্রসারিত (pupils dilated)—বেল, ক্যাল্‌কেরিয়া, লরোসিরেসস, ষ্ট্র্যামোনিয়ম।

" মুখ ফুলো-ফুলো (face bloated)—আর্স,ফেরম,ইউপ্যাট।

" " মাটীর মত মলিন (clay colared)—আর্স।

" মুখ সামান্য পরিশ্রমে টস্‌টসে (flushed) হয়—ফেরম।

" মুখ রক্তশূন্য (pale)—আর্স, ক্যাম্ফর, কার্ব্বো, সিনা, চায়না, ফেরম, ইগে,নক্স,ফস,সিকেলি, সলফর, ভেরেট্রম।

" মুখ চো'ক বসিয়া যাওয়া (sunken)—আর্স, ক্যাম্ফর, সিকেলি, ভেরেট্রম।

" মুখ হরিদ্রা-বর্ণের (yellow)—আর্ণিকা, আর্স, চায়না,ইউপ্যাট,ফেরম, নেট্রম-মর, নেট্রম-সলফ, নক্স-ভম,সিপিয়া, রস, পেট্রোলিয়ম।

" মুখে হরিদ্রাবর্ণের ছোট ছোট দাগ (yellow spots on the face—ফেরম, সিপিয়া।

" মূর্চ্ছার ভাব (Faintness)—আর্ণিকা, আর্স, কার্ব্বো-ভেজ, সিনা, চায়না, ডিজিটেলিস, ইগ্নেশিয়া, লাইকপ, নাইট্রিক-এসিড, নক্স, ওপিয়ম, পল্‌স, সলফর, ভেরেট্রম।

জ্বরবিচ্ছেদকালে চর্ব্বি-যুক্ত আহারে অনিচ্ছা—কার্ব্বো-ভেজ, সাই-
ক্লেমেন, হেপার, পেট্রোলিয়ম, পল্‌স, সিকেলি।

" " " ইচ্ছা (longing) নাইট্রিক এসিড, নক্স-ভম।

" পা'য় শীতলতা (coldness of feet)—কার্ব্বো-ভেজ, রস, সিপিয়া সিলিসিয়া, লাইকপ, হাইওসিয়ামস।

" পা'য় সেঁতসেতে ভাব (dampness) ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, গ্র্যাফাইটীস, সিপিয়া।

" পায় ভারিবোধ (heaviness)—ক্যান্থারিস।

" পায়ের তলায় ছুঁইতে দেয় না (sensitiveness to touch especially the soles)—কেলি-কার্ব্ব।

" পায় শোথ বা ফোলা (Swelling)—এপিস, আর্স, ব্রাই, ক্যাপ্‌সিকম, কষ্টিকম, চায়না, ফেরম, লাইকপ, নক্স-ভম, পল্‌স, সিপিয়া,সিলিসিয়া।

" পেটে বায়ু-সঞ্চার (Flatulency)—কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, কেলি কার্ব্ব, লাইকপ, সোরিনম।

" খাদ্য আহারে অনিচ্ছা (Aversion to food)—এণ্টিম-ক্রুড, আর্স, ইপিকাক, কেলি-কার্ব্ব।

" ঠাণ্ডা জিনিষ খাইতে ইচ্ছা—ফস, ফসফোরিক-এসিড ভেরেট্রম।

" ঠাণ্ডা জিনিষ খাইলে সহ্য হয় না বা পীড়া লক্ষণের বৃদ্ধি—লাইকপ।

" রসাল জিনিস খাইতে চায়—ফস্‌ফোরিক-এসিড, ভেরেট্রম।

" আহারে ইচ্ছা পরিবর্ত্তনশীল (changable)—ব্রাই।

জ্বরবিচ্ছেদকালে জলিয় দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা (fluids)—ষ্ট্যাফাইসেগ্রিয়া।

" সামান্য আহারে পরিতৃপ্তি—চায়না, লাইকপ।

" খাদ্যে স্বাদ পায় না (Food tasteless)—এণ্টিমটার্ট, ক্যান্থারিস ড্রোসেরা, সিলিসিয়া।

" উত্তপ্ত অথবা রন্ধন করা খাদ্যাহারে ভয়ানক অনিচ্ছা—কলচিকম, পেট্রোলিয়ম, সিকেলি।

" ফল খাইবার ইচ্ছা—এলুমিনা, এণ্টিম-টার্ট, ফস-এসিড, ভেরেট্রম।

" ভয় বা চঞ্চলতাজনক অশান্তি—(Fretting)—এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, ক্যমো, সিনা, জেলস, সিলিসিয়া।

" বমন ও বিবমিষা প্রভৃতি (gastric symptoms)—এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, ব্রাই, কার্ব্বো-ভেজ, কলচিকম, ইপিকাক, আর্স, পলস, নক্স, সলফর, সোরিনম।

" " " " লক্ষণের আধিক্য (gastric symptoms predominate—একন, এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, কার্ব্বো, কলচিকম, বিসমথ, ইপিকাক, নক্স, পলস, রস, পডো, সলফর।

" গ্ল্যাণ্ড-সমূহের বিবৃদ্ধি বা পীড়া (affections of glands)—এপিস, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ব্যারাইটা-আয়ড, বেল, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব, ক্যাল্‌কেরিয়া-আয়ড, কার্ব্বো-এনিমেলিস, কোনায়ম, সিনা, ককুলস, সিসূটস, আয়োডিয়ম, সোরিনম, স্পঞ্জিয়া, সলফর, টিউবাকুলিনম।

" শোক-হেতু পীড়া বা পীড়ার বৃদ্ধি—ইগ্নেশিয়া, ল্যাকেসিস, ওপিয়ম, ফস্‌ফোরিক-এসিড, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া।

অববিচ্ছেদকালে দন্তমাড়ী ছুঁইলেই তাহা হইতে রক্ত পড়ে—কার্ব্বো-ভেজ, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া।

" দন্তমাড়ী মনে হয় যেন পুড়িয়া বা হাজিয়া গিয়াছে—সাইমেক্স।

" দন্তমাড়ী খাইয়া যাওয়া (scorbutic) ফোলা ও রক্তপড়া। } এসি-নাই, নেট্রম-মর।

" রক্তস্রাব (যেখান হইতেই হউক)—ক্যাকটস, চায়না, ক্রোটেলস, ফেরম, হ্যামামেলিস, ইপিকাক, নাইট্রিক-এসিড, ফস, টিউবাকুলিনম।

" রক্তস্রাব হইয়া প্রসব বেদনা বন্ধ হইয়া যায়—চায়না।

" রক্তস্রাব গুহ্যদ্বার হইতে (bowels)—ক্রোটেলস, হ্যামামেলিস, ইপিকাক, নাইট্রিক-এসিড, রস, টেরিবিন্থ, টিউবার্ক।

" অর্শ রক্তস্রাবযুক্ত—ইসকুলস, এলোস, হ্যামামে মিউরিয়াটিক-এসিড, নক্স, সলফর নাইট্রিক-এসিড।

" মাথার খুলিতে দাহ ও উত্তাপ—সলফর, ক্যাল্‌কেরিয়া, গ্র্যাফাইটীস, ল্যাকেসিস।

" " " ঠাণ্ডাবোধ (coldness)—সিপিয়া, ভেরেট।

" " " টানভাব (tightness)—চায়না।

" মাথাব্যথা (Headache)—আর্ণিকা, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাপ্‌সিকম, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, ককুলস, ড্রোসেরা, ফেরম, জেল্‌স, ইগ্নেশিয়া, নেট্রম, নক্স ভম, ওপিয়ম,

এসিড-ফস, পলস, রসটক্স, সিপিয়া, স্পঞ্জিয়া, ষ্ট্যানম
গ্লোনয়িন।

ঋতুবিচ্ছেদকালে মাথাব্যথা—ঋতুজনিত (menstrual) গ্লোনয়িন, পল্‌স, নেট্রম, সিপিয়া।

" " আদকপালে—সিপিয়া, স্পঞ্জিয়া, সিলিসিয়া।

" বুক ধড়ফড়ানি (Palpitation of Heart)—একন, এণ্টিম-টার্ট, চায়না, ইগ্নে, ল্যাকেসিস, লিলিয়ম, নেট্রম-মর,, সিপিয়া, স্পাইজিলিয়া, সলফর, ভেরেট্রম।

" বুকধড়ফড়ানিতে সমস্ত দেহের স্পন্দন—নেট্রম, স্পাইজিলিয়া।

" এইরূপ হয় যেন রোগী মনে করে যে একটু নড়িলেই তাহার হৃদ্‌স্পন বন্ধ হইবে—ডিজিটেলিস।

" সর্ব্বদা না নড়িলে মনে হয় যেন হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হইবে—জেল্‌স।

" উত্তাপ অনিচ্ছা ও অসহ্য—এপিস, পলস, সিকেলি।

" নিদ্রাকালে গাত্র উত্তপ্ত—স্যামবুকস্।

" ক্ষুধা (Hunger)—কার্ব্বো-এনি, কার্ব্বো-ভেজ, সিনা, চায়না, আয়োডিয়ম, নক্স, পেট্রোলিয়ম, রসটক্স, সিপিয়া, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া, ভেরেট্রম।

" ক্ষুধা অথচ খাইতে পারে না—ব্যারায়টা, ইগ্নেশিয়া, ইলাপ্‌স।

" ক্ষুধা অথচ খাইলেও তাহার নিবৃত্তি হয়না—এণ্টিম-ক্রুডা

" দক্ষিণ দিকে পেটের উপরে (right hypochondrium)

জ্বরবিচ্ছেদকালে এত বেদনা যে স্পর্শনও সহ্য হয় না—ব্রাই চেলিডন, কার্ডুয়স, ইউপ্যাট, কেলিকার্ব্ব, মার্ক।

" হাইপোকন্ড্রিয়ায় ফোলা ও বেদনা (Hypochondria painful and swollen)—চায়না, চিনিনম, মার্ক, পডো, কার্ডুয়স।

" বরফ জমা (Ice cream) খাইতে ইচ্ছা—ইউপ্যাট।

" উত্তেজিত ভাব (Irritabilily)—একন, এনাকার্ডিয়ম, বেল, ব্রাই ক্যামো, সিনা, চায়না, কফিয়া, জেলস, ইগ্নেশিয়া, নক্স, পলস, সিলিসিয়া, টিউবার্ক।

" অতিরিক্ত শারীরিক উত্তেজনা (excessive physical irritability)—নাইট্রিক-এসিড, ট্যারানটিউলা।

" ন্যাবা (Jaundice)—কার্ডুয়স, চেলিডন, ক্রোটেলস, মার্ক-সল, পডো।

" সন্ধিস্থানে বেদনা (Joints pain in)—এপিস, আর্ণিকা, আর্স, ব্রাই, কষ্টিকম, ক্যামো, চায়না, ককুলস, ইগ্নে, ইপিকাক, এসিড-ফস, পডো, পল্স, রসটক্স স্যাবাইনা সলফর।

" সন্ধিস্থানে টাটানি (Soreness)—এপিস।

" যোনী-কবাটের ধার ক্ষত (ulceration of Comissures of labia) নেট্রম-মর, নাইট্রিক-এসিড।

" শ্বেতপ্রদর-স্রাবে কাপড়ে হলদে দাগ লাগে—কার্ব্বো-এনিমেলিস।

" দুর্ব্বল-কারক শ্বেতপ্রদর-স্রাব—এলুমিনা, কার্ব্বো-এনি।

" উজ্জ্বল আলোক দেখিতে অনিচ্ছা—নক্স, ষ্ট্রামো।

জ্বরবিচ্ছেদকালে হাতে পায়ে খিল-ধরা (Cramps)—কুপ্রম, সিকেলি সলফর, ভেরেট্রম।

" " " বেদনা—ক্যাপসিকম, কার্ব্বোভেজ, কষ্টিকম, চায়না ইউপ্যাটু, গ্র্যাফ, লাইকপ, নেট্রম, নাইট্রিক-এসিড, নক্স, পলস, স্যাবাইনা রসটক্স।

" হাত পায় আড়ষ্ট অসাড়ভাব—ক্যান্থারিস।

" ঐ ঐ টাটানি—এপিস, আর্ণিকা।

" ঐ ঐ দুর্ব্বলতা—নক্স।

" ঠোঁট জ্বালা (Burning of lips)—এপিস, আর্স।

" ঐ ফাটা (cracked)—গ্র্যাফাইটীস, ইগ্নে, হেপার রসটক্স এণ্টিম-ক্রুড।

" ঐ শুষ্ক (dry)—আর্স, ব্রাই, কোনায়ম, ইগ্নে, নক্স-মস্কে, রস-টক্স।

" ঠোঁটে উদ্ভেদ (eruption on lips)—হেপার, ইগ্নে, নেট্রম, নক্স, রসটক্স।

" লিভার-প্রদেশে বেদনা—আর্স, বেল, ব্রাই, কার্ডুয়স, ক্যামো, চেলিডন, চায়না, কেলি-কার্ব্ব, লাইকপ, নেট্রম, নক্স, পডো, পল্‌স।

" লিভার—মনে হয় যেন ফুলিযাছে—চায়না।

" পীরিত ভাণ্ডার নৈরাশ্যে কুলক্ষণ—ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস, হায়স, ইগ্নে, নেট্রম, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া।

" মাংস আহারে অনিচ্ছা—এলুমিনা, আর্ণিকা, আর্স, বেল, কার্ব্বো, ক্যামো, ফেরম, গ্র্যাফ, ইগ্নে, লাইকপ,

এসিড-নাইট্রিক, ওপিয়ম, পেট্রোলিয়ম, পল্‌স, রসটক্স, সিকেলি, সিপিয়া, সিলিসিয়া, সলফর।

জ্বরবিচ্ছেদকালে মাংস খাইতে ইচ্ছা—ক্যান্থারিস, ম্যাগ্‌নেসিয়া-কার্ব্ব, মেনিয়াস্থিস টিউবাকুলিনম।

" ঋতু বন্ধ হওয়া (Menses suppression of)—আর্স, ক্যাল্‌কেরিয়া, ক্যাম্ফো, চায়না, কোনায়ম, ফেরম, গ্র্যাফাইটীস্‌, কেলি-কার্ব্ব, লাইকপ, মার্ক-সল, নক্স, পল্‌স, সিপিয়া, সিলিসিয়া সলফর।

" ঋতু অসময়ে - যথা সময়ের পূর্ব্বে (too early)—একন, এলুমিনা, আর্ণিকা, আর্স, বেল, ব্রাই, ক্যাল্‌কেরিয়া, ক্যাল্‌কে ফস, ফেরম, হায়স, ইগ্নে, কেলি-কার্ব্ব, স্যাবাইনা, সিপিয়া, সলফর।

" ঋতু বিলম্বে হয় (late)—পল্‌স, গ্র্যাফ, টিউবার্ক।

" ঋতু প্রচুর পরিমাণে (profuse)—বেল, এরেনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া, চায়না, ফেরম, হায়স, ইগ্নে, ইপিকাক, ফস, নক্স, সিপিয়া।

" ঋতু স্বল্প পরিমাণে (scanty)—গ্র্যাফি, কোনায়ম, নেট্রম, পল্‌স, সলফর, টিউবাকুলিনম।

" সামান্য কারণে ঋতুর মধ্যকালে রক্তস্রাব—এম্ব্রা, বোভিষ্টা।

" দুগ্ধপানে অনিচ্ছা - পলস, সিলিসিয়া।

" দুগ্ধপানে ইচ্ছা—এপিস, চেলিডন।

" ঐ ঐ ইচ্ছা অথচ পানে পেটে বায়ু-সঞ্চার (flatulenee) হয়—কার্ব্বো-ভেজ।

জ্বরবিচ্ছেদকালে মুখের ধারে (corners of mouth)—ক্ষত ও টাটানি—নেট্রম, নাইট্রিক-এসিড, এন্টিম-ক্রুড।

" মুখের ধারে উদ্ভেদ—হেপার, ইগ্নে, নেট্রম, নক্স, রস।

" মুখ ধুইতে অনুক্ষণ অনিচ্ছা—নক্স, থুজা, পল্‌স।

" " " অনবরত ইচ্ছা—এসিড-ফ্লুরিক।

" গা-বমি-বমি (nausea)—এন্টিম-ক্রুড, এন্টিম-টার্ট, আর্ণিকা, আর্স, ক্যাপ্‌সিকম, ইউপ্যাট, গ্র্যাফি, হেপার, হায়স, ইপিকাক, নক্স, রস সিলিসিয়া।

" গা-বমি-বমি-জলপানে নিবৃত্তি—লোবিলিয়া।

" ঘাড়ের পশ্চাতে বেদনা—ফেরম।

" স্নায়বিক উত্তেজনা—(nervousness)—ক্যামো, জেল্‌স, ইগ্নে, পলস, রস, ভ্যালেরিন, জিঙ্ক।

" রাত্রি-কালিন ঘর্ম্ম (night-sweat)—চায়না, কেলি-কার্ব্ব, নেট্রম, ষ্ট্যানম, ট্যারাক্স।

" শোথ (œdema)—এপিস, আর্স, চায়না, ফেরম, ইউপ্যাট। (এনাসার্কা পূর্ব্বে দেখ)

" বেদনা-অসহনীয়তা—ক্যামো, চায়না, কফিয়া, ইগ্নে।

" কোন রকম মানসিক কষ্টে বুক ধড়্‌ফড়ানি—ক্যাঙ্কে-রিয়া-আর্স।

" তালু হাজিয়া গিয়াছে বোধ—সাইক্লেমেন, ইস্কুলস।

" ঘর্ম্ম—আর্স, চায়না, ল্যাকেসিস, সলফর।

" হারিষ-নিষ্ক্রমন (Prolapsus-ani)—ইগ্নে, ল্যাকেসিস, লাইকপ, নাইট্রিক-এসিড, প্লম্বম, পডো, র‍্যাটানহি, সিপিয়া সলফর।

জ্বরবিচ্ছেদকালে হারিষ নিক্রমন—সামান্য মাত্র কোঁথে—ইগ্নেশিয়া।

" " " সাম্‌নে ঝুঁকিলে (Stooping)—র‍্যাটানহিয়া।

" " " প্রসবান্তে কোঁথজন্য বা জোরে কিছু তুলিলে—পডো।

" নাড়ীর স্পন্দন নড়ন চড়নে বৃদ্ধি—এণ্টিম-টার্ট, ডিজিটেলিস, জেলস।

" নাড়ী full—একন, বেল, ব্রাই, ফেরম-ফস, ফেরম, জেলস, গ্লোনয়িন, হায়স, ল্যাকেসিস, ওপিয়ম ও ষ্ট্র্যামোনিয়ম।

" নাড়ী প্রথমে rapid পরে slow—এণ্টিম-ক্রুড।

" নাড়ীর স্পন্দন হটাৎ বৃদ্ধি পাইয়া আবার হটাৎ নর্ম্মালের নিচে নামিয়া যায়—ভেরেট-ভাই, টিউবার্ক।

" নাড়ী slow—চেলিডন, চায়না, ডিজিটেলিস, সিকেলি, ভেরেট, ভেরেট-ভি।

" নাড়ী slow soft weak—ভেরেট-ভাই।

" নাড়ীর তৃতীয় পঞ্চম ও সপ্তম স্পন্দন অবিরাম intermittent—ডিজিটেলিস।

" নাড়ী সুতার ন্যায় (thread-like)—একন, জেলস, ল্যাকেসিস, ক্রোটেলস।

" নাড়ী weak—একন, আর্স, কার্ব্বো-ভেজ, চায়না, ফেরম, জেলস, ল্যাকেসিস, লরো, ওপিয়ম, সাইলিসিয়া ক্যাম্ফো ভেরেট, ভেরেট-ভাই।

" গুহ্যদ্বারে শুষ্কতা ও জ্বালা—ইস্‌কুলস।

" জ্বরের সামান্য remission—ব্যাপ্, ইউপ্যাট, জেলস।

জ্বরবিচ্ছেদকালে ছটুফটানি—তাহাতে অনবরত স্থান পরিবর্ত্তন—
পাইরোজিন, রসটক্স, আর্স।

" ছটফটানি (restlessness)—এপিস, আর্স, ব্যাপ্‌, সিড্রন, কল্‌চিকম, আয়ড, রসটক্স।

" বাত (Rheumatism)—একন, এণ্টিম-টার্ট, আর্ণিকা, বেল, ব্রাই, কার্ব্বো-ভেজ, কষ্টিকম, ক্যামো, কল্‌চিকম্‌, নক্স, পল্‌স, রসটক্স, থুজা, ভেরেট।

" মুখের লালা জ্বালা কারক (Saliva acrid)—নাইট্রিক-এসিড।

" মুখে তিক্ত লালা জমা—চেলিডন।

" " রক্তাক্ত লালা (bloody saliva)—ক্রোটেলস, জেল্‌স, নেট্রম-মর, নাইট্রিক-এসিড, ফস, সিকেলি।

" " রক্তাক্ত লালা ঋতুর পূর্ব্বে—নেট্রম।

" " তুলার মত লালা (cotton-like)—নক্স-মস্কেটা।

" " লবণাক্ত লালা (Saltish)—এণ্টিম-ক্রুড, আয়োডিন।

" " প্রচুর লালা (profuse secretion of saliva)—ইপিকাক, মার্ক-সল, পডোফাইলম।

" " আটার মত লালা (sticky)—নক্স-মস্কেটা।

" " টক লালা (sour)—ইগ্নেশিয়া, নেট্রম-ফস।

" " সূতার মত লালা (thready)—হাইড্রাসটিস্‌, কেলি-বাইক্রম, ল্যাকেসিস, কোনায়ম, ক্রোটেলস।

" মুখ আসার মত লালা-নিঃসরণ (Salivation)—ইস-কুলস্‌, আয়োডিয়ম, মার্ক-সল, পডোফাইলম।

" দক্ষিণ স্ক্যাপিউলা অস্থির নিম্নে বেদনা—চেলিডন।

জ্বরবিচ্ছেদকালে বাম স্ক্যাপিউলার অস্থির নিম্নে বেদনা—স্যানগুই-
নেরিয়া।

„ পার্শ্ববেদনায় (পাঁজরায়) বেদনাযুক্ত স্থানে চাপিয়া শুইলে
আরামবোধ—ব্রাই।

„ পার্শ্ববেদনা বামদিকে অধিক—এপিস।

„ ভয়ানক সর্ব্বস্থান-ব্যাপী অসুখের ভাব—ব্যাপ্‌টিসিয়া।

„ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা (sighing)—ইগ্নে, এসি-ফস, ভেরেট্রম।

„ নাড়ীক্ষয় (sinking)—ক্যাম্ফর, কার্ব্বো, ভেরেট্রম।

„ গাত্রচর্ম্ম নীল হইয়া যায়—কার্ব্বো, কুপ্রম, ভেরেট্রম।

„ গাত্রচর্ম্ম চুলকানি (Itching of skin)—ইগ্নে, হেপার,
নেট্রম।

„ গাত্র চর্ম্ম হরিদ্রাভ (yellow)—একন, আর্ণিকা, আর্স,
বেল, কার্ড্রুয়স, ক্যামো, চায়না, চেলিডন, ডিজিটেলিস,
ইউপ্যাট, ফেরম, নেট্রম-মর, নক্স, পডো, সেরিনম্,
পল্‌স, রসটক্স, সলফর, ট্যারাক্সেকম।

„ নিদ্রাকালে স্বপ্ন—একন, ইগ্নেশিয়া, নেট্রম, ষ্ট্র্যামো।

„ নিদ্রায় নাকডাকা—ইগ্নে, ওপিয়ম।

„ নিদ্রায় ছটফটানি—একন, ব্যাপ্‌, সিনা, ফেরম, রস, ষ্ট্র্যামো।

„ নিদ্রালুতা (sleepiness)—একন, এণ্টিম-টার্ট, বেল, ব্রাই,
কার্ব্বো, হায়স, মার্ক, ওপিয়ম, রস, ষ্ট্র্যামো, সলফর,
ভ্যালেরিয়ান।

„ অনিদ্রা (Sleeplessness)—আর্স, বেল, ব্রাই, কার্ব্বো,
চায়না, সিনা, কফিয়া, হায়স, ইপিকাক, নেট্রম, লিডম,
নাইট্রিক-এসিড, ওপিয়ম, পল্‌স, রস, সিলিসিয়া।

জ্বরবিচ্ছেদকালে টকদ্রব্য খাইতে অনিচ্ছা—ককুলস।

„ „ „ „ ইচ্ছা—এণ্টিম-ক্রুড, আর্ণিকা, আর্স, ডিজিটেলিস, ইউপ্যাট, হেপার, কেলি-বাইক্রম, পল্‌স, সিকেলি।

„ মেরুদণ্ডে উত্তেজনা (Spine irritation of)—এগারিকস, জিঙ্ক, জেলস্, সিলিসিয়া, নক্স-ভম।

„ প্লীহার বিবৃদ্ধি—এরেনিয়া, আর্স, বেল, এসিড-কার্ব্বলিক, সিয়ানোথস, চায়না, ইউপ্যাট, ফেরম, আয়ড, মার্ক, নাইট্রিক-এসিড, পডো, পল্‌স।

„ প্লীহা প্রদেশে বেদনা—এপিস, আর্স, চেলিডন, চায়না, ফেরম, নেট্রম, নক্স, সিয়ানোথস, ইউক্যালিপটস্, পডো পল্‌স।

„ পেটেণ্ট ঔষধ বা কুইনাইন খাইয়া রোগ বৃদ্ধি পাইলে (Spoiled cases by Quinine and ague-cures)—এপিস, আর্স, চিনিনম, ইগ্নে, ইপিকাক, ক্যাপ্‌সিকম, ল্যাকেসিস্, লাইকোপোডিয়ম, সোরিনম, পল্‌স, সিপিয়া, সিলিসিয়া, সলফর।

„ রক্তাক্ত গয়েরউঠা—নক্স-মস্কেটা, ফেরম-ফস্।

„ পাকস্থলীতে খিলধরা (cramps)—কুপ্রম, ভেরেট।

„ ঐ ফুলিয়া উঠা (Distention)—নক্স, স্টাবাড।

„ ঐ ভার-বোধ—কার্ব্বো, লোবিলিয়া, লাইকপ, নেট্রম, পডো, রসটক্স।

„ তলপেটে কষ্টদায়ক চাপবোধ (oppression at pit of stomach)—লোবিলিয়া।

পাকস্থলীতে বেদনা—একন, আর্স, আর্ণিকা, ক্যাল্‌কেরিয়া, কষ্টিকম্, চেলিডন, ককুলস, কোনায়ম, ফেরম, ইগ্নে, লাই-

কপ, নেট্রম, নক্স, পলস, রসটক্স, সিপিয়া, সিলিসিয়া, ভেরেট্রম।

জ্বরবিচ্ছেদকালে পাকস্থলীতে চাপবোধ(pressure)—এণ্টিমক্রুড,রসটক্স।

" তলপেট ঝুলিয়া পড়িতেছে বোধ (relaxed as if hanging down)—ইপিকাক, সিপিয়া, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া।

" পাকস্থলীতে (Spasms)—আর্স, বেল, কার্ব্বো, ক্যামো, নক্স, পলস, সিলিসিয়া, সলফর, ভেরেট।

" মলত্যাগ-কালে কাহারো অবস্থিতি অসহনীয় বোধ করে—এম্ব্রা।

" ঘর্ম্ম (sweat)—চায়না,নক্স, স্যামবুকস,সিলিলিয়া, ভেরেট। [বিশেষত্ব পরে দেখ।]

" ঘর্ম্ম (দুর্ব্বলকারক)—চায়না, ইউপ্যাট, ট্যারাক্স, টিউবার্কুলিনম্।

" ঘর্ম্ম দুর্ব্বলকারক নহে—স্যামবুকস।

" ঘর্ম্ম প্রচুর ও যতক্ষণ জাগ্রত থাকে—স্যাম্বুকস্।

" " " মাথায়—ক্যাল্‌কেরিয়া,ম্যাগ্‌নেসিয়া-মর, সিলিসিয়া, স্যানিকিউলা।

" স্বাদ তিক্ত (bitter taste)—আর্ণিকা,আর্স,ব্রাই,ক্যালকেরিয়া,কার্ব্বো-ভেজ,ক্যামো, চেলিডন, চায়না,চিনিনম, কলচিকম,ইউপ্যাট, ফেরম,জেল্‌স, ইপিকাক,ল্যাকেসিস্, লাইকপ, নেট্রম-মর নেট্রম-সলফ, নক্স,সোরিনম,পলস, রস, সলফর, ট্যারাক্স, থুজা।

" জল ব্যতীত সকল দ্রব্যের তিক্তাস্বাদ—একন, ষ্ট্যানম।

" স্বাদ মিষ্ট—মেনিয়াস্থিস্।

জ্বরবিচ্ছেদকালে স্বাদ কালির মত—অর্জ্জেণ্টম, ক্যাল্‌কেরিয়া, ফ্লুরিক-এসিড।

" স্বাদ লোহার মত—সাইমেক্স, ক্যালকেরিয়া।

" " না পাওয়া (Lost)—ক্যান্থারিস, পডো, সিলিসিয়া, নেট্রম।

" " ধাতুজ (Metallic)—ককুলস, মার্ক, নক্স, রস।

" " পচা (Putrid)—এনকার্ডিয়ম, আর্ণিকা, বেল ক্যাপসিকম, কার্ব্বো-ভেজ, ফেরম, গ্রাফাইটীস, হেপার, হাইয়স, নেট্রম, নাইট্রিক-এসিড, নক্স, পেট্রোলিয়ম পডো, সোরিনম, পাইরোজিন, রস, সিলিসিয়া।

" স্বাদ পচা প্রাতঃকালে—আর্স, রস, সলফর।

" " লবণাক্ত—আর্স, ষ্ট্যান, কার্ব্বো-ভেজ, নেট্রম, সিপিয়া।

" " টক—আর্জ্জেণ্টম-নাইট্রাস, লাইকপ, ফস, রোবিনিয়া, নেট্রম-ফস, ক্যালকেরিয়া, ক্যাপসিকম্, ইগে, আয়ড, নক্স, পেট্রো, সিপিয়া, থুজা।

" যে সকল দ্রব্য চা'য়—তাহা পাইলে নিক্ষেপ করে বা repels when offered—ব্রাই, ক্যামো, সিনা, আয়ড, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া।

" পিপাসা—ক্যান্থারিস, সাইকুটা, সাইমেক্স, চায়না, ডল্‌কেমারা, সলফর, ভেরেট।

" পিপাসা অথবা সর্ব্বপ্রকার পানিয় পানে অনিচ্ছা—ক্যান্থারিস।

" পিপাসার অভাব সকল পীড়ার সহিত—এপিস, পলস।

" গলায় প্রায় ক্ষত হয় (liable to sore-throat)—ব্যারাইটা, ল্যাক-ক্যানিনম, সোরিনম।

জ্বরবিচ্ছেদকালে গলা শুষ্ক ও তথায় বেদনাজনক টাটানি (Dry painfully sore)—ইস্কুলস্।

" গলক্ষত—ঋতুকালে—ম্যাগনেশিয়া-কার্ব্ব, ল্যাক-ক্যানিনম।

" তামাক খাইতে অনিচ্ছা—এলুমিনা, আর্ণিকা, বেল, চায়না, ইগ্নে, নেট্রম, নক্স, ফস, রস, সিপিয়া।

" তামাক ও তাহার ধূম্র সহ্য করিতে পারে না—ইগ্নে।

" জিহ্বা কাল (black)—ইলাপ্স।

" " ফোসকাপূর্ণ (Blistered)—কাপ্স, কার্ব্বো-এনি, কার্ব্বো-ভেজ, নেট্রম, থুজা।

" " Broad red tongue with indented edges—কেলি-বাই, মার্ক, পডো, রস।

" " brown—আর্স, কার্ব্বো, ব্যাপ, ইলাট, হায়স, ফস, লাইকপ, ভেরেট।

" " brown কিন্তু ধারগুলি শাদা—আয়ড।

" " মধ্যে brown streak—আর্ণিকা, ল্যাকেসিস, ফস, ইউপ্যাট-পর ব্যাপ্‌টিসিয়া।

" " burning—কার্ব্বো-এ, কার্ব্বো-ভেজ, সাইমেক্স, স্যান্‌গুইনেরিয়া।

" " পুড়িয়া গিয়াছে বোধ—এপিস, লাইকপ, মিউরিয়াটিক-এসিড, নাইট্রিক-এসিড, স্যান্‌গুইনেরিয়া, স্পাইজিলিয়া।

" " দন্তের পশ্চাতে জড়াইয়া যায় Catches behind the teeth—ল্যাকেসিস।

" " পরিষ্কার—এপিস, সিনা, ডিজি, জেলস, ইগ্নে, ইপি-

কাক, লাইকপ, পলস, সিকেলি, সলফর, থুজা।

জ্বরবিচ্ছেদকালে জিহ্বা ভয়ানক লেপযুক্ত coated thickly—এণ্টিম-ক্রুড, আর্ণিকা, ব্রাই, ক্যান্থ, চেলিডন, চায়না, নক্স-ভম, ফস।

" জিহ্বা শীতল (cold)—ক্যাম্ফর, কার্ব্বো, ভেরেট।

" " সঙ্কুচিত (contracted)—কার্ব্বো-ভেজ এসিড-মিউরিয়াটিক।

" " ফাটা ফাটা cracked—লাইকপ, কিউবেব।

" " শুষ্ক dry—আর্ণিকা, বেল, কাল্কেরিয়া, কার্ব্বো-ভেজ, ল্যাকেসিস, লাইকপ, নেট্রম, নক্স-ভম, পডো, পলস, ষ্ট্র্যামোনিয়ম।

" " ধারগুলি লাল—এণ্টিম-টার্ট, বেল, ক্যান্থারিস, জেল্‌স, সিকেলি, ভেরেট।

" জিহ্বার মধ্যভাগে শাদা—বেল।

" " " লাল streak—ভেরেট-ভাই, আর্স, ফস।

" জিহ্বা অতিরিক্ত বড় (too large)—ষ্ট্র্যামো, পল্‌স।

" " শিশার রঙের মত lead colored—ক্যাম্ফর, কার্ব্বো, ভেরেট।

" " চিত্র বিচিত্র করা mapped—ট্যারাক্স, নেট্রম, টেরিবিন্থ, ল্যাকেসিস, র‍্যানানকুলস।

" " ধারে হার্পিস বা দাদের মত—নেট্রম-মর।

" " মিউকস দ্বারা আবৃত—পল্‌স।

জ্বরবিচ্ছেদকালে জিহ্বা বেদনা-জনক—কোনায়ম,গ্র্যাফাইটীস, হেপার।

„ জিহ্বা রক্তশূন্য (pale)—ইউপ্যাট, ফেরম, কেলি-কার্ব্ব, সিকেলি, ইপিকাক।

„ জিহ্বার papillæ elevated—এন্টিম-টার্ট, বেল, নক্স-মস্কেটা।

„ „ „ লাল red—একন, এপিস, বেল, ষ্ট্র্যামো।

„ জিহ্বা বাহির করিতে পারে না can't protrude—এপিস, ল্যাকে, ক্যামো।

„ জিহ্বা লাল—এন্টিম-টার্ট, এপিস, বেল, থুজা, ক্যান্থা।

„ জিহ্বা red and white in streaks—এন্টিম-টার্ট।

„ জিহ্বার মধ্যভাগে red streak—ভেরেট-ভির,ফস-এসিড।

„ জিহ্বা rough—এনাকার্ডিয়ম।

„ জিহ্বা—sore—এপিস, সলফর, ট্যারাক্স।

„ জিহ্বায় Spots on tongue—dark, red and sensitive —ট্যারাক্স, টেরিবিন্থ।

„ জিহ্বা stiff—কোনায়ম, ডল্কা, লাইকপ।

„ „ Straw-berry রঙের—এন্টিম-টার্ট, এপিস, বেল, টেরিবিন্থ।

„ „ ফোলা Swelling of—ডল্কা, সিকুটা, মার্ক, থুজা, ভেরেট।

„ জিহ্বার আগা নীল (tip blue)—স্যাবাড।

„ „ „ শুষ্ক—dry—রস, সিকেলি, সোরিনম।

„ „ „ „ ও লাল red—আর্স, ল্যাকে, নক্স, রস, ভেরেট।

জ্বরবিচ্ছেদকালে জিহ্বার আগা sore—কার্ব্বো,হিপার,থুজা,কেলি-কার্ব্ব।
" " " লাল ত্রিকোণাকার red triangular —রসটক্স।
" " জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়ে—চেলিডন,মার্ক-সল,পডো, রস।
" জিহ্বা trembling কাঁপে—ওপিয়ম, লাইকপ, ল্যাকেসিস, ক্যান্থারিস, ক্যাম্ফর জেল্‌স।
" জিহ্বায় ক্ষত ulcers on—ক্যাপ্‌সিকম, কার্ব্বো-এ,মার্ক-সল, মিউরিয়াটিক-এসিড, নাইট্রিক-এসিড, সলফিউরিক-এসিড।
" জিহ্বার ডগায় ও ধারে ফোস্‌কা vesicles—কার্ব্বো-এ, কষ্টিকম, লাইকপ, সিপিয়া, থুজা।
" জিহ্বা শাদা White—এণ্টিম-ক্রুড, পলস।
" জিহ্বার মধ্য শাদা দুইধারে Dark streak—পেট্রোলিয়ম।
" জিহ্বা milky শাদা—এণ্টিম-ক্রুড।
" জিহ্বার মধ্য লাল দুইধার শাদা—ক্যামো।
" " " শাদা বা হল্‌দে এবং ধারগুলি রক্তশূন্য—চিনিনম।
" " " " ও ধার লাল—চেলিডন, জেল্‌স।
" জিহ্বা হল্‌দে—ব্রাই, চেলিডন, চায়না,আর্স আর্ণিকা, মার্ক, নাইট্রিক-এসিড, নক্স, ওপিয়ম, পডো, পল্‌স কেলি-সল্‌ফ।
" টন্‌সিল স্ফীত—ব্যারাইটা, ক্যাল্‌কেরিয়া-আয়ড, ল্যাকেসিস।
" দন্তশূল প্রত্যহ একই সময়ে—এরেণিয়া সিড্রণ।

জ্বরবিচ্ছেদকালে স্পর্শানুভাবকতা Touch sensitive to—এপিস, চায়না, ল্যাকেসিস।

" প্রস্রাব-যন্ত্রের irritation—ক্যান্থ, ক্লেম, মেডোহ্বিনম্ পেট্রো, পেট্রোসিলিনম, সার্সা, থুজা।

" প্রস্রাব কষ্টের সহিত Difficult—ক্যান্থারিস, সার্সা।

" " ঘন ঘন frequent—এপিস, ক্যান্থা, ইউপ্যাট, এসি-ফস।

" " " রাত্রিকালে—এসি-ফস।

" " তাহার ধারা সবিরাম flow intermits—কোনায়ম।

" " বেদনাজনক painful—ক্যান্থ, ইউপ্যাট-পর।

" " প্রচুর পরিমাণে (profuse) ঐ ঐ এসিড-ফস।

" " " " clear as water at night.—ঐ

" " ষ্ট্রিকচার-হেতু বন্ধ হয়—ক্লেমেটিস।

" " কাল—ক্যান্থ, টেরিবিন্থ।

" প্রস্রাবে লাল ধুলার মত তলানি (brick dust sediment) —চায়না, চিনিনম, লাইকপ, নেট্রম, সার্সা।

" " ঘোড়ার মূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত—এসি-নাই, এসি-বেনজয়িক, এবিসিন্থ।

" " পাইলে আর ধরা যায় না—কষ্টিকম, মেডো, এসি-নাই, রস, সলফর।

" " খানিকক্ষণ রাখার পর দুধের ন্যায় সাদা হয়—সিনা, ডল্কা।

" " ভয়ানক কটু প্রস্রাবের গন্ধযুক্ত—এসিড-বেনজয়িক এসিড-নাই।

জ্বরবিচ্ছেদকালে প্রস্রাব জমিয়া আটকান retained, bladder full.—ওপিয়ম।

" " scanty—এপিস, নেট্রম, লাইকপ।

" " " and painful—এপিস, ক্যান্থারিস।

" প্রস্রাব বন্ধ Suppressed—ষ্ট্র্যামো, টিউবার্ক।

" " ঘোলা turbid—এণ্টিম-টার্ট, বার্ব্বেরিস, সিনা, চায়না, ডক্কা, গ্র্যাফাইটীস, ইপিকাক, লাইকপ, নেট্রম, এসিড-নাইট্রিক।

" প্রস্রাবে শাদা তলানি (white sediment)—বার্ব্বেরিস, গ্র্যাফাইটীস।

" আমবাত (urticaria)—এপিস, হেপার, ইগ্নে, ইলাট, রসটক্স।

[স্মরণ রাখিবে শীতাবস্থার আমবাতে—এপিস, হেপার, উত্তাপাবস্থার আমবাতে—এপিস , ইগ্নেশিয়া, রসটক্স ; ঘর্ম্মাবস্থার আমবাতে—এপিস, রস।]

" আস্তে আস্তে বেড়াইতে ইচ্ছা—তাহাতে অসুখের উপশম-বোধ—ফেরম।

" শাক্‌সবজি খাইতে ইচ্ছা—এলম্, ভেরেট।

" মাথাঘোরা (vertigo)—একন, আর্ণিকা, আর্স, বেল, ক্যালকেরিয়া, কষ্টিকম, ক্যামো, ককুলস, কোনায়ম, ইউ-প্যাট, ফেরম, হায়স, লাইকপ, এসিড-নাইট্রিক, নক্স, ওপিয়ম, পেট্রোলিয়ম, ফস, পল্‌স, সিপিয়া, সিলিসিয়া।

" মাথাঘোরা পশ্চাৎভাগে (in occiput) পেট্রো-লিয়ম আর্জ্জেণ্টম্-নাইট্রাস্।

জ্বরবিচ্ছেদকালে মাথাঘোরা সেই সঙ্গে মনে হয় বামদিকে পড়িয়া যাইবে —কল্‌চিকম,ইউপ্যাট-পর, আর্জ্জেণ্টম-নাই।

" বমন Vomiting—এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট,সিনা, চায়না, ইউপ্যাট, ফেরম, হায়স, বিসমথ, ইপিকাক, ট্যাবেকম্ লোবিলিয়া।

" " তিক্ত bitter—চায়না, ইউপ্যাট।

" " পিত্তজ bile of—আর্স, ইউপ্যাট, ইপিকাক, নক্স, ভেরেট।

" " ingesta of—আর্স, ইউপ্যাট, ক্যামো, ফেরম, ইপিকাক, নক্স।

" " mucus of—পলস, নক্স, মার্ক।

" " টক sour—লাইকপ, রোবিনিয়া, নেট্রম-ফস।

" দুর্ব্বলতা (weakness)—এলুমিনা, এপিস, আর্স, ব্যাপ, ক্যাম্ফর, কার্ব্বো-এ,কার্ব্বো-ভজ, চায়না, ডিজিটে-লিস, ইউপ্যাট, ফেরম, জেল্‌স, ইগ্নে, ইপিকাক, আয়ড, লাইকপ, নেট্রম, নাইট্রিক-এসিড, নক্স, সলফর, ভেরেট্রম, ভেরেট্রম-ভির।

" দুর্ব্বলতা—পাকস্থলী ও পেটের—চেলিডন, ফস, সিপিয়া।

" " উপরে উঠিতে going upstairs—ক্যাল্‌কেরিয়া-আয়ড।

" কাঁদিবার ইচ্ছা disposition to weep—সিনা, পল্‌স, নক্স।

" কৃমি বা তাহার লক্ষণ - Symptoms of worms—সিনা, স্যান্‌টোনিন, মার্ক-সল, সোরিনম, স্পাইজিলিয়া, ষ্ট্যানম, সলফর, টিউক্রিয়ম।

ক্ষুধা, খাইবার ইচ্ছা, জিহ্বা ও স্বাদ সম্বন্ধীয় লক্ষণ ও তাহার ঔষধ।

[পূর্ব্ব-অধ্যায়ে জিহ্বার কতক লক্ষণ দেখ।]

ক্ষুধা (Appetite)

ক্ষুধা উত্তম (appetite good)—এলুমিনা, ক্যাপ্‌সিকম।

জ্বর ছাড়িবার পরই ক্ষুধা as soon as the paroxysm is over—ক্যানচালাগুয়া।

ক্ষুধার এককালে লোপ complete loss of—এপিস, লোবিলিয়া, ওপিয়ম, পেট্রোলিয়ম, সিলিসিয়া।

ক্ষুধা মন্দ নহে unimpaired—ক্যাপসিকম।

ক্ষুধা ভয়ানক Voracious—ভেরেট্রম।

ক্ষুধার অভাব want of—এপিস, ডিজিটেলিস, লোবিলিয়া, ট্যারেক্সেকম।

ক্ষুধা বমনের পরও পুনরায় বমন হওয়া সময় পর্য্যন্ত—ভেরেট্রম।

খাইতে অনিচ্ছা মাদকদ্রব্য বিশেষতঃ alcoholic drinks—রসটক্স।

" " রুটী bread—নেট্রম, এসি-নাই, নক্স।

" " কাফি Coffea—নক্স।

" " চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্য fat—হেপার, পলস, পেট্রো, কার্ব্বো-ভেজ, সিকেলি।

" " মৎস্য fish—গ্র্যাফাইটীস।

" " মৎস্যরন্ধনের গন্ধে—আর্স, কল্‌চিকম, সিপিয়া।

খাইতে অনিচ্ছা খাদ্য দ্রব্যে food—আর্স, ব্রাই, ওপিয়ম, সিকেলি।

" " রন্ধন করা খাদ্যে Cooked food—গ্র্যাফাইটীস, পেট্রোলিয়ম, কল্‌চিকম, ককুলস।

" " খাদ্য ও পানীয় food & drink—ব্রাই, কলচিকম।

" " গরম ও সিদ্ধ করা খাদ্য—লাইকোপ, পেট্রো, সাইলিসিয়া, কল্‌চিকম।

" " উষ্ণদ্রব্য warm thing—পেট্রো, ভেরেট,কল্‌চিকম।

" " " এমন কি তাহা দেখিলে ও তাহার ঘ্রাণ পাইলে—কলচিকম।

" " দুগ্ধ—কারণ তাহাতে বায়ুসঞ্চার flatulence হয়—কার্ব্বো-ভেজ, পল্‌স।

" " মাংস—এলুমিনা, আর্ণিকা, কার্ব্বো-ভেজ, কেলি-বাই, নাইট্রিক-এসিড, পেট্রোলিয়ম, রস, সিকেলি, সিপিয়া, সিলিসিয়া, সলফর।

" " লবণ বা লবণাক্তদ্রব্য—গ্র্যাফাইটীস।

" " মিষ্টদ্রব্য sweet things—আর্স, কষ্টিকম, গ্র্যাফ, মার্ক, নাইট্রিক-এসিড, ফস, সলফর।

" " " " " কারণ সহ্য হয় না which disagree—কষ্টিকম।

" " টক দ্রব্য sour things—ককুলস।

" " তামাক—ইগ্নে, লাইকপ, নক্স-ভম।

" " জল—নক্স-ভম।

খাইবার ইচ্ছা ও লালসা।

(Desire & Longing for)

খাইবার ইচ্ছা আপেল প্রভৃতি desire for apples—এণ্টিম-টার্ট।

" " (desire) টকদ্রব্য সকল acids—এণ্টিম-ক্রুড, সিকেলি, সোরিনম।

খাইবার জন্য লালায়িত এসিড longing for acids—এলম,এণ্টি-টার্ট আর্ণিকা, হেপার, কেলি-বাই, ম্যাগ-কার্ব্ব।

" " " এসিড সরবত acid drinks—ইউপ্যাট, ম্যাগ্নেশিয়া-কার্ব্ব।

খাইবার ইচ্ছা—মাদক-সরাপ desire for alcoholic drink—সিলিনিয়ম, স্পাইজিলিয়া।

খাইবার জন্য লালায়িত মাদক-সরাপ (longing for alcohol—আর্ণিকা, আর্স, স্পাইজিলিয়া।

খাইবার ইচ্ছা বিয়ার-সিরাপ desire for beer—কষ্টিকম, কেলি-বাই, পল্‌স, রস।

খাইবার জন্য লালায়িত বিয়ার-সরাপ longing for Beer—নক্স, সলফর।

খাইবার ইচ্ছা ব্র্যাণ্ডি desire for brandy—আর্স, নক্স-ভম।

খাইবার জন্য লালায়িত—ব্র্যাণ্ডি (*longing for Biandy*) নক্স, সলফর।

খাইবার ইচ্ছা desire কাফি—কিন্তু উহা পানে গা-বমি-বমি-করে—ক্যাপসিকম।

খাইবার জন্য লালায়িত (longing for) কাফি—ক্যাপসিকম, কফিয়া।
খাইবার ইচ্ছা শীতল পানীয় desire for cold drink—ডক্কা. সিলি-
সিয়া, ভেরেট্রম।
" " শীতল খাদ্য—desire for cold food—ফস, ভেরেট্রম,
সিলিসিয়া।
" " শীতল দুগ্ধ desire for cold milk—রসটক্স।
খাইবার জন্য লালায়িত দুগ্ধ—এবং উহা সহ্য হয় longing for milk
which agree—এপিস, চেলিডন।
" " " দুগ্ধ এবং উহা সহ্য হয় না—longing for
milk which disagree—কার্ব্বা-ভেজ।
খাইবার ইচ্ছা তিক্ত খাদ্য desire for bitter food—ডিজিটেলিস।
খাইবার জন্য লালায়িত তিক্তদ্রব্য longing for bitter food—নট্রম।
লালায়িত ও খাইবার ইচ্ছা চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য—নক্স।
অনিচ্ছা চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যে—পলস।
খাইবার জন্য লালায়িত ঐ—নাইট্রিক-এসিড।
খাইবার ইচ্ছা শীতল জল desire for cold drinks—আর্স, ফস,
পলস, রস, ভেরেট্রম।
" " ফল সকল desire for fruits—ভেরেট্রম।
" " যাহা শীতল—ফস, সিলিসিয়া, ভেরেট্রম।
" " রসাল ফল—এন্টিম-টার্ট, এসিড ফস, পলস, ভেরেট।
" " রসাল ও refreshing food—এসিড-ফস, পলস, ভেরেট।
খাইবার জন্য লালায়িত রসাল ফল—এসিড-ফস।
খাইবার ইচ্ছা লেমনেড—ইউপ্যাট, সিকেলি।
" " বরফ জমান desire for Ice cream—ইউপ্যাট, ফস।

খাইবার ইচ্ছা বরফ জল desire for iced water—ফস, বেল, ভেরেট, পল্‌স।

" " আচার মোরব্বা প্রভৃতি pickle—এণ্টিম-ক্রুড, আর্স।

" " Smoked meat—কষ্টিকম।

" " টক্ দ্রব্য—desire for sour things—এণ্টিম-ক্রুড, এণ্টিম-টার্ট, আর্স, ইউপ্যাট, পল্‌স, সিকেলি।

খাইবার জন্য লালায়িত টকদ্রব্য longing for sour things—কোনায়ম, ডিজিটেলিস।

কোন দ্রব্য খাইতে দিলে ফেলিয়া দেয় refused when offered—ব্রাই, ক্যামো, সিনা, ষ্ট্যাফি।

খাইবার জন্য লালায়িত চক খড়ি ও দেলের চুনকাম বা বালি বা মাটী longing for chalk, sand & wall-plasters—এলুমিনা।

" " " পরিষ্কার নেকড়া longing for clean rags—এলুমিনা,সোরিনম।

" " " কাটকয়লা longing for charcoal—এলুমিনা।

" " " মাংস meat ক্যাম্ফা,ম্যাগ-কার্ব্ব মেনিয়াস্থিস।

" " " খাদ্য যাহা সহজে জীর্ণ হয় না loging for indigestible things—এলুমিনা।

" " " বড় চিংড়ী মাছ এবং উহা জীর্ণ হয় না longing for oyesters which disagree লাইকপ।

" " " লবণ ও লবণাক্ত খাদ্য—নেট্রম, ক্যাল্কেরিয়া।

" " " মিষ্ট খাদ্য longing for sweets—ইপিকাক. লাইকপ, ম্যাগ্-মর, সলফর।

দুগ্ধ হজম হয়না—খাইলে টক ঢেঁকুর উঠে—সলফর।

[দ্রষ্টব্য—ঘর্ম্মাবস্থার ঘর্ম্মের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলিও স্মরণ রাখিবে।]

—o—

ঘর্ম্ম কেবল মাথায়—বেল, ব্রাই, ক্যামো, ক্যাল্‌কেরিয়া, চায়না, মার্ক, সিলিসিয়া, ম্যাগ্নেশিয়া-মর, হেপার, স্যাবাড, সিপিয়া, ভেরেট।

„ মুখে (face)—কার্ব্বো, রস, স্যামবুকস, ভেরেট, ফস, সিপিয়া।

„ নাকের চারিধারে বা নীচে—বেল, নক্স, রিহ্যুম।

„ ঘাড়ে—বেল, এসি-নাইট্রিক, সলফর, আর্স, নক্স, রস।

„ পৃষ্ঠে—চায়না, এসিড-ফস, পেট্রো, আর্স, নেট্রম, হেপার।

দুর্ব্বলকারক ঘর্ম্ম—এসেটিক-এসিড, আর্স, কার্ব্বো-এনি ও ভেজ, চায়না, ফস্‌ফোরস, ভেরেট।

প্রচুর ঘর্ম্ম তত্রাচ তাহাতে রোগ-লক্ষণের কোন উপশম নাই—মার্ক-সল, হেপার, চায়না, ল্যাকেসিস, সিপিয়া।

ঠাণ্ডা ঘাম cold sweat—ক্যাম্ফর, আর্স, কার্ব্বো-ভেজ, হেলেবোর, হায়স, ইপিকাক, সিকেলী, ভেরেট, ল্যাকেসিস, লাইকপ, ষ্ট্র্যামো, এণ্টিম-টার্ট, জ্যাবোরাণ্ডি।

ঘাম কেবল ডান দিকে অথচ বাম আক্রান্ত দিক বা ভাগ খুব শুষ্ক—অরম-মর-নেট্র। [আক্রান্ত-অংশে কেবল ঘর্ম্ম-ব্রাই, এণ্টিম-টা।]

ঘাম কেবল বাম দিকে—ব্যারাইটা, জ্যাবো, চায়না।

„ „ ডানদিকে—ফস্‌, পল্‌স।

ঘাম কেবল মাথায় ও মুখে—ব্যারাইটা, নক্স, ক্যাল্‌কেরিয়া, সলফর, সিলিসিয়া।

ঘর্ম্ম যে পাশ চাপিয়া শো'য়—বেনজয়িক-এসিড, স্যানিকুলা।

যে পাশ চাপিয়া না শো'য়—চায়না, নাইট্রিক-এসিড।

শরীরের সর্ব্বত্র ঘাম—কেবল মাথায় ও মুখমণ্ডলে নহে—রসটক্স,থুজা।
ঘর্ম্ম অনাবৃত অংশে ও আবৃত অংশ শুষ্ক ও গরম—থুজা।

—o—

আর্সেনিকম—রাত্রিকালিন ঘর্ম্ম নিদ্রার আরম্ভে।

ক্যান্থারিস—সামান্য নড়ন চড়নে হাতে পায় ঠাণ্ডা ঘাম; মূত্রের গন্ধময় ঘাম।

চায়না—দুর্ব্বলকারক রাত্রিকালিন ঘর্ম্ম; যে পাস চাপিয়া শো'য় তথায় ঘর্ম্ম; রাত্রে ও নিদ্রাকালে সার্ব্বাঙ্গিক ঘর্ম্ম। আবৃত অংশে ঘর্ম্ম। [থুজা—অনাবৃত-অংশে ঘর্ম্ম।]

সাইমেক্স—এত দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম যে নিজেই রোগী বিরক্ত হয়, তবে ঘামে রোগ-লক্ষণের (বিশেষ জ্বরকালে) উপশম, অর্শরোগীর রাত্রিকালিন ঘর্ম্ম।

কোনায়ম—রাত্রিদিন ঘর্ম্ম; নিদ্রা আসিলেই বা চক্ষু বুজিলেই ঘর্ম্ম।

ফেরম—দিবারাত্রি ঘর্ম্ম—ঘর্ম্মকালে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি।

গ্র্যাফাইটীস—শুষ্ক ঘর্ম্ম—প্রায়ই ঘাম হয় না; কখন সামান্য নড়ন চড়নে ঘর্ম্ম।

ইগ্নেশিয়া—আহার-কালে ঘর্ম্ম।

লরোসিরেসস্—আহারের পর ঘর্ম্ম।

মার্ক-সল ও হেপার—ঘর্ম্ম—তাহাতে রোগ-লক্ষণের কোন উপশম হয় না।

মার্ক-কর—ঠাণ্ডা ঘাম।

নেট্রম-মর—বেশ ঘাম—তাহাতে মাথাব্যথা ও অন্য বেদনার উপশম হয়।

নক্স-মস্কেটা—ঘাম হয় না। নক্স-ভম—সর্ব্বস্থানে ঘাম।

ওপিয়ম—দেহের উপরার্দ্ধভাগে ঘাম।

ফসফোরস—রাত্রিকালে ঘর্ম্ম; নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম তাহাতে কোন উপশম হয় না। (স্যামবুকস ও থুজা দেখ।)

ফসফোরিক-এসিড—রাত্রে ও প্রাতেঃ ঘর্ম্ম; বেড়াইলে নিবৃত্তি।

সোরিনম—সার্ব্বাঙ্গিক ঘর্ম্ম; শিশুদিগের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

পলসাটিলা—দেহের এক দিকে ঘর্ম্ম।

রসটক্স—মাথা ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম। [থুজা দেখ] (সাইলিসিয়া বিপরীত।)

স্যামবুকস—নিদ্রাকালে শুষ্কতা ও উত্তাপ, জাগ্রত হইলেই ঘাম। (থুজা বিপরীত)

সাইলিসিয়া—রাত্রে (দিনেও) ছেলেদের মাথায় ঘাম।

থুজা—অনাবৃত অংশে ঘর্ম্ম (কখন বিপরীত) ও আবৃত অংশ শুষ্ক; মাথা ব্যতীত উপরার্দ্ধ অংশে ঘর্ম্ম; নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম কিন্তু জাগ্রত হইলেই উহা বন্ধ হইয়া গাত্র উত্তপ্ত ও শুষ্ক হয়। (স্যামবুকস দেখ।)

নিঃশ্বাসে ও মুখে গন্ধ, জিহ্বার বিশেষত্ব, ক্ষুধা ও অন্যান্য লক্ষণ।

Breath—নিঃশ্বাস টক্-গন্ধ-যুক্ত (sour)—আর্ণিকা।

" দুর্গন্ধ (fetid)—আর্ণিকা, কার্ব্বলিক-এসিড, ক্রোটেলস, জেল্‌স, এসিড-মিউ, এসিড-নাইটিক।

" " ও জিহ্বা শাদা লেপ-যুক্ত—জেল্‌স।

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ নিজে টের পা'য়না কিন্তু অন্যে বোঝে—পড়ো।

" পেঁয়াজের গন্ধ—সিনাপিস্।

" পচাগন্ধ putrid—পাইরোজিন, সোরিনম।

" " অত্যন্ত offensive—এসি-নাই।

*" প্রস্রাবের গন্ধের মত—গ্র্যাফাইটীস।

কাশি—লবণ, সির্কা, লঙ্কা প্রভৃতি খাইলে—এনকার্ডিয়ম্।

কিছু চিবাইয়া খাইলে চাবালি-স্থানে কড় কড় শব্দ হয় cracking in sub-maxillary articulation when chewing—এসি-নাইট্রিক।

আহারকালে ভাল থাকে, আহারের পর অসুখ বোধ করে—ক্যাপ্সিকম।

পানাহার অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র hastily করে—এনাকার্ডিয়ম, বেল, কাফি, হেপার।

ঢেঁকুর টক্ sour—লাইকপ, রোবিনিয়া, নেট্রম-ফস।

বিরক্তি ও মূর্চ্ছার ভাব—মাছ, মাংস ডিম্ব ও অন্য রন্ধনকরা খাদ্যের গন্ধে—কল্‌চিকম।

খাদ্য সহজে জীর্ণ হয়না—কার্ব্বো, ব্যাপ্‌টিসিয়া।

খাদ্য আহারে ইচ্ছা পর্য্যন্ত থাকে না—এপিস্, কল্‌চিকম্।

খাদ্যের আহারে বিরক্তি—সাইক্লেমেন।

খেতে খেতে হঠাৎ আহারে বিরক্তি—ফেরম, ব্যারায়টা।

আহারে মুখে খড়ের স্বাদ—ষ্ট্র্যামোনিয়ম।

কেবল হজম করিতে পারে খুব গরম মস্‌লাযুক্ত খাদ্য—নক্স-মস্কেটা।

আহারে অনিচ্ছা ও বিরক্তি—আর্ণিকা।

খাদ্যে স্বাদ পা'য়না—এণ্টিম-টার্ট্, ইউপ্যাট, ইগ্নে, নেট্রম।

আহার সম্পূর্ণ গিলিবার পূর্ব্বেই উঠিয়া বাহির হইয়া পড়ে (scarcely swallowed when come up again—ফস।

মিষ্টখাদ্য খাইতে চাহে—সলফর।

রক্তস্রাব (Hæmorrhage)—ক্রোটেলস্, হীমামেলিস, ল্যাকেসিস।

ক্ষুধা অত্যধিক (canine hunger)—ইউপ্যাট, সিনা।

" " কুইনাইন সেবনের পর—নক্স, ফস, নেট্রম।

ক্ষুধায় প্রাতেঃ উঠিবার পূর্ব্বে আহার চা'য়—ফস।

আহারে ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না—এণ্টিম-ক্রুড।

একবার বমনের সময় হইতে অন্যবার বমন পর্য্যন্ত এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে ক্ষুধা ও আহারে প্রবৃত্তি—ভেরেট্রম।

ক্ষুধা অত্যধিক অথচ সেই সঙ্গে বিবমিষা ও পিপাসা—স্পাইজিলিয়া।

ক্ষুধা খুব কিন্তু খাইতে অপ্রবৃত্তি—ব্যারাইটা।

ক্ষুধায় না খাইলে মাথাব্যথা করে—লাইকপ।

ওষ্ঠ শুষ্ক ও ফেটে ফুলে থাকে dry and peeling off—ব্রাই।

" শুষ্ক—নক্স-ম, এসিড-নাইট্রিক, সলফর।

" শুষ্ক অথচ পিপাসা নাই—নক্স-ম।

" ফাটা ফাটা—আর্স, হেপার, নেট্রম।

" ফেকাসে pale—ইউপ্যাট, ফেরম, সিকেলি।

" রক্তহীন ফেকাসে—ফেরম।

" শুষ্ক ও চটচটে sticky & dry—নক্স-মস্কেটা।

মুখে (mouth) তিক্তাস্বাদ যখন কিছু খায়না—ব্রাই।

মুখে grayish white fur—এসিড-মিউ কেলি-মর, ক্যাল্কে-সল্ফ।

মুখ (mouth) dry শুষ্ক—আর্স, ব্যাপ, বেল, ব্রাই, এসিড-মিউ, নক্স-ম, ট্যারাক্সেকম।

মুখে rawness (of mouth)—কার্ব্বো-এ।
" " " খাইলে উপশমিত হয়—কার্ব্বো-এ।
" পচাগন্ধ rotten odor—গ্র্যাফাইটীস্।
মুখের কোনগুলি ক্ষত ও টাটান—নেট্রম, এসি-নাইট্রিক, এণ্টিম-ক্রুড।
মুখে দুর্গন্ধ নিজে তত বোঝে না কিন্তু অপরে পায়—হেপার, সোরিনম, ষ্ট্যানম।
মুখ মধ্যে মধ্যে থুথুইতেই হইবে—নক্স, পল্‌স।
" " " " " এমন কি রাত্রে উঠিয়াও—থুজা।
গা-বমি-বমি—সেই সঙ্গে ছট্‌ফটানি—কল্‌চিকম।
" " যেমন একটু নড়ে—ট্যাবেকম, কল্‌চিকম।
জিহ্বার papillæ লাল red—এণ্টিম-টার্ট, বেল, নক্স-ম, পাইরোজিন, ষ্ট্র্যামো।
" " red & elevated—একন, এণ্টিম-টার্ট।
" " bright & red—বেল।
" " large & elevated—মেজি, পাইরোজিন।
" " " " যেমন স্কার্লাটিনায়—বেল, এণ্টিম-টার্ট, এমন-কার্ব্ব, মেজি-রিহ্বম।
মুখ আশার মত লালা-নিঃসরণ (Salivation)—ডিজি, ডল্কা, আয়ড, মার্ক-সল, পডো।
" " " " সর্ব্বদা Constant Salivation—ডিজি, মার্ক-সল।
লালা (Saliva) রক্তাক্ত বর্ণের blood-colored—জেলস।
" acrid—এসিড-নাইট্রিক।
লালা cotton-like—নক্স-ম।
" fetid—মার্ক, নাইট্রিক-এসিড, সোরিনম।

„ লোহার স্বাদের—সাইমেক্স, মার্ক-সল।

„ matallic—মার্ক-সল।

„ জিহ্বার মধ্যভাগে—সাইমেক্স।

„ প্রচুর পরিমাণে—ইপিকাক, মার্ক, পডো, এসিড-নাইট্রিক।

„ লবণাক্ত—এন্টিম-ক্রুড, আয়ড।

„ টক্—ইগ্নে।

„ Stringy ropy—হাইড্রাসটিস, কেলি-বাই, হাইড্রোফোবিনম্।

„ তিক্তাস্বাদযুক্ত—চেলিডন।

„ tenacious—ডস্কা, হাইড্রাসটীস্, কেলি-বাই।

„ thready—কোনায়ম।

আহারে পরিতৃপ্তি—কাৰ্ব্বো, লাইকপ।

একগ্রাস খাইলেই পরিতৃপ্তি-বোধ, ও পেটভার } লাইকপ।

স্বাদ (taste) খারাপ (bad)—হায়স, কেলি-কার্ব্ব।

„ bitter—এন্টিম-ক্রুড, এরেনিয়া, আর্ণিকা, ব্যাপ, ব্রাই, কার্ব্বো-ভেজ চিনিনম, চায়না, ইউপ্যাট, জেলস, নেট্রম-সল্ফ, নক্স, পল্‌স সলফর।

মুখে তিক্তাস্বাদ রুটী খাইবার পর—রসটক্স।

„ „ পানাহারের পর থাকে না—সোরিনম।

„ „ ধূম্রপানের পর—এনকার্ডিডয়ম, পল্‌স।

„ „ আহারের পূর্ব্বে ও পরে—কার্ব্বো, পল্‌স।

„ „ অথচ জিহ্বা পরিষ্কার—চিনিনম।

„ „ সকল জিনিষ খাইলেই—ব্রাই।

„ „ জল ব্যতীত সকল দ্রব্যে—একন, ষ্ট্যানম্।

মুখে তিক্তাস্বাদ জলে ও (water)—আর্স।

মুখে স্বাদ রক্তের (blood)—সিলিসিয়া।

" লৌহের স্বাদ সেই সঙ্গে salivation—ইস্কুলস।

" টক্‌স্বাদ—ল্যাকেসিস, লাইকপ, নক্স।

" " রাত্রে—ম্যাগ-মর।

পিপাসা অথচ জল গিলিতে অক্ষমতা—ইস, সাইকুটা, সাইমেক্স।

জিহ্বার ডগায় জ্বালা—কার্ব্বো-এনি, টেরিবিন্থ।

" " নীলাভ ও টাটানি—স্যাবাড।

" " শুষ্ক—রস. থুজা।

" " বেদনাযুক্ত, স্পর্শনে বেদনা—থুজা।

" " লাল (red)—আর্স, রস, ভেরেট।

" " ও মধ্যভাগে (brown) রঙ—ল্যাকেসিস।

" " লাল ত্রিকোণাকার (red triangular)—রসটক্স।

" " বেদনাযুক্ত (sore)—ইস্কুলস, রস, থুজা।

" " " যেন ফোঁসকায় পূর্ণ—স্যাবাড।

" " " যেন ক্ষতযুক্ত—ইস্কুলস, কেলি-কার্ব্ব।

" " ও ধারগুলি লাল—ল্যাকেসিস, সিকেলি, টেরিবিন্থ, ভেরেট।

জিহ্বা তালুতে লাগিয়া যায় (tongue adhering to roof of mouth শুষ্কতা-হেতু—নক্স-ম।

" হইতে রক্ত পড়ে (bleeding)—কিউরের, ক্রোটেলস্।

" নীলাভ—আর্স, কার্ব্বো-ভেজ, এসিড-মিউরিয়াটিক।

জিহ্বা চেটাল broad আর ধার গুলি কাটাকাটা (indented)—চেলিডন, মার্ক-স, পডো, রস, কেলি-বাই, হাইড্রাসটিস্।

জিহ্বায় জ্বালা—যেন ছুঁচ ফুটাইতেছে—(burning tingling as if

needles were pricking it)—এরম, কার্ব্বলিক-এসিড।

জিহ্বার ডগা হইতে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত পোড়া-বোধ —সেরিনম।

জিহ্বা পরিষ্কার—এলম, সিনা, ইগ্নে, ইপিকাক, সাইলিসিয়া, ষ্ট্র্যামো, সলফর।

জিহ্বা পরিষ্কার সেই সঙ্গে ডগা শুষ্ক ও লাল—সিকেলি।

জিহ্বা বামভাগে পরিষ্কার—ডান দিকে লেপযুক্ত—লোবিলিয়া।

জিহ্বা এক ধারে পরিষ্কার—রসটক্স।

জিহ্বা পরিষ্কার কিন্তু শুষ্ক—লাইকপ।

" " পুরাতন পীড়ায়—এপিস।

" কখন পরিষ্কার নহে—আর্ণিকা।

জিহ্বার পশ্চাৎভাগ যেন শুষ্ক মাটীর লেপযুক্ত—হেপার, ক্যাল্‌কেরিয়া-সলফ।

জিহ্বা (brown)—এন্‌থ্রাসিন, আর্স, এসিড-কার্ব্বলিক, ব্যাপ, হায়স, লাইকপ।

" greenish-gray or greenesh-brown at base of—নেট্রম-স।

জিহ্বা শাদা—আর্ণিকা, এণ্টিম-ক্রুড, চায়না, পডো।

" (white or dirty yellow)—ওপিয়ম, নেট্রম-সলফ।

" পালকের মত শাদা—কলচিকম।

জিহ্বা পালকের মত শাদা কিন্তু দিনের মধ্যে ক্রমশঃ শাদা উঠিয়া গিয়া সন্ধ্যায় লাল ও পরিষ্কার হয়—সলফর।

জিহ্বা অত্যন্ত লেপযুত (coated heavily) ব্রাই, ক্যান্থারিস, নক্স-ভম, এণ্টিম-ক্রুড।

জিহ্বা লেপযুক্ত তবে (centre brown)—ব্যাপ্‌টিসিয়া, ইউপ্যাট।

" " " তবে (middle only brown)—ফস।

জিহ্বা লেপযুক্ত ও streak down the middle আর্ণিকা, ব্যাপ, ক্রোটালস, ইউপ্যাট।

" " " " thick—এস্থ, ব্রাই, ক্যাস্থ।

" " " " thick fur—ফস।

" " " " " grayish or whitish কেলি-মর।

" " " " দুধের মত শাদা ঘন—এণ্টিম-ক্রুড, হাইড্রাসটিস্।

" " " " হল্‌দে yellow—কেলি-বাই, কেলি-সল্‌ফ, কার্ব্বলিক-এসিড, পডো, ষ্ট্যানম।

" " " " yellow red tip—পলিপো।

" " " white—একন, ইসকুলস, ক্যাল্কে, কার্ব্বো-ভেজ, কার্ব্বলিক-এসিড, চায়না, ককুলস, ডিজেটেলিস, ইউপ্যাট, ফেরম, হাইড্রাসটীস, ইপিকাক, কেলি-কার্ব্ব, নক্স-ম, পডো, সোরিনম, পল্‌স, রস, সিপিয়া, সলফর, ভেরেট্রম।

জিহ্বা coated white-edged and papillæ red—সলফর, ভেরেট্রম।

" white and dry—ককুলস।

" coated white on edges,brown in centre—আয়ড,ফস।

" " white in middle, edges red—ব্যাপ, বেল, জেলস।

" " " প্রাতঃকালে কিন্তু ধার ও ডগা (tip and edges) পরিষ্কার clean—ম্যাগনেশিয়া-মর।

" " " ধারে (on sides) কিন্তু red in middle—ক্যামো, কষ্টিকম।

" " " or brown, the edges red and centre dark—ফস, ক্রোটেলস।

জিহ্বা লেপযুক্ত or grayish fur—কেলি-মর।
" " " yellow—আর্ণিকা, এসিড-নাই, নক্স, সোরিনম, পলস, সলফর।
জিহ্বা coated white, yellow in centre, pale on sides—চিনিনম।
" " " and brown—ভেরেট।
" " " pasty fur—এণ্টিম-টার্ট, চায়না, পডো।
" " white thick—মেজিরিয়ম, পডো, এণ্টিম-ক্রুড।
" " yellow—ক্যামো, চায়না, ইউপ্যাট, কেলি-বাই, কেলি-সল্ফ, পডো, সিকেলি, ট্যারাক্স।
" " white mucus—ষ্ট্যানম।
" " " " " tough—ক্যাম্ফর।
" " " brown dry, in centre.—ক্রাটেলস্।
" " " slimy—কেলি-সল্‌ফ।
" " " white—আর্স, এসিড-কার্ব্ব, ক্যামো, জেল্‌স, ইপিকাক, নেট্রম।
" coating peels off in patches leaving bright red spot—টেরিবিন্থ।
" cracked—কিউরের, লাইকপ্, স্পাইজিলিয়া।
" " and ulcerated—ব্যাপ্‌টিসিয়া।
" dry—এন্থ্রাক্স, আর্ণিকা, কার্ব্বো-ভেজ, ল্যাকেসিস্, লাইকপ্, পডো, রসটক্স, ষ্ট্র্যামো।
" dry shiny as if glazed—কার্ব্বলিক-এসিড, ক্রাটেলস, এসি-মিউ, পাইরোজিন, টেরিবিন্থ।

জিহ্বা dry and sticky—কোনায়ম।

" dry when walking in the morning—এসি-নাই, ক্যাল্‌কেরিয়া।

" ফোস্কাপূর্ণ—তাহাতে জ্বালা—ক্যাপ্‌সিকম, কার্ব্বো-এনি, এসিড-মিউ।

" " ধারে—মনে হয় যেন পুড়িয়া গিয়াছে—কার্ব্বো-এনি।

" " বোরাক্স, ক্যাপ্‌সিকম, ক্যাগো, নেট্রম, নাইট্রিক-এসিড সার্স্যা, সিপিয়া।

" fissured—কার্ব্বো-ভেজ, কিউরের।

" flabby—ক্যাম্ফ, চিনিনম, চেলিডন, হাইড্রাসটিস, মার্ক-সল, পডো।

" ভারি—সেইজন্য কথা কহিতে পারে না—এসিড-মিউ।

" অসাড় insensible—কল্‌চিকম।

" চুল্‌কানি itching—সিড্রন।

" অতিরিক্ত বড় too large—হাইড্রাস্‌টিস্‌, মার্ক, পল্‌স।

" covered with slimy mucus—নেট্রম-সলফ।

" raw and painful—এপিস।

" চিত্র বিচিত্র mapped—ল্যাকেসিস, নেট্রম, র‍্যানানকুলস, ট্যারাক্স, টেরিবিন্থ।

" pale—ফেরম, ইপিকাক, সিকেলি।

" paralysed partially—হায়স।

" খোঁচা খোঁচা প্রাতেঃ—আহারান্তে তাহা চলিয়া যায়—সিড্রন।

" কষ্টে বাহির করিতে পারে—ক্রোটেলস্‌, হায়স, ল্যাকেসিস।

" কম্পমান quivering—ওপিয়ম, জেল্‌স, ল্যাকেসিস্‌।

জিহ্বা red and white in alternate streaks—এণ্টিম-টার্ট।

,, red, papillæ elevated—টেরিবিন্থ।

,, red and dry—বেল, ক্রোটেলস্, ল্যাকেসিস্, টেরিবিন্থ।

,, red, dry and cracked—আর্স, ক্রোটেলস্, টেরিবিন্থ।

,, লালবর্ণের—লাইকপ, রসটক্স, ষ্ট্র্যামো, টেরিবিন্থ, থুজা।

,, bright red—কলচিকম, লাইকপ, পাইরোজিন, টেরিবিন্থ।

,, deep red—ক্রোটেলস্, কিউরের, ইলাপ্স, হায়স।

,, red streaks down the middle—আর্স, এসিড-ফস, ভেরেট-ভাই।

,, red smooth and polished—ক্রোটেলস, এসিড-মিউ, পাইরোজিন, টেরিবিন্থ।

জিহ্বা হাজিয়া গিয়াছে মনে করে—ইস্কুলস, সাইমেক্স, এসিড-কার্ব্বলিক।

জিহ্বা, তালু, মাড়ী প্রভৃতি হাজিয়া গিয়াছে মনে করে—সাইমেক্স।

জিহ্বার অগ্রভাগে চুল রহিয়াছে মনে করে—সাইলিসিয়া।

জিহ্বা sensitive—গ্র্যাফাইটীস্।

" sore—এপিস, হাইড্রাসটিস, সলফর, এসি-মর, এসি-সল্ফ।

" sore and cracked—রসটক্স।

" " " " and therefore does not care to talk or protrude it—এপিস।

জিহ্বা spongy—ক্যাম্ফর।

" sticky yellow—সিকেলি।

" stiff—কলচিকম্, কোনায়ম্, লাইকপ, ভেরেট্।

" " and painful—কোনায়ম।

জিহ্বা স্ফীত বা swelling—এপিস, সিকুটা, ডল্কা, থুজা।

" swollen and black—ইলাপ্‌স।

" swollen—ষ্ট্র্যামো, থুজা, ভেরেট।

" " as if paralysed with cold—ডল্কা।

" দাঁতের দাগ পড়ে—চেলি, হাইড্রাস, কেলি-বাই, মার্ক, পডো, রস।

" tender—এপিস, গ্র্যাফাইটীস।

" trembles—ক্যাম্ফর, ক্যান্থারিস, লাইকপ, জেল্‌স।

" " when protruded—ল্যাকেসিস।

" very thick—ব্যারাইটা।

দন্তশূল (মাতার) যখন শিশু স্তন্য পান করে—চায়না।

গলনালী (Throat) dry—ইসকুলস, সাইমেক্স, বেল।

" " " যাহার দরুণ জলপান করিতে হয়—সাইমেক্স।

জিহ্বার ক্ষত (ulcers) flat—ক্যাপসিকম, এসি-নাই।

" " " deep with black bases—এসি-মিউর।

" " " irregular—মার্ক এসি-নাই।

" " " lardaceous—মার্ক, ক্যাপসিকম।

" " " " base surrounded with dark halo—মার্ক-সল।

" " " apt to rite together—মার্ক-সল।

" " " have a dirty look—মার্ক-সল।

" " " on gums tongue, cheecks & throat—মার্ক-সল।

জিহ্বার ক্ষত Spreading—ক্যাপসিকম, মার্ক-সল।

" " " with undefined edges—মার্ক-সল।

" " " " water dread of—ক্যান্থারিস,হায়স,লিসিন।

" ফোস্কা বেদনাজনক ও জ্বালাকারক—জিহ্বার ডগায় ও ধারে—
কার্ব্বো-ভেজ, থুজা।

" ফোস্কা on tip—কার্ব্বো-ভেজ, সিপিয়া, থুজা।

বমন—উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলে—on assuming upright position
—কল্‌চিকম, ষ্ট্র্যামো, ভেরেট-ভাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

জ্বর-চিকিৎসায় জিহ্বার লক্ষণ গুলি ঔষধ-নির্ব্বাচনে বিশেষ সহায়। অনেক সময়ে ঐ সকল লক্ষণ দ্বারাই বহুতর জ্বররোগ আরোগ্য হইয়াছে। জ্বরের পূর্ব্বাবস্থা, শীত, উত্তাপ, ঘর্ম্ম এবং বিজ্বর-অবস্থায় যে সকল লক্ষণ দৃশ্যমান্ হয় তাহাদের ঔষধ যথাযথ লিখিত হইল। স্বল্পবিরাম, সবিরাম,অবিরাম এক কথায় সকল প্রকারের জ্বর-চিকিৎসা-কালে ষ্টেজ-অনুসারে লক্ষণানুযায়িক ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে। মেটিরিয়া-মেডিকায় বিশেষ অধিকার লাভ করিতে হইলে এক ষ্টেজের লক্ষণ অনুযায়িক ঔষধ নির্ব্বাচনকালে অন্য অন্য ষ্টেজে সেই লক্ষণের ঔষধও দেখিয়া লইবে—তাহা হইলে পার্থক্য স্মরণ থাকিবে।

ম্যালেরিয়া বিষোদ্ভূত দূষিত-জ্বর।

PERNICIOUS MALARIAL FEVER.

প্রকৃতি—যাবতীয় ম্যালেরিয়া বিষোদ্ভূত জ্বরের মধ্যে দূষিত জ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং সাংঘাতিক। এই জ্বরের প্রথম হইতেই শরীরস্থ যন্ত্রাদি আক্রান্ত হয় বলিয়াই ইহা এরূপ সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। প্রবলতা এবং মারাত্মকতা সম্বন্ধে ইহা বিসূচিকার সমতুল্য। ডাক্তার চেভস´ তাঁহার *Diseases of India* নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—"The cold and sweating of ordinary malarious fevers vary much in intensity; but whenever there is a distinct tendency to collapse in either of these stages, the type of fever must be regarded as pernicious in a greater or less degree." ম্যালেরিয়া জ্বর মাত্রেই শীত এবং ঘর্ম্মাবস্থা ন্যূনাধিক প্রবল থাকে, কিন্তু শীত বা ঘর্ম্মের সহিত পতন-অবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই তাহা অল্পাধিক দূষিত-জ্বর বলিয়াই নির্ণয় করিতে হইবে।

নির্ব্বাচন বা পরিচয়—(Definition)—যে দূষিত এবং ক্ষয়-কারী ম্যালেরিয়াজ্বর, সবিরাম বা স্বল্প-বিরাম জ্বরের আকারে প্রকাশ পাইয়া শরীরের কোন না কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রে প্রবল রক্তাধিক্য এবং সেই সঙ্গে মারাত্মক স্নায়বিক দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে—তাহাকে দূষিত (pernicious) ম্যালেরিয়া জ্বর বলে। এইরূপ জ্বর টার্সি´য়ান অথবা কোটিডিয়ান আকার ধারণ করিয়া দিবস ও রাত্রি মধ্যে অর্থাৎ সকল সময়েই উপস্থিত হইতে পারে। জ্বরের ২য় বা ৩য়

আক্রমণে দূষিত ও ভয়াবহ লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ জ্বর কখন কখন এপিডেমিক আকার ধারণ করে। তয় আক্রমণের পূর্ব্বেই যাবতীয় দূষিত লক্ষণগুলি নিবারণ করিতে না পারিলে—প্রায়ই রোগ মারাত্মক হয়।

অপর নাম—(Synonym)—রক্তাধিক্য-জ্বর, দূষিত-পর্য্যায়-জ্বর, দূষিত-স্বল্প-বিরাম জ্বর, আর্ডেণ্ট-জ্বর, জঙ্গলি-জ্বর, এবং উষ্ণপ্রধান দেশের এক রকম টাইফয়েড-জ্বর।

নিদান. এক ব্যাসিলাস্-ম্যালেরী নামক জীবাণু হইতেই, বিষের প্রাখর্য্য ও প্রবলতার তারতম্য অনুসারে. সবিরাম, অবিরাম এবং দূষিত-জ্বর উৎপন্ন হয়। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন—"The third and last of the fevers caused solely by the presence in the human organism of highly active malarial poisoning—the bacillus malariæ—is Pernicious Malarial Fever." এক ব্যাসিলাস্ ম্যালেরী নামক জীবাণু হইতে যে তিন প্রকার জ্বর উৎপন্ন হয় তাহার তৃতীয় বা শেষ প্রকার জ্বরই দূষিত ম্যালেরিয়া জ্বর। সবিরাম জ্বর বর্ণনাকালে আমরা ব্যাসিলাস্ সম্বন্ধে যথাযোগ্য আলোচনা করিয়াছি সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

লক্ষণ—ম্যালেরিয়া বিষোদ্ভূত অন্যান্য জ্বরের ন্যায় এই জ্বরেরও প্রচ্ছন্ন অবস্থা অতীব অনিশ্চিত. উহা কখন প্রকাশ হয় কখন বা প্রকাশ হয় না; একেবারেই শীত করিয়া বা কম্প দিয়া জ্বর প্রকাশ হয়। প্রচ্ছন্ন অবস্থা প্রকাশ হইলেও তাহার অবস্থিতি কালের কোন স্থিরতা থাকে না; কখন একদিবস, কখন দুইদিবস, আবার কখন বা এক সপ্তাহও থাকে। এই সময় সবিরাম-জ্বরের প্রচ্ছন্ন অবস্থার ন্যায় কেমন একরকম অসুখবোধ, আলস্য, গা-আড়ামুড়ি-ভাঙ্গা,

মাথাব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। দূষিত-জ্বর—সবিরাম এবং অবিরাম উভয় জাতীয় জ্বরের গতিই অবলম্বন করে; এবং দৈনিক, দ্বৈহিক ও ত্রৈহিক জ্বরের আকারে প্রকাশিত হয় তবে দৈনিক এবং দ্বৈহিক গতিই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। যেরূপ গতিই অবলম্বন করুক না কেন এই জ্বর দীর্ঘকাল-স্থায়ী প্রবল শীত বা কম্পের সহিত প্রকাশ পায় এবং দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে দূষিত-জ্বরের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। এই জ্বরের গতি অতীব ভীষণ; দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসের জ্বরের সহিতই প্রায় প্রাণ নাশ হইয়া রোগীর সকল যন্ত্রণার শেষ হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন—"We have seen cases of the strictly intermittent type in which life has been compromised sometimes in the pre-febrile, sometimes in the post-febrile stage, and this in the course of one or two days" সুনির্দ্দিষ্ট সবিরাম-জ্বরের গতি অবলম্বন করিয়াও জ্বরের প্রথম বা দ্বিতীয় দিবসেই, জ্বরের বিরাম বা জ্বরাবস্থাতেই রোগীর মৃত্যু হইতে দেখিয়াছি। তিনি আরও বলেন—"In these cases the malaria must certainly have been of the most concentrated and virulent form, notwithstanding the fever was of the intermittent character. The acute cases are of the gravest description. They occur when the epidemic is at its height. In the acuteness, severity, and mortality they resemble cholera." যে সকল সবিরাম জ্বর এরূপ সাংঘাতিক আকার ধারণ করে তাহার বিষ নিশ্চয়ই অত্যন্ত তীব্র এবং ঘনীভূত। এই জাতীয় জ্বর অতীব

আশঙ্কাপ্রদ। ম্যালেরিয়া বিষ যে সময় চরম সীমায় উপনীত হয় সেই সময়ই এই সকল ভীষণ জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্বরে, বিসূচিকার ন্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, বহুসংখ্যক রোগীর প্রাণ নাশ হয়।

ডাক্তার কিপ্যাক্স বলেন—"In the quotidian type, the pernicious attack occurs after the second or third day. In the tertian type it may not appear until the second week. A mild form of malarial fever, by progressive aggravation of symptoms—or a simple paroxysm of unusual severity may suddenly be followed by a pernicious one, terminating fatally with the second or third repetition." দৈনিক জ্বরে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসের জ্বরের সহিতই দূষিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। দ্বৈহিক-জ্বরে দ্বিতীয় সপ্তাহের পূর্ব্বে দূষিত লক্ষণ প্রকাশ না পাইতেও পারে। কখন বা অনতিপ্রবল ম্যালেরিয়া জ্বর ক্রমশঃ প্রবল হইয়া বা হঠাৎ প্রবল হইয়া দূষিত-জ্বরে পরিণত হয় এবং তাহার পর দুই তিন দিবসের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়। তিনি আরও বলেন—"A numbness or coldness in the toes and fingers, continuing through the hot stage, while the trunk and head are in high fever-heat is considered a characteristic sign of malignant remittent." অবিরাম জ্বরে, জ্বরাবস্থায় সর্ব্ব-শরীর এবং মস্তক অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকিয়া হাত পায়ের অঙ্গুলি শীতল ও অসাড় হইলে দূষিত-জ্বরে পরিণত হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে। এই যম-রূপি-জ্বরের শীতের সহিতই পতন অবস্থার লক্ষণ সকল উপস্থিত হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ডাক্তার বেয়ার বলেন—"Most commonly intermittent fever adopts this form in the subsequent course of the disease, very seldom at the beginning. Intermittent perniciosa is a form of fever where a single increase of the ordinary symptoms becomes dangerous to life. This malignant increase often takes place in the first stage, more particularly in the case of children, but more commonly during the hot stage; the danger arises either from the brain being paralysed, or else from paralysis of the heart in consequence of the excessive vascular excitement. If the brain is threatened with paralysis the attack is characterised by delirium, sopor, coma, likewise by paroxysms of excessive maniacal exaltation; if paralysis of the heart threatens, the chill increases to icy coldness like the coldness of cholera. Many a case of fever and ague assumes the pernicious type simply because the paroxysms are of an extraordinary duratian." নূতন সবিরাম জ্বর প্রায়ই দূষিত-জ্বরে পরিণত হইতে দেখা যায় না। দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়া-জ্বরে ভুগিবার পরই ইহা প্রকাশিত হয়। দূষিত-জ্বরে, জ্বরাধিকারের লক্ষণ অস্বাভাবিক প্রবল হইয়াই জীবন নাশ করে। শিশুদিগের শীতাবস্থাতেই প্রায় দূষিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা উত্তাপ অবস্থাতেই প্রকাশ পায়। মস্তিষ্ক বা হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত বশতই রোগীর প্রায় মৃত্যু হয়। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে প্রবল মোহ, প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত

হয়। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে গাত্রত্বক্ বিসূচিকা রোগীর ন্যায় বরফবৎ শীতল হয়। ম্যালেরিয়া-জ্বরে জ্বরাবস্থা দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইলেও কখন কখন দূষিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বৃদ্ধ বা অমিতপায়ী লোকদিগের দূষিত জ্বর হইলে জীবনের আশা থাকে না বলিলেও হয়। দূষিত জ্বরকে এক একটি লক্ষণের প্রাধান্য অনুসারে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা ১। হিমাঙ্গ-প্রধান (*Algid Variety*),২। ঘর্ম্ম-প্রধান (*Colliquative Variety*,৩। কামল প্রধান (*Icteric Variety*),মোহ-প্রধান (*Comatose Variety*,) অতিসার-প্রধান (*Choleraic Variety*) এবং প্রলাপ-প্রধান (*Delirious Variety*)। ইহার মধ্যে প্রথম তিন প্রকার উষ্ণপ্রধান দেশে এবং দ্বিতীয় তিন প্রকার নাতিশীতোষ্ণ দেশেই অধিক সংখ্যায় হইয়া থাকে; শীত প্রধান দেশে এই জাতীয় জ্বর প্রায়ই হয় না। নিম্নে ইহার প্রত্যেকের লক্ষণাদির বর্ণনা করা হইল।

হিমাঙ্গ-প্রধান জ্বরের লক্ষণ - রোগীর গাত্রত্বক্ বরফবৎ শীতল থাকাই ইহার প্রধান লক্ষণ। জ্বরাবস্থায় রোগী যখন গাত্রের আভ্যন্তরিক উত্তাপ, গাত্রদাহ, তৃষ্ণা প্রভৃতি জ্বরাধিকারের যন্ত্রণার উল্লেখ করে তখনও তাহার গাত্রত্বক্ বরফবৎ শীতল, পাণ্ডুবর্ণ এবং শীতল ঘর্ম্মে আপ্লুত হইতে থাকে। ঐসময় তাপমান যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় তাহার গাত্রোত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষাও দুই তিন ডিগ্রী ন্যূন; নাড়ী সূত্রবৎ এবং তাহার গতি অনিয়মিত, শ্বাস ক্রিয়ার বিকৃতি-বশতঃ তাহার স্বাভাবিক গভীরতার অভাব, নিশ্বাস-প্রক্ষিপ্ত-বায়ু অস্বাভাবিক শীতল, গলার স্বর ক্ষীণ ও কর্কশ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। উদরোর্দ্ধদেশ টিপিলে বেদনা বোধ এবং কখন কখন পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন হয়। অল্প পরিমাণে লালবর্ণের প্রস্রাব হয় এবং তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (*Specific gravity*) বৃদ্ধি হয়। রোগীর সংজ্ঞা থাকি-

লেও সকল বিষয়েই তাহার তাচ্ছিল্যভাব দেখা যায়। রোগীর চেহারা এরূপ বিকৃত হয় যে তাহাকে দেখিবামাত্রই বোধ হয় যে তাহার আসন্নকাল উপস্থিত। ক্রমে পতন অবস্থা প্রগাঢ় হইয়া রোগীকে মহানিদ্রায় অভিভূত করে। রোগী আরোগ্য হইবার হইলে তাহার গাত্রের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, নাড়ী তর্জ্জনীস্থ হয় এবং ধীরে ধীরে জীবনি-শক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করে। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন— Not unfrequently a typhoid Condition like that after cholera supervenes." বিসূচিকা রোগের পরেই যেমন বিকার লক্ষণ প্রকাশিত হয় এই জ্বরের পরেও কখন কখন সেইরূপ অবস্থা প্রকাশ হয়। তিনি আরও বলেন—"The algide variety is as a rule confined to warm climates. It resembles somewhat the choleraic variety, and its progress is very insidious." এই জাতীয় জ্বর উষ্ণপ্রধান দেশেই অধিক সংখ্যায় হইয়া থাকে। অতিসার-প্রধান জ্বরের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্বরের গতি অতীব অনিশ্চিত অর্থাৎ যে কোন সময়ই রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। ডাক্তার এট্‌কিন বলেন হিমাঙ্গ এবং মোহ-প্রধান দূষিত-জ্বরে—"malaria directly attacks nerve-power." ম্যালেরিয়ার বিষ একাধিক স্নায়ুমণ্ডলি আক্রমণ করে।

ঘর্ম্ম-প্রধান জ্বরের লক্ষণ—এই জাতীয় জ্বরে রোগীর গাত্রে সর্ব্বদাই শীতল ঘর্ম্ম হইতে দেখা যায়। এই জ্বর ঘর্ম্মাবস্থায় পরিণত হইবার সময় যে শীতল ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হয় তাহা আর নিবারণ হয় না, ক্রমে রোগীর গাত্রত্বক্ বরফবৎ শীতল হইয়া আইসে এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই জাতীয় জ্বরে রোগীর গাত্রত্বক্ এবং শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি সকল রক্তশূন্য হইয়া মলিনভাব ধারণ করে, হৃৎপিণ্ডের

ক্রিয়া ক্রমশঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। এইরূপে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসের ঘর্ম্মাবস্থাতে পতন অবস্থা গাঢ়তম হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরেই রোগী লোকান্তর গমন করে।

কামল-প্রধান জ্বরের লক্ষণ—সর্ব্বাঙ্গ পাণ্ডু বা হরিদ্রাবর্ণ হওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ। এই জাতীয় জ্বর, দীর্ঘকালস্থায়ী ও প্রবল শীতের সহিত আরম্ভ হয় এবং প্রথম হইতেই রোগীর গাত্রত্বক্ হরিদ্রাবর্ণ হয়। কামল প্রবল হইলে রোগীর গাত্রবর্ণ কুসুম ফুলের রঙের ন্যায় হয়। এই পীড়ার প্রথম হইতেই বিবমিষা, পিত্তবমন, পিত্ত-মিশ্রিত উদরাময় প্রভৃতি পাকাশয়িক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। প্রবল শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, অতিশয় তৃষ্ণা, হস্তপদাদির অসাড় ভাব, প্লীহা এবং যকৃৎস্থানে বেদনা, জিহ্বা শ্বেত বা হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদাবৃত, অল্প পরিমাণে গাঢ় লালবর্ণের প্রস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ শীতাবস্থাতেই প্রকাশ পায়। এই জ্বরে গাত্রের উত্তাপ ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্থিত হয় এবং তখন পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণ সকল অধিকতর প্রবল হয়। এই জ্বরের প্রথম হইতেই নাড়ীর অত্যন্ত বেগ থাকে এবং উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত তাহা আরও বৃদ্ধি পায়। ৪।৫ ঘণ্টাকাল এই সমস্ত দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জ্বরাবস্থাতেই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ পায়। এই সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও যদি রোগীর জীবনি-শক্তি বলবৎ থাকে তাহা হইলে ঐ সময় ঘর্ম্মাবস্থার বিকাশ হইয়া প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয় এবং ঘর্ম্মাবস্থায় পরিণত হইলে প্রাণ রক্ষা পাইবার বরং আশা করা যাইতে পারে। ডাক্তার কিপ্যাক্স বলেন—"This [hot] stage lasts from three to five hours and may terminate in death. If a fatal termination does not take place at this point, the patient passes into the sweating stage. The skin is now bathed in a profuse

sweat and under proper treatment the patient enters upon convalescence. In relapses, death generally follows in the "second or third paroxysm." তিন হইতে পাঁচ ঘণ্টা কাল উত্তাপ অবস্থা থাকিয়াই রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। এই অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে ঘর্ম্মাবস্থা প্রকাশ পায় এবং রোগীর গাত্র ঘর্ম্মসিক্ত হয়। সুচিকিৎসা হইলে রোগীর আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা থাকে। ফলতঃ জ্বরের পুনর্বিকাশ হইলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে রোগীর মৃত্যু হয়।

মোহ-প্রধান জ্বরের লক্ষণ—প্রথম হইতেই মোহভাব বর্ত্তমান থাকা ইহার প্রধান লক্ষণ। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন—"The only suggestive symptom of its appearance is the presence of more headache, vertigo, apathy, and disturbance of speech during either an intermittent or remittent paroxysm, than ordinarily occurs in a simple form of malarial fever." ম্যালেরিয়া-বিষোদ্ভূত অন্যান্য জ্বর অপেক্ষা শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, সকল বিষয়েই তাচ্ছিল্যভাব, বাক্‌শক্তির বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ সকল অধিকতর প্রবল হয়। এই জাতীয় জ্বরে, শীতাবস্থার পর গাত্রোত্তাপ বৃদ্ধির সহিত মোহভাব প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ রোগীর চৈতন্য লোপ হইয়া আইসে। রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিত হইয়া শুইয়া থাকে। রোগীর চক্ষুদ্বয় পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অক্ষি-কনীনিকা বিস্তৃত হইয়াছে। রোগীর গাত্রত্বক্ শুষ্ক, উত্তপ্ত এবং হরিদ্রাবর্ণ, মুখমণ্ডল উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ, ঘড় ঘড় শব্দ-যুক্ত শ্বাসক্রিয়া, নাড়ীর কখন বেগ কখন বা মৃদুগতি প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। রোগীর গাত্রোত্তাপ ১০৫ হইতে ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্থিত

হয়। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন—"If the case is to terminate fatally in this paroxysm the symptoms of coma continue deeper, unconsciousness becomes complete, the heart-power weakens, the pulse becomes irregular, and the patient dies." এই জ্বরেই রোগীর মৃত্যু সংঘটন হইলে মোহভাব গাঢ়তর হয় চৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল, নাড়ীর বেগ অনিয়মিত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রথম দিবস জ্বরভোগ করিয়া রোগীর প্রাণরক্ষা হইলে দশ বার ঘণ্টা কাল মোহাচ্ছন্ন থাকিয়া প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয় এবং তাহার সহিত ক্রমশঃ মোহভাব বিদূরিত হয়, জ্বরের বিরাম হয় এবং মাথার যন্ত্রণা নিবারণ হয়। দ্বিতীয় দিবসে জ্বর বৃদ্ধির সহিত সমস্ত লক্ষণ এবং উপসর্গ পূর্ব্ব দিবস অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হয় এবং মোহভাব প্রগাঢ় হইয়া অচৈতন্য অবস্থাতেই রোগীর মৃত্যু হয়। তিনি আরও বলেন—"Even when the patient lingers beyond the second poroxysm, he is apt to succumb, apparently from cerebral compression." দ্বিতীয় দিবসের জ্বরের হস্তে রোগী কোন প্রকারে পরিত্রাণ পাইলেও মস্তিষ্কের সঙ্কোচন বশতঃ তাহার মৃত্যু হয়। ডাক্তার স্লিভান বলেন—"Like other pernicious fevers, the comatose form specially attacks those who after long residence in a marshy district, remove into another free from malaria." যাহারা দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে বাস করিবার পরে ম্যালেরিয়াশূন্য স্থানে গিয়া বাস করে তাহারাই অধিক সংখ্যায় মোহ-প্রধান দূষিত-জ্বরে আক্রান্ত হয়।

অতিসার-প্রধান জ্বরের লক্ষণ—প্রথম হইতে উদরাময়,

বমন প্রভৃতি বিসূচিকা রোগের লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকাই ইহার প্রধান লক্ষণ। এই জাতীয় জ্বরে, জ্বর-বৃদ্ধির সহিত হরিদ্রাবর্ণের বমন, সবুজ বা জল-মিশ্রিত রক্তবর্ণের তরল ভেদ, তৃষ্ণা, উদরোর্দ্ধদেশে জ্বালা ও ভারবোধ, পায়ের ডিমে খাল ধরা, গাত্রত্বক বরফ-বৎ-শীতল, অত্যন্ত অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। নাড়ী প্রায় অনুভব করা যায় না, শ্বাসক্রিয়া অতি শীঘ্র উপর্যুপরি দুইবার সম্পন্ন হয় এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। ফুস্-ফুস্ যন্ত্রে অস্বাভাবিক রক্ত-সঞ্চয় বশতঃ অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হয়। শিশুদিগের সময়ে সময়ে তড়কা উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইয়াও সহসা রোগীকে মৃত্যু-মুখে নিক্ষেপ করে কিম্বা রক্ত-আমাশয়ের সহিত প্রবল মস্তিষ্ক লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। মৃত্যু যতই সন্নিকট হইয়া আইসে ততই শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায়, নাড়ী ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং গাত্রত্বক্ চট্‌চটে শীতল ঘর্ম্মে আবৃত হয়। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন—"The duration of a fatal paroxysm is from three to six hours. "তিন হইতে ছয় ঘণ্টার মধ্যেই এই জ্বরে রোগীর মৃত্যু হয়। তিনি আরও বলেন "In convalescence from the latter variety there is frequently wakefulness with irritability of temper and partial loss of memory." অতিসার-প্রধান জ্বর হইতে কোন প্রকারে প্রাণদান পাইলে রাত্রে অনিদ্রা, সদা বিরক্তিভাব এবং স্মরণ-শক্তির হ্রাস হয়। ডাক্তার গেডিস্ তাঁহার *Clinical Researches into the Diseases of India* নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—"In some instances [of pernicious fever] the evacuations have presented the charateristic appearance of the egesta of epidemic cholera. In several of these cases the counten-

ance, too, has become shrunk, and the patient has assumed somewhat of the peculiar features of this disease." অতিসার-প্রধান দূষিত জ্বরে কোন কোন রোগীর মল বিসূচিকার মলের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মুখ বসিয়া গিয়া তাহাকে ঠিক বিসূচিকা-রোগীর ন্যায় দেখায়। সার জোসেফ ফেরার বলিয়াছেন—"An attack beginning with symptoms of fever, may end with cholera or *vice versa*," কোন কোন রোগীর জ্বরের সহিত পীড়া আরম্ভ হইয়া উহা বিসূচিকায় পরিণত হয়, কাহারও বা তদ্বিপরিত হয়। বৈদ্যশাস্ত্রে ইহাকেই জ্বর-অতিসার বলে।

প্রলাপ-প্রধান জ্বরের লক্ষণ—প্রথম হইতেই প্রলাপ উপস্থিত থাকা এই জ্বরের প্রধান লক্ষণ। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন—"This delirium differs from the ordinary delirium of malarial fevers, in that it is violent in character, and is preceded by intense headache, ringing in the ears, and great restlessness." ম্যালেরিয়া-বিযোদ্ভূত অন্যান্য জ্বরের প্রলাপের সহিত এই জ্বরের প্রলাপের বিভিন্নতা এই যে ইহাতে পূর্ব্ব হইতেই অতি প্রবল শিরঃপীড়া, কর্ণবিবরে শব্দানুভব এবং অত্যন্ত অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে। এই জ্বরে গাত্রের উত্তাপ প্রায়ই ১০৫ ডিগ্রীর নিম্নে থাকে না, অনেক সময় ১০৭ বা ১০৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। গাত্রত্বক্ অত্যন্ত উষ্ণ এবং শুষ্ক থাকে। চক্ষু আরক্তবর্ণ এবং তাহার অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বর্ত্তমান থাকে এবং নাড়ীর অত্যন্ত পুষ্টি ও বেগ থাকে। দুই রগ অত্যন্ত দপ্ দপ্ করে এবং অত্যন্ত শিরঃপীড়ার সহিত মাথা ঘোরা বর্ত্তমান থাকে। মুখমণ্ডল কখন

আরক্তবর্ণ কখন বা রক্তশূন্য থাকে। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন—"Hydrophobic symptoms too, sometimes occur in the delirious variety in women." কখন কখন এই জ্বরের সহিত স্ত্রীলোকদিগের জলাতঙ্করোগ দেখা দেয়। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উপরুল্লিখিত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া হঠাৎ পতন অবস্থার লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং ক্রমে মোহভাব প্রবল হইয়া চৈতন্য লোপ হয়, তৎপরেই রোগী মহানিদ্রায় অভিভূত হয়। রোগের ফল অন্যতম হইলে ক্রমে প্রলাপ হ্রাস হয়, প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়, এবং তৎপরেই প্রগাঢ় নিদ্রা আইসে। নিদ্রান্তে শিরঃপীড়া এবং মাথাঘোরা ব্যতীত অন্য সমস্ত যন্ত্রণা বিলুপ্ত হয় এবং প্রলাপ অবস্থার কথা রোগীর কিছুই মনে থাকে না। এইরূপে দুই তিনবার জ্বরভোগ করিয়া অবশেষে রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ডাক্তার কিপ্যাক্স বলেন—"*At times epileptiform convulsions* of tetanic spasms accompany or take the place of delirium." সময়ে সময়ে প্রলাপের সহিত মূর্চ্ছা বা ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ দেখা দেয়।

চিকিৎসা—জ্বরের গতিরোধ করিয়া তাহার পুনরাক্রমণ নিবারণ করাই এই ভীষণ রোগ চিকিৎসার একমাত্র উদ্দেশ্য, কেননা, দুই তিনবার জ্বর প্রকাশ হইবার পর রোগীর প্রাণ রক্ষা করা এক রকম অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই জন্য যে কোন অবস্থাতেই দূষিত জ্বর নির্ণীত হউক না কেন সেই সময় হইতেই অধিক মাত্রায় কুইনিন সেবন দ্বারা জ্বর বন্ধ করা আবশ্যক। ডাক্তার হেম্পেল্ বলেন—"We give *Quinine* in sufficient quantity either to keep off the next attack, or at least to secure a modification of the paroxysm. We do not believe that congestive chills, such as we e them in our malarious countries, can be arres-

ted without Quinine; we believe that Quinine is the specific remedy for this form of chills." এই জ্বরের গতি-রোধ করিবার জন্য—অন্ততঃ তাহার প্রবলতা হ্রাস করিবার জন্যও আমরা আবশ্যকমত অধিক মাত্রায় কুইনিন্ ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদিগের ম্যালেরিয়া-প্রধান দেশে যে দূষিত-জ্বর হয় কুইনিন্-সেবন ব্যতীত কিছুতেই তাহার গতিরোধ করা যায় না।

আমাদের বিশ্বাস কুইনিন্ই ইহার একমাত্র মহৌষধ। ডাক্তার কিপ্যাক্ বলেন—"As soon however as the pernicious character of the paroxysm becomes apparent and without regard to the stage of the paroxysm, administer Sulphate of Quinine every hour until the time of the next paroxysm is passed" দূষিত-জ্বর নির্ণীত হইবামাত্র উত্তাপ বা শীতাবস্থা তাহা বিবেচনা না করিয়া পুনরায় জ্বর আসিবার সময় পর্য্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় কুইনিন্ সেবন করাইবে। ডাক্তার হিউজেস্ বলেন—"In these pernicious fevers, I may say, even so strict a homœopath as Dr. Charge of Marseiles, admits that we must fall back upon Quinine, and must not shrink from such quantities as may be required for the speedy arrest of the paroxysm" মার্সেলিস দেশস্থ ডাক্তার চার্জির ন্যায় একজন অতি কঠোর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও স্বীকার করেন যে এই ভীষণ জ্বরের গতিরোধ করিবার একমাত্র উপায় অধিক মাত্রায় কুইনিন্ সেবন করা। আমাদের ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন—"When the cases are of the gravest character described above, I at once exhibit the drug [Quinine] irrespective of the

stage of paroxysm, and in full and repeated doses during *the paroxysm, and in small and repeated doses during* the apyrexia. It is by this and this practice alone that we can avert death in the majority of cases." দূষিত ম্যালেরিয়া-জ্বর নির্ণীত হইবামাত্র, জ্বরের বৃদ্ধি বা হ্রাস অবস্থা তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়াই আমি কুইনিন্ সেবন ব্যবস্থা করি। আমি সচরাচর জ্বরাবস্থায় অধিক মাত্রায় এবং জ্বরের হ্রাস অবস্থায় অল্প মাত্রায় ঘন ঘন কুইনিন্ ব্যবস্থা করি। এইরূপ কুইনিন্ সেবন দ্বারাই কেবল আমরা অধিকাংশ রোগীর প্রাণ রক্ষা করিতে পারি।

ডাক্তার কিপ্যাক্স বলেন—"The prognosis is, as a rule unfavourable, for unless the disease is controlled before the second or third attack, the case is apt to terminate fatally." এই জ্বরের পরিনাম অতীব সাংঘাতিক, দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে জ্বর বন্ধ করিতে না পারিলে রোগীর প্রাণ রক্ষা হওয়া প্রায় অসম্ভব। কুইনিন-সেবন দ্বারাই যে রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করা যায় আমরা অবশ্য একথা বলি না—এই মাত্র বলিতেছি যে কুইনিন্ সেবন দ্বারা জ্বর বন্ধ করিয়া কোন মতে রোগীর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলে তখন তাহার অবস্থানুসারে চিকিৎসা করিবার সময় পাওয়া যায়। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন—"The treatment of pernicious fevers must of necessity be prompt, vigorous, and well-timed, for often the issue of life or death hangs on a single hour. Frequently early in the disease the usual avenues for the introduction of remedies into the system are closed, and the patient is either unable to swallow or

the stomach rejects every thing as soon as taken. In such cases hypodermic administration of our remedies becomes an imperative necessity." দূষিত ম্যালেরিয়া-জ্বরে একঘণ্টা মাত্র কাল বিলম্বের উপর যখন রোগীর জীবন নির্ভর করে তখন ইহার চিকিৎসা অতি সত্বরে এবং বিশেষ যত্ন-সহকারে করা আবশ্যক। অনেক সময় রোগের প্রথম হইতেই রোগীর গলাধঃকরণ করিবার শক্তি বিলুপ্ত হয় কিম্বা পাকাশয়িক উত্তেজনা-বশতঃ কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবা মাত্র তাহা বমন হয়, এরূপ অবস্থায় গাত্রত্বক্ ভেদ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাত্রত্বক্ ভেদ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহা অতি শীঘ্র শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া ঝটিতি কার্য্যক্ষম হয়।

দূষিত জ্বরের ন্যায় অন্যান্য ভীষণ ও সাংঘাতিক পীড়াতেও গাত্রত্বক্ ভেদ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ ব্যবস্থা করিতে হয়। এডিন্‌বার্গ নিবাসী ডাক্তার উড্ এই অধস্ত্বাচ প্রকরণ দ্বারা ঔষধপ্রয়োগ আবিষ্কার করেন। এক্ষণে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে এবং ভারতবর্ষেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। হাইপোডারম্যাটিক্ সিরিঞ্জ এক প্রকার ধাতু-নির্ম্মিত পিচকারী—যাহার মধ্যে ইস্পাত-নির্ম্মিত সূচিকার ন্যায় একটি অস্ত্র থাকে। গাত্রত্বক্ ভেদ করিয়া পিচকারিস্থ ঔষধ শোণিতের সহিত মিলিত হয়। এইরূপ প্রকরণে প্রায়ই হস্তের উপরিভাগে, যেখানে টীকা দেওয়া হয় সেই স্থানের (*Deltoid muscle*) ত্বক্ ভেদ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। ত্বক্ ভেদ করিবার সময় কোন শিরা আহত না হয় সে বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। ত্বক্ ভেদ করিবার পর ঐ স্থান স্ফীত ও লালবর্ণ হইলে একখানি পাতলা নেকড়া শীতল জলে ভিজাইয়া তাহা পটি করিয়া দিবে।

রোগী অত্যন্ত ভীরুস্বভাব, বা অল্প যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইলে ত্বক্ ভেদ করিবার কিছু পূর্ব্বে একখানি নেকড়া ক্লোরোফরমে (*Chloroform*) ভিজাইয়া ঐ স্থানে কিছু ক্ষণের জন্য রাখিবে কিম্বা ইথেল-ক্লোরাইড (Ethyl-chloride) প্রয়োগ করিয়া তাহার অব্যবহিত পরই ত্বক্-ভেদ করিলে তত অধিক এমন কি কোন যন্ত্রণাই হয় না। কিন্তু অধস্ত্বাচ্ উপায়ে যে সকল রোগীকে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় তাহাদের প্রায়ই সংজ্ঞা থাকেনা সুতরাং ক্লোরোফরম্ কিম্বা ইথেল প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয় না। নির্দ্দিষ্ট ঔষধের ৫ হইতে ২০ ফোঁটা পিচকারিতে লইয়া গাত্রত্বক্ ভেদ করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রকরণ দ্বারায় কেবল কুইনিন্ অথবা কুইনিন ও আর্সেনিকের মিশ্রণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ ও ব্রন্টন বলেন এক বা দুই গ্রেণ কুইনিন্ জলে গুলিয়া প্রতি ঘণ্টায় এক এক বার অধস্ত্বাচ্ উপায়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ডাক্তার বার্ট বলেন—"In congestive malarial fevers Quinine is the only known remedy that will save life in those desperate cases where there is profound coma. Five to ten grains injected under the skin, once in three hours, will save the patient when all other methods fail"—প্রবল মোহ-সংযুক্ত দূষিত-জ্বরে একমাত্র কুইনিন্ গলাধঃকরণ বা ত্বকভেদরূপে সেবন দ্বারাই রোগীর প্রাণ রক্ষা হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ রোগীকে তিনঘণ্টা অন্তর ৫ হইতে ১০ গ্রেণ কুইনিন্ বা তৎসহ আর্সেনিক অধস্ত্বাচ্ দ্বারা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কুইনিন্ সেবন দ্বারা জ্বর বন্ধ করিয়া পরে লক্ষণানুসারে ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সবিরাম-জ্বরে যে সমস্ত ঔষধের লক্ষণ নির্দ্দেশ

করা হইয়াছে তাহা দেখিয়াই ঔষধ নির্ব্বাচন হইবে। নিম্নে আমরা কয়েকটী মাত্র প্রধান অন্তর্বর্ত্তী ঔষধের নির্দ্দেশ করিলাম।

হিমাঙ্গ-প্রধান জ্বরে—নাড়ী অবিচলিত থাকিয়া গাত্রত্বক্ শীতল হইলে—ক্যাম্ফর; রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত এবং বিকৃতি-বশতঃ গাত্রত্বক্ শীতল ও নীলবর্ণ হইলে—কার্ব্বো; উদরাময়, বমন, বলক্ষয়, মূর্চ্ছাভাব, গাত্রত্বক্ শীতল, শীতল ঘর্ম্ম—বিশেষতঃ কপালে—প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে—ভেরেট্রম ব্যবস্থা। এতদ্ব্যতীত ক্যাম্ফর, কার্ব্বো-ভেজ, মেনিয়ান্থিস, সায়ানাইড-অফ-পটাস ও এন্থ্রাসিন উপযোগী।

ঘর্ম্ম-প্রধান জ্বরে—প্রচুর পরিমাণে দুর্ব্বলকারি ঘর্ম্মের সহিত তৃষ্ণা থাকিলে—চায়না; রাত্রিকালে অত্যন্ত অধিক ঘর্ম্ম হইলে—জ্যাবোরাণ্ডি; প্রাতঃকালে অত্যন্ত অধিক দুর্ব্বলকারি ঘর্ম্ম হইলে—ফস্-ফোরাস্, এসিড-ফস, কার্ব্বো-ভেজ প্রভৃতি ব্যবস্থা।

কামল-প্রধান জ্বরে—যকৃৎস্থানে বেদনা ও ভারবোধ, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, পিত্তবমন, উদ্গার, গাত্রবেদনা ও নড়িলে চড়িলে সকল লক্ষণের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে—ব্রাইওনিয়া; অত্যন্ত প্রবল পিত্তলক্ষণ এবং কোন দ্রব্য আহার বা পান করিবামাত্র বিশেষতঃ জল—তাহা বমন হইলে—ইউপ্যাটোরিয়াম্; সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাবর্ণ হইলে মার্ক-সল, ফস্ফোরস, ক্রোটেলাস প্রভৃতি ব্যবস্থা।

মোহ-প্রধান জ্বরে—প্রবল মোহ, ঘড়-ঘড় শব্দ করিয়া শ্বাসক্রিয়া, প্রতিক্রিয়ার অভাব প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে—ওপিয়ম; মোহভাবের সহিত অতিশয় দুর্ব্বলতা ও রাত্রে ছট্‌ফটানি এবং প্রলাপ থাকিলে—রসটক্স ব্যবস্থা। এতদ্ব্যতীত নক্স-মস্ক, হেলিবোর, এসিড-ফস, স্পিরিট-নাইটার-ডলসিস, ভেরেট-ভিরিডি, এপিস্ ও জিন্‌ক, উপযোগী।

প্রলাপ-প্রধান জ্বরে—মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্তসঞ্চয়, চক্ষু ও মুখ আরক্তবর্ণ, প্রবল প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে—বেলাডোনা; প্রবল প্রলাপের সহিত উন্মত্ততা থাকিলে—ষ্ট্র্যামোনিয়াম; অনতিপ্রবল প্রলাপ, দীর্ঘকালস্থায়ী মূর্চ্ছা, বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরার ন্যায় যন্ত্রণা থাকিলে হাইওসায়ামাস্ ব্যবস্থা। এতদ্ব্যতীত এপিস্, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ল্যাকেসিস্, রসটক্স, ভেরেট-ভির প্রভৃতিও উপযোগী।

অতিসার-প্রধান জ্বরে—উদরাময় এবং বমন উভয়ই প্রবল থাকিলে—ভেরেট্রম্; পিত্তবমন ও পিত্ত-মিশ্রিত উদরাময় থাকিলে বেলাডোনা ও পডোফাইলম; অতিশয় দুর্ব্বলতা, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ; অত্যন্ত তৃষ্ণা, অস্থিরতা, গাত্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে—আর্সেনিক; উদরাময়ের সহিত উদরাধ্মান থাকিলে—কার্ব্বো, টেরিবিন্থ, চায়না, ও কল্‌চিকম ব্যবস্থা। এতদ্ব্যতীত পডো, ফস, এসিড-ফস্, চায়না, এসিড-মিউ, কেলি-ফস ও ল্যাকেসিস্ উপযোগী।

আনুসঙ্গিক চিকিৎসা ও পথ্যাদির নিয়ম—গাত্রত্বক্ সহসা অত্যন্ত শীতল হইলে পৃষ্ঠদেশে ও পদদ্বয়ে গরম জলের বোতল বা গরম জলের সেক দিবে এবং হস্ত ও পদতালু ঘর্ষণ করিবে। পতন অবস্থা প্রবল হইলে আবশ্যক মত এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এক কাঁচ্চা করিয়া ব্র্যাণ্ডি বা হুইস্কি ব্যবস্থা করিবে। আহার করিতে অসমর্থ হইলে তৎসময়ের জন্য পিচকারির দ্বারা আহার দিবে। আবশ্যক হইলে মস্তকে বরফ বা শীতল জলের পটী দিবে—আইস-ব্যাগই বিশেষ উপযোগী। অন্যান্য বিষয়ের জন্য সবিরাম এবং অবিরাম-জ্বরের ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য।—[রেপারটরিতে লক্ষণ-মত ঔষধ দেখ এবং প্রলাপ ও মোহ-লক্ষণ টাইফয়েড-অধ্যায়ে দেখ।]

[ফলতঃ এই জ্বরে আমরা নিম্নলিখিত ঔষধেও বিশেষ উপকার

হইতে দেখিয়াছি। যথা—এন্থ্রাসিন, আর্স, কার্ব্বলিক-এসিড, ক্রোটে-লাস, মিউরিয়াটিক-এসিড, সোরিনম, পাইরোজিন্, ভেরেট-ভি, এপিস, আর্ণিকা, ক্যাম্ফর, নক্স, ওপিয়ম, সল্ফিউরিক-এসিড ও নাইট্রিক-এসিড প্রভৃতি। সবিরাম-জ্বর-চিকিৎসা ও বিকার অধ্যায়ে লক্ষণ দেখ]।

ম্যালেরিয়া-বিযাক্ত ধাতু।

MALARIAL CACHEXIA.

ডাক্তার চেম্বার্স তাঁহার *Diseases of India* নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—"It is certain that many of the gravest diseases of India, not generally classified with those which are directly produced by malaria, are largely due to this cause. Among these may be numbered Asiatic cholera, Dysentery, Suppurative Hepatitis, Land Scurvy, Sloughing of the Cornea, Menorrhagia, a tendency to abort, Post-partum Hæmorrhage, Puerperal-Fever, Tetanus, Chronic Muscular and Articular Rheumatism, Pneumonia, and certain prevalent forms of Diarrhœa." নানাবিধ কঠিন রোগ যাহা ম্যালেরিয়া-বিষোদ্ভূত পীড়া বলিয়া সচরাচর গণনা করা যায় না—প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু তাহারা ম্যালেরিয়া-বিষোদ্ভূত পীড়া। বিসূচিকা, রক্ত-আমাশয়, যকৃতে পুঁযোৎপত্তি, দন্তমাড়ি হইতে রক্তস্রাব, অক্ষি-গোলকে ক্ষত, প্রসব হইবার পূর্ব্বে রক্তস্রাব, প্রসবান্তে জ্বর-বিকার, ধনুষ্টঙ্কার, বাত এবং গেঁটে-বাত, ফুস্ফুস্-প্রদাহ, নানা জাতীয় উদরাময় প্রভৃতি পীড়ার একমাত্র রোগমূলক কারণ ম্যালেরিয়া। ডাক্তার মুরহেড্

বলিয়াছেন—There can be no question that much of the mortality attributable in India to bowel-complaint is, though indirectly, yet chargeable to the account of malarious fever." উদরাময়, আমাশয়, গ্রহিণী প্রভৃতি পীড়াও ম্যালেরিয়া-বিষোদ্ভূত।

প্রকৃতি—ম্যালেরিয়ার বিষ চরম সীমায় পদার্পণ করিলেই এই ভীষণ ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। বারম্বার ম্যালেরিয়া-বিষোদ্ভূত জ্বর ভোগ করিবার পরেই প্রায় রোগীর ধাতু ম্যালেরিয়ায়-বিষাক্ত হইতে দেখা যায়। কখন বা কেবল মাত্র দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে বাস করিয়াই রোগীর ধাতু ম্যালেরিয়া-বিষে এরূপ জর্জ্জরীভূত হয় যে বারেক মাত্র সবিরাম বা অবিরাম-জ্বর ভোগ না করিয়াও তাহার প্লীহা এবং যকৃতের বৃদ্ধি, রক্তদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন—"Chronic malarial infection, though a frequent sequel of acute malarial disease, may exist as a primary affection in intensely malarial regions, without any antecedent attacks of malarial fevers." সচরাচর ম্যালেরিয়া বিষোদ্ভূত জ্বর ভোগ করিবার পরেই ম্যালেরিয়া-বিষাক্ত ধাতু দেখা যায়, কিন্তু কখন বা একবারেও জ্বর না হইয়াই ইহা উপস্থিত হয়। ডাক্তার ট্যানার বলেন—"If the poison be insufficient to excite any of the recognised forms of miasmatic disease, it can yet impress a paroxysmal type upon any intercurrent disorder; or it may simply lower the general health, causing anaemia and weakness and sallowness of complexion." কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ম্যালেরিয়া-বিষোদ্ভূত জ্বর

উৎপাদন করিবার জন্য যে পরিমাণ বিষ আবশ্যক তাহা অপেক্ষা বিষের পরিমাণ ন্যূন হইলে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পীড়া প্রকাশ না হইলেও যে কোন পীড়াই সবিরাম গতিতে আনয়ন করিতে পারে, কিম্বা রোগীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া দুর্ব্বলতা, রক্তদৌর্ব্বল্য, রক্তাল্পতা প্রভৃতি উপস্থিত করে। তিনি আরও বলেন—"When the poison has been imbibed it may remain latent in the systen for from six to twenty days and possibly even for a few months, a point necessary to remember in the diagnosis of obscure cases where the ague fit is not well-developed" ম্যালেরিয়ার-বিষ দেহ মধ্যে প্রবেশ করিবার পর ৬ হইতে ২০ দিবস, কখন বা কয়েক মাস ধরিয়াই দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, সেই জন্য যে সকল অস্পষ্ট-প্রকাশিত পীড়া সবিরাম গতি অবলম্বন করে তাহাদের নির্ণয় করিবার জন্য ইহা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা আবশ্যক।

নিদান—ব্যাসিলাস্-ম্যালেরী নামক জীবাণু হইতেই ম্যালেরিয়া বিষাক্ত ধাতু উৎপন্ন হয়। অপরিমিত কুইনিন্ সেবন ও ইহার প্রধান সহকারী কারণ।

লক্ষণ—প্লীহা বর্দ্ধিত হওয়া ইহার প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ। এই রোগে প্লীহা এত অধিক বর্দ্ধিত হয় যে ম্যালেরিয়া-প্রধান দেশসমূহে "পেট জোড়া পীলে" কথাটি চলন হইয়া গিয়াছে। প্লীহার কোষ বৃদ্ধি বা তাহার এমিলয়েড-অপকৃষ্টতা (*Amyloid degeneration*), প্লীহার আবরক-ঝিল্লি স্থূল হওয়া (*Capsules thickned*), এবং তাহার উপরিভাগ অসমান হওয়া প্রভৃতি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। প্লীহার পরেই যকৃতেও প্লীহার ন্যায় পরিবর্ত্তন ঘটে। কাহারও বা বৃক্ক (Kidney) বৃক্তপূর্ণ হয় এবং কাহারও বা হৃৎপিণ্ডের তন্তুমধ্যে এমিলয়েড-অপকৃষ্টতা

বা মেধাপকৃষ্টতা (*Amyloid or fatty degeneration*) উপস্থিত হয়। রক্তদৌর্ব্বল্য বা রক্তাল্পতা-বশতঃ গাত্রত্বক্ পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং চর্ম্ম-নিম্নস্থ ত্বৈকিক তন্তু (*Subcutaneous cellular tissues*) মধ্যে রস জমিয়া শোথ উপস্থিত হয়। কাহারও বা শ্লৈষ্মিক-গহ্বরে (*Serous cavities*) রস সঞ্চয় হইয়া শোথ (*œdema*) উপস্থিত হয়। শিরঃঘূর্ণন, কর্ণ-বিবরে শব্দানুভব, দৃষ্টিহীনতা, উদরোর্দ্ধদেশে (*Epigastric region*) ভারবোধ,ক্ষুধামান্দ্য, মুখের আস্বাদন-বিকৃতি, বিবমিষা, মুখাভ্যন্তর শুষ্ক, জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদাবৃত, কিম্বা রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের ক্লেদাবৃত থাকে। কাহারও কাহারও প্রাতঃকালে উদরাময় উপস্থিত হয়। পৃষ্ঠদেশে, কোমরে এবং পদদ্বয়ে সায়াটিক্ স্নায়ু-স্থানে (*Sciatic nerve*) অত্যন্ত বেদনা ও কন্‌কনানি থাকে। কাহারও বা হস্ত পদাদির মাংসপেশীর সঙ্কোচন-বশতঃ তাহা অনম্য ও বেদনাযুক্ত হয়, সুতরাং অঙ্গ-সঞ্চালনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। হস্তদ্বয়ের অসাড়ভাব, পদতালু জ্বালা, সতত্তঃ পরিশ্রান্তি-বোধ, সামান্য পরিশ্রম করিলেই হৃৎকম্পন (*Palpitation of the heart*), চক্ষুবসা, শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূল (*Neuralgia of the fifth pair of nerves*) প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার চেভার্স বলেন—"Two singular forms of malarial neuralgia are, however, frequent in our Eastern possessions—*Burning of the feet and Neuralgia of the shins.*" ম্যালেরিয়া-বিষাক্ত ধাতুতে প্রায়ই পদতালু জ্বালা এবং পদদ্বয়ের উপরিভাগে শূল-বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়।

আবার অন্ত্রের ক্রিয়া-বিকৃতি-বশতঃ কখন কোষ্ঠবদ্ধ কখন বা উদরাময় বর্ত্তমান থাকে; কখন লালবর্ণের অল্প পরিমাণে প্রস্রাব হয়, কখন বা প্রচুর পরিমাণে জলের ন্যায় প্রস্রাব হয় এবং তাহার আপেক্ষিক

গুরুত্বের (*Specific gravity*) হ্রাস হয়। ডাক্তার মেক্লিন্ বলেন ম্যালেরিয়া-ধাতু-বিশিষ্ট লোকদিগের—"Urine is sometimes albuminous, with oedema of the lower extremities." প্রস্রাবে এলবুমেন্ এবং পদদ্বয়ে শোথ দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার মুর বলেন—"If the urine—passed during or immediately after a fever paroxysm—is examined, it will very frequently indeed show evidence of albumen. When fever becomes habitual or of frequent recurrence, albumen is more constantly present. In the more severe forms of malarial cachexy, albuminous urine is quite as often present as absent." জ্বরের সময় বা জ্বরের অব্যবহিত পরে যে প্রস্রাব হয় তাহাতে এলবুমেন্ থাকে। পুরাতন জ্বরে স্বতঃই এলবুমেন্ বর্ত্তমান থাকে। ম্যালেরিয়া বিষাক্ত ধাতু অত্যন্ত প্রবল হইলে কখন এলবুমেন্ থাকে কখন বা থাকে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত অধিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও রোগীর নাড়ীর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না; নাড়ীর কখন বা সামান্য দুর্ব্বলতা কখন বা সামান্য পুষ্টি এবং বেগ বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার কিপ্যাক্ বলেন দীর্ঘকাল এই সকল যন্ত্রণা ভোগ করিয়া রোগীর বিষাদোন্মত্ততা (*Melancholia*) উপস্থিত হয় এবং রোগী গুম হইয়া বসিয়া থাকে। পুরাতন রোগে উদরী, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, এবং সর্ব্বাঙ্গে ক্ষুদ্র বিদ্রধি বাহির হয়। রোগীর দেহে বল বা মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না, কোন কার্য্যে আস্থা থাকেনা, সদাই বিমর্ষভাবে থাকে। দিবারাত্রই কোন না কোন প্রকার অসুখ বর্ত্তমান থাকে। কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না, সামান্য পরিশ্রম করিলেই অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। মনোবৃত্তি কোন

প্রকার আলোচনা করিতে একেবারেই সক্ষম হয় না। দেহ শীর্ণ ও ক্লিষ্ট হইয়া চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল মধ্যে প্লীহা যকৃৎ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অতি কষ্টেই রোগী দেহ-ভার বহন করে।

অবস্থিতি কাল—এই পীড়ার অবস্থিতি-কালের কোন প্রকার নিশ্চয়তা নাই।

প্রজ্ঞান—এই পীড়ার পরিণাম সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার সহিত মতামত প্রকাশ করিবে। ধাতুগত লক্ষণ অনতিপ্রবল হইলে সুচিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। ধাতুগত লক্ষণ কঠিন হইলেও কখন কখন আরোগ্য হয়। উদরী, বৃক্ক-প্রদাহ, ফুস্‌ফুস-প্রদাহ প্রভৃতি কঠিন উপসর্গ হইলে বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠে। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন প্লীহা এবং যকৃৎ যতই বর্দ্ধিত হইবে পীড়া ততই আশঙ্কাপ্রদ হইবে।

চিকিৎসা—এপিস, আর্ণিকা, ফেরম, ফেরম-আর্স, ফেরম-ফস, ফেরম-ষ্ট্রিকনিয়া, নেট্রম-মর, নেট্রম-আর্স, আর্স, ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স, ইউক্যালিপটস, সিয়ানোথস, কেলি-ফস, নেট্রম-সল্‌ফ, নক্স, সলফর, সিলিসিয়া, এজা-ডিরিক্টা-ইণ্ডিকা ও পাইক্রেট-অফ্-এমোনিয়া, বা পাইক্রেট-অফ-কুইনাইন প্রভৃতি বিশেষ উপযোগী। [পৌনঃ-পুনিকজ্বর-চিকিৎসা-অধ্যায়ে অন্যান্য উপকারী ও উপযোগী ঔষধ দেখ]

আনুসঙ্গিক চিকিৎসা ও পথ্যাদির নিয়ম—জল বায়ু পরিবর্ত্তন করাই এই রোগের উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। রোগীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইলে স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া নিজ স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করাই কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা রেসম বা পশমী বস্ত্রের দ্বারা গাত্র আবৃত

করিয়া রাখিবে। প্লীহা বর্দ্ধিত হইলে মার্কিউরিয়াস্-বিন্ আওডে-টাসের মলম প্রস্তুত করিয়া প্লীহার স্থানে লাগাইবে। হিম, ঠাণ্ডা, জল প্রভৃতি যাহাতে ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা তাহা হইতে বিরত থাকিবে। দুগ্ধ, ডিম্বের কুসুম, মাংসের ক্কাথ, সুজীর রুটি, পুরাতন তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, থোড়, মোচা, মানকচু, ডুমুর, কাঁচকলা, উচ্ছে, বেগুন, পটল, প্রভৃতি তরকারি, রোগীর অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবে। অবস্থানুসারে প্রত্যহ একবার মাত্র অন্ন দিবে। একাদশি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে অন্ন বন্ধ করিবে। শরীরের কোন প্রকার অসুখ দেখিলে সেদিন অন্ন বন্ধ দিবে। অবস্থানুসারে সময়ে সময়ে গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে; স্নানের পূর্ব্বে কিছু আহার করা আবশ্যক। গরম জলে গামছা ভিজাইয়া প্রত্যহ গা মুছান যাইতে পারে। ডাক্তার কিপ্যাক্স্ বলেন এই সকল রোগীকে প্রত্যহ অল্প পরিমাণে ওয়াইন (*wine*) দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই সকল রোগীর প্রায়ই অরুচি উপস্থিত হয়, মুখ সারিবার জন্য মিষ্ট আমের আমসত্ত বা আমচুর প্রভৃতি মুখরোচক দ্রব্য অল্প মাত্রায় দেওয়া যায়। অল্প পরিমাণে সুপক্ক-সুমিষ্ট ফলও সময়ে সময়ে দেওয়া যায়। আহারীয় দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রস্তুত করিয়া দিবে—যাহাতে রোগীর মুখপ্রিয় হয়। কোন প্রকার অনিয়ম না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে। [অন্যান্য বিষয়ের জন্য সবিরাম এবং অবিরাম-জ্বরের ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য।]

চিকিৎসকের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ম্যালেরিয়া-সংক্রান্ত পুরাতন পীড়ায় অনেক দিন ভুগিবার পর ও ম্যালেরিয়াল-ক্যাচেক্সিয়ায় অনেক সময়ে পদ-শোথ, সার্ব্বাঙ্গিক শোথ এমন কি উদরী পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। এই সকল উপসর্গ প্রকাশ পাইলে রোগ কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। চিকিৎসা—এসেটিক-

এসিড, এপিস, আর্জ্জেণ্টম, আর্সেনিক, এপোসাইনম, অরম্, ডিজি-টেলিস্, চায়না, কেলি-কার্ব্ব, লাইকপ, টেরিবিন্থ সলফর ও এডোনিস।

লিভারের বিবৃদ্ধি—অরম-মেটা, চেলিডন, কষ্টিকম, চায়না, ফেরম, কেলি-কার্ব্ব, লাইকপ, ম্যাগনেসিয়া-মর, মার্ক-বিন, মার্ক-সল, নেট্রম-মর, নেট্রম-সলফ, নাইট্রিক-এসিড, পডো, নক্স-মস্কেটা, ফস, সলফর, টিউবার্ক, ক্যাল্‌কেরিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স, সিলিসিয়া, এমন-মর, থুজা, জিঙ্ক।

প্লীহার বিবৃদ্ধি—এনথ্রাক্স, এরেনিয়া, আর্স, ক্যাপ্‌সিকম, সিয়ানোথস, চায়না, ফেরম-মেট, ফেরম-রিডাক্টম, আয়ড, ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স, ক্যাল্‌কেরিয়া-আয়ড, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, মার্ক-রুব্রম, নেট্রম-মর, নাইট্রিক-এসিড, নক্স-ভম, ফস, সিলিসিয়া, ইউপ্যাট, ইউক্যালিপটস।

এতদ্ব্যতীত দাঁতের মাড়ী হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া অনেক সময়ে মারাত্মক ক্ষত (cancrum-oris) চোয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ধ্বংস সাধন করে।

এই রক্তস্রাবের চিকিৎসা—আর্স, এসটাক, চায়না, কার্ব্বো-ভেজ, ক্রোটেলস, হামামেলিস, হেপার, ক্রিয়োসোট, আয়ড, ল্যাকেসিস, ম্যাগনেসিয়া-মর, মার্ক-কর, নেট্রম-মর, নাইট্রিক-এসিড, ফস, ফেরম-ফস, সোরিনম, স্যান্‌গুইনেরিয়া, সলফর, সলফিউরিক-এসিড, টেরিবিন্থ, কেলি-ক্লোরাস, এসিড-মর, কেলি-মর, কেলি-ফস।

কালরঙের রক্তস্রাব—কার্ব্বো, ক্রোটেলস, ল্যাকেসিস, ইলাপ্‌স, হ্যামামেলিস।

অনবরত রক্তপড়ে ও উহা জমে না—এন্‌থ্রাসিন, ক্রোটে-লস, নাইট্রিক-এসিড।

সহজেই রক্তপড়ে—হেপার, ফস, ল্যাকেসিস।

অতি শীঘ্র এমন কি নির্গত হইয়াই জমিয়া যায়—ক্রিয়োজোট, ক্রোকস্।

ক্ষত—Cancrum-Oris—আর্স, এস্টীক, ব্যাপটিসিয়া, এসিড-কার্ব্বলিক, কার্ব্বো-ভেজ, ক্রোটেলস, কেলি-ক্লোরাস, কেলি-আয়ড, কেলি-বাই, ল্যাকেসিস, মার্ক, নেট্রম, নাইট্রিক-এসিড, সিলিসিয়া, সলফর, সলফিউরিক-এসিড। হাইড্রাসটীস-ক্যানাডেনসিসের আভ্যন্তরিক ও বাহ্য-প্রয়োগের অনেকেই পক্ষপাতী। [দেশীয় অশ্বথ বা পাকুড়ের ছালের রস বড় উপকারী।]

রক্তভেদ—এলুমিনা, আর্স, আর্ণিকা, এসিড-নাইট্রিক, এসিড-মর-এসিড-সলফর, ল্যাকেসিস, ফস, ক্রোটেলস, হ্যামামেলিস, ক্রোকস, ফেরম-ফস্, কেলি-ফস, কার্ব্বো, মার্ক-কর, নক্স-মস্কেটা, রসটক্স, সল্ফর।

কাল আলকাতরার রঙের রক্তভেদ—লেপটাণ্ড্রা।

[টাইফয়েড অধ্যায়ে রক্তভেদ ও ঔষধের লক্ষণ দেখ।]

পৌনঃপুনিক-জ্বর বা দুর্ভিক্ষ-জ্বর।

(Relapsing fever or Famine-Fever).

অপর নাম (Synonym)—ফেমিন্-ফিভার্, বিলিয়স্-টাইফইড্ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষজ্বর এবং পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক জ্বর ইত্যাদি; স্পীরিলাম্-ফিবার অর্থাৎ ৫।৭ দিন অন্তর জ্বর।

নির্ব্বাচন বা পরিচয় (Definition)—যে তরুণ ও সংক্রামক এপিডেমিক জ্বর রোগে কয়েকদিন জ্বর থাকিয়া তৎপরে তাহার

সম্পূর্ণ বিরাম হয়, কিন্তু কয়েক দিবস পরে পুনরায় আবার পূর্ব্ববৎ জ্বর হয়,বা আসে—উহাকে relapsing বা পৌনঃ-পুনিক জ্বর কহা যায়। অনেক সময়ে ম্যালেরিয়া Bacili ইহার কারণ বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, প্রত্যেক রোগের কারণ Malaria bacili নহে। ফলতঃ এই জ্বরও ম্যালেরিয়া-জ্বরের ন্যায় কোন একটী বিশেষ বিষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রোগী ও অসুস্থ ব্যক্তির পরস্পর যাতায়াত ও স্পর্শের দ্বারা এ রোগ বিস্তৃত হয়। রোগীর প্রশ্বাস ও ঘর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা ঐ বিষ (contagion) বাহির হয়, সুতরাং রোগীর সংস্পর্শে যাহারা আসিবে তাহাদের এই রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা। পরস্পরের যাতায়াত ও বস্ত্রাদির সংস্পর্শনে এই রোগ ব্যাপ্ত হয় এবং কয়েক মাস পর্য্যন্ত ঐ রোগ-বিষ রোগীর গৃহের প্রাচীরে আটকাইয়া থাকে।

উদ্দীপক কারণ (Exciting cause)—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অটো ওঁবারমেয়ার্ Otto Obermeier সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষাদ্বারা স্থির করেন যে এই জ্বরের সংস্পর্শে স্পাইরিলাম্ (Spirillum fungi) নামক এক রকম ক্ষুদ্রতম কীটানু-বীজ (Bacteria) উৎপাদিত হইয়া অবস্থিতি করে। উহারা গতিবিশিষ্ট এবং দেখিতে স্পাইরাল সূত্রের মত অর্থাৎ স্ক্রুপের প্যাঁচের মত ; উহারা অত্যন্ত কোমল ; মানব-শরীরের লোহিত রক্তকণিকা (Red corpuscles) অপেক্ষা উহারা লম্বে ছয়গুণ বৃহৎ অর্থাৎ আকারে উহারা এক ইঞ্চির ১এর ১৫০০ হইতে ১এর ৫০০ অংশ মাত্র। এই স্পাইরিলাদিগকে মানব শরীরের রক্তেই কেবল মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোনও রসে দৃষ্ট হয় না। জ্বরের উত্তাপাবস্থায়ই কেবল উহাদিগকে রক্ত মধ্যে দেখা যায় এবং সেই সময়ে পীড়িত ব্যক্তির রক্ত লইয়া কোনও সুস্থ ব্যক্তিকে টীকা দিলে in-

oculation সেই সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করান যাইতে পারে। আবার হেডেন্‌রিক্ Heyden Reich) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে স্পাই-রিলা Bacteria গুলি রক্তের স্বাভাবিক বা উচ্চ উত্তাপে রক্তমধ্যে অতি অল্পক্ষণই বাঁচিয়া থাকে ; কিন্তু অতি শীঘ্র-শীঘ্রই উহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরের দুর্ভিক্ষজ্বরে (Famine fever) রোগীর শোণিত মধ্যে এইরূপ স্পাইরিলা দৃষ্ট হইয়াছিল। আমাদের খ্যাতনামা ডাক্তার ভ্যান্‌ডাইক কার্টার (Dr. Vandyke Carter) সেই সময়ে অনেক পরীক্ষার পর এই স্পাইরিলা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা (১) স্পাইরিলা দ্বারা ইন্‌ফেক্‌শন্ (infection) বা সংক্রামণ হইলেই ঐ জ্বর হইবে, (২) জ্বরের তাপাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের বংশবৃদ্ধি হয়, (৩) জ্বরমগ্নাবস্থায় স্পাইরিলাগণ অদৃশ্য হয় (কিন্তু ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় না), (৪) রোগীর সংস্পর্শে অথবা স্পাইরিলা-সংযুক্ত-শোণিত দেহান্তরে inoculation টীকা দ্বারা প্রবিষ্ট করাইলে ঐরূপ জ্বর উৎপাদিত হয়। ফলতঃ নিম্নলিখিত অবস্থায় উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতেও তিনি দেখিয়াছেন যথা (১) জ্বরের পূর্ব্বে কয়েক ঘণ্টা হইতে এক বা দুই দিন পর্য্যন্ত স্পাইরিলা বাঁচিতে পারে (২) হঠাৎ জ্বরের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে প্রায় স্পাইরিলা সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় না, (৩) উক্ত কীটাণুদিগের সংখ্যার সহিত উহাদের আকৃতির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন অথবা জ্বরের আধিক্যের কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। (৪) লাইসিস্ (Lisis) বিধানে অর্থাৎ ধীরে ধীরে জ্বর মগ্ন হইলে উক্ত স্পাইরিলা গুলি বাঁচিয়া থাকিতেও পারে। কেহ কেহ বলেন উক্ত স্পাইরিলাগুলি উক্ত জ্বরের কারণ হইতে পারে কিন্তু উহাদের পুনরাক্রমণের কারণ নাও হইতে পারে। আমাদিগের ডাক্তার কনিংহাম (Cunningham) সাহেব

বলেন যে স্পাইরিলাগণ পৌনঃ-পুনিক জ্বরের কারণ নহে, উহারা উক্ত জ্বরের পরবর্ত্তী ফলস্বরূপ (Effect and not cause.)—কারণ সুস্থ ব্যক্তির দন্তের শ্লেষ্মায় উহাদের অবস্থান তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। বলিতে কি, কীটাণু-বীজ-কারণ সম্বন্ধে আমাদেরও এই মত।

পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। (Predisposing cause) অনাহার, বহুলোক সমাগম এবং গলিত আবর্জ্জনা হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দারিদ্র্য এবং অনাহার ও অল্পাহার-জনিত শারীরিক শ্রান্তি ও ক্লান্তি-বশতঃ এইরোগ স্বতঃই উৎপাদিত হইতে পারে ; দেখা যায় যে দুর্ভিক্ষের সময় এই রোগ প্রায় এপিডেমিকরূপে প্রকাশ পায—সেইজন্যই বোধ হয় দুর্ভিক্ষ-জ্বর বলিয়া ইহা আখ্যাত হইয়াছে। ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক পুরুষদিগেরই এই রোগ অধিক হয়।

এনাটমি-সম্বন্ধীয় নির্ণায়ক চিহ্ন। Anatomical Signs) শবচ্ছেদ করিলে পৌনঃপুনিক জ্বরের বিশেষ কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শবের পেশী-কাঠিন্য (Rigor mortis) হয় এবং উহা অনেকক্ষণ-স্থায়ী হইয়া থাকে। রোগাবস্থায় পেটিকি ও ন্যাবা (Petechiæ and jaundice) হইলে মৃত্যুর পরও উহাদেব চিহ্ন দৃষ্ট হয়। রক্তমধ্যে অধিক ইউরিয়া (urea) দৃষ্ট হয় এবং শ্বেত-রক্ত-কণাগুলি (white corpuscles of the blood) বৃদ্ধি পায়। কদাচ শোণিত কাল ও তরল হইয়া থাকে। রক্তমধ্যে স্পাইরিলা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। হৃৎপিণ্ডে মেদ ও তাহার Granular degeneration দৃষ্ট হয় ; প্লীহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় অথচ কোমল থাকে। কদাচ উহাতে ফাইব্রিণ-ঘটিত পদার্থ দৃষ্ট হয়। যকৃৎ অত্যন্ত বড় ও রক্ত-পূর্ণ হইয়া থাকে, কদাচ মূত্রগ্রন্থিগুলি বড় হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—(Symptoms) পৌনঃপুনিক জ্বরের incubation

বা অঙ্কুরাবস্থা ৪ হইতে ১০ দিবস, কিন্তু ইন্‌ফেক্‌সন্‌-জনিত রোগ হইলে উহা অপেক্ষা রোগ শীঘ্র প্রকাশিত হয়। এই রোগের আক্রমণাবস্থা (invasion) শীঘ্র প্রকাশ পায়; রোগী আক্রমণের কাল উপলব্ধি করিতে পারে। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে লক্ষণগুলি প্রথম প্রকাশ পাইয়া থাকে। লক্ষণ—যথা প্রবল কম্প এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; কখনও বা অল্প শীত; হঠাৎ কপালে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয় তৎপরে শিরঃপীড়া শিরোঘূর্ণন এবং পৃষ্ঠ ও হস্ত পদাদিতে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে, ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই জ্বর, তাহাতে গাত্র শুষ্ক ও খস্‌খসে, মুখমণ্ডল আরক্তিম, নাড়ী দ্রুত এবং অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে। ২।৩দিনের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর ঘর্ম্ম হইলেও জ্বরের উপশম হয় না, মধ্যে মধ্যে কম্প হয় এবং উহা ঘর্ম্মের সহিতও ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অবস্থাটী ঠিক পালা-জ্বরের মত। শিশুদিগের এইরূপ জ্বরের আরম্ভে অত্যন্ত নিদ্রা হইয়া থাকে। এই জ্বরে প্রথম হইতেই বমন হয়। বমিত পদার্থ হরিদ্রাবর্ণ, হরিদ্রা ও সবুজ বর্ণ-মিশ্রিত অথবা প্রকৃত সবুজ বর্ণের হইয়া থাকে। উহাতে পিত্ত এবং পাকাশয়িক রস দৃষ্ট হয়। কদাচ কাল বর্ণের বমন হইয়া থাকে। পাকাশয়, যকৃৎ এবং প্লীহার উপর অসুখ বোধ ও বেদনা হয়, প্লীহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, সম্পূর্ণ ক্ষুধামান্দ্য এবং প্রবল তৃষ্ণা হইয়া থাকে। জিহ্বা প্রথমতঃ সরস এবং শ্বেত অথবা ঈষৎ হরিদ্রা-বর্ণের ময়লাযুক্ত থাকে, কিন্তু পরিশেষে ইহা শুষ্ক এবং কটাবর্ণের হইতে পারে। এতদ্‌সঙ্গে দন্তে সর্ডিস প্রকাশ পায়। জিহ্বা প্রস্থদিকে ফাটিয়া যায়; উহার প্যাপিলিগুলি বৃদ্ধি পায় এবং ধারগুলি লাল দেখায়। রোগ গুরুতর হইলে জিহ্বা এবং মুখগহ্বরের মধ্যে ক্ষত হইতে পারে। পূর্ব্বাপর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। স্বাভাবিক কালবর্ণের মলত্যাগ হয়। গলক্ষত, আর তালু এবং এক বা দুই টন্সিল-গ্রন্থি বড়

হইয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। রোগীর আকৃতি দেখিয়া পৌনঃ-পুনিক জ্বরের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, অর্থাৎ চক্ষু কোটরাগত হয় এবং উহার চতুর্দ্দিকে কালিমা পড়ে। রোগীব বদনমণ্ডলে বেদনা এবং নৈরাশের চিহ্ন থাকে। গাত্র হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং ত্বকের উপর সুডামিনা প্রভৃতি বিবিধ চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

জ্বরকালে নাড়ী এক মিনিটে ১০০, ১২০, ১৪০ অথবা ১৬০ বার স্পন্দিত হইতে পারে। নাড়ীর সংখ্যার সহিত সন্তাপের স্থির সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। নাড়ী পূর্ণ ও সবল হইতে পারে, কিন্তু সাংঘাতিক রোগে উহা ক্ষীণ, পর্য্যায়শীল, অথবা অসমান হইয়া থাকে, হৃদস্পন্দন ও তাহাব শব্দ সেই সঙ্গে ক্ষীণ হয়। জ্বর-রোগীর মত প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবেব পরিমাণ অত্যন্ত কম হইয়া থাকে। কখন কখন মূত্রস্তম্ভ হয়, মূত্রে উপযুক্ত পরিমাণে ইউরিয়া বাহির হয় না। কোন কোন রোগীর মূত্রে এলবুমেন দৃষ্ট হয়। এই রোগে ক্রমাগত শরীরে বেদনা থাকে এবং সেই সঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা এবং অনিদ্রা উপস্থিত হয়। এই রোগে প্রায়ই প্রলাপ উপস্থিত হয় না কিন্তু রোগ ক্রাইসিস্ দ্বারা মগ্ন হইলে কদাচ প্রবল প্রলাপ উপস্থিত হইতেও পারে।

জ্বরের ৫ম বা ৭ম দিবসে ক্রাইসিস্ দ্বারা সাধারণতঃ আরোগ্য সম্ভব। কিন্তু ৩ হইতে ১০ দিবসের মধ্যেও জ্বরত্যাগ হইতে পারে। এই সময় লক্ষণগুলি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই কালে শ্বাস কষ্টও উপস্থিত হইতে পারে। ক্রাইসিস্-কালে এরূপ প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, যে উহা কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত গড়াইয়া যায়। কদাচ সুডামিনা অর্থাৎ ঘামাচির মত স্ফোট এবং জলবৎ উদরাময় অথবা বমন হইতে পারে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং কদাচ গর্ভ অথবা অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। প্রবল রোগে এবং দুর্ব্বল শরীরে

চর্ম্মের উপর প্রচুর পরিমাণ পেটিকি বা কালাটে বর্ণের চিহ্ন বাহির হয়; ক্রমে ক্রমে নাড়ীর বেগ ও সন্তাপের হ্রাস হয়। জিহ্বা পরিস্কৃত হয়, এবং রোগী ঈষৎ দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কোন অসুখ বোধ করে না।

অনেক রোগী শীঘ্র শীঘ্র আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে জ্বরের অল্প বিরাম হয়, কোন কোন রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বেদনা থাকে, মেটাকার্পাল অস্থি ও অঙ্গুলির এক একটী পর্ব্ব বিশেষ ভাবে বেদনাগ্রস্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বেদনাবশতঃ নিদ্রা হয় না এমন কি বেদনায় রোগী চীৎকার করে; গ্রন্থির স্ফীতি এবং বেদনাবশতঃ তরুণ বাত রোগের সহিত ভ্রম হইতে পারে। জ্বরবিচ্ছেদকালে ব্রংকাইটিস্ লক্ষণ ও আক্ষেপিক কাশি প্রকাশ পায় এবং চট্‌চটে শ্লেষ্মা ও কদাচ রক্ত উঠিয়াও থাকে। শিশুদের এইরূপ রোগ হইলে হুপিং-কাশি রোগ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

পুনরাক্রমণ—(Relapse) কোন কোন স্থলে পৌনঃ-পুন্যিক জ্বরের পুনরাক্রমণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু প্রায়ই ১২ হইতে ১৭ দিনের মধ্যে সাধারণতঃ ১৪ দিবসে পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে। হঠাৎ পুনরাক্রমণ উপস্থিত হয়। লক্ষণগুলি পূর্ব্ববৎ থাকিলেও প্রায়ই উহারা অপ্রবল-ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। পুনরাক্রমণের স্থিতিকাল ৩।৫ দিবস, কিন্তু উহা কয়েক ঘণ্টা হইতে ৭।৮ দিবস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া ক্রাইসিস্-প্রণালী দ্বারা ছাড়িয়াও যায়। এই রোগের ২য় ৩য়, ৪র্থ এবং পঞ্চম আক্রমণ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কদাচ এই রোগে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এমন কি অবসাদন লক্ষণ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ বদনমণ্ডল ও নাসিকা ঈষৎ বেগুনি বর্ণের মত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল এবং নীলবর্ণ, নাড়ী দুর্ব্বল ও রোগী অচৈতন্য হইয়া

থাকে। কোন কোন স্থলে টাইফয়েড্‌-রোগের মত প্রবল স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, তৎসঙ্গে মূত্রস্তম্ভও হইয়া থাকে।

তাপ-বিবরণ (Temperature)—পৌনঃ-পুনিক জ্বরে ৪।৫ দিবস পর্য্যন্ত ক্রমাগত তাপ বৃদ্ধি পাইয়া ১০৪, ১০৫, ১০৬, এমন কি ১০৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। প্রাতঃকালে জ্বরের বিরাম থাকে না। জ্বরের তাপ কিছুকাল একভাবে অবস্থিতি করিয়া প্রাতঃকালে কিছু কিছু কমিতে থাকে। অবশেষে ক্রাইসিস্‌-প্রণালী দ্বারা স্বাভাবিক তাপাপেক্ষা শারীরিক সন্তাপের হ্রাস হয়। পুনরাক্রমণে তাপ পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি।

উপসর্গ এবং আনুসঙ্গিক ঘটনা—(Complications and Sequelæ) যথা—ব্রংকাইটিস্‌, নিউমোনিয়া, বিবিধ রক্তস্রাব, হঠাৎ সিঙ্কোপ বা হৃৎপিণ্ডের অবসাদন, পেশী এবং গ্রন্থিমধ্যে বেদনা ও শোথ, চক্ষু-প্রদাহ, তৎপূর্ব্বে দৃষ্টিহীনতা, উদরাময় অথবা রক্তামাশয়, দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতা-বশতঃ পদ-শোথ, কর্ণমূল-প্রদাহ এবং গর্ভস্রাব। হঠাৎ জ্বরমগ্ন হইলে পর ২য় সপ্তাহে ত্বকের খোলস উঠিয়া যায় এবং চুলও উঠিয়া গিয়া থাকে।

পরিণাম (Termination)—পৌনঃ-পুনিক জ্বর প্রায় আরোগ্য হয়। শতকরা ৪॥০ জন মরে; কোন কোন স্থলে শতকরা ১ বা ২ ভাগ লোকের মৃত্যু হয়। আরোগ্য-কাল অতি কষ্টকর হয় এবং ঐ সময়ে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া থাকে। এই দুর্ব্বলতায় মৃত্যু উপস্থিত হইতেও পারে।

মৃত্যুর কারণ (Causes of Death)—যথা—হৃৎপিণ্ডের অবসাদন বা সিঙ্কোপ, সাধারণ অবসাদন বা কোলাপ্‌স অথবা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অত্যন্ত উদরাময় বা রক্তামাশয়, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব,

ইউরিমিয়া, শিশুদিগের অত্যন্ত বমন, নিউমোনিয়া, পেরিটোনাইটিস্ ইত্যাদি।

ভাবিফল (Prognosis)—বার্দ্ধক্য, অপরিমিতাচার, উপবাস এবং রুগ্নাবস্থা রোগ আরোগ্যের বিঘ্নকরী।

বিপদ-লক্ষণ (Signs of Danger)—যথা কামলরোগ, প্রবল রক্তস্রাব, বিস্তৃত পেটিকি বা পার্পিউরিক দাগ, জিহ্বা ও মুখ-গহ্বরে সর্ডিস্ বা ক্ষত, জ্বরমগ্ন হইলেও অসুস্থতা, মূত্রস্তম্ভ অথবা স্বল্পমূত্র, প্রবল মস্তিষ্ক-লক্ষণ, হৃদ-অবসাদনের লক্ষণ। সামান্য রোগে উপসর্গগুলি হঠাৎ উৎপন্ন হইতে পারে। আনুষঙ্গিক উপসর্গবশতঃ আরোগ্যকালের বিলম্ব হয়।

রোগ-নিরূপণ (Diagnosis)—পৌনঃ-পুনিক জ্বরে হঠাৎ আক্রমণ, সন্তাপের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প ঘর্ম্ম, প্লীহার অত্যন্ত স্ফীতি ও বৃদ্ধি, যকৃতের অপেক্ষাকৃত কম বৃদ্ধি, এবং শীঘ্র সন্তাপের হ্রাস হইয়া থাকে।

টাইফাস্-জ্বরে—বিশেষ ইরাপসন্, পুনরাক্রমণের অভাব এবং পৌনঃ-পুনিক জ্বর অপেক্ষা বিলম্বে জ্বর ত্যাগ হইয়া থাকে।

টাইফয়েড-জ্বরে—ধীরে ধীরে আক্রমণ, বিশেষ গোলাপী বর্ণের ইরাপসন্, চাপনে উহাদের তিরোভাব ও তৎপরে গাত্রে খোসান উঠা, এবং তাপের বিশেষ তালিকা থাকে।

রেমিটেণ্ট জ্বরে—জ্বরের বিরাম দৃষ্ট হয়, কিন্তু সংক্রামকতা থাকে না, এবং ইহা ম্যালেরিয়া-পীড়িত স্থানে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু পৌনঃ-পুনিক জ্বর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া বা পর্য্যায়-জ্বরের—সংক্রামকতা থাকে না।

পীতজ্বরে—বিরাম দৃষ্ট হয় না; তাপবৃদ্ধি ও যোগ প্রবল হয়।

চিকিৎসা (Treatment)—পৌনঃ-পুনিক জ্বরগ্রস্তরোগীকে গৃহ হইতে হাঁসপাতালে লইয়া যাইবে কারণ বৃহৎ ও বায়ু-সঞ্চালিত হাঁসপাতালে অথবা ঐরূপ অন্য কোন স্থানে রোগের সংক্রামকতা বিস্তৃত হইতে পারে না।

বস্ত্রাদিতে মল ও মূত্র সংযুক্ত হইলে গন্ধকের ধূম-সংযোগে উহা পরিষ্কার করিবে এবং তৎপরে শতকরা একভাগ কার্ব্বলিক লোষণ বা দ্রাবণ দ্বারা ধৌত করিবে। অন্যান্য অল্পমূল্যের দ্রব্যাদি অগ্নিতে দগ্ধ করিবে।

রোগের আক্রমণকালে লঘু অথবা পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থা করিবে। ক্রাইসিস্-কালে পুষ্টিকর খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই সময়ে মৎস্য বা মাংসের ঝোল সুব্যবস্থা। পিপাসায় অল্প অল্প লেমোনেড্ ও বরফ সেবন করিতে দিবে।

উত্তেজক সুরা অযথা ব্যবস্থা করিবে না, তবে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া পড়িলে অল্প অল্প ১ নং ব্র্যাণ্ডি ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার হয়। রোগীকে শয্যা হইতে উঠিতে দিবে না।

চিকিৎসা।

হানিমান এই জ্বরে ব্রাইওনিয়া ও রসটক্সের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। হইতে পারে হানিমান নিজে ঐ দুই ঔষধে আশাতীত ফল পাইয়া উহাদের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন—ফলতঃ আমাদের বিশ্বাস যে হানিমান যদি আজ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন ও স্বচক্ষে ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের বিবিধপ্রকার জ্বর দেখিতেন তাহা হইলে স্বতঃই তিনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেন। বাঙ্গালার সুন্দরবনের ব্যাঘ্র (Royal Bengal Tiger) যেমন অতি

ভয়ানক—বাঙ্গালাদেশের ম্যালেরিয়া বা এইরূপ জ্বরসমূহ তদ্রূপ ভয়ানক। ইহাদের স্বভাব ও গতি নর-মাংস-লোলুপ ব্যাঘ্র অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

একোনাইট। ডাক্তার ডাইস ব্রাউন (Dr. Dyce Brown) এই রোগে এই ঔষধের উপযোগীতা এককালে স্বীকার করেন না। ডাঃ লিড্‌হ্যাম বলেন যে অতি অল্প মাত্রায় একোনাইটের মূল আরোক সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। আমরা একোনাইট এই প্রকারে সেবন করাইয়া উপকার হইতে দেখিয়াছি কিন্তু ডাং লিড্‌হ্যামের মত উহাকে অল্পমাত্রা বলিতে প্রস্তুত নহি; এরূপ মাত্রাকে আমরা অতিমাত্রা বা এলোপ্যাথিক মাত্রা বলিতে কুণ্ঠিত হইব না। ডাঃ কিড্‌ একোনাইটের বিশেষ লক্ষণ দেখিয়া উহা প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। অতিমাত্রা বা অল্প মাত্রাই হউক ইহাতে যখন উপকার হয় তখন কিডের মত সমর্থন করিতে আমরা প্রস্তুত।

এতদ্ব্যতীত ব্রাইওনিয়া, ব্যাপ্‌টিসিয়া, আর্সেনিক, ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্সেনিক, রসটক্স, ফস্‌ফোরস, ফস্‌ফোরিক-এসিড, নক্স-ভমিকা, জেল্‌সিমিয়ম, ইউপ্যাটোরিয়ম, ইউক্যালিপটস্‌ লেপ্‌টাণ্ড্রা, মার্ক-সল, ভেরেট্রম এলবম্‌, চায়না, আর্জেন্টম, এপিস, আর্ণিকা, ক্যামোমিলা, ক্যাম্ফর, সিমিসিফিউগা, প্রভৃতি বিশেষ উপকারী। সবিরাম জ্বর-চিকিৎসা-অধ্যায়ে উহাদের লক্ষণ সকল দেখ।

ফলতঃ আমারা নিম্নলিখিত ঔষধের পক্ষপাতী।

একদিন অন্তর জ্বরে—কিন্তু জ্বর দিবাভাগে আসে—এণ্টিমক্রুড, এরেনিয়া, সিড্রন, চিনিনম, চায়না, নেট্রম, আর্সেনিক, ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স, নেট্রম-সল্‌ফ।

একদিন অন্তর জ্বরে—বিলম্ব জ্বর সন্ধ্যাকালে আসে—লাইকপ।

৭ দিন অন্তর জ্বরে—এমন-মর, আর্স, ক্যাল্‌কেরিয়া-আর্স, ক্যান্থারিস, চায়না, লাইকপ, রসটক্স, মেনিয়াস্থিস, সলফর, টিউবাক্‌।

১৪ দিন অন্তর জ্বরে—এমন-মর, ল্যাকেসিস্‌, চায়না, ক্যালকেরিয়া-আর্স, সোরিনম, পল্‌সাটিলা,এলুমিনা, সিলিসিয়া।

২১ দিন অন্তর জ্বরে—চিনিনম, ম্যাগনেসিয়া-কার্ব্ব, সোরিনম্‌, সলফর।

১ মাস „ „ নক্স-ম, নক্স-ভ, পলস, সিপিয়া, সলফর।

অনেক সময়ে এই জ্বরে নিম্নলিখিত ঔষধেও বিশেষ ফল পাইয়া থাকি। এসেটিক-এসিড, কার্ব্বলিক-এসিড, এন্‌থ্রাসিন, পাইরোজিন্‌, ক্রোটেলস্‌, ইউক্যালিপটস, এলষ্টোনিয়া, পাইক্রেট অফ-কুইনাইন বা এমোনিয়া, ফেরম-আর্স, কুইনিয়া-আর্স, ফেরম-ষ্ট্রিক্‌নীয়া, ভেরেট্রম-ভরাইড প্রভৃতি।

ডাঃ কিপ্যাক্স প্লীহার বৃদ্ধিতে বারবেরিস এবং লিভার ও প্লীহার বিবৃদ্ধিতে রেড্‌-আয়োডাইড-অব-মার্কিরির পক্ষপাতী।

এই জ্বরের সহিত প্রস্রাবে এলবুমেন নিঃসৃত হইলে—মার্ক-কর, ও আর্সেনিক উচ্চক্রমে অর্থাৎ ২০০ ক্রমে উপযোগী এবং ইউনোমিন নিম্ন ক্রমে অর্থাৎ ২×. চূর্ণে উপযোগী। (পূর্ব্ব-অধ্যায়ের ঔষধ সমূহের লক্ষণ সকল দেখ।)

BENGAL LIBRARY
7 MAY 1909
WRITERS' BUILDINGS